সাধু-সঙ্গীত

বা

সাধক-সঙ্গীত।

(প্রথম খণ্ড।)

৺ নবকিশোর গুপ্ত প্রণীত

কলিকাতা, ১০ নং উল্টাডিঙ্গি রোড হইতে
শ্রীমতিলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
ও
বিনামূল্যে বিতরিত।

কলিকাতা;
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৮ সাল।

সাধু-সঙ্গীত

বা

সাধক-সঙ্গীত।

(দ্বিতীয় খণ্ড।)

৺ নবকিশোর গুপ্ত প্রণীত।

মালদহ—ইংরাজ বাজার হইতে
শ্রীকামাখ্যা নাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
ও
বিনামূল্যে বিতরিত।

কলিকাতা ;

১১ নং সিমলা ষ্ট্রীট, "হরিশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীব্রজরাখাল বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১০ সাল।

দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপন।

আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, আমার অগ্রজ ৺ মতিলাল গুপ্ত মহাশয় এই সঙ্গীত প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহার আগ্রহেই ইহার প্রথম খণ্ডের প্রকাশ। পরে আমাদের কালাকালের জ্ঞানে অকাল হইলেও, ভগবৎ ইচ্ছায় কালে তাঁহার মর্ত্ত জীবন ত্যাগে, অবশিষ্ট সঙ্গীত গুলি আর প্রকাশিত হয় নাই।

জীবিত থাকিলে অবশ্যই তিনি এ কর্ত্তব্য পূরণ করিতেন। যে যে কারণে তিনি এ কর্ত্তব্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা যথাযথ বিবেচনায়, আমাদেরও সে কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইতে হইল। অগ্রসর হইলাম বটে, কিন্তু সে প্রফুল্লতা আর ফিরিয়া আসিল না।

মালদহ—ইংরাজ বাজার।
শ্রাবণ
১৩১০ সাল।

শ্রীকামাখ্যা নাথ গুপ্ত।

সূচীপত্র।

(অ)

(আ)

(উ)

(এ)

(ঐ)

(ও)

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(চ)

(ছ)

(জ)

(ঝ)

(ঠ)

(ড)

(ত)

(থ)

(দ)

(ধ)

(ন)

(প)

(ফ)

(ব)

(ভ)

(ম)

(য)

(র)

(ল)

(শ)

(হ)

সাধু-সঙ্গীত

বা

সাধক-সঙ্গীত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

ভবে সে দিন কবে হবে রে,
সিদ্ধ হবে পিরিতি সাধন।
অপ্রিয় জনে দেখিব স্বপ্রিয় রত্নধন॥
অকাম-অরুণ উদিবে, কামনা-নিশি নাশিবে,
হৃদ্‌কমলে প্রকাশিবে, বিনি আকিঞ্চন॥
সাক্ষাতে অঙ্গ মিশাবে, সঙ্গের সঙ্গি হয়ে র'বে,
নির্‌হেতু নিরখিবে, নিত্য নিরঞ্জন॥
যেখানে সেখানে যাব, সুখ পেয়ে সুখে ভাসিব,
প্রেমামৃত রস রসনায় পিব, অকারণ দরশন॥২১৩

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ওহে ও জগৎপতি, অবোধ নাহি জানি স্তুতি,
নিজ গুণে তার নিজে, পদাম্বুজে এই মিনতি॥
মুনিগণ আছেন ধ্যানে, যোগী বসে যোগাসনে,
যেরূপে যে ভজে যেখানে, তোমা বিনে নাহি গতি॥

না জানি তব তদন্ত, ভ্রমে ভ্রমি অবিশ্রান্ত,
কুসঙ্গে নাহিক ক্ষান্ত, অদান্ত মন দুরান্ত হাতি ॥
মধু নাহি হৃদ্‌কমলে, মোহ-মদে পড়ি ঢলে,
কামাদি ছয় জনায় মিলে, নিভালে জ্বলন্ত বাতি ॥
ধাইছে বিষয়ারণ্যে, কভু ক্ষিতি কভু শূন্যে,
কি জানি কিসের জন্যে, যেন হন্যা শুনগতি ॥ ২১৪

সোহিনী খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যে জন চেতন দিলে মন তোর অচেতন হরে ;
চেতন হয়ে একবার ডাক দেখি তারে।
সে ধন বেদ বিধিতে নাই, খুঁজলে না পাই,
বিরাজ করে ভক্তের হৃদয় মন্দিরে ॥ ২১৫

মিশ্র—কাওয়ালী।

কি কব চরণ গুণ (ওহে গুরু)।
নিয়োগ করেছ ভবে সবে দিয়ে একানন ॥
সাধু শান্ত মনের খেদে, কহিতে বিহ্বল হয় কেঁদে,
চতুর্ম্মুখ হারিল বেদে, দিতে পরিচয় ;—
পঞ্চানন অব্যক্ত জেনে ক্ষান্ত হল তায় ;—
অনন্ত নারে বর্ণিতে সহস্র বদন ॥
কত গুণ তব নামে, ধাতাদি না পায় সীমে,
সর্ব্বজীবে বেদাগমে, করিল বিস্তার ;—
তথাপি ভব-বন্ধনে জীব নাহি পায় নিস্তার ;—
নিজ গুণ যায় কিঞ্চিৎ দেখাও, সে হয় দেব দেব ত্রিলোচন ॥
জানে না জীব কার উক্তি, নামে আছে সর্ব্বশক্তি,
সে পদে না করে ভক্তি, নাম ভজে দুরাচার ;—
যাতেই মুক্ত তাতেই বদ্ধ শ্রদ্ধা অনুসার,—
শুষ্ক মূলে ফুলের মধু, কভু হয়নি হবে না কখন ॥

কুই সাধারণের কথা নয় কিন্নর আদি দেবতা,
যার অবস্থিতি যথা ক্ষিতি গগন ;—
গুণে মোহিত সর্ব্বত্রাতা তোমায় না পূজে কখন ;—
ওহে অধর গুণাকর নির্গুণ নিরঞ্জন ॥ ২১৬

সোহিনী খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দেহ দেহ চরণতরি, ভবকাণ্ডারী।
অপার দুস্তার সংসার আর বাহিতে নারি ॥
ভজনে না ভঙ্গ দিব, সাধুসঙ্গে তরি ভাসাব,
সুখের পাল তুলে দিব বেঁধে প্রেম ডুরি ;—
সঙ্গী সঙ্গে রস রঙ্গে গাইব সারি,—
আনন্দে আনন্দে যাব পূর্ণানন্দ পুরী ॥
কি করিবে কালাকালে, অতল সিন্ধুর অগাধ জলে,
সে তরি আসমানে চলে, পরশেনা বারি ;—
নিত্য সম ভাবে যায় দিবা শর্ব্বরী,—
কৃপা বলে চরণ হিল্লোলে ত্বরিত যাব তরি ॥
সুবাতাসে আসা যাওয়া, কি করিতে পারে মায়া,
দয়াময় করলে দয়া, আর কারে ডরি ;—
হক্‌না কেন ভবার্ণবে তরঙ্গ ভারি,—
মাল্লে ঝিঁকে এক নিমিকে, পঁহুছিতে ত পারি ॥ ২১৭

সোহিনী খাম্বাজ—কাওয়ালী।

অচিন্ত্য রূপিণী মায়া, গুরু কর দয়া।
কে বল হয়েছে পার বিনে তব পদ-ছায়া ॥
ওহে সর্ব্বজন সদয়, যে যা চায় তাই পায়,
দেহ দেহ নিরাময়, করি পদাশ্রয় ;—
নিত্য নিরখি তোমায় হয়ে মঙ্গলময়,—
কার কোথা হয়েছে মজপুত পঞ্চভূত কায়া ॥

পড়েছি বিষমদায়, হয়ে আছি ভূতাশ্রয়,
সমর্পণ করলেম তোমায়, দয়াময় রাখ ,—
অনর্থ বিফল জনম যায় পায় ঠেল নাক,—
আমি রুগী তুমি রোজা জয় করহে বিজয়া ॥
পাঁচ ভূতে রয়েছে ঘেরি, এক ভূত ছাড়াতে নারি,
করিছে দৌরাত্ম ভারি ওহে দয়াময় ;—
তব পদে মতি নাই জানাইব কায়,—
ভূত হতে কর মুক্ত দেহ পদ পিণ্ডি দিই গয়া ॥ ২১৮

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

বাজে প্রাণে।
অন্যেরে সই বলা বৃথা যার বেদনা সেই জানে ॥
নিষেধ নাহিক মানে, প্রেমাধিনী বধে প্রাণে,
জীবন সহিত টানে, বাঁশীর তানে ॥
কানুর বেণুর স্বরে, প্রাণ যেন বেঁধা শরে,
ফিরে আসা ভার ঘরে, মানে মানে ॥
ধৈরয নাহিক ধরে, চলিতে নারে কাতরে,
লোকে উপহাস করে, শুনে কাণে ॥২১৯

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ভজ মজ মন তায়।
মোহিত সর্ব্বজীবন যে জন মায়ায় ॥
করিয়ে দেহ ধারণ, না ভজিলে সে চরণ, অকারণ কায় ;—
ধন মন যৌবন, অনিত্য জলের লিখন,
বিনে তার আরাধন, এ প্রাণ বৃথায় ॥ ২২০

কালাংড়া—কাওয়ালী।

চরণে স্মরণ রাখা দায়।
যে পদ ভাবিয়ে ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পায়॥
জীবের সে বাসনা মিছে, মৃত্যু ফেরে পিছে পিছে,
যে রেখেছে সেই হয়েছে শিব মৃত্যুঞ্জয়॥
জগৎ জীবন যে দেখেছে, সে কি আর জীবিত আছে,
ঐ চরণে সে সঁপেছে প্রাণ মন কায়॥
জাগ্রত ঘরে হয় চুরী, কারে করি এ চাতুরী,
আত্মবঞ্চক হয়ে মরি, না হেরি উপায়॥
পাইয়ে অটল তরি, দাঁড়ী হয়ে হই কাণ্ডারী,
আত্ম বুদ্ধে আপনি মরি, নৌকা পার না যায়॥ ২২১

সোহিনী—কাওয়ালী।

কে সখি অন্তরে থাকি টানে গোপনে।
(মন টানে গোপনে প্রাণ টানে গোপনে)
বাহ্য জ্ঞান করি বিস্মৃত, প্রফুল্লিত হয় চিত,
কে সখি হেন সুহৃদ, প্রাণনাথ বিনে॥
জ্ঞান হয় সুখময়, নয়নে না দেখা দেয়,
আনন্দে ভাসে উভয় মন না জানে॥ ২২২

মিশ্র—খেমটা।

ভাবতে না ভাবতে যায় আঁধার, একি শিবপ্রদ নাম তোমার॥
নাম ভাববো ভাববো মনে করি, অঙ্গে হেরি হরি গঙ্গাধর॥
উত্তম অধম নাই বিচার, কর একাকার,
জীবের লাগে চমৎকার, বারম্বার,
তুমি কৃপাদৃষ্টে যারে হের, দেখি তারে কর ভব পার॥

মুনি ঋষি যোগাসনে, যোগে যায় ধিয়ায়,
হয়ে উয়ের ঢিবি গায়, নাহি পায়,
প্রভু ভেবে চিন্তে পাইনে দিশে, দেখালে একি মহিমা অপার॥
বাক্য মনাতীত তুমি, তোমায় কে জানে,
বিধি পায়নাক ধ্যানে, প্রাণপণে,
নাম স্মরণেতে হয় চিতে,এ নাম বেদ কোরাণেতে পাওয়া ভার॥২২৩

তোড়ি ভৈরবী—মধ্যমান।

না হলে লোচন বচনে তা পাবে না।
সে ধন নয়ন-অঞ্জন শ্রবণে তা সাজেনা॥
যার সত্বার সত্বোতায়, সত্ব তম রজ হয়,
ত্রিদেব ঈশ্বর তায়, জীবে ত তা জানেনা॥
শুন মন তত্বসার, গুরু বক্ত্রে স্থিতি তার,
সে বিনে অকূলে সাঁতার, মনের আঁধার যাবে না॥ ২২৪

আলাহিয়া—একতালা।

কে এল সই বল জগত মাঝে,
ভক্ত জনগণ হৃদি-সরোজে।
প্রভাত করে নিশি, নাশি তিমির রাশী;
বিদ্যুৎ বহ্নি রবি শশী, আচ্ছন্ন তেজে॥
বারি না বরষে উদয় জলধর, যেন নবঘন জীবন আধার,
গগন বিস্তার, ব্যাপ্ত চরাচর, রূপে শশধর, লুকাল লাজে॥
যার যেই কার্য্য তারে তাই সাজে, যে জন যাহার সেই তারে ভজে,
গোপীর সমাজ, সাধে নিজ কায,
(আবার) ব্রজের ব্রজরাজ যেন বিরাজে॥ ২২৫

বাহার—আড়াঠেকা।

পরম পুরুষাকারে একা কে বিহরে ধরায়।
বিবরিয়া কহ সখি একি অপরূপ দেখি তায়॥
না জানি কি ভাব অন্তরে, একাধারে একাকারে,
যুগল বিলাস করে, শুনিতে পাই পরম্পরায়॥
কাল নয় গৌর অঙ্গ, ভাব ধরে যেন ত্রিভঙ্গ,
না রাখে যোষিত সঙ্গ, ভঙ্গ নাই তার ব্রজলীলায়॥
সর্ব্বকালে অবস্থিতি, সহজ মানুষাকৃতি,
শীতল উজ্জ্বল ভাতি, জীবে গতি মুক্তি বিলায়॥
এ অনুসন্ধানি যারা, ব্রহ্মপদ চায় না তারা,
গুরু তাদের নয়ন-তারা, আপনি হারা হয় আপনায়॥ ২২৬

আলাহিয়া—একতালা।

কি দিব কি দিব রূপের তুল, কাল কেন এত ভাল লাগিল।
দেখিতে দেখিতে, হেন লয় চিতে,
কভু এ নিধি নির্ম্মিতে, বিধি নারিল॥
ঠমকে ঝমকে চমকে তপন, স্থির সৌদামিনী হবে না তেমন,
নহে শশধর, শোভে সর্ব্বোত্তর, বাহির অন্তর, করে শীতল॥
গলে বনমালা চিকণ কালা, করে মোহন বাঁশী বামেতে হেলা,
অকলঙ্ক রাখা, মাথায় শিখীপাখা,
একাই করে বাঁকা, ত্রিভুবন আল॥
কিবা অপরূপ রূপ মনোহর, যেন নবঘন নহে জলধর,
দৃশ্যমান অঙ্গ, জ্ঞান হয় অনঙ্গ, হেরিয়ে ত্রিভঙ্গ, প্রাণ জুড়াল॥
আমরি মৃদু কি মধুর হাসি, অবলা মজাবার প্রেমের ফাঁসী,
শোভে অহর্নিশি, ক্ষরে সুধারাশি, হ'লে গগনশশী, কেন ভূতল॥
চরণ উপরে চরণ রাখা, তাহে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশের রেখা,
কি অমিয় মাখা, সর্ব্বজনসখা, ঘুচলো মনের ধোঁকা, যে দেখা হ'ল।

আনন্দ-মোহন নটবর বেশ, রসেরই সাগর রসিকের শেষ,
মোহিত হয় মদন, প্রাণ মন রঞ্জন, কে আর এমন, জগতে বল ॥২২৭

পিলু—যৎ।

কৃষ্ণ ভজন সুখসাধন দুঃখ নাহি তায় রে।
সর্ব্বকায় দয়াময় আছেন সদয় রে ॥
নিদয় নিরোদয়, উদয় শশীর উদয়,
সুধাসিন্ধু বিষময় অভাগার হয় রে ॥
যে যা চায় তাই পায়, বিফল নাহিক তায়,
সকলই মেলে সে পায়, অনুপায় নাই রে ॥
সুখী সুখে ভাসে, দুঃখী দুঃখে রোষে,
আপনি মরি আপন দোষে, তারে কিসে পাব রে ॥ ২২৮

মিশ্র—খেমটা।

হলেই কি হয় কর্ত্তাভজা তার মজা অতি দূর রে।
সে অধর ধরা জীয়ন্তে মরা ভাব প্রবেশ করা পুর রে ॥
অকামেতে অনাহুত, ভাই প্রাণ দিয়ে যে আছে রত,
চরণে স্মরণাগত, হয় সেই ভকত সুর রে ॥
আগেতে কায না সমুজে, ভাই আপ্ গরজে আপনি মজে.
পঞ্চানন হয়েছি সেজে, দিয়ে প্রাণ পাষাণে সিন্দুর রে ॥
ইহার ভাব বোঝে চতুর, সেথা লুভী কামীর খাটেনা ভুর,
যেমন কুকুর তেমনি মুগুর, হয় অগ্নি দর্পচূর রে ॥ ২২৯

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

গুরু অকিঞ্চনে, নিস্তার ভব-বন্ধনে।
পতিত-পাবন নাম কার আছে ত্রিভুবনে ॥
পড়ে বিধির বিড়ম্বনা, শুভ-পথে দেয় হানা,
বাড়ায় আপন যন্ত্রণা, জানে না অজ্ঞানে—

তথাপি সৌভাগ্য হয় সাধু দরশনে,—
ওহে অধমের গতি দেহ মতি শ্রীচরণে ॥
যে হয় তোমার দাস, সে কাটে বন্ধন-পাশ,
নিত্য সুখে তার বাস, চরণ দরশনে—
কোটী শশী সপ্রকাশ, হয় তার সদনে—
গরল খাইয়ে শীতল হয় সুধাপানে ॥ ২৩০

সোহিনী-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কৃপানিধি দয়ার সাগর (ওহে গুরু)।
কাটে জীবের বন্ধন-পাশ কার আছে এত জোর ॥
কে হয়েছে ভবপার, জীবে কি কহিব আর,
জন্মদাতা বিধাতার, হয় নি সে নজর;
করলেন যদি করুণানিধি অবোধ নিশি ভোর;
পুরাও দাসের অভিলাষ নিরখি তব প্রেমনগর ॥
ওহে সহজ মানুষ রতন, ঈশ্বরের পরম ধন,
সর্ব্বকারণের কারণ, ভক্ত-প্রেম-ডোর;
অনাদির আদি গোবিন্দ—গোপীর মন চোর;
সাধু অনুগত বিনে কে জানে তব আদর ॥
হ'লে মনে একবার, গোষ্পদ দেখি ভবপার,
আঁধার থাকে না আর, ভাঙ্গে ঘুম ঘোর;
দিবাকর শশধর রয় করের ভিতর;
তব পদে মতি নাই তাই ভেবে হই কাতর ॥ ২৩১

আলাহিয়া—একতালা।

ঘুচেছে সংশয় নিশ্চয় জেনে ॥
ভজেছি মজেছি ডুবেছি চিনে ॥
জনমেরি মত, সমর্পিয়ে চিত, হয়েছি বিক্রীত, ওই চরণে ॥

ভবের ভিতরে যত অবতার, হিন্দু যবনেতে হয়েছে বিস্তার,
নাহি সাধ্য সাধনা, কার উপাসনা,
অচল রসনা, অব্যক্ত মেনে ॥
কোথা লাগে মণি-রত্ন-সোণা, বিদ্যুৎ বহ্নি রবি শশী নাহি গণনা,
পূরেছে বাসনা, নাহি কোন কামনা,
কারে দি তুলনা, দেখে নয়নে ॥
অপরূপ রূপ প্রাণ মনোহর, উদয়ে উদয় জগৎ সংসার,
সৃষ্টি স্থিতি নাশ, হচ্ছে বারমাস, পলক আভাস চিত-গগনে ॥২৩২

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ভবঘোরে জানতে নারে, জীবে মিছে তীর্থে বাস করে।
আত্মতীর্থ যে দেখেনি কি হবে তার তীর্থে মরে ॥
সিন্ধুকূলে করে বাসা, ঘুচে না তার সে পিপাসা,
কার ঘুচে দরিদ্র দশা, অতিথশালায় উদর ভরে ॥
নিত্যস্থিতি যার ত্রিবেণী, একাধার বয় মন্দাকিনী,
ভক্ত আছে সে মুক্তবেণী, বিশুদ্ধ চিত্ত-সাগরে ॥
চিত উন্মেশ নিমেষে হয়, জগৎ উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়,
অধর সে অধরে রয় ভক্ত-হৃদয়-মন্দিরে ॥ ২৩৩

বাঁরোয়া—ঠুংরী।

সে যে ভক্তির ভগবান।
ভক্তাধীন ভক্তের বশ পুরুষ প্রধান ॥
তাতে যার আছে আসক্তি, উপজে তার প্রেমভক্তি,
সে সকলের গতি মুক্তি, সর্ব্বশক্তিমান ॥
শ্রবণ মনন কীর্ত্তন করে, শ্রদ্ধান্বিত হয়ে অন্তরে,
প্রেমপুলকে মধুর স্বরে, সুখে করে গান ॥

রাত্রদিন ক্ষণে ক্ষণে, জাগ্রত সুপ্ত স্বপনে,
ভক্ত আছে সেই চরণে, সঁপে জীবন প্রাণ॥
অনন্তজীব জগৎ মাঝে, যার কর্ম্ম তারে সাজে,
অভক্তের হৃদয়ে বাজে, ত্রিশূল সমান॥ ২৩৪

কালাংড়া—কাওয়ালী।

যখন ভাবি সে নীলমণি।
হই সই না জানি কি ধনের ধনী।
সুখসাগরে বেড়াই ভেসে বিরলে বসে একাকিনী॥
ধ্যান করে পদ্মযোনি, যত্নে সে চরণ দুখানি,
খবর পায় না ঋষি মুনি, কি জানবে অল্প প্রাণী॥
কে আমার আছে পূজ্য, কারে বা করিব তেজ্য,
ব্রহ্মপদ হয় না গ্রাহ্য, বিষয় রাজ্য ত না গণি॥ ২৩৫

রামপ্রসাদী—একতালা।

অটল প্রেম কি সামান্যে পাবে।
অধর ধরতে ধরায় লুটতে হবে॥
যে প্রেম লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী,
শিব যোগী পাগল ভেবে;—
সেটা ভেবেছ কি কলা মাখা ভাত, জাত দিয়ে সাথ করে লবে॥
মূষিক যুক্তি মার্জ্জার ধরা, সেও করিলে কে এগবে,—
সেটা বুঝে যদি মন, করে থাক পণ, নইলে ভেক হয়ে র'বে॥
কর দিতে তোর ঘর বিকাল, পাটাই জমির জঙ্গল বাড়িল,
রইল পেটে ক্ষিদে,বাহিরে সেধে,ভাবের গীতে কি পেট ভরিবে॥২৩৬

রামপ্রসাদী—একতালা।

সামান্যে কি সে প্রেম উপজে,
মন তোর অনুরাগ দেখে মরি লাজে।
নিশ্চিন্ত তুই থাকবি যদি চিন্তামণি নিলি কি বুঝে॥
ওরে যে প্রেম লাগি শিব যোগী সন্ন্যাসী সর্ব্বস্ব ত্যজে—
খুঁজলি না তার কাযের কাজী, কায হারালি আপ্ গরজে॥
করে জমী আবাদ, না পাতলে ফাঁদ,
বামনের কোথা চাঁদ ধরা সাজে—
হরিনাম শ্রবণে শুনে, পক্ষ আদি কেবা না ভজে,—
হলি কামী লুভী, চিনলিনা ভাবী,
কি সে পাবি অধক্ষজে॥ ২৩৭

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বুঝি প্রাণ হারালাম লোভে।
তুলতে গৌররত্ন প্রেম-সিন্ধু ডুবে॥
গৌর বরণ রসে ভরা, অমিয় সাগর গোরা,
দেখে হলেম পাগল পারা, পাইনে কুল কিনারা ভেবে॥
একি ঘটিল প্রমাদ, কেন হ'ল এমন সাধ,
ধরিতে অধর চাঁদ, বামনে কি সম্ভবে॥ ২৩৮

মিশ্র—খেমটা।

যদি মন ধরবি তারে।
তোর মিলবে সে ধন, যা বলি শোন,
কররে যতন, মানুষ ধরে॥
ও তোর দেহের খুঁটী নাটী তুলে রাখ ;—
মনকে ল'য়ে, সরল হ'য়ে, মানুষ চোকে থাক ;—
তোর আঁধার ঘরে জ্বলবে বাতী, দেখবি তাতে দীপ্তাকারে॥ ২৩৯

আলাহিয়া—একতালা।

উঠিল রে প্রেম-তরঙ্গ।
পাইয়ে রসিক সাধুর সঙ্গ ॥
প্রেমামৃত মুখে, কি শুনালে মোকে,
আনন্দ পুলকে পুরিল অঙ্গ ॥
শুনিয়ে সাধুর মধুর বাণী, (সইরে) অমনি জুড়াল তাপিত প্রাণী,
ভাব্ ভঙ্গি দেখে, কি লাগিল চোকে,
নাচিতেছে সুখে প্রেম তুরঙ্গ ॥ ২৪০ ॥

সোহিনী—খেম্‌টা।

এল প্রেম-রসের রসিক মহাজন।
আয় আয় কে নিবি রস ওজন ॥
ওজনের নাই প্রবঞ্চনা, পিরিতের মন ষোল আনা,
আনন্দরস নেনা দেনা, মেলেনা আর এমন ॥
মহাভাবের মহাজনী চিন্ময় রসের প্রবল ধনী.
মণ ভেঙ্গে নাই বিকি কিনি, গোলদার ফড়ের মতন।
যেমন নেনা তেমনি দেনা, নগদ বিক্রী ধার রাখেনা,
ব্যাপার মাত্র আনা গোনা, সৎকথা আলাপন।
শুদ্ধ রসের ব্যবসা করে, সদাই যায় সাগর পারে.
এনে বেচে সস্তা দরে, কেনে রসিক সুজন ॥ ২৪১

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এ ছার জীবনেতে কি কাজ। (তার)
অন্তরে নাহিক যার বিরাজ ব্রজরাজ ॥
প্রেমের শরীর যার, স্বার্থক জীবন তার,
নতুবা বহন সার, বানরেরি সাজ।

রস হীন যেই জন, তারত ভাল মরণ,
সে কেন দেখায় বদন. লোকেরি সমাজ ॥
হেন প্রেম রত্নহার, হৃদয়ে না দোলে যার,
বাঁচিয়ে কি ফল তার, শিরে পড়ুক বাজ ॥ ২৪২

যোগিয়ামিশ্র—আড়খেম্‌টা।

পরেশমণির জন্যে রে কালফণী ধরা।
পারবি কি—সে প্রেম করতে তোরা ॥
সেত নহে সাধারণ, করে সর্ব্বস্বান্ত পণ,
কত মহাজন, পাগল পারা ॥
তার করণ উপদেশ, কহিলেন মহেশ,
জীবনের শেষ, বিশেষ করা ॥
বাচিতে থাকে যদি আশ, ছাড় সে প্রত্যাশ,
সাধের মৃত্যু ফাঁস, গলায় পরা ॥
যারে নাহি পায় বিধি, ঋষি মুনি আদি,
ভেবে নিরবধি, নিরাহারা ॥
সেই নন্দের গোপাল, হইয়ে কাঙ্গাল,
হাল সে বেহাল, কপীন পরা ॥
ত্যজে গোলক বৃন্দাবন. ষড়ৈশ্বর্য্য ধন,
স'পে প্রাণ মন, বলছে গোরা ॥
যাদের প্রেমের অঙ্গ হয়, সকল তাদের সয়.
মুখের কথা নয়, জ্যান্তে মরা ॥ ২৪৩ ॥

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

যে যার সে তার হলে কি আর পারে ছাড়িতে।
আপনি কয় আপনার কথা লাগে ব্যথা নাড়িতে ॥

অন্ধ জনে লাঠি বাজে, যার কর্ম্ম তারে সাজে,
স্বরাগে সহজে ভজে, মজায় মজে পিরিতে ॥ ২৪৪ ॥

মিশ্র—খেম্‌টা।

তা দিন কতক বাদ টের পাবে। (ও)
হ'য়ে যার প্রেমাধীন, ভাবছ এ দিন,
এমনি আনন্দে যাবে ॥
ভক্তি নাই তোর গুরুপদে, শমন কিসে এড়াবে,
মজা ঢুকবে গুহে, আপন কার্য্যে,
বালীর শয্যায় শোয়াবে ;—
কোথা রবে বাড়ী গাড়ী যখন নাড়ী ক্ষয় পাবে,
তখন কি করবে যৌবন ধনে, হেঁচকা টানে প্রাণ যাবে ॥
সে মহাশয়, সব তারে সয়,
তার কেন তায় ভয় হবে ;—
ভাব দেখে তবু, হওনা কাবু, হচ্ছ প্রভু যে লোভে ॥ ২৪৫ ॥

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—মধ্যমান।

যে যা বলুক শুনব সব শব হয়ে।
কি হবে অন্তরের কথা বাহিরে জানায়ে ॥
যে ভাবে জগৎ মাতালে, শুভযোগে সে যোগ হলে,
কেবা কোথা থাকে কুলে, ভোলে পুরুষ মেয়ে ॥
হেরিয়ে রূপের ভাতি, গোধন চরায় গোলক পতি,
ক্ষেপা শঙ্কর প্রভৃতি, কেনা গেল বয়ে ॥
অনাদি আদির আদি, প্রেমময়ী সুধাম্বুধী,
স্কন্ধে ঝুলি দিলে যদি, দেখব মেগে খেয়ে ॥ ২৪৬ ॥

বেহাগ—একতালা।

হে মন কোথা রবে ধন।
পিঞ্জরের প্রাণ বিহঙ্গ করিলে গমন ॥
কে তুমি ছিলে বা কোথা, কারে বল পিতা মাতা.
অনিত্য ভাবনা বৃথা, নিশির স্বপন ॥
নবদ্বার দেহ পুরে, ব্যাধি শমন ভ্রমণ করে,
আশার বাসা ভঙ্গ করে. ধরিবে যখন ॥
কেহ না দেখিবে চেয়ে, শ্মশানে রবে পড়িয়ে,
শৃগালে আসিয়ে ধেয়ে, করিবে ভক্ষণ ॥
অতএব বলি শুন, ভাব শ্রীগুরু চরণ,
পাইবে অমূল্য ধন, নিত্য নিরঞ্জন ॥ ২৪৭ ॥

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

আগে কে জানে সই এমন।
গৌর একবার হের্‌লে আর ভুলবে না মন ॥
গৌর রসে ডুবু ডুবু, বোঝালে না বোঝে কভু;
নাক জিনে জল উঠলো তবু, হয় না মনের চেতন ॥
না হেরে ইই পাগলিনী, পলকে প্রলয় গণি,
ব্যাকুল হয় মহাপ্রাণী, মণিহারা ফণীর মতন ॥
নিরমল কুলে পড়বে খোঁটা, চাঁচর কেশে ধরবে জটা,
ছাড়বে না শেয়াকুলের কাঁটা, নেকড়ার আগুন যেমন
পরাণ বিয়োগ যোগে. ডুবলো গৌর অনুরাগে,
জীয়ন্তে মরিলে আগে, কি করিবে সে শমন ॥ ২৪৮ ॥

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

কারে মন খুলব কে তেমন ব্যথার ব্যথিত হায়।
মনে মনে ভাবলে সে ধন মন কেমন আনন্দে রয়

ত্রিলোক পত্রিকা ক'রে, লিখিতে লেখনী হারে,
ও সে কেউ কভু না বলতে পারে, পঞ্চ বদন যদি হয়॥
কি প্রবীণে কি বালিকে, দরদী দরদের পাকে;
তারা কাটা কাণ হাত দিয়ে ঢাকে, অপ্রেমিকে উল্ট ধায়॥ ২৪৯

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

বিনে প্রাণ অর্পণ সে ধন উপজিবে না।
অনাদি কাল ধরে বিধি, সাধিলেও তা পাবে না॥
সে ধন অমূল্য নিধি, প্রাণাধিক না করলে যদি,
ব্যাধী জয়ী নইলে ঔষধী, মনের বাদী যাবে না॥
জিনিয়ে রিপু কামাদি, অন্তরে অন্তরে সাধি,
না ডুবিলে ভাবাম্বুধি, প্রেমের নদী ববে না॥
অকপট ভাবে সন্তুষ্ট, মিষ্টতায় খায় প্রেম উচ্ছিষ্ট,
না মানে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ, ভেবে সে ভাব হবে না॥ ২৫০

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—মধ্যমান।

ভজ মন অনুক্ষণ সেই শ্রীচরণ।
যে অনাদির আদি সর্ব্বকারণ-কারণ॥
বিরিঞ্চি সাবিত্রী সতী, কমলা কমলাপতি,
শঙ্করী শঙ্কর প্রভৃতি, যার করে আরাধন॥
স্থিতি নিত্য বৃন্দাবন, নিরংশী বংশীবদন,
জীবন মন রঞ্জন, গোপীর প্রাণ ধন॥
জগন্নাথ জগৎ সখা, দ্বিভুজ ত্রিভঙ্গ বাঁকা,
রসময় রসের টীকা, রাধিকা রমণ॥ ২৫১॥

মিশ্র—খেমটা।

প্রেম কি কবার কথা, যার প্রেম সেই জানেনা রে।
প্রেমে মান থাকেনা, জ্ঞান থাকেনা,
আপনাতে আপনি থাকেনা রে॥
ভজে মন অন্তরেতে, মজে রয় দিনে রেতে,
ত্যজে তায় কোন মতে, কুলে রৈতে পারে না;
যে যার প্রেমের ঋণী—রে,সেই আপনি,সেই ধনী করে সাধনা রে।
রসিক আর চকোর সমান, সেই শশি হয় তার প্রাণ,
প্রেম-সুধা করে পান, মান আপনান মানেনা;
চণ্ডীদাসের মাথার মণি—রে,রজকিনী, মণিতে মণি দেখেনা রে॥
প্রেমের কি মর্ম্ম সূক্ষ্ম, সব সাধুর এক ঐক্য,
হয়ে বেদ বিধিদক্ষ, নিষেধ বাক্য মানেনা;
প্রেমে গৌরহরি—রে,হয় ভিখারী,রাইকিশোরী,বই জানেনা রে॥
ব্রজের সব ব্রজাঙ্গনা, তাদের ঐরূপ ভাবনা,
মনে হলে কেলে সোণা, ধড়ে চেতন থাকেনা;
তাদের সেই লক্ষ—রে,শ্রীনাথপক্ষ,মুক্তিমক্ষ নাই কামনা রে॥২৫২

পিলু—যৎ।

কৃষ্ণ প্রেম আশ্চর্য্য নিধি বেদ বিধির অগোচর।
গোপী বিনে নাহি জানে সে ধনেরি আদর॥
ভবে কে শ্রোতা, নির্লোকে কহা বৃথা,
ব্যথিত বিনে বলব কোথা, কি ব্যথার সে নাগর।
মুনি ঋষি যত, সবে পরাভূত,
দেব দেব আদি কত, পদানত সকাতর॥
নিশি দিন উদয় আছে, যে চিনে গিয়েছে কাছে,
ভাগ্যবান সেই হয়েছে, যার লেগেছে প্রেম ডোর

সর্ব্বজনে থাকে, নাহি পায় ত্রিলোকে,
ভক্তে নীলমণি দেখে, অভক্তে দেখে গোবর ॥ ২৫৩ ॥

মিশ্র—খেম্‌টা।

প্রেমের পাখী উড়েছে কাল রাত্রিরে।
সখিরে কে চেতনে আছ দাও ধরে ॥
পাখীর মন ছিল সরল, পেয়ে বিচ্ছেদ অনল,
কেটে গেছে তেফেরা শিকল ;—
আমায় বারে বারে দিচ্ছে ফাকী, আমার ঝুরছে আঁখি তার তরে ॥
ছিল হৃদ্‌পিঞ্জরে, উড়ে বসলো কার ঘরে,
তারতরে প্রাণ কেমন করে বলবো আর কারে ;—
বোলত সদা কৃষ্ণ রাধা, ছিল অন্তরে বাঁধা, প্রেম ডোরে ॥ ২৫৪ ॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

কিরূপ হেরিলাম লো সই আনতে গিয়ে বারি।
চক্ষের জলে ভরিলাম কক্ষের গাগরী ॥
কি ছার মদন শর, নয়ন ভঙ্গি তাহার,
তনু হল জরজর, চলিতে না পারি ॥
কমলিনীর কাল ভৃঙ্গ, নরাকৃতি নয় পতঙ্গ,
নব জলধর অঙ্গ, ত্রিভঙ্গ মুরারি ॥
গলে বনমালা তার, চরণে শোভে নপুর,
মনোহর নটবর, পীতাম্বরধারী ॥
আঁখি মুদিলে না ছাড়ে, ভাবিলে ভাবনা বাড়ে,
সেইরূপ মনে পড়ে, দিবস সর্ব্বরী ॥
ডুবিল নয়ন নিরখিতে, ভাসিল কুল অকূলেতে,
চকিতে পশিল চিতে, পাশরিতে নারি ॥

ঘুচাতে আপশোষ প্রাণের, ইচ্ছা হয় আবার যাই ফের,
মরিগো মরিগো রূপের, বালাই লয়ে মরি ॥ ২৫৫ ॥

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

পাখী ধরবি কি সাতনলায়।
গুরু বাড়ী হারিয়ে গাছ তলায় ॥
পাখী আছে বসে মগডালে, ধরা যাবে নারে এমন গোলমালে,
ও সে শেয়ানা পাখী, দেয় চক্ষে ফাঁকী,
যদি আঁখির পলক পায় ॥
ছলে কলে চলে নলে নল, গুরু বাড়ী থাকে শেষের নলের তল,
যে রয় ঠায় নজরে, সেই তায় ধরে,
প্রেমের আঠা দিয়ে তায় ॥
খুজে নাগাল পাবি তার কোথায়,
ওকে ধরবি পাখী আমার সঙ্গে আয়,
ও যে প্রেমের ভুক, খুব নাটা চোক,
ফেল্‌কা মুখোর কর্ম্ম নয় ॥ ২৫৬ ॥

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

প্রেমের গাছ তলাতে গিয়ে।
অঙ্গ শীতল হ'ল ঠাণ্ডা পেয়ে ॥
পথশ্রান্তি শান্তি হল, দুরাশা সব ঘুচে গেল,
আসার আশা পূর্ণ হ'ল, সুমধুর ফল খেয়ে ॥
চতুর্ব্বর্গ ফলের গুরু, আমরি কি প্রেমের তরু,
নিরানন্দ রয়না কারু, আনন্দ রস পিয়ে ॥ ২৫৭ ॥

মিশ্র—খেম্‌টা।

ওরে মন যাসনে ভুলে।
তোর ভজন সাধন যা বলি শোন,
হরদমে ডাক গুরু বলে॥
নিতাই আমার প্রেমের মহাজন,
(ও সে) পূর্ণকুম্ভ রসের সাগর আছে কত ধন,
তুই যা চাব, সেইখানে পাবি,
নিতাইচাঁদের দয়া হলে॥ ২৫৮॥

যোগিয়ামিশ্র—আড়খেম্‌টা।

আমরি কি সুখের নগর ভবসাগর পারে,
সুখময় সুখে বিরাজ করে।
সেথা কেউ দুঃখী নয় সবাই সুখী,
আঁখি জুড়ায় কমল আঁখি হেরে॥
অপূর্ব্ব ধন সবার ঘরে, চিন্তামণি আলো করে,
কি কাজ দিবাকরে;—
সদা নগরবাসীর মুখে হাসি, যেন পূর্ণ শশি সুধা ক্ষরে॥
অপার নদী ভব জলধি, নাই পরাবার নিরবধি,
আছে বিধির বিধি;—
ভেবে বিরিঞ্চি যায়, পার নাহি পায়,
দেখলাম গুরু কৃপায় নয়ন ভরে॥ ২৫৯॥

মিশ্র—খেম্‌টা।

প্রেমের তরী সামলে চালা।
নিয়ে সেই মানুষ নিধি করবি যদি রসের খেলা॥
একে তোর তরুণ তরী, গাঙ্গেতে তুফান ভারি,
নবীনচাঁদ তায় কাণ্ডারী, দিচ্ছে ঝিঁকে মেলা;-

তোরে সিন্ধুতে ডুবাবে বলে, তোর মনের জলুই দিচ্ছে খুলে,
উঠছে রস উজান ঠেলে, ডহর খোলে ফুটে তলা ॥
ভয়ানক সে অম্বুধি, মানেনা নিষেধ বিধি,
নির্ভয়ে উথলে যদি, ভাসবে নদী নালা ;
সে কলঙ্ক কুম্ভিরে ভরা, নাবতে ভয় করে ডুবুরী যারা,
ভাব রসে হয়ে ভোরা, ডুবলে তোরা ঘটবে জ্বালা ॥
পথ পেয়ে যাচ্চ বেয়ে, চেননা রসিক নেয়ে,
দেবে তোর মাথা খেয়ে, কুলমজানে কালা ,
তুই বাস কোথা না জেনে বিশেষ,শেষ অখ্যাতে কি ঢলাবি দেশ,
ভাব দেখে হলে আবেশ, ভার হবে শেষ টেনে তোলা ॥
হয়ে সব চেতন হারা, চলেছিস কোথা তোরা,
সঙ্গে ছিল সঙ্গী যারা, তারা কি তোর চেলা ;
তায় হোল ডুবী থায় নেংটা গোরা,হয়ে রাধার ভাবে মাতোয়ারা
দেখছি বাঙ্গালী তোরা,নূতন প্রেমের কুলবালা ॥ ২৬০ ॥

ঝিঁঝিঁট—আড়াঠেকা ।

পিরিতের চিন, করে মন রাত্রিদিন, ঐ বাসনা ।
কি সুখ পাই নাহিক জানি, আপনাতে আপনি থাকিনা ॥
দেবতা মানব যোনি, পশু পক্ষি আদি প্রাণি,
অকারণ হয় প্রেমখনি, ধনী নির্ধনী মানেনা ॥ ২৬১ ॥

সোহিনী—খেমটা ।

ঐ যে প্রেম লুটে নিলে, গোপীর মন খুলে,
করে দিনে ডাকাতি ।
বুঝি মজিল কুল দেশ রটিল অখ্যাতি ॥
প্রেম পশরায় ছিল, মস্তকে করে আলো,
ডাকাতের বরণ কাল, নীলকান্ত জ্যোতি ॥

হৃদি-পদ্ম ফুটিল, অরুণ কি ডাকাত হ'ল,
গোপীদের করে ছল, কে এল এ ক্ষিতি ॥
ঘরে যাওয়া ঘুরে গেল, নয়ন মন ভুলে রল,
হায় হায় কি হইল, মজে গেল জাতি ॥
বাস করা ভার হ'ল, একি দৌরাত্ম্য বল,
কেউ কি থাকবে না ভাল, নিয়ে নিজ পতি ॥ ২৬২ ॥

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

ও সই যার জ্বালা সেই জানে, মিছে জ্বালিওনা আর প্রেমাধিনে ॥
কেও বা সুখে কাটাচ্চে কাল, পরের ধনে হয়ে বাহাল,
কার দুঃখে কাঁদে শৃগাল, কাঙ্গাল আপন ধনে ॥
সবার ভাগ্যে সমান তো নাই, কেউ সাধে খায় কেউ হয় জবাই,
কপাল গুণে হয় সোণা ছাই, কেউ সুখি তাই কিনে ॥
ভাগ্য গুণে হয় তিলে তাল, ছুঁচ ফুটে বার হয় হয়ে ফাল,
অধীনের প্রেম ভুজঙ্গ কাল, স্বপ্নেত জানিনে ॥
সাধ করে পরে প্রেমের ফাঁস, কত জ্বালা সয় বার মাস,
কার পোঁদে ঢুক্‌তেছে বাঁশ, কেউ বসে পাপ গণে ॥ ২৬৩ ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

জীবন মিছে ভূতের ঘর, মায়াময় নশ্বর।
বাহিরে হেরিছ কি রাই, নাগর কানাই প্রাণেশ্বর ॥
আপনারে আপনি ভুলে, দেখেছ কি রাই জলে স্থলে,
আছে ত হৃদ্‌কমলে, কমললোচন পিতাম্বর ॥
মনি ঋষি যোগী আদি, বাঞ্ছে দেব দেব বিধি,
রাধে তেজ্য কর নদী, দেখবে যদি নটবর ॥
মণিমুক্তা প্রবাল কাচে, ঊর্দ্ধ মধ্যে আর নীচে,
সে বিনে সই কে আর আছে, কীট পতঙ্গ চরাচর ॥

অধঃমুখে কেন রইলে, প্রতিবিম্ব দেখে জলে,
ঐ দেখ রাই বদন তুলে, কদমতলে বংশীধর ॥ ২৬৪

আলাহিয়া—একতালা।

ফকীর বিনে কে জানে এ রঙ্গ, অনঙ্গমোহন কাহারি অঙ্গ ॥
সংসার প্রবৃত্তি, নিত্য যার নিবৃত্তি, রসরাজ মূর্ত্তি সেই ত্রিভঙ্গ ॥
বিনে সে কেশব ভাষে কেশব, ভাবের ভাবি নহিলে কিসে তরিব,
কেবা জানে আর, ভবসংসার পার, নিত্যলীলা তার বহে তরঙ্গ ॥
ত্রিগুণধারিণীর পাইলে এড়ান, মহাকুহকিনীর নাহি পরিত্রাণ,
বদ্ধ সেই দ্বার, আছে চরাচর, দেবতাদি নর কীট পতঙ্গ ॥
স্বকাম রজ্জুতে হইয়ে বন্ধন, বারণ নাহিক শুনে বারণ,
যে বীজ রোপণ, জন্মে সেই বন, নিজ নিজ মন মত্ত মাতঙ্গ॥২৬৫

ললিত—আড়াঠেকা।

গা তোল গা তোল মন, প্রভাত হল রজনী।
তমকুল করিয়ে ক্ষয়, উদয় হ'ল দিনমণি ॥
অবোধ মন উঠ উঠ, অনর্থ কেন কাল কাট,
বসিয়ে ত্রিবেণি-তট, হরিনাম রটো শুনি ॥
স্থাবর জঙ্গম যোনি, সজাগ হ'ল সকল প্রাণি,
নীরে প্রফুল্ল নলিনী, মধুকর ধায় ;
জড়ে পাইয়ে চেতন, কি নগর কি কানন,
আনন্দিত সর্ব্বজন, পক্ষকুল করে ধ্বনি ॥
সুশীতল সব তরুবর, বায়ু বহিছে মধুর,
মনোনিত মনোহর, সময় বয়ে যায় ;
মন আর ঘুমাবে কত, হয়ে নিদ্রার বশীভূত,
জানিয়ে যামিনী হত, গায় গীত প্রাতস্মানী ॥ ২৬৬

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

উঠে যদি প্রেমাম্বুধির ভাব লহরী।
রাখা ভার আমার সাম্‌লে তরি॥
একে চিয়ান কোটাল, তাহে পূর্ণ চাঁদের বল,
সহজে প্রবল তুফান ভারী॥
রসিক নাবিকের কারবার, তাহে পারাবার,
সাধ্য কি আমার ধৈর্য্য ধরি॥
হ'লে বাতাসের বল, উথ্‌লে উঠে জল,
আমি তায় দুর্ব্বল, ভয়ে মরি॥
যাদের ডাঙ্গায় ডিঙ্গে ডোঙ্গা, নাহি কোন ঘেঙ্গা,
ঊর্দ্ধে রেখে পোঁঙ্গা করে জারি॥
আমার কেমন কপাল, বোঝাই মহাজনের মাল,
সদাই সামাল সামাল করি॥ ২৬৭

পরজ—তেতালা।

পিরিতি রতন ধনি পোর না,
হারালে কাঁদিবে বসি চাঁদের কোণা॥
বিচ্ছেদ তস্কর তার ফেরে পিছে পিছে,
পলকে লইবে হরি জান না॥
ভেবে শেষে অবশেষে বোঝ না বোঝ,
খুঁজে না পাইবে করে উপাসনা॥ ২৬৮

পরজ—তেতালা।

বিরিঞ্চি মহোনা তার পিরিতি।
কিরূপে রহিবে নারীর কুলজাতি॥
অসাধ্য সে দুরারাধ্য বাধ্য হবে কার,
ভাবিয়ে অস্থির হরিহর শ্রুতি॥

অবলা সরলা বালা কালা হলো কাল,
মন প্রাণ লয় করি ডাকাতি ॥ ২৬৯

পিলু—যৎ।

উচ্চ মসিদে কি করে, তার ভিতরে নামাজ পড়ে ;
যদি দয়া করেন আল্লা, তরে যাবে জুগি জোলা,
সদয় হইয়া মোল্লা, দেখা দেন তারে ॥
কি করিবে আলেম মৌলবি, চিন্তেনারে হজৎ নবি,
অন্ধকারে খায় সে খাবি, মাথা কুটে মরে ॥ ২৭০

খাম্বাজ মিশ্র—খেম্‌টা।

কায় প্রাণে তার যত্ন নইলে,
কি, গুরুরত্ন মেলে রে।
যার ঘরেতে নাইক সে ধন,
তার বৃথায় জীবন রে ॥
গুরু বস্তুর কি বিক্রম, তা নাহি জানে নরাধম,
ভ্রমণ করে অন্ধসম, হয় পরিশ্রম সার রে ॥
ভক্তি নাইক শক্তিসারে, চিন্তে নারে মূলাধারে,
যেন কলুর বলদ ঘোরে, ঘোর আঁধার আঁধারে রে।
শশী আর মিহির শিরে, ভাই সবাইত যাতায়াত করে,
কেউ কেন না ঢুকতে পারে, যার সুধাধারা বয়রে ॥ ২৭১

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

জন্ম অন্ধের সন্দ কে ঘুচাতে পারে।
কায কি মন মিছে দন্দ্ব করে ॥
কেবল বকাবকি সার, বল্লে একে হবে আর,
দুগ্ধের বিচার কাস্তে ধরে ॥

উদয় অর্ক আর শশী, হয় দিবানিশি,
সে থাকে বসি ঘোর তিমিরে ॥
গুরু নিত্য বর্ত্তমান, কোটি চন্দ্রার্ক সমান,
বিনে চক্ষুদান, কে দেখাবে তারে ॥ ২৭২

ভৈরবী—মধ্যমান।

হায় কে ফুটালে কমল কলিকে,
করে গোপনে পিরিতি।
সৌরভে প্রাণ আকুল রয়নাক কুলজাতি ॥
কুমুদ প্রফুল্ল রলো, নিশি না পোহাইলো,
অরুণ কি উদয় হলো, আসি রাতারাতি ॥
আজিকার যাত্রা ভাল, দেখে প্রাণ খুসি হলো,
এমনি কি সকল ফুল, ফুটবে নিতি নিতি ॥ ২৭৩

ললিত—আড়াঠেকা।

কেনগো সজনি! আমার নিরহেতু হেন ঘটনা।
না হতে প্রেম সব কত গুরুজনের গঞ্জনা ॥
কোথা সে দুর্ল্লভ নিধি, অকস্মাৎ ত্রিলোক বাদি,
তাই ভাবি নিরবধি, একি বিধির বিড়ম্বনা ॥
না হতে শ্রীনাথের বশ, না খাইতে প্রেমরস,
কলঙ্কে পুরিল দেশ, হলো অযশ ঘোষণা ॥ ২৭৪

কাফি—যৎ।

ভক্তি করে ডাক্‌লে পরে হয় তারে সদয়।
দিয়ে শক্তি প্রেমভক্তি ভক্তেরে বাড়ায় ॥
কি কামি কি লুভি ভুক্তি, ভক্তি ভিন্ন নাহি মুক্তি,
সাধুগুরু শাস্ত্র উক্তি, মোক্ষের উপায় ॥

সে ভক্তেরি মন-লোভা, ভক্ত তার অঙ্গের প্রভা,
(সঙ্গেরো শোভা) ভক্ত দিলে খায় কলার ছোবা,
অভক্তের কেউ নয় ॥
ভক্ত প্রেমডোরে বাঁধা, ভক্তিতে'বয় নন্দের বাধা,
ভক্তিতে বাঁধে যশোদা, অন্তরে নির্ভয় ॥ ২৭৫

খাম্বাজ মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

কারে কই মনের কথা, মনের ব্যথার ব্যথিত কেরে।
ভবে কোন আধারে নাইকো আঁধার,
ধরবে আমার পরাণ চোরে ॥
শ্যাম রসে পীড়িত,সম্ভূজড়িত,
কোটি তড়িৎ শোভা ধরে ॥
আসে মন ভবনে, মন না জানে,
আকর্ষণে জীবন হরে ॥
তারে ত্রিদেবাদি, পায় না সাধি,
রত্নবেদীর রয় উপরে ॥
হেরে সেই অধর শশীরমুখের হাসি,
হলেম দাসী চরণ ধরে ॥ ২৭৬

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

চোরের ধন বুঝি যায় সখি বাটপাড়েতে লয়ে।
আঁখি ধরা পড়েছে এবার চোরে ঘর ঢুকায়ে ॥
কপট কপাট খোলা ছিল, সোজা পথে প্রবেশিল,
আর না বাহির হলো, রলো বাঁকা হয়ে ॥
সে ধনের নাহিক তুল, সর্ব্বজনে জানে ভাল,
বিখ্যাত নিলমনির আলো, বল লুকাই কি দিয়ে ॥

সে ধনী অমিয় খনি, সত্য সব তার বাণী,
কিসে বলো তারে জিনি, সে পুরুষ আমি মেয়ে॥ ২৭৭

মিশ্র—খেম্‌টা।

নাবিসনে প্রেমাম্বুধি, মানুষ নিধি ধরতে তোরা।
ডুবায় পায় দিয়ে বেড়ি, জটে বুড়ি ছেলে ধরা॥
যে ভাবাবেশে, ডুবলো ভাবি,
তাইতে ভাবি কোথায় পাবি তার অন্তরা॥
সে জলে জলে অগ্নি,
রবি শশী, অভাবির তায় আঁধার ভরা।
দেথ্‌চি নাই রসিক সঙ্গে,
সে তরঙ্গে, কি আতঙ্গে হবি সারা॥
আছে তায় ভয় অসংখ্য, অধিক অঙ্ক,
কলঙ্ক কুম্ভীরে ভরা॥ ২৭৮

পিলু—যৎ।

মনে করি ফনী ধরি গরল ভুখিবরে।
তার বিরহে এছার দেহে থাকিয়ে কি ফলরে॥
কে আমি কায় বুঝিব, এ ভ্রান্ত মনেরে ঘুচাব,
মরি তার বালাই যাব, নয় নিষ্কণ্টক হবরে॥
অন্তরে নাই সে মধু, রাগভরে শুধু শুধু,
আবার ভাবি প্রাণবধু, কোথায় ভাসাব রে॥
সাত পাঁচ ভাবি মনে, অস্থির হয়েছি প্রাণে,
ধরেছি সাধুর চরণে, না দেখি উপায় রে॥ ২৭৯

পিলু—যৎ।

হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার।
দেখি সখি, মনে কত বিধাতার॥
প্রতিজ্ঞা যাবনা ভুলে, মরণ আছে জন্মিলে,
হয় হারাব লাভে মূলে, নয় হবে ব্যাপার॥
কি করিবে জাতিকুলে, যা আছে হবে কপালে,
ডুবিবো পাতালে, তারে করে সার॥
জলে স্থলে গগনে, কি আর আছে সে বিনে,
বুঝবো জীবনে, জীবনো বা কার॥
গিয়েছে ঘোমটা, হয়েছি ন্যাংটা,
ঘরে পরে সেটা, জেনেছি এবার॥ ২৮০

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কে আমি বুঝিতে নারি, একি হলো বাই।
সত্য মিথ্যা গুরু জানে, চক্ষে দেখতে পাই॥
শ্রীনাথের আকর্ষণে, যখন অন্তর্মুখে টানে,
আমাতে আমি থাকিনে, হই আহ্লাদিনী রাই॥
যখন আমি হই বহির্মুখ, হৃদ্‌কমল হয় পাষাণ স্বরূপ,
অনায়াসে দিই অন্যেরে দুঃখ, কেবল স্বসুখ চাই॥
সাধু-শাস্ত্রে যাহা বলে, মানবে তাই দেখাইলে,
কিবা লীলা প্রকাশিলে, চৈতন্য গোঁসাই॥
কভু হয়ে ভুলি কামি, অন্ধ অন্ধকারে ভ্রমি,
জগৎস্বামী অন্তর্যামী, তারেও ভুলে যাই॥ ২৮১

বিভাস—আড়াঠেকা।

দুঃখিনীর দুর্গতি হয়ো সুদিন করো দিনমনি।
অন্ধেরে দেখালে আলো, তবেত দয়াল মানি॥

কলিকা দুর্ব্বল অতি, কত সয় প্রচণ্ড জ্যোতি,
সুনির্ম্মল দিয়ে ভাতি, প্রফুল্ল কর পদ্মিনি ॥
পাইয়ে স্থাবর যোনি, তব তত্ত্ব নাহি জানি,
নীরে ভাসি একাকিনী, হয়ে সবাকার ;
তব পদে নাহি মতি, কুবাতাসে চঞ্চলমতি,
জানিও জগৎপতি, চিরঋণী এ অধিনী ॥ ২৮২

তোড়ী—একতালা।

আয় দেখি মন তোমায় আমায় দুজনায় বিরলে বসিরে।
(একবার)
বড় শুভ সময়, গুরু অরুণ উদয়,
প্রভাত ক'রে আঁধার নিশিরে।
লুকাইল শশধর, নাহি জানে দিবাকর (মনরে)
আয় আয় পরস্পর, হেরে পরাৎপর,
গঙ্গাধর জিনে আসিরে।
অকালে হল সকাল, গেল মায়া-মোহজাল, (মনরে)
ও তোর ভালে প্রকাশিল ভাল,
অন্ধসম তম নাশিরে।
নাহি জানে অবোধ জীব, শিবের পরম শিব,
(মনরে) কে যায় বারানসী, হতে তীর্থবাসী,
ঘরে পেলে বৃন্দাবন শশীরে।
বাসনার বাসনা দূর, না প্রবেশে নিজপুর,
(মনরে) আছে কামাদি ছয় লুভি কুকুর,
সদা বাধা কর্ম্ম-রশিরে ॥ ২৮৩

বারোঁয়া—ঠুংরী।

মা হলে আপনি সত্য সই, সব তো মিথ্যা যত কই।
সাধু-শাস্ত্র সাধু বিনে কে তার মর্ম্মবাখানে,
শুনি ভাগবতের গানে ভাবি তাই॥
বেদ পুরাণ তন্ত্র পড়ে, মনা গুনে মরি পুড়ে,
শুধুরে বচনে চিঁড়ে ভেজে কই॥
জাতকুল শীল ছেড়ে, যে দুধ লোভে কিনলাম কেঁড়ে,
দেখলাম না তার লেজনেড়ে, এঁড়ে কি নই॥ ২৮৪

মিশ্র—আড়খেমটা।

আয়রে আয় দুঃখি তাপী নিসে আয়।
সহজ প্রেম সস্তা দরেতে বিকায় (কে কোথায়)
তার কাঁচা পাকা বেচার আখেরি,
বেচবে এবার, রাখ্‌বে না ধার নগদ বিক্রি,
যাদের কম পুঁজি পাটা, তারা সব বেলেঘাটা,
মনেতে বুঝ সেটা, প্রেম বিলায় বেলা যায়॥ ২৮৫

সোহিনীবাহার—তেতালা।

দেখবো সখি আর বা কি বাকী তার মনে।
ডুবলাম যদি প্রেমাম্বুধি মানুষ নিধির কারণে॥
আমি কার, কে আমার সে বিনে,
হয়ে তীর্থের বায়স, কাটিয়ে বয়স,
(সইরে) কি সুখ পায়স ভোজনে॥
জানিয়ে মনের ব্যথা, কুট্‌বো মাথা,
(সইরে) দেখি কথা শুনে বা কি না শুনে॥

দুঃখে ডুবেছি না ডুবতে আছি,
(সইরে) না হয় ত্যজবো জীবন জীবনে॥ ২৮৬

মিশ্র—খেমটা।

ভাব নগরে ভাবের বেনে,
ও সে করছে বদল বেচা কিনে।
দেহের বদল নিত্য দেহ তার,
মনের বদল মনের মত, নাইকো অনুসার,
তাই বল্‌তে বল্‌তে চল্‌তে চল্‌তে,
ডাকৃচে রে আয় কে কোনখানে॥
তার দেনা লেনা কেনার আখেরি,
বেচবে এবার রাখবে না ধার নগদ বিক্রি,
সে ঋণের দায়ে মানের ভয়ে,
সকল দিকে ঠেকে জানে॥ ২৮৭

কালাংড়া—কাওয়ালী।

দেখবো আগে প্রাণ পণে, (অনুরাগে)
ধন মন সমর্পণ করে শ্রীচরণে॥
এবারে যে এই পন, দেহ আছে যতক্ষণ,
জয় করে বাদিমন রব চেতনে,
নতুবা নিধন হব প্রেম-সাধনে,
সামান্যেকি প্রেমের তরি ডুবাব তুফানে॥
হারায়ে অমূল্য ধন, হেন পিরিতি রতন,
সদা মন জ্বালাতন সে আগুনে,
জীবনে কি প্রয়োজন প্রিয়জন বিনে,
বাঁচি বা নাহিক বাঁচি যা শুনেছি কানে॥

আর কি সমনের ভয়, মরণ ত আছে নিশ্চয়,
দেশে কি বিদেশে হয় যা তার মনে,
গুরু যদি কুল দেন আসিব ভবনে,
মিছে কেন করবো মায়া এ কায়া পতনে ॥
পাইয়ে জনম দুর্লভ, এমন ভাবে নাহি রব,
কেন চিনির বলদ হব, না জেনে শুনে,
বিধি মতে তত্ত্ব লব তত্ত্বীর স্থানে,
দাসী হয়ে তায় সেবিব যে পিরিতি জানে ॥ ২৮৮

মিশ্র—খেমটা।

বিগলিত সুধা ধারা।
চাঁদ বদন করে নজর আনন্দে ভোর চকোর যারা ॥
জীয়ন্তে হয়ে মৃত, পানে পরমামৃত,
হয়ে আপ্ত বিস্মৃত কেউ পড়েছে ধরা ;—
আবার কেউ ভুলেচে আপনার বোল,
শব্দ মাত্র হয় হরি বোল, ভাবাবেশেতে বিহ্বল,
নাচ্চে কেবল পাগল পারা ॥
সাধু সিন্ধু পাশে, তায় ভাবের জোয়ার এসে,
ভক্তনদী যায় ভেসে, হয়ে রসে ভোরা ;—
সে অধর শশী রয় না ধরায়,
ভাবার ভাবে ভক্তে হয় সদয়,
গড়া গড়ি যায়, কে থাকি আর, খেসে তোরা ॥
কখন কি হয় নিমিষে, শারী শুক জানবে কিসে,
কাক বকের সঙ্গে মিসে হয়ে দিশেহারা ;—
তাদের দুষ্ট নিষ্ট দৃষ্ট হয় না,
হয়ে ভ্রষ্ট, উৎকৃষ্ট চেনে না,
কানায় করেছে কানা, শুধুই আনা গোনা সারা ॥ ২৮৯

রামপ্রসাদী সুর।

ভাবনে ওকি হবে বলে।
গুরু কৃপা সিন্ধুর কৃপাবলে॥
পেয়েছি অচল তরুণি, বানাতে লাগেনি বানি,
ওসে উহর খোলে তার প্রবল ধনি,
না চাইতে পরশমনি মেলে॥
বিনি মুলে কিস্তি পাওয়া, কলে চলে কাজ কি দাঁড় বাওয়া,
করি হাওয়ায় আসা হাওয়ায় যাওয়া,
আলপো মেওয়া খাওয়া চলে॥
আর আছে তিন অঙ্গুলি জমি, উর্ব্বরা সে বুড়ো ভুমি,
ও তার ফসলের নাই বেসি কমি,
অজন্মাতে দ্বিগুণ ফলে॥ ২৯০

কালাংড়া—খেমটা।

কার কি সই বরণ কাল, নিরমল সুশীতল।
অপরূপ সে রসকুপ, নাই তার স্বরূপ দিতে তুল॥
দেখ্‌লে চাঁদ বদন খানি, কার বা না জুড়ায় প্রাণি,
স্থির সৌদামিনী জিনি, ধরণী করে উজ্জ্বল॥
কিবা রূপ মনহর, অকলঙ্ক শশধর,
দেখলাম যমুনার, দুকুল করে উজ্জ্বল॥
হেরে ঘরে যায় না থাকা, না জানি কি সুধা মাখা,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ রেখা, সে পদ পঙ্কজতল॥
চরণে চরণ রাখা, চুড়াতে ময়ুর পাখা,
কিবা তার ভঙ্গি বাঁকা, নিরখি মন পাগল হল॥ ২৯১

তোড়ী—একতালা।

সেরূপ নয়ন ভরে হের।
চিন্তাকরে সে চিন্তামণি চিন্তে যদি পার ॥
গন্ধে যেন মিসেনা ঘোল, আনন্দে হওনা বিভোল,
হলে গোল হারাবে সকল, করবে পাগল দিগম্বর ॥
লূতাতন্তু সূক্ষ্ম সরু, ব্যাপিত আছে সুমেরু,
প্রকাশিবে তায় প্রেমের তরু,
গুরুপদাম্বুজ নেহার ॥
রূপেতে মিশায়েছে স্বরূপ,
চুপ করে ভাব বসে রূপ, উদয় হবে রসের কুপ,
আনন্দ নগর ॥ ২৯২

তোড়ী—কাওয়ালী।

সে প্রেম আলোক তরুলতা।
মহাভাবের যার মহাজনী, সেই ধনী তার দাতা ॥
সেই থাকে সে অনুরাগে, কভু ঘুমায় কভু জাগে,
শুভযোগে হয় তার অঙ্কুর আগে,
না জানে বিধাতা।
ভক্তিভাবে যে রোপিলে, সেই তরু দেখতে পেলে,
কীর্ত্তন জলে তায় মুক্তাফলে,
নিশ্বাসে হয় পাতা।
না ভাবলে না পাবে জীব, ভাবিয়ে কেমনে পাব,
ভেবে নাহি পায় ভব, মন ভাবে তায় বৃথা ॥ ২৯৩

আলেয়া—একতালা।

বেলা নাই হল রজনী,
গৃহে যাবি কি না যাবি ও নিলমনি ॥

অরুণ কিরণ দেখা নাহি যায়,
পক্ষগণ যেন ধাইল বাসায়,
বলতে করি ভয়, আলোতে আলয়,
গেলে ভাল হয়, ভাবিছে রাণী ॥
অস্তে গেল রবি, শশীর উদয়,
ফুটিল কুমুদ কলি গোধুলি সময়,
ও ভাই খেলা রাখ, ধেণু বৎস ডাক,
বিষাদিনী দেখ নীরে নলিনী ॥
যত ছিল মনে আনন্দ উৎসব,
নিশাচর রবে, দূরে গেল সব,
এসেছি তোরসনে, পঞ্চবটির বনে,
কি আছে তোর মনে, কিছুই না জানি ॥
ক্ষুধানলে তনু জ্বলে হল খুন,
জ্বলিছে কঠোর জঠর আগুন,
যে হতেছে প্রাণে, মা বিনে কে জানে,
এ গহন বনে, কে দিবে ননি ॥ ২৯৪

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

ভিক্ষায় নৈবচ নৈবচ।
প্রেম কেউ দেবে ভেবে যে আশায় বসে আছ ॥
যদি ধনি হবে ধনী, কর প্রেমের মহাজনী,
বুঝে কর বিকি কিনি,
লোকসানে না শোচ ॥
কৃষিকর্ম্ম তদর্দ্ধ ব্যাপার, চসো খোঁড় পেট ভরা ভার,
গদিয়ানি সুখের কারবার, বসে কেন বেচ ॥
নিজের গোলা ছাড়তে হবে,
বাড়িতে বাড়িবে তবে,
অবোধ চাষা নিয়ে যাবে, শুখোয় যদি বেচ ॥ ২৯৫

সোহিনীবাহার—আড়াঠেকা।

সতত জাগিছে প্রাণে রূপমাধুরী।
ভুলিতে না পারি সখা, বল কি করি ॥
দেবী গন্ধর্ব্বী অপ্সরি, কমলা কিবা শঙ্করী,
নারীতে হেন সুন্দরী, কভু না হেরি ॥
খঞ্জন করি গঞ্জন, নলিন নয়নাঞ্জন,
কি নারী মনরঞ্জন, ভুলিতে নারি ॥
যে হতে হয়েছে দেখা, কেবলমাত্র ধড়ে থাকা,
আমাতে আমি নই সখা, দিবা সর্ব্বরী ॥
নয়ন মন হরে নিল, নিরখি প্রাণ আকুল হল,
সখা আমার কি হল, কি লাগিল প্রেমডুরি ॥
দিয়ে বারি বারি হীনে,
যদ্যপি বাঁচাও মীনে,
সখি বাঁচিনে বাঁচিনে, গুমরে মরি ॥ ২৯৬

বারোঁয়া—ঠুংরী।

থাকি ভব পারে রে,
আনন্দ বাজারেতে ঘর।
এদেশে প্রবেশে অস্ত হল দিবাকর ॥
ঘিরিয়ে ঘোর যামিনী, ব্যাকুল প্রাণী প্রমাদ গণি,
শুনি মেলেনা পারের ধ্বনি, খুজিলে সত্বর।
অষ্ট প্রহর অহর্নিশি, অসুখ সাগরে ভাসি,
অনশন উপবাসী, বিদেশে অপার।
জীয়ন্তে রয়েছি মরে, কে খাওয়াবে ক্ষুধিতেরে,
পথিকেরে অতিথ করে, কার এমন অন্তর ॥ ২৯৭

বারোঁয়া—ঠুংরী।

মন কি যাবি জগন্নাথে।
জগন্নাথ আত্মারাম,
হৃদয় পিঞ্জরে ধাম,
দূরে কার তত্ত্ব কর, মহারত্ন রেখে হাতে ॥ ২৯৮

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

গুরু দরশনে মনের আনন্দে মন চল চল।
চিরকাল ইষ্ট দেষ্টা ছিলে,
যদি সাধুর কৃপাদৃষ্টে শেষটা ভাল হল ॥
জ্বাল অনুরাগের বাতি, ভুলে ফেল পাঁজি পুথি,
শ্রদ্ধা রাখ শ্রীনাথের প্রতি,
তুমি বুঝতে পারবে শাস্ত্রের গতি,
জিহ্বায় বসবে সরস্বতি ;—
কর তার বিভূতি সার,
দেখবে চমৎকার,
আঁধার ঘর তোমার হবে আলো ॥
গুরু-করুণা প্রভাবে, তরুণ অরুণ উদয় হবে,
দিবানিশি প্রকাশিয়ে রবে,
তোমার চিদাকাশে প্রকাশিবে,
দিব্য চক্ষে দেখতে পাবে ;—
হবে পবিত্র আবাস,
ঘুচবে শমন ত্রাস,
আবার মায়া পাশে কেন ভোল. ॥ ২৯৯

কালাংড়া—কাওয়ালী।

চলচে উজান জলে তরি (গুরুকৃপা বলে)
রসময়ী পাল তুলে হালে মুকুন্দ মুরারি ॥
লুভি কামি না পায় ত্রাণ, মায়া নদীর ক্ষর টান,
গুণ টানায় গেল প্রাণ,
তুফান তায় ভারি ;
জাহাজের কি খবর পায় আদার ব্যাপারি ;
শুদ্ধচিৎ তায় পায় প্রীত,
আনন্দে নৃত্যগীত করি।
সোনামুখী বজরায়, টাণ্ডেল সারেং পেছিয়ে যায়,
এমন ভড়কি চলে তায়, কি দুঃখ মরি ;
বাঙ্গাল মাঝির কেবল মুখেতে জারি,
দিলে শক্তি মেলে ভক্তি,
সাধুর কলে সয় কি দেরি ॥ ৩০০

বারোঁয়া—ঠুংরী।

আমার মন আমার মাথা খেলে।
না বুঝে ভবের মাঝে ডুবালে ॥
মাঝি হল দাঁড় ছেড়ে দাঁড়ি,
অকস্মাৎ উঠলো পাপ ঝড়ি,
আনাড়ি তায় দিলে পাড়ি, বসে হালে ॥
পড়ে শুনে হলেম মূর্খ, মনে রইল মনের দুঃখ,
দেখলেম না মর্ম্ম সূক্ষ্ম, চক্ষু মেলে ॥
পাবে লোভে টাকা কড়ি,
গোসাই হয়ে দৌড়াদৌড়ি, যেতে হবে বড় বাড়ী, যায় ভুলে ॥
পোঁদে ছিল আটা কোপ্‌নি,
তুলে শাস্ত্র কথার বুকনি,
শুকদেব হয় আপনি, অজার পালে ॥

দেখে প্রাতে রবি রাঙ্গা,
বানর বলে আমার পোঙ্গা,
আপনি বাড়ায় আপনার ঘেঙ্গা, খোঙ্গা তুলে ॥
না হইলে চিত্ত শুদ্ধি, পদার্থ কভু নয় সিদ্ধি,
মুরগির হয় মরণ কুবুদ্ধি, পোঁদের তেলে ॥
অল্প জলে লাফায় পুঁটি,
আপনি না হইলে খাঁটি,
সাধু কি হয় আমড়ার আঁটি, গলায় দিলে ॥
সাধু নাহি করে রোষ, সৎস্বভাবে সদাই সন্তোষ,
যে কাজের যেই দোষ, বলে দিলে ॥ ৩০১

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

সে রূপ যায় কি লো সই ভোলা,
নিরখি যায় পাগল ভোলা।
মোহিত ধ্যানী জ্ঞানী কত আমিত অবলা ॥
অকাম অন্তর হয় হরষিত,
কে আর আছে এমন সুহৃদ,
মুক্তি কামির স্বসুখ পীরিত, থাকলো সিকেয় তোলা ॥
খেতে শুতে জাগেচিতে, চড়ি মন মনোরথে,
মন্মথের মনমথে, সে চিকণ কালা ॥ ৩০২

মিশ্র—খেম্‌টা।

বউ খায় থালাতে ভাত,
আমার পাথর ফাটা মেটেরে।
ভয়ে কথা কইনে কারে, ছেলের ডরে,
শুনলে আমায় ফেলবে কেটেরে ॥
হল কি কলির ধারা, আপশোষে হলেম সারা,

গোদা পায় আলতা পরা,
ঠমকে প্রাণ চমকেরে ;—
যার মুখের মাঝে নাক নাইক,
তার কপাল জোড়া পেটেরে ॥ ৩০৩

কালাংড়া—আড়খেমটা।

পীরিতের আর নাই কামনা,
পুরেছে মনের বাসনা।
আছি নিত্যানন্দ মনে, অযতনে বা হয় সাধনা ॥
(ঐ চরণে অকিঞ্চনে)
হয়ে তার অনুগত, সাধ্য সাধন করলাম যত,
হয়ে তায় পরাজিত, হয়েছি ত বিক্রীত কেনা ॥
আছি কেবল জেয়ান্তে মরে,
আমার হয়ে কে সাধবে তারে, যে পারে সে রইল পারে,
কে কারে করে আরাধনা ॥
কি আর আমার হিতাহিত,
হয়ে আছি পদাশ্রিত, অর্পণ করে তায় চিত,
ডুবেছি ত ষোল আনা ॥ ৩০৪

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

অবলা বলি কেমনে, মরি গুমরে পরাণে।
শ্রবণ বিহীন জনে, শুনতে চায় বদনে ॥
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা,
পাব কোথা নয়ন শ্রোতা,
রসনা অতীত কথা, বেরয় না তা বদনে ॥
তাই ভাবি নিরবধি, একি বিড়ম্বিত বিধি,
বোবারে দেখায়ে নিধি, রাখিলে গোপনে ॥ ৩০৫

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

যে করে প্রাণের ভিতরে,
তা আর জানাইব কারে।
ইচ্ছা নয় তিলার্দ্ধ বাঁচি, আছি জেয়ান্তে মরে॥
এক ধর্ম্ম এক কর্ম্ম, জন্ম একাধারে;
অবিচ্ছেদে রহিল খেদ, অভেদ সহোদরে॥ ৩০৬

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

ভ্রমে এলাম দেশ বিদেশ,
পীরিতের উদ্দেশ।
কারে কয় রস সঞ্চার, নাহি তার গন্ধ লেশ॥
ঘন ঘন গর্জ্জন করে, চাতকি পিপাসায় মরে,
জলবিন্দু নাহি সরে, কেবল করে দ্বেষাদ্বেষ।
অন্ধকারে ডাকাডাকি, নিদ্রিত সে পদ্মমুখী,
অন্তরে কেহ নয় সুখি, না জানি কি হবে শেষ॥
চক্ষু মুদে চিন্তা করে, চিন্তে নারে পরাৎপরে,
বিরাজ করে সহস্রারে, দীপ্তাকারে হৃষিকেশ॥ ৩০৭

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পাইয়ে দুর্লভ তরি কেন ডুবাব।
মন তোমার মতে কুপথে আর নাহি ধাব॥
কি ধাতা দেবতা ঋষি, যোগেশ্বর বৈকুণ্ঠবাসী,
কেবা নহে অভিলাষী, হতে মানব॥
শিবেরে করে চাতুরি, না সাজিব জটাধারী,
যথা পাব ভব কাণ্ডারী, স্মরণ লব॥
পার হব অপার নদী, সেই চরণ আরাধি,
যে মিলাবে হেন নিধি, সেই পদে বিকাব॥ ৩০৮

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

ভাবি যাব বৃন্দাবন, ঠাকুর দরশন।
ভাব তরঙ্গে হেরি অঙ্গে, ত্রিভঙ্গ বংশীবদন॥
ঘরের বাহির হলে, বিস্মরণ হই গো স্থূলে,
আপনারে যাই আপনি ভুলে, হেরিলে সে শ্রীচরণ॥
সে রূপ নেহার করে, থাকি সখি বসে ঘরে,
মোহিত করে বংশী স্বরে, যেতে আর সরেনা মন।
কি করিবে লোকের কথায়, সে যাবে সে যাউক তথায়,
বৃন্দাবন গো রহিল মাথায়, হৃদয় আনন্দ কানন॥৩০৯

মিশ্র—খেম্‌টা।

বুঝলে মনে পাথর সয়।
না বুঝলে কেবল দ্বন্দ্বময়॥
যে বুঝেছে, সে মজেছে,
সে কভু জিয়ান্ত নয়;—
ও সে মরার মর্ম্ম মরা জানে;—
জীবে কি তার খবর হয়॥
যত ফড়ে সহর জুড়ে, মহাজনী কথা কয়;
ও তার বুঝে মর্ম্ম, করলে কর্ম্ম, যথা ধর্ম্ম তথা জয়॥
মাল নমুনা নিয়ে দালাল,
দেশ দেশান্তরে ধায়;—
ও তার জনক বুঝে, রকম দেখায়,
যদি দালাল চতুর হয়॥ ৩১০

মিশ্র—খেম্‌টা।

মন সইয়ে নাও রবির তাত
যদি উদয় হল দীননাথ॥

ভববারি, বিষম ভারি,
ডুবলে ধরবে সন্নিপাত ॥
ওরে আর কারে ভয়, গুরু সদয়,
অরুণ উদয়, হাতে হাত ॥
আঁধারেতে নারবি যেতে,
আলোতে চল, দেখে পথ ॥
হবে আপনি দমন, আপনার মন,
কাল শমন বাত কি বাত ॥
বর্ত্তমানে অনুমানে,
জ্ঞানীর পায়ে দণ্ডবৎ ॥
চরণ আপনি হের, আপনি স্মর,
কাজ কি আর মতামত ॥ ৩১১

সিন্ধু—মধ্যমান্।

জানত যদি মন, প্রেম কি ধন,
পারত না থাকিতে।
চিনত আপন, করত যতন,
দেখতে দেখা দিতে ॥
সে প্রেম দুর্ল্লভ নিধি, মুনিঋষি যোগী আদি,
বাঞ্ছে হরি হর বিধি, সুধাম্বুধি ডুবিতে।
মানিত না নিষেধ বাধা,
ঘুচতো মনের গোলোক ধাঁধা,
প্রেমানন্দে ভাসতো সদা, থাকতো বাঁধা পীরিতে ॥ ৩১২

ঝিঁঝিট—মধ্যমান্।

ঐ কেরে সমরে লোল রসনা।
হুংকারে দনুজ নাশে, শিবোপরে লগনা ॥

রূপে নাশে তিমির জাল, গলে দোলে মুণ্ডমাল,
করে নর শিরকপাল, কালী করাল বদনা ॥
ডাকিনী যোগিনী সনে, উন্মত্তা সুধাপানে,
নৃত্য করে ক্ষণে ক্ষণে, রণে হয়ে মগনা ॥ ৩১৩

পিলুবারোঁয়া—যৎ।

আছে ধড়ে দেখ ঢুড়ে, এই ভাঁড়ে মা ভবানী।
নিরানন্দ নাহি গন্ধ, প্রেমানন্দ দায়িনী ॥
চমৎকার কুহকিনী, সুসুপ্ত জগৎ ব্যাপিনি,
সুভক্ত মুক্তিদায়িনী, সদা শিব কারিণী ॥
হুহুংকারে হরে চিত, আবির্ভূত সর্ব্বভূত,
ভয়ে ভীত রবিসূত, অদ্ভুত কামিনী ॥
ধনির অগোচর ধনী, অনন্তরূপ ধারিণী,
ত্রিজগৎ প্রসবিনী, ভবার্নব তারিণী ॥ ৩১৪

লুমঝিঁঝিট—মধ্যমান্।

এ কেমন গো আশা বিপরীত।
এ আশাতে আশা করা অনুচিত ॥
যার শ্বাস নাহি সরে, সদা বাঁধা মায়া ডোরে,
সে কেন গো সাধ করে, সাধুর চরিত ॥
চটকের কোরগু হবে, ভূমে গড়াগড়ি যাবে,
পেঁচায় চাঁদের সুধা খাবে, হবে হরষিত ॥
যে যার সে তার মর্ম্ম জানে, সোনার বেনে সোনা চেনে,
গুবরে পোকা কমল সনে, করিবে পীরিত ॥

অসম্ভব না সম্ভবে, বাউনে চন্দ্র ধরিবে,
অহি সুধা উগারিবে, হর্ষ হবে চিত ॥ ৩১৫

মারুমিশ্র—একতালা।

দেখচে বেড়া নেড়ে, নেড়া নেড়ীর মন।
কে কেমন সচেতন ॥
করলে অঙ্গ গোপন, মানুষ রতন,
থাকবে যতন কার কেমন ॥ ৩১৬

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সে ধন অমূল্য নিধি, বেদ বিধির অগোচর।
মুনিঋষি যোগী আদি বাঞ্ছে বিধি হরিহর ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল আদি,
ত্রিলোক তাহাতে বাদি,
জীবে বিড়ম্বিত বিধি, সাধিতে নাই সাধ্য কার ;—
সুখের নাহি অবধি, মন যদি তায় ধরতে পার ॥
অহর্নিশি থাকে ক্ষিতি, জ্বলিছে জ্বলন্ত বাতি,
শীতল উজ্জ্বল ভাতি, নহে রবি শশধর ;—
অগতির পরম গতি, কায়ায় স্থিতি মায়াপার ॥ ৩১৭

মিশ্র—একতালা।

গোলমালে মাল লুটবে বলে হাটের নেড়া।
থাকেনা—কেউ আর হুজুক ছাড়া ॥
বিনে ঘরের বাদি জয়, মনে কল্লে কি তা হয়,
সেত নয় ডালিম তলা খোঁড়া ॥

দিয়ে রাঁড়ী ভুঁড়ি ফাঁকি, বাহির কত্তে চাকি,
সর্ব্বক্ষণই দেখি, দিচ্চে তাড়া ॥
বলে রাঁড়ী চরকা তোল, কি আছে তা খোল,
এল রাসদোল, হগে খাড়া ॥
যদি না থাকে কর ধার, এমন কর্ণধার,
কোথা পাবি আর, ইহার বাড়া ॥
অঙ্গ পর্শ কর্‌লে তোর, ঘুচবে মনের ঘোর,
দেখবি সুখসাগর, খাড়া খাড়া ॥
গুরু দোহাই দিয়ে বাবু, মানুষ করে কাবু,
বুঝে না ত তবু, নেড়ী নেড়া ॥
দিয়ে টাকা কড়ি ঘুস, কুটিয়ে আনে তুস,
এমনি বেঁহুষ, মানুষ ভেড়া।
মানুষ, মানুষের বন্ধু, প্রেমামৃত, সিন্ধু,
বিন্দু বিন্দু ভাবে জগৎ জোড়া।
রসে রসিক জনে কয়, কথা মিথ্যা নয়,
গাড়ায় কোথা পায়, রসের গোড়া ॥ ৩১৮

সোহিনীবাহার—আড়াঠেকা।

অধরে অধর সুধা পান কর মন।
খাইতে খাইতে ক্ষুধা হবে নিবারণ ॥
পীয় মনের অনুরাগে, মুক্তি পাবে সর্ব্বরোগে,
বর্ত্তমানে কোন খানে লাগে, শাস্ত্রের বচন ॥
ভাগবৎ বচন বিনে, কি হবে ভাগবৎ শুনে,
শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে, পণ্ডিত বিচক্ষণ ॥
গীতা সে পিতার কথা, পুরাতন পুষ্প যথা,
মধুকর না করে তথা, মধুর আকিঞ্চন

সদ্‌গুরু বদন ইন্দু, অমিয় প্রেমের সিন্ধু,
দেখিয়ে সব ভক্ত বিন্দু, ডুবলো শ্রীচরণ ॥ ৩১৮

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

হরি হতে হরি নাম ভারী, সাধু গুরু শাস্ত্রে বলে।
একথা মিথ্যা নয় কভু, আপনি প্রভু প্রকাশিলে ॥
এ নহে পণ্ডিতের কর্ম্ম, ভাবে যদি শত জন্ম,
নাহি পাবে ইহার মর্ম্ম, স্বধর্ম্মে না সজাগ হলে ॥
তত্ত্বে নাহি মেলে করণ, সে সর্ব্ব কারণের কারণ,
ভাবিলে তার দুটি চরণ, দৃষ্টি হয় অকারণ লীলে ॥
ভেবে অস্থির পদ্মযোনি, কি বুঝিবে ধ্যানী জ্ঞানী,
ধনের মর্ম্ম পেয়ে ধনী, আপনি তাই বিকাইলে ॥
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, শিলে শিলে আঘাত যথা;
এ গুঢ় নিগুঢ় কথা, কব কোথা ভাবি নইলে ॥ ৩১৯

পরজ—তেতালা।

অন্তে মন কার হয়গো অমূল্য ধন পেয়ে।
পোড়া লোকে নাহি দেখে চোকের মাথা খেয়ে ॥
এ দুঃখ যাবে না মলে, নানা ভাবের কথা তুলে,
ছলে কলে কৌশলে, বলে পাগল বেয়ে ॥
স্থির সৌদামিনীর আল, দ্বিতীয় নাই রূপের তুল,
রাখাল ত্রিভঙ্গ কাল, গৌর হল গিয়ে ॥
গোলক ছেড়ে গোলোক পতি, হালসে বেহাল এসে ক্ষিতি,
ক্ষ্যাপা শঙ্কর প্রভৃতি, কেনা গেল বয়ে ॥
গোপন কথা কি কায খুলে, কেবা কোথা থাকে কুলে,
সুভযোগে সে যোগ হলে, ভোলে পুরুষ মেয়ে ॥

হয় হবে অখ্যাতি আমার, কলঙ্কে খেলিব সাঁতার,
যে ঘুচাবে মনের আঁধার, ভাসবো তারে লয়ে ॥ ৩২০

গৌরী—আড়াঠেকা।

যার জীবন সই উজান ধায়।
(থাকিয়ে অতল সই)
তায় ক্ষুদ্র কূপ ভেবনা সই,
সে অপরূপ চেনা দায় ॥
নিশ্বাস প্রশ্বাসে যার, জীবিত জগৎ সংসার,
সেই ব্রহ্ম পরাৎপর, একাধার তার বয় ॥
অর্ক ইন্দু সিন্ধু কত, আশ্রিত তায় অবিরত,
পবন কাল রবিসুত, সবে কাঁপে তার ভয় ॥
দেবতাদি ত্রিদেব, সবাকার পরম শিব,
নিত্য লীলা তারি সব, ভব পাগল ভেবে তায় ॥
সে সত্য নিত্য উদয়, সর্ব্ব জীবে সম সদয়,
উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়, সব হয় তার ইচ্ছায় ॥ ৩২১

ললিত—আড়াঠেকা।

যে যা পেয়ে মনের সুখে ভাল থাকে সেই ভাল।
তার যদি তায় অন্তর জুড়ায়, নিষেধ করায় কি বা ফল ॥
অনিত্য জগৎ সংসার, মনের ভ্রান্তি তায় সার অসার,
প্রদীপে যার ঘোচে আঁধার, কি করে তার চাঁদের আলো
গর্জ্জনের না মিলে তুল, মুখ লুকায় পড়ি ধুল,
বিষ নাই শতাংশে তিল, ধরে ফনা যেন কুল ॥
কিবা জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, কালে হবে সবই নষ্ট,
সাধু মুখে আছে রাষ্ট, ভাবে বুঝা গেল ॥

নির্ব্বান হবে অনল, অচল হবে সব চলাচল,
উজান ববে অতলের জল, মেরু যাবে রসাতল॥
এ ভব ভয়ে কে নয় ভিতু, মিছে করা আতুপুতু;
কে পেলে অপারের সেতু, নির্হেতু অখিল উজ্জ্বল॥ ৩২২

ললিত—আড়াঠেকা।

অপার করুণা সিন্ধু গুরু জগবন্ধু জানে।
যে যার সে তার বিনে, কে কার বাধ্য হয় প্রেমঋণে
হারাইয়ে আপনারে, জলবিন্দু মিশায় নীরে,
একাধারে একাকারে, থাকে তারে নিরীক্ষণে॥
গুরু শিষ্য পুত্র পিতা, গুহ্যাতিত গুহ্য কথা,
মাতৃজারবৎ যথা, প্রকাশে বিজন্মা জনে॥
সদা থাকে একাধার, নাহি কহে কেহ কার,
যত লীলা খেলা তার, হয় ভক্তবিন্দু সনে॥
শ্রীমুখেতে আছে উক্ত, রসনা তাহে অশক্ত,
সে নিরঞ্জন অব্যক্ত, বেদ্যনিত্য ভক্তগণে॥ ৩২৪

ললিত—আড়াঠেকা।

আমার দুর্গতি শ্রীনাথ তব পদাশ্রয় বিনে।
সাধু সঙ্গ বিনে, অঙ্গ ভঙ্গ হয় দিনে দিনে॥
বুঝিতে না পারি ভাব, কিম্বা মনগত তব,
জেয়ান্তে মরিয়ে রব, সুখি হব নিকট জেনে॥
যা হক দুঃখ নাহি তাতে, প্রারব্ধ সূত্রের বৃতে,
শ্রীচরণ নিরখিতে, সদা যদি পাই;—
নতুবা হব মলিন, অনাহত অকারণ,
জীবন বিহীন মীন, প্রায় থাকি অচেতনে॥ ৩২৪

রামপ্রসাদী সুর।

শোন বলি মন তোরে খাঁটি।
মিছে করিস্ না আর খুঁটি নাটি॥
ডুব দিয়ে মুলাধারে সর্ব্বোপরে দেখবি যেটি ;—
ওরে সেই পরাৎপর, জগতের সার,
গুরু বই আর সকল মাটি॥
অকাম রমন, রিপু ইন্দ্রিয় দমন,
কল্লে ভ্রমণ মেলে কটি ;—
আছে যে একজন, মদনমোহন,
মেলে না তার যোড়া দুটি॥
অযতন সাধনসিদ্ধ, জীবের বাধ্য হয় কি সেটি ;—
হয়ে জেয়ান্তে মরা, আছে যারা,
ঘুচেছে তার সব ভ্রুকুটি॥
যার যে কর্ম্ম সেই তাই করে, অন্যজনে বাজে লাঠি ;—
আছে হরির ধর্ম্ম, করী মারা,
গিধোড়ে কি পারে সেটি॥৩২৫

ললিত—আড়াঠেকা।

কিসে যায় মনের সংশয় বিচ্ছেদ ভয় দূরে।
ভাবিয়ে না মেলে উপায় রাখ পায় সত্বরে॥
তুমিত অন্তর্যামী, জীবন মরণ স্বামী,
সুষুপ্তিতে থাকিনে আমি, নিজ স্বশরীরে॥
দুর্লভ রতন পেয়ে, কোথা যাই কারে দিয়ে,
ঐ খেদেতে দহিছে হিয়ে, সঘনে কাতরে॥
কেমনে চরণ ধরি, সুখ পক্ষ সম করি,
সুখেতে বিহর হেরি, হৃদয়-পিঞ্জরে॥
জাগ্রত স্বপ্ন সুপ্ত কারী, তুরীয় তুরঙ্গ ধারী,
কাট মম মোহ ডুরি, অচেতন না করে॥৩২৬

বেহাগ—আড়াঠেকা।

দেখে এলাম সই স্বধাম।
মণিময় মন্দিরে বিহরিছেন শ্যাম॥
বদ্ধ নগর ত্রিগুণ ডোর, ভক্তের অবারিত দোর,
বিরাজিত ব্রজকিশোর, সুখ অবিশ্রাম॥
চরণ-পিযুষ পিয়ে, প্রাণ জুড়াল নিরখিয়ে,
সে পুরুষোত্তম;—
পুরীর শোভা কি কহিব, দ্বারপাল আপনি শিব,
নিত্য মহা মহোৎসব, নব অনুপাম॥
যে দেখেনি হেন নিধি, আপনি সে আপনার বাদি,
বিধি তারে বাম;—
তোরাত প্রাণের সখি, দেখিলে হইবি সুখী,
পুনঃ চল গিয়ে দেখি, পুরাই মনস্কাম॥৩২৭

তোড়ী—একতালা।

মনের সাধ হলে কি হবে।
সাধন বিনে সিদ্ধ বস্তু কভু নাহি পাবে॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম, স্বভাবে করে বিক্রম,
গড়ুর পক্ষীর পরাক্রম, কাকে না সম্ভবে॥
গৌরচাঁদ-প্রেম সুধাভরা, দেখে ডুবলো চকোর যারা,
পেচার সে মিথ্যা আশা করা, অধর ধরা নাহি যাবে॥
হুস কি মন হুরুষ পুরুষ, অজপায় আগে জন্মাক হুস,
ধরবে যদি পরম পুরুষ, তুষকোটা ছাড় তবে॥
কাট পাথর জল চামড়া ভজে,
আমড়া পাবে (কাজে কাজে) সেধে ভজে,
লুকিয়ে আছে পোষাক তেজে, চ্যাট দেখায়ে জীবে॥৩২৮

ঝিঁঝিট—মধ্যমান্।

যাই বা কোথায়, বলি কায়, গুমরে প্রাণ যায়।
নিরপেক্ষ কৃষ্ণকথা নগরে শ্রোতা মেলা দায়॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম, স্বভাবে করে বিক্রম,
দ্বিতীয় নাই তার সম, প্রেমসুধা কে বিলায়॥
হরে যায় মনের ভ্রম, জানে যারা নরোত্তম,
নাহি তার পরিশ্রম, কহিলে ঘুচে যম-ভয়॥
রাত্রিদিন অন্তরে জাগে, মরি মনের অনুরাগে,
রাম নামে যেমন ভূত ভাগে, প্রসঙ্গের আগে সব পলায়॥৩২৯

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সুখের অবধি কি তার।
স্বরূপে শ্রীরূপে নয়ন ডুবিয়াছে যার॥
নাহি মানে বেদ বিধি, পেয়েছে অমূল্য নিধি,
প্রেমময়ী অম্বুধি, অনন্ত অপার॥
আনন্দে আনন্দে ভাসে, রূপসাগরে যত পশে,
নিরানন্দ নাই সে দেশে, আনন্দ বিস্তার॥
যায় আসে ভবপারে, অধরচাঁদ ধরে অধরে,
কাল শমন ডরে তারে, হয়েছে ঈশ্বর॥
বদ্ধ যত মায়াপাশে, সর্ব্বজীবে সন্তোষে,
দয়া মায়া কৃপালেশে, বিলায় মুক্তিহার॥৩৩০

মিশ্র—আড়খেমটা।

কৃষ্ণ-প্রেম কি সুখের গাছের ফল,
করে সৌরভে অঙ্গ সবল।
ফল খেতে খেতে বাড়ে ক্ষুধা,
রস শুদ্ধ সুধা, সুনির্ম্মল॥

যত সারি শুকপাখি, দিয়ে কাক বকে ফাঁকি,
সুখের গাছে, বসে আছে পেচায় জানবে কি ;—
তরুর মূল ওপারে, ডাল এপারে,
ফল রস ভরে করে টলমল ॥
যাদের ফুটেছে আঁখি, তারা সেই সুখের সুখী,
বাক্য ত্যজে আছে মজে তরু নিরখি ;—
তরু ঝড় তুফানে নাহি টলে,
আছে মূলের বলেতে অটল ॥ ৩৩১

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

রসিক বিনে, কে জানে এ নিগুড় সন্ধান।
অন্তরে নাই মৌখিক রুচি, গুড়ে মাছি মিছে ভেন ভেন ॥
অকাম সে কুসুম ফোটে, সুখসিন্ধু উথলে উঠে,
ভাব না পেয়ে মজুর মুটে, মরে কুটে চিটে ধান ॥
স্বধর্ম্মে ধর্ম্ম সঞ্চারে, কে প্রফুল্ল করে তারে,
সৌরভে হরিষ অন্তরে, ভৃঙ্গকরে মধুপান ॥
যাতে হয় যার ভক্তি, তাতে তার হয় অনুরক্তি,
শুন কই পরম যুক্তি, অভেদ শক্তি শক্তিমান ॥
যার প্রেমে বদ্ধ যে জন, অন্যথা কি হয় তার মন,
সে ঘুমায়ে দেখে স্বপন, ভজন তার জীবন প্রাণ ॥ ৩৩২

কালাংড়া—কাওয়ালী।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেম রত্নাভরণ পর ধনি।
নারীর অঙ্গ ভুষণ, পুরুষ পরশ মণি ॥
লোহা ছিলে কেহ ছুতনা, যার পর্শে হলে সোনা,
তার সুখে সুখী হলে না, স্বসুখে বিভোর ;
আপনার দোষগুণ, জাহিরে নজর ;
এভাবে হবেনা ভোর, এঘোর যামিনী ॥

নিজ সুখে নাই বাসনা, ব্রজের যত ব্রজাঙ্গনা;
কৃষ্ণ সুখ বই জানেনা, কেলে সোনা প্রাণ ;
কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ জীবন নাহি জানে আন ;
কৃষ্ণ রসে ডোবে ভাসে জুড়ায় পরাণি ॥ ৩৩৩ ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

হয় না সতত পরত। (শ্রীকৃষ্ণে মতি)
প্রাণপণে বহু যতনে, চেষ্টাকরে যারা যত ॥
শ্রীচরণ করে সার, সাদরে বা অনাদর,
অকারণ অন্তর যার, প্রসঙ্গে তৎপর ;
অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ, নাহি আপন পর ;
উপজয় পুণঃ পুণঃ চর্ব্বণ চর্ব্বিত ॥
যথা ইচ্ছা তথা ধায়, কৃষ্ণকথা ছাড়া নয়,
প্রেমধারা নয়নে বয়, বিমল হৃদয় ;—
শুনিতে শুনাইতে চিত্ত গদ গদ হয় ;—
সতের সঙ্গে সংপ্রসঙ্গে, প্রায় উদয় অনাহুত ॥ ৩৩৪

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মন হওনা আপন বাদি। (ছেলের মত)
গুরু কৃপায় কেন ডরাও গোষ্পদ ভবনদী ॥
শ্রীমুখেতে হলে জ্ঞাত, দেখবে ধর্ম্ম যথাযত,
ঘুচে যাবে অনাহুত ভূতগত শ্রম ;—
নিত্য চিত্ত সুদ্ধি হবে আর না হবে ভ্রম ;—
অকারণ উদয় হবে, ত্রিদেবের দুর্লভ নিধি ॥
অনুপায়ের উপায়, ত্রিপুরারি যার পায় ,
সেশক্তি জাগ্রত হয়, কটাক্ষেতে যার ;—
তার চরণ ভাবিলে আর ভয় থাকে কার ;
সর্ব্বকারণের কারণ অনাদির আদি ॥

পুনঃ পুনঃ নিষেধিলে, পরক্ষণে যাও ভুলে,
কও দেখি কোথা থেকে এলে, যাবে বা কোথায় ;—
ভাবনা অন্তিম কালে কে রাখিবে পায় ;—
যে তোমায় সৃজিলে সে বিধির সে বিধি ॥
আপন মন যার নয় সরল, তার সধর্ম্মে সে করে গোল,
সুধাতে উপজে গরল, জুড়াতে না পায় ;—
চিরকাল প্রাণ দগ্ধ, হয় বিষের জ্বালায় ;—
জীবনে ডুবালে জীবন, জ্বলে তায় নিরবধি ॥ ৩৩৫

কালাংড়া—কাওয়ালী

মরি কি মধুর মাধুরী। (আমরি আমরি)
ডুবে যাই রস কুপে, রূপে আপনা পাসরি ॥
কি প্রভা বুঝিতে নারি, প্রভাকরের প্রভাকারী,
নিত্য উদয় জগৎময় দিবা সর্ব্বরী ;—
হিল্লোলে প্রাণ শীতল হয়, বর্ষেনা বারি ;—
তড়িৎ জড়িৎ নবঘন, কিশোর কিশোরী ॥
চাঁদ নয় সুধাকর, অন্তর বাহ্য তিমির হর,
গুণের আপদ বালাই লয়ে মরি ;—
প্রাণ মন হরে লয় না করে চুরি ;—
অধর শোভে শশধরে তিরস্কার করি ॥ ৩৩৬

ললিত—আড়াঠেকা।

কেহে করুণাময় উদয় হইলে আসি।
অকিঞ্চনে করে দয়া দুস্তার তিমির নাশি ॥
মরি কি ঈক্ষন মিষ্টি, সপ্রকাশ হল সৃষ্টি,
স্থাবর জঙ্গম তুষ্টি, দৃষ্টি মাত্র প্রভাত নিশি ॥

জড়ের জড়িমা গেল, ধড়ে চৈতন্য জন্মিল,
হৃদি সরোজ ফুটিল, চকিত আশ্রয় ;—
ত্রিলোক হইল আল, উপমা দিতে নাই স্থল,
বৃদ্ধ যুবা আর বাল, সকলে হইল উল্লাসী ॥ ৩৩৭

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

সে প্রেম দুর্লভ নিধি, বাঞ্ছেবিধি হরিহর।
বহুরূপী সর্ব্বব্যাপী, ব্রজগোপীর মনচোর ॥
মুনিঋষি ধ্যান করে, ধরতে নারে সে তস্করে,
উপায় বলি তোমারে, নাই নিকট না রয় দূর ;—
সুখের নাহি অবধি, মন যদি তায় ধরতে পার ॥
সুখে যদি থাকবে মন, অগ্রে কাট কামনার বন,
শক্তিসারে কর রোপণ, গুরু কল্প তরুবর ;—
সারে সার উপজিবে পাবে বস্তু সারাৎসার ॥ ৩৩৮

ললিত—আড়াঠেকা।

কি হবে নিশি পোহালে, ভানুর উদয় হ'লে,
কাঁদিয়ে ভিজাবে মাটি, কাঁচা ঘুমে জাগালে ছেলে ॥
বুঝা নাহি যায় আজন্ম, কি তার অন্তরের মর্ম্ম,
সন্তুষ্ট নয় কোন কর্ম্ম, স্বধর্ম্মে না সজাগ হ'লে ॥
যা'হতে পেয়েছে কায়া, সে ত্রিলোকের মোহিনী মায়া,
বিনে তার পদছায়া, বালক কি কভু মায় ভুলে ॥৩৩৯

খাম্বাজ মিশ্র—কাশ্মিরীখেমটা।

গুরু সত্য সত্য বিনে সে তত্ত্ব মিছে।
যে পদে পদার্থ না রয়, অনর্থ তার সবই পিছে ॥

শাস্ত্র অন্ধ কূপময়, মরীচিকার জলাশয়,
ডুবিলেও নাহি জুড়ায়, আশায় রয় বেঁচে ;—
সুধায় তার বিচারে দুঃখ না ঘুচে ;—
ছাতি ফাটে পিপাসায় তথাপি ধায় তার কাছে ॥৩৪০

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

আমি নয়ন তুমি জ্যোতি।
ওহে ও নয়নের নয়ন জ্যোতির্ম্ময় ভাতি ॥
তুমি অদ্ভূত অচ্যুত, আমি তাহে পরাভূত,
তুমি অনল আমি ঘৃত, উজ্জ্বল ভাতি ॥
একথা বুঝাব কারে, যে পারে সে ভবপারে,
তোমায় ধরিতে নারে, কোরান বেদ স্মৃতি ॥
তুমি দাতা সর্ব্বমান্য, আমি কাঙ্গাল তোমার দন্য,
তোমা হ'তে নহি ভিন্ন, অনন্য গতি ॥
তোমা ছাড়া নহি কদাচন, আমি পতিত তুমি পাবন,
শুন শুন হে তপধন, প্রলয়পতি ॥
তোমার পর্শে হয়ে শুচি, নিত্যদাস চরণে আছি,
তুমি বিপ্র আমি মুচি, হ'লে চরণ বিস্মৃতি ॥ ৩৪১

ললিত—আড়াঠেকা।

সমাধি সমাধির পার, যে যোগেশ্বর আছেন জেগে।
নাশিয়ে অহর্নিশি, বসি নিত্য দিবাভাগে ॥
সর্ব্বাতীত পদে স্থিতি, জগৎ ব্যাপিত জ্যোতি,
উদয় অনুদয় ভাতি, কেবা না ধরে ;—
আঁধারে খদ্যোৎ পোকা সেও আল করে ;—
সেবিনে জীব মোক্ষপদ কার কাছে আর মাগে ॥

হাজির নহে অপক্ক, বর্ত্তমানে বরক্ত,
অবিশ্রান্ত অভিসিক্ত, সে রস যোগে ;—
মহাকাল হয় দমন, শমন কোনখানে লাগে ;—
হ্লাদিনীর প্রেম ভূক্ত, সহজ সরাগে ॥
বিষয় বিষে হয়ে ত্যক্ত, নিরন্তর নিরাশক্ত,
হইয়ে পদে নিযুক্ত, মনের বিরাগে ;—
জীবন মন সমর্পণ কর তায় আগে ;—
তবে হবে বিনির্ম্মুক্ত, উক্ত ভবরোগে ॥
পড়িয়ে সংসার জালে, কেন তবে থাক ভুলে,
মূল ঠিক না রাখিলে, কুল পাওরা ভার ;—
মরীচিকার জল মেপে সংখ্যা করা ভার ;—
সে পদে থাকিলে মজবুত, যমদূত ভাগে ॥৩৪২

কালাংড়া—কাওয়ালী।

জান্‌তে নারবে সে গুণাকর, গুনী জ্ঞানী নর।
গুণাতীত নির্গুণ সকল গুণের আধার ॥
গুণ গুণ সবাই করে, শুন্‌লে গুণ ঝুরে মরে,
গুণে লয়ংপরাণ হরে, নাহি আপন পর ;—
গুণের সুখ্যাতি করে সবে সর্ব্বত্তর ;—
গুণের পূজা গুণের আদর, জীব করিছে অনিবার ॥
গুণে বদ্ধ সর্ব্বপ্রাণি, গুণের বশ ঋষিমনি,
গুণ যুক্ত পদ্মযোনি, গুণ জগতের সার ;—
যে গুণের শিরোমণি সে তিন গুণের পার ;—
ধরায় ধরিবে সে অধর, সাধ্য কার আছে আর ॥
যথাযত গুণবান, সবার উৎপত্তি স্থান,
দ্বিতীয় নাই তার সমান, পুরুষ পরাৎপর ;—
মোহিত হয় রতি পতি, রূপ মনহর ;—
অনন্ত গুণের সাগর, নাহি তার পারাবার ॥ ৩৪৩

মূলতান মিশ্র—কাওয়ালী।

ভজ শ্রীনন্দের নন্দন, শ্রীকৃষ্ণ ধন,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সার মূলাধার সর্ব্বজন ॥
হলে গোপা অনুগত, হবে গোপীকার মত,
ছানা ননি দুগ্ধ ঘৃত, করিবে কারবার ;—
ননি লোভে ননিচোরা কোথা রবে আর ;—
সহজে পাইবে দেখা বসিয়ে সদন।
যথা ইচ্ছা তথা যাবে, আর না বদ্ধ হতে হবে,
আনন্দ উৎসবে রবে, হয়ে ভব পার ;—
আপনারে আপনি ভুলে, ধরবে তদাকার ;—
হৃদয় কানন হবে নিত্য বৃন্দাবন।
জীবে শিবের আচরণ, না সম্ভবে কদাচন,
শুদ্ধচিত্তে উপজয় পীরিতি রতন ;—
অকারে আকারে হয় সাকার গঠন ;—
নিত্য চিন্ময় ধামে হয় তার যুগল দরশন ॥ ৩৪৪

ললিত—আড়াঠেকা।

কে তারে পেয়েছে কোথায়। (মরে পরকালে)
গুরু সত্য নিত্য বর্ত্তমান, চক্ষুষ্মান দেখে তায় ॥
ডুবে ভব সাগর জলে, খাবি খায় তিলে তিলে,
পড়িয়ে সংসার জালে, গেছে ভুলে আপনায় ॥
স্থাবর জঙ্গম যোনী, প্রায় অন্ধ সকল প্রাণী,
অনুমানি ধ্যানী জ্ঞানী, জানিতে তায় পারা দায় ॥
কি করিবে মনের লোভে, আত্মতত্ত্ব বিহীন জীবে,
কৃপা না করিলে শিবে, ভেবে কি পাবে উপায় ॥
ধরিয়ে পঞ্চভূত কায়, চিরদিন ত থাকিবার নয়,
অগস্ত গমনের প্রায়, তায় চেনা ভার পুনরায় ॥ ৩৪৫

ললিত—আড়াঠেকা।

না জানি কি সুখে ঘুমায়।
(দিয়ে মুখ শম্ভু মুখে)
শ্বাস প্রশ্বাস হিল্লোলে তার, সর্ব্ব জীব জীবিত রয় ॥
পবন, ক্ষিতি, অম্বুধি, অরুণ, বরুণ, ইন্দ্র নিধি,
বিরিঞ্চি হরিহর আদি, নিরবধি সাধে তায় ॥
কাল শমন গনিছে প্রমাদ, কটাক্ষেতে হইবে বধ,
জগতে তার যে করে সাধ, সে ব্রহ্মপদ নাহি পায় ॥
রূপ খানি ভুজঙ্গিনী, নিজে ধনী মহাজ্ঞানী,
যে জনে যা মাগে শুনি, তখনি প্রসব হয় ॥
সে ধনী ধনি করে যায়, সেই তার শাখামৃগ হয়,
এই সাপে বানরের খেলায়, ভুলে আছে জগন্ময় ॥ ৩৪৬

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

পীরিতি নয়ন সুখ সই, নেংটি ইন্দুরে কাটিলে,
প্রেমনিধি দেখায়ে বিধি, বিবাদ ঘটালে।
আত্মতত্ত্ব গেলে ভুলে, তত্ত্বে কি আর সে ধন মেলে,
মহাজন দেখিয়ে দিলে, কপট কপাট খুলে।
উই, মুষিক, কুজন এ তিন, কুতর্ক কামনা অধীন,
সুজনেরে ভাবিয়া ভিন, আমারে মজালে।
রেখে তত্ত্বাতীত ঘরে, প্রেমানন্দে পরস্পরে,
অন্তর সুখে রয় অন্তরে, পড়ে ও মোহজালে ॥ ৩৪৭

মিশ্র—খেম্‌টা।

আজ ত গোঁসাই ছাড়াছাড়ি নাই,
বলতে হবে চরণ কিসে পাই।

তুমি অন্তরে অন্তরে থাক, আমার পুরলনাক,
প্রেম আশার খাঁই।
করে দয়া হর মায়া এই কায়ায় এইবার,
ঘুচাও মনের অন্ধকার বারম্বার,
যদি কৃপা করে দিলে দরশন,
তবে আবার কেন ভজতে যাই, বুঝাও তাই।
তুমি বা কে, আমি বা কে, দিলে বা কি ধন,
কিছু পাইনে নিরুপণ হই নিধন,
হৃদয়ে প্রকাশিবে, সে দিন কবে হবে,
হ'ল ভেবে ভেবে গুল্ম বাই, তাই সুধাই॥
তুমি সত্য আমি ভৃত্য, নিত্য তব দাস,
তোমার প্রকাশে প্রকাশ, বার মাস,
তুমি নির্ম্মল শশী, সুধারাশি,
আমি কিসে দুখী তা জানতে চাই, কেন হারাই॥ ৩৪৮

মূলতানমিশ্র—একতালা।

শুধু মনের আকিঞ্চনে হবে না।
সে প্রেম বাসনা, ও মন ক'রনা,
করণ জান না, মরণ যাতনা,
ও তা সবে না, স্বভাব যাবে না,
কৃষ্ণ প্রেমের পথে, কোনমতে যেওনা॥
প্রাণ সঁপে তায় প্রাণপণেতে,
সাধতে হবে বিধিমতে, অসাধে যেওনা সে পথে ;
ও তা হবার নয়, তবে যদি হয়, বিনে রিপু জয়,
সে প্রেম উদয় হবে না॥
সে মরণ জীয়নের পথে, যদি যাও সাধু সঙ্গেতে,
আপন শ্রাদ্ধ কর আগেতে ;

ধৰ্ম্ম জান না, কৰ্ম্ম বোঝনা,
মণি লোভে ফণি ধরা যাবে না ॥ ৩৪৯

বারোঁয়া—ঠুংরী।

জীব কেন ভাব অকারণ।
বৃন্দাবনে নিত্য লীলা করে দুইজন ॥
ব্যক্ত আছে সর্ব্বন্তরে, পাদমেক নাহি সরে,
যুগল বিলাস করে, মদনমোহন ॥
ফিরছে সে ত বাড়ী বাড়ী, পাতিয়ে রেলের গাড়ী,
সাধুসঙ্গে বসলে চড়ি, যেতে কতক্ষণ ॥
বয়লারে অনল জ্বলিবে, ঘর ঘর চক্র ঘুরিবে,
চকিতে দেখিতে পাবে, কমললোচন ॥
কি বুঝিবে সাধারণে, গুহ্যাতীত গুহ্যবনে,
বিলাস করে দুইজনে, না জানে রতি মদন ॥ ৩৫০

বারোঁয়া—ঠুংরী।

সাধু, সাধন কর তার।
যার নাহি আপন পর, সেই পরাৎপর ॥
ডুবিয়ে কারণ নীরে, সদ্‌গুরু চরণ ধরে,
মূলাধারে সহস্রারে, কর একাধার।
ঐক্য করি প্রাণমনে, ভজ সেই জীবন জীবনে,
আর যা কিছু ভাব মনে, সকলি অসার।
মনে মনে যত ভাব, কল্পনা মাত্র সে সব,
তাতে কি যায় অন্তরের ভাব, ভব অন্ধকার।
মাগী মিন্‌সে নহিলে, বিনি যোগে জন্মে না ছেলে,
সুধু বক্তৃতায় ব্রহ্ম মিলে, বল কোথা কার ॥ ৩৫১

ঝিঁঝিট—মধ্যমান্।

সৎ মনে সদ্গুরু-তত্ত্ব জেনে, ভজ সেই শ্রীচরণে।
সুখ ঐশ্বর্য্য বিষয় রাজ্য, পরিত্যজ্য সকল কার্য্য,
ভাব তারে অন্তর বাহ্য, প্রাণ পণে॥
মনি ঋষি আদি কত, হইয়ে শরণাগত,
নয়ন মুদে অবিরত, আছে ধ্যানে॥
সকলি মেলে সে পায়, কাল ভয় নাহিক রয়,
শমন দমন হয়, দরশনে॥
সুখের নাহি অবধি, ডুবিলে সে সুধাম্বুধী,
পাইবে অমূল্য নিধি, প্রেম ধনে॥ ৩৫২

মিশ্র—খেম্‌টা।

এই মানুষে মনের মানুষ পাওয়া যায়।
মানুষ চিনে ধর্‌তে পার্‌লে হয়॥
সে মনের মানুষের রীত, হয় আপনি উপস্থিত,
জেনে যে করে পীরিত।
না ডাকতে এসে, হৃদয়ে পশে,
মানুষে সেঁদিয়ে হেসে, রসের কথা কয়॥ ৩৫৩

পরজবাহার—আড়খেম্‌টা।

শুদ্ধচিত্তে হয় সুখ ভোগ, চিদানন্দ বিভোগ।
ভাগ্যোদয়ে সদ্‌গুরু কৃপায়, যার হয় সে যোগাযোগ॥
কামাদি বিবাদি ছয়, কর বা না কর জয়,
ব্যাধির মতন ঔষধ পায়, আপনি পলায় ভবরোগ॥
গান করে মধুস্বরে, ভক্ত সেই পিকবরে,
আনন্দমদনের স্বরে, মদন করে প্রাণ বিয়োগ॥ ৩৫৪

———

ললিত—আড়াঠেকা।

শুনহে করুণানিদান, আমার দুঃখের কথা দুটো।
আশিলক্ষ বার, ফিরে আবার,
প্রাণে সয়না, দাঁতে করি কুটো॥
ভাব দেখে আতঙ্গে মরি, ভবসিন্ধুর তুফান ভারী,
দিয়েছ যে মানব তরী, সারিতে নারি ভাঙ্গা ফুটো।
গুণাতীত গুণাকর, সগুণ নির্গুণ হতে পর,
অধীনের ত্রিতাপ হর, বিতর দুকরে দুমুটো॥৩৫৫

রামপ্রসাদী সুর।

দেখে এলাম আনন্দের হাটে,
সুখময় বিরাজে সব ঘটে ঘটে॥
রূপ সোণার নাই উপাসনা, অবারিত দ্বার, নাই কামনা,
করে সখের প্রেমে আনাগোনা,
পথ পায়না কানা মাথা কুটে॥
ষোল আনায় ষোল আনা, বিনি মূলে নেনা দেনা,
ওরে কঠিন বড় সে সওদা কেনা,
প্রবঞ্চনা তায় না খাটে॥
চাবা খন্দের খায় হাবুডুবু, চেনা যায় না ভক্ত প্রভু,
পুরোমন ভেঙ্গে বেচেনা কভু,
সমান বাবু মজুর মুটে॥ ৩৫৬

কালাংড়া—আড়খেমটা।

আর কেন আঁধারে ফের, চেতনে চৈতন্য হের।
জাগ্রত সপ্ন সুষুপ্তি সেরে, গোঁসাই পদে পীরিত কর॥
প্রবৃত্ত, সাধন, সিদ্ধি, আত্মানন্দের করে বৃদ্ধি,

না হইলে চিত্ত শুদ্ধি, হতবুদ্ধি করে আর॥ (আত্মসুখে)
বিমল চিত্তের এই রীতি, গুরুপদে হয় পীরিতি,
রত্নকুম্ভে জ্বললে বাতি, তুল্য জ্যোতি খেলে তার। (অন্তরবাহ্যে)
সাধুশাস্ত্রে শিব-উক্তি, শুন মন সুসার যুক্তি,
কোথা লাগে কৈবল্য মুক্তি, সদ্‌গুরু ভক্তি হ'ল যার॥
(প্রেমানন্দে)
আত্মসুখে হয়ে রত, অচৈতন্য ভাবেতে কত,
মারা গেল শত শত, অবিরত সার পায় না আর॥ ৩৫৭
(ক্রমে ক্রমে)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রেম কেবা না করে।
প্রেম করে সুখী, দুঃখী হয় অন্তরে॥
কি নীরে নভ উপরে, কীট পতঙ্গ আদি করে,
পশু পক্ষী জলচরে, দেবে বানরে নরে॥
প্রেম তত্ত্বের হয়ে বশ, কে বল হয় সন্তোষ,
নির্হেতু প্রেমরস, বিলাইয়া পরে॥
নিয়োগ বিয়োগ সময়, উপায় নাহিক পায়, সেই পায়,
আপন দোষে আপনি যায়, শমনাগারে॥
রমন নাই রমণি সমাজ, সাধে নিত্য পরকীয়া কাজ,
প্রেমরস রসিক রাজ, না জানিয়ে তারে॥ ৩৫৮

বারোঁয়া—ঠুংরী।

কে চায় কারে দি পরিচয়।
মানবে এমন কভু হয়নি হবার নয়॥
শোভা করে পীতাম্বরে, মোহন মুরলী করে,
আঁখি ঠারে জীবন হরে, রসিক রসময়॥

ত্রিলোক মুগ্ধ বাঁশীর নাদে, কহিতে রসনায় বাধে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সাধে, খেদে প্রাণ যায় ॥
কি গুণ না জানি তার বাঁশরীর, স্বরে করে পরাণ অস্থির,
প্রেমময়ী আহ্লাদিনীর মন ভুলায় ॥
বেষ্টিয়ে সব গোপ গোপিনী, খায় উচ্ছিষ্ট ক্ষীর ননি,
দেখে মোহিত পদ্মযোনি, চেনা দায় ॥ ৩৫৯

মিশ্র—খেমটা।

আরে তুই ভেবে তুই ভাববি কত,
হলি তিন ভেবে ভিন, কায কি পাঁচে ;—
এক ভেবে দেখ মনের মত ॥ ৩৬০

মিশ্র—ঠুংরী।

জেয়ান্তে মরা হতে হয় দিন দিন,
ওগো তোরা ভেবে কেন অঙ্গ করিস ক্ষীণ।
ঝাড়ে বাঁশ হয় ঘুণে জ্বরারে,
সে প্রেম করার এই চিন।
তার জীবনে জীবন মাত্র রে,
যেন চিত্র পটের মীন ॥ ৩৬১

ঝিঁঝিট মিশ্র—খেমটা।

ও তার এই বেলা পথ দেখ।
ধরবে যদি ফের মনের মানুষ,
ভস্ম অঙ্গে মাখ ॥
উপায় তার বল্লে হর, জেয়ান্তে যদি মরতে পার,
তবে যদি ধরতে পার, নইলে হবে নাক ॥

দ্বীপি চর্ম্ম কটিতে পর, মস্তকেতে জটা ধর,
চাঁদ কপালে রাখ ॥ ৩৬২

মিশ্র—খেমটা।

ফাঁকের ঘরে তাই আছি বসে।
বেদ কোরাণ রেখে ছুপাসে ॥
এখন যে যেখানে যায়, যে যাতে বসে খায়,
ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়,
আমার হিন্দুয়ানি, মুসলমানি,
ছুচক্ষের ছুই ছানি গেছে খসে ॥ ৩৬৩

মূলতান—আড়াঠেকা।

আর যাবনালো সই, যমুনারি জলে। (আমি)
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে ॥
কি রূপ হেরিলাম তার, কুলে থাকা হল ভার,
নামটি জানিনে তার, সে থাকে গোকুলে ॥ ৩৬৪

মিশ্র—একতালা।

আনন্দ বাজারে থাকি। (আমরা)
ওরে শোনরে বোকা, বেড়াস একা চিন্তে পারবি কি ॥
মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়,
জেয়ান্তে তায় ধরতে গেলে হাবু ডুবু খায়,
সেই যে মড়া, রসেরগোড়া,
আছে স্থির করে ছুটি আঁখি ॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

জানিলাম গুরু তুমি অগতির গতি।
অকারণ অকিঞ্চন সহ কে করে পীরিতি ॥

তোমাহতে নাহি বড়, কর্ম্মাকর্ম্মের সীমে মুড়,
অনাদি কালের বুড়, আমি মূঢ়মতি ॥
কে আছে আর, এমন, কীট পতঙ্গ সাধারণ,
সমদয়া সর্ব্বজন, জ্ঞান অজ্ঞান প্রতি ॥ ৩৬৫

মুলতান মিশ্র—কাওয়ালী।

শুকপক্ষী করি তারে, হৃদয় পিঞ্জরে।
রাখতে নারি সহচরী সুখে প্রেমাদরে ॥
অন্তরে অন্তরে ধায়, অন্তর ছাড়া কভু নয়,
ধরাতে তায় ধরা দায়, বিনা মন্তরে,
অঙ্গে রয় সঙ্গে যায় পোষমানে যারে,
নিত্য সেটা শিকলি কাটা, বুলিতে প্রাণ হরে ॥
বসে সুমেরু উপর, অদ্বিতীয় একেশ্বর,
জিনি রবি শশধর প্রকাশ সর্ব্বত্তর,
অধর সে বিহঙ্গম, ধরে সাধ্য কার,
আঁখির নিমিষে ফাঁকি দেয় বারম্বারে ॥
ঠেকেছি বিষম দায়, ভাবিয়ে না পাই উপায়,
কি জানি উড়িয়ে যায়, কখন কি করে,
বুদ্ধিমন অতীত কথা জানাইব কারে,
ঐ ভাবনা কিসে যায়, এ বিচ্ছেদ ভয় দূরে ॥
মরি কি পক্ষ সুচারু, বিপক্ষ কভু নয় কারু,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডের গুরু, বিদিত সংসারে,
কাণ্ডারী হইয়ে ভব সাগর পার করে,
দয়াময় কল্পতরু সদয় সবারে ॥ ৩৬৬

মূলতান মিশ্র—কাওয়ালী।

তোমা বই কবার নয়, (একথা সই)
কে বুঝিবে কারে কব, কে তেমন নিরাশয়॥
কিবা নদী নালা বিল, তড়াগাদি লালখিল,
পুষ্করিণি দীর্ঘিকা ঝিল, আছে যে যথায়,
নিত্য স্রোত বিহনে দেখ, সবে শুষ্ক পায়,
সইখাদ বিনে কেউ না জানে, সিন্ধু সর্ব্ব জনাশ্রয়॥
যোগী যত যোগেশ্বরে, যে বা যত যোগ করে,
অন্তরে ইষ্টদেব হেরে, ভোলায় ভূলে যায়,
নাজানে জীবন জীবনে স্বজীবন কায়,
একাধার মিলনে কত সুধা আছে তায়॥
মরিলে সই এই কায়, চিতাগুণে দগ্ধ হয়,
সুখ দুঃখ নাহি তায়, সর্ব্বাঙ্গ জ্বালায়,
সই বিনে সই সুখের কথা কহিব কোথায়,
সে জীবন বিহীন গেড়ের জীবন থাকা সে বৃথায়॥
কখন আছে কখন যায়, রবিসুতের দায়.
সে ডোবার জীবন ভয়, কভু না ঘুচায়,
কম্মপাশে, কাল বাতাসে, পরাণ সংশয়.
জীবন থাকিতে মীন মরে তায় পিপাসায়॥ ৩৬৭

মূলতান মিশ্র—কাওয়ালী।

মন হয়োনা ব্রহ্মজ্ঞানী, (কে ব্রহ্ম না জানি।)
বিচিত্র জগতের রূপ দেখে গুন বাখানি॥
উপজে হইতে ব্যোম, সৃজনের নাই পরিশ্রম,
স্বভাবে করে বিক্রম, অচেতন অজ্ঞান,
উৎপত্তি স্থিতি বিনাশ, ছাড়া নয় কখন,
অপদার্থ অসার অনর্থ প্রসবিনী।

গুরু, কৃষ্ণ, চৈতন্য, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় শূন্য,
সাধুশাস্ত্রে সর্ব্ব মান্য, অখিলের আধার ;—
ত্রিলোকের জননী জঠোর কারাগার,
দুর্ব্বিজ্ঞয়া দুরাত্ময়া ত্রিগুণ ধারিণী ॥
গুণাতীত পরম ব্যোমে, নির্গুণ সে নিত্য ধামে.
কে সে তত্ত্ব না পেয়ে ভ্রমে, ভ্রমিছ কোথায়,
ভাব না হয়েছে বদ্ধ, পড়ে কার মায়ায়,
কাল শমন সঙ্গে আছে, পিছে ঘোরে আঁধার যামিনী ॥
দুর্লভ দ্বিভুজ ধন, ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দন,
গোপীর জীবন জীবন, ত্রিলোচন করে ধ্যান,
অদর্শনে সে চরণ, কে দেয় চক্ষুদান,
স্থলে ভুলে ভূতলে সাঁতার দেয় সর্ব্বপ্রাণি ॥ ৩৬৮

মূলতান মিশ্র—কাওয়ালী ।

পীরিত পাবে না আপগরজে, (খেয়ে বসে শুয়ে)
যে জন শ্রেষ্ঠ, ইষ্ট নিষ্ট সুমিষ্ট তায় উপজে ॥
কামাদি জ্বালায়ে অনল, থাকিলে সে গুরু তরুতল,
সাধু সঙ্গে পেয়ে বল, সে ফল ফলে তায়,
থাকিলে আপন সুখ ঘোচেনা কথায়,
যারা কৃষ্ণ সুখ সন্তুষ্ট, তারা উৎকৃষ্ট তায় মজে ॥
হলে কি হয় বিধুমুখী, খঞ্জন গঞ্জন আঁখি,
মিষ্টভাসি, মধুরহাসি, মনোহর বেশ,
বয়সে নব ষোড়শী, রূপসীর শেষ,
আত্মসুখ উন্মত্ত যে জন, তার না প্রেম আভরণ সাজে ॥
পাবে বহু নানা কষ্ট, খাইয়ে পরের উচ্ছিষ্ট,
জাত কুল করে ভ্রষ্ট, যাও যদি ব্রজে,—
গড়াগড়ি দিতে হবে পড়িয়ে রজে,

(করে বৃথা পরিশ্রম মিলবে না খুঁজে)
করে বন পরিক্রম মিলবে না খুঁজে॥ ৩৬৯

ভৈরবী—মধ্যমান।

কার লাগিরে কার করি আরাধন।
আমি নারী বুঝতে নারি অবোধ অচেতন॥
পুরুষ, ক্লীব, নারী, কেহ নহে অধিকারী,
রসময় রস ভিকারী, রস আস্বাদন॥
একাত্মা দ্বিরূপ ধরি, রসিক রাসবিহারী,
আপনি প্রেমের ডুরি, আপনি বন্ধন॥
এখন বুঝিলাম কাজে, সচৈতন্য হয়ে নিজে,
আপনি চৈতন্য ভজে, চৈতন্য চরণ॥
যার অন্বেষণ করি, আকিঞ্চন প্রয়োজন তারি,
যে জন সজীব কারী, সেই জীবন জীবন॥ ৩৭০

তোড়ী—মধ্যমান।

নূতন লোকের প্রেম শিখে উপজিবে না।
যার আছে তার আছে, কাঁচে কাঞ্চন প্রসবে না॥
স্বভাবত নিত্যমুক্ত, সহজ সরাগ যুক্ত,
পরকীয়া রসভুক্ত, স্বকীয়ায় সম্ভবে না॥
সকামেতে যে জন্মেছে, অকাম প্রেম না তারে সেজেছে,
নিজ সুখে টানে পিছে, মিছে জীবের বাসনা॥
নিত্য সিদ্ধ প্রেমনিধি, বেদরদি তায় প্রতিবাদী,
অনাদি কাল ধরে বিধি, সাধিলে তা হবে না॥ ৩৭১

তোড়ী—মধ্যমান।

নূতন লোকের প্রেম শিখে উপজিবে না।
যা আছে তা আছে কাঁচে কাঞ্চন প্রসবেনা॥
স্বভাবত নিত্যমুক্ত, সহজ সরাগ যুক্ত,
পরকীয়া রস ভুক্ত, স্বকীয়ায় সম্ভবে না॥
কি সাধনে পাবে জীব, ভাবিয়ে পাগল ভব,
অযত্ন সিদ্ধ সে ভাব, আকিঞ্চনে পাবে না॥
অতুল্য অমূল্য সে ধন, অনাভাবে দেখিতে কেমন,
আশাধারী জীবের মন, আকিঞ্চন যাবে না॥ ৩৭২

ললিত—আড়াঠেকা।

যে রূপ মম অন্তরে, দেখাইব কারে।
আপনি নিরখি ভাসি, প্রেমসিন্ধু নীরে॥
একি সখি হইল বাই, যে দিকে নয়ন ফিরাই,
ঐরূপ দেখিতে পাই, জঙ্গম স্থাবরে॥
কথায় কি আছে কাম, জীবের বিধাতা বাম,
হতো যদি রহিম রাম, দেখাতাম বুকচিরে॥
অকলঙ্ক প্রেম শশী, নাহি মানে অহর্নিশি,
সুধা ক্ষেরে রাশি রাশি, পান করে চকোরে॥ ৩৭৩

ললিত—আড়াঠেকা।

সেই দেশে চল না মন, সেই দেশে চল না।
অভেদ যথা রহিম রাম অকাম কামনা॥
কহিতে যাহার বাণি, উন্মত্ত ত্রিশুলপাণি,
আনন্দময়ধাম নাম শুনি, না জানি ঠিকানা।
ঘুচে যায় সকল ধন্ধ, নাহি অন্য কর্ম্ম বন্ধ,
কায় প্রাণে ন সম্বন্ধ, নাই আপন বিগানা।

নাহি বাল্য যুবা বৃদ্ধ, এক রস, নাই খাদ্যাখাদ্য,
নিত্য প্রেমরসে বাধ্য, নাই সাধ্য সাধনা ॥ ৩৭৪

কালাংড়া—আড়খেমটা।

সদা মন ভাব তারে, যারে ভাবিলে অন্তরে,
বিনাশে অবিদ্যা বুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি করে।
মন কর্ত্তৃক কর্ম্ম যত, সকলি করে বিস্মৃত,
হৃদিপদ্মে অনাহত, নামামৃত ক্ষেরে।
পলকে প্রলয় বারি, বিলম্ব না হয় দেরী,
ভাবাবেশে ভগ্নতরী, লাগে ভব পারে ॥ ৩৭৫

ললিত—আড়াঠেকা।

দয়াল হরি কৃপা করি অবতরী কলিযুগে,
প্রকাশিয়ে নিজ শক্তি, বিলায় মুক্তি চারিদিকে।
কি দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, নাহি মানে যোগ্যাযোগ্য,
অন্তে পায় অনন্ত স্বর্গ, জেয়ান্তে রয় সে সুখভোগে।
স্বশরীরে যায় বারম্বার, নিত্য করে আস্বাদন তার,
এ অন্তর ষাগ হয়েছে যার, কি ভয় তার তনুত্যাগে।
এ তত্ত্ব বিহীন যারা, ডুববে তাদের পাপের ভরা,
নয়ন তারা হয়ে হারা, ঘুরবে তারা ভব রোগে।
সঙ্গীগণে সংকীর্ত্তনে, নামামৃত বরিষণে,
সুধাম্বুধী বন্যাবানে, ক্ষণে সকল গেল ভেগে ॥ ৩৭৬

মূলতানমিশ্র—আড়খেমটা।

শুনে আহ্লাদে বাঁচিনে।
রসের উপরে ঢেউ উঠছে মনে ॥
ক্ষেপারে কে ক্ষেপিয়ে তুলে, অতল সিন্ধুর মহানা খুলে,
ডেঙ্গা ডহর এক করিলে, প্রেমের বন্যা এনে।

ডহরেতে উঠতো ধুলো, লেটা ফটকায় আটক ছিল,
চড়া ঘুচে চটকা হল, টাট্‌কা রসের টানে ॥ ৩৭৭

মিশ্র—খেম্‌টা।

মনের কথা বলবো কারে তা কইতে মানা,
দরদি বিনে প্রাণ বাঁচে না।
যদি দরদি হয় দরদ বোঝে,
এবার বেদরদী ভাব পাবে না।
ভাবের ভাবী হয় যে জনা, নয়নে তায় যায় গো চেনা
সে দুই এক জনা ;—
তারা প্রেমে ডোবে রসে ভাসে,
ও তার করণ জানে রসিক জনা।
আপনার রসে আপনি মেতে, বেড়ায় ব্রজের পথে পথে
এক করোয়া হাতে ;—
ও তার দিবা নিশি জ্বলছে বাতি,
করে উজান পথে আনা গোনা ॥ ৩৭৮

ললিত—আড়াঠেকা।

ন গুরোরধিকং মন ন গুরোরধিকং।
নিস্তার করিতে জীবে শিবেন কথিতং ॥
নর নয় সে নরাকৃতি, শীতল উজ্জ্বল ভাতি,
অগতির পরম গতি, স্থিতি সর্ব্ব ভূতং।
জীবে বিড়ম্বিত বিধি, অপার দুস্তার নদী,
পার হতে সেই ভবাম্বুধী, চাহ যদি হিতং।
দয়াময় হইলে সদয়, নাহি থাকে রবিসুতের ভয়,
হয় মৃত্যুঞ্জয় নাহি সংশয়, নামামৃত পিতং ॥ ৩৭৯

আলাহিয়া—আড়খেম্‌টা

কারে বলবো কে যাবে বা প্রত্যয়,
এই মানুষে আছে সত্য, নিত্য চিদানন্দময়।
মনে মনে ভাবলে সে ধন, মন কেমন আনন্দে রয়॥
পাওয়া যায় না ধ্যানে ধরে, যোগে না মিলায় তারে,
সে আছে ঘরে দেখ তারে, ঘুচবে জ্বালা সমুদয়।
দোতালায় খিল লাগিয়ে কসে, তেতালায় রস বিলাসে,
জীবের স্বভাব দোষে, লাগিল দিশে,
বাহিরে কি তার খবর হয়।
গোলক বৈকুণ্ঠ ত্যেজে, সহজ প্রেমে আছে মজে,
জীবে কোথা পাবে খুজে, বিরিঞ্চির হল শংসয়॥ ৩৮০

মালকোষ—মধ্যমান।

আমার কাজ কি এছার জীবনে,
যার অনুগত প্রাণ তার অদর্শনে।
ধন মন যৌবন আদি, কার লাগি আর আরাধি,
জীবনের জীবন যদি, না দেখিলাম নয়নে।
উৎকৃষ্ট সে তরুবর, মূলচ্ছেদ হলে তার,
কি ফল সই বল আর, পল্লব যতনে॥ ৩৮১

বেহাগ—একতালা।

প্রেম করিলে কি হয়।
সুজনে মেলে সুজন বহু ভাগ্যোদয়॥
কি উত্তম কি অধম, করে প্রেম মনোরম,
নাই অভাগ্য মম সম, জানিলাম নিশ্চয়।
সে তরু ফল বিহীন, কি আমার ভাগ্যহীন,
ডুবিয়ে সিন্ধু রতন, না দেখি উপায়।

প্রাণ সঁপে স্থান দিয়ে প্রাণে, রাখতে নারি স্বস্থানে,
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে মনে, হতেছে সংশয় ॥ ৩৮২

ললিত—আড়াঠেকা।

এবার মন চতুর মহাজন, ঠকাতে গেলে ঠক্‌তে হয়।
ভজন কাঁটায় ওজন দেওয়া নেওয়া, কথার কথা ত নয়।
বুঝে কর আনাগোনা, পীরিতের মন ষোল আনা,
বুঝে কর নেনাদেনা,
উপরোধে রত্ন না বিকায়।
ব্রজগোপীর সে নীলরতন, পাওয়া ভার হলে অচেতন,
যে জানে সে প্রাণ কারে পণ, পেতেছে আপন হৃদয় ॥ ৩৮৩

ললিত—আড়াঠেকা।

হেরিলে ও চাঁদ বদন, আনন্দে ভাসে কেন মন,
অন্য অনেকের সনে আছে ত আলাপন এমন।
অথচ তাহার সহিত, নাহি কোন সংশ্রিত,
দরশনে সেও চকিত, মনোনীত কি কারণ।
তার বাক্য 'করি শ্রবণ, কত সুধাপান করে মন,
না জানি পায় কি রতন, হইলে নয়নে নয়ন ॥ ৩৮৪

ললিত—আড়াঠেকা।

বুঝি অনুভবে সখি! নাথ মোর আসিয়াছে,
তা নহিলে কেন হেন মন আনন্দে ভাসিছে।
আরত এমন কত, লাভ হত শত শত,
মন নাহি হত উদ্ধত, এখনি দেখিলে বাঁচে।
অকস্মাৎ কেন চিত, হেরি এত প্রফুল্লিত,
হয়ে তার অনুগত, প্রেমের পথ ধাইছে।

প্রেমসিন্ধু উথলিল, নদী উজান বহিল,
তাপিত প্রাণ শীতল হল, পরাণ সুস্থির আছে।
একি প্রেম উপজিল, নয়নে বহে সলিল,
যেন শীতল উজ্জ্বল, শশী তম হরিয়াছে ॥ ৩৮৫

মুলতানমিশ্র—আড়খেম্‌টা।

ভাল তাই লাগে তার চোকে,
যার যে পিতৃধর্ম্ম সেই তাই শিখে।
কেবা কাকে শিখাতে যায়, সিংহের বাচ্ছা মাতঙ্গে ধায়,
আতঙ্গে শৃগাল পলায়, লেজ মুখে ফেউ ডেকে;
যার যে কর্ম্ম সে তাই করে, হুঙ্কারে করী বিদারে,
শৃগালীর কানে ঝঙ্কারে, বজ্রাঘাত হয় বুকে।
লাপিয়ে পর্ব্বত সিংহ ধরে, হরির ধর্ম্ম করী মারে,
ক্ষুদ্রজীব না লক্ষ করে, রয় না কেন সুখে ॥ ৩৮৬

কাফি—তেতালা।

আঁখি তাকি দেখেরে (অন্যে তাকি জানেরে)
যে রূপ মম অন্তরে মন প্রাণ হরে।
ঝুরি সে মাধুরী, দিবস সর্ব্বরী,
ধরিতে না পারি, সে অধরে;
আমি যে কাতর সতত তাহারি তরে।
নবঘন বারি, পিব মনে করি,
পিপাসাতে মরি না বরিষে;
আছে যে জীবন জীয়ান্তে জীবনে মরে ॥ ৩৮৭

পরজবাহার—খেম্‌টা।

কে আমি কার, আগে তার কর নিরূপন,
না হলে শ্রীনাথের বশ হয় না সে রস আস্বাদন।

অসার জগৎ কেবা কার, শুন কই প্রেম তত্ত্বসার,
আত্মতত্ত্বে থাকলে আঁধার, কি ফল অরণ্যে রোদন ॥
মায়াময় একায়া মিছে, স্বপনে কে আপন আছে,
কেন পরে মাথা বেঁচে, পর কলঙ্ক ভূষণ ॥ ৩৮৮

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

যার হৃদয়েতে হয় কালাচাঁদ উদয়,
সে বিনে কেউ না জানে কত সুধা সাধু পায়।
যার জনে করিয়ে গোল, নিভায় না অন্তরের অনল,
সবাই ধরে সাধুর নকল; কুকুর পাগল হয় মাথার ঘায় ॥
স্থির হয়েত পাতে না কান, জলে নাহি গলে পাষাণ,
অতিথ বিনে পতিতের প্রাণ, দিয়ে পদে স্থান কে জুড়ায়।
যে পুষ্পেতে জন্মেনি মধু, তারে সদয় হয় না বঁধু,
অন্তর বিহীন বিধু, ভেকধরা সাধু সে বৃথায় ॥ ৩৮৯

বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রেম করিলে কি হয়,
সুজনে সুজন বিনে নাহি সুখোদয়।
পীরিতি নির্ম্মল শশী, সাধু সে সুধা পিয়াসী,
তস্করের তিমির নিশি, বিচ্ছেদ বিষময়।
যাইতে শশী নিকটে, সকলেরি সাধ বটে,
সুধাতে গরল উঠে, শঠের প্রণয় ॥ ৩৯০

মিশ্র—খেমটা।

হলে হৃদয়ে রসের উদয় সুখময় কি নড়ে,
সুখে সুখের কথা কতই পাড়ে।
ও সে রসের ভৃঙ্গ, চায় রসিক সঙ্গ,
দেখলে শুষ্ক অঙ্গ, পলায় উড়ে।

'এসে হৃদি সরোবরে, প্রফুল্ল কমল হেরে,
আর যে যেতে নারে ;—
পেয়ে পদ্ম গন্ধ, হয় মহানন্দ
মকরন্দ সুধা নাহি ছাড়ে।
অপ্রেমিক কি মর্ম্ম জানে, ধর্ম্মখেয়ে চায় ধর্ম্ম পানে,
সধর্ম্ম জেনে ;—
এ দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল জুদ,
আনে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ॥ ৩৯১

মিশ্র—আড়খেমটা।

মন সে আজান গাছের বীচি,
জানলে—মন হবে মিছামিছি।
ও যার নাই কোন বোধ, জন্ম অবোধ,
তার বোধ হয় জানলে বাঁচি।
যে জঙ্গলে জন্মেনি সে গাছ,
ও তার আনলে বীচি, বেছে বাছের বাছ,
তার গাছ অদেখা, বীচটি পাকা,
খুললে ঢাকা হয় পেঁচা পেচি।
সূক্ষ্ম সরু সে প্রেমতরুর গাছ,
যে দেখেছে বনে সেই ধরে সে কায,
ও তার ভাব হিল্লোলে, প্রেমে দোলে,
নয়ন জলে তার বাড় দেখেছি।
ভক্তগণে সেই কাননে রয়,
ব্রজের ব্রজাঙ্গনা বিনে সে ফল কেউ না পায়,
ও তার মধুর ভাব, হয় তাতে কিবল লাভ,
আর যত সব গুড়ে মাছি ॥ ৩৯২

ললিত—আড়াঠেকা।

কি হলে মন ভুলে সখি উপায় না দেখি তার,
আপনারে থাকে না স্মৃতি, কি পারিতি মনোহর।
কপট কপাট যোদা, বাহিরে না আসে কদা,
উভয়ে উভয়ে বাঁধা, আছে সদা পরস্পর।
ভাবে প্রেমে গরগর, যদি হয় ভাবান্তর,
যেন বরিষা সঞ্চার, আঁখি ঝর ঝর।
কি রতন পেলে মন, সেই রূপ ধ্যান জ্ঞান,
ঘুমালে দেখে স্বপন, এমন কপাল কার॥ ৩৯৩

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

প্রেমের কর্‌ছি সওদাগরি।
আমি নিজে ভাই আদার ব্যাপারী॥
না মালিক না অধিকারী, ষোল আনা ব্যবসা করি,
শূন্যেতে শূন্য ভাগ মারি, পূর্ণানন্দে ফিরি।
যাত্রাকালে বলি হরি, প্রমানন্দে ভাসাই তরী,
ভরিক্যে ভরি লাভ করি, কর্‌বো কি জুয়াচুরী॥
ফকিরের ফিকিরে ঘুরি, ডুবলে কিস্তি নাহি হারি,
জিরের বদল হীরে লাভ করি, লোকসানে না ডরি।
লেবুমাখা ভাত মারি, না রাখি তঞ্চক তরকারী,
বেরালকে চেঁট দেখিয়ে সারি, রোগের কি ধার ধারি॥ ৩৯৪

ললিত—আড়াঠেকা।

ভজিলাম পরমেশ্বরে সর্ব্বেশ্বর জেনে,
সে বিনে সকলি ব্যর্থ অনর্থ থাকা সংসারে।
বিষবৎ বিষয় অর্থ, নাহি তায় সুখলেশ সত্য,
আনন্দে রহিব নিত্য, পরমার্থ পুজি করে।

অদান্ত মন উন্মত্ত, আত্ম সুখে হয়ে আপ্ত,
তত্ত্বে তার পায়নাক তত্ত্ব, যে জন ব্যাপ্ত চরাচরে।
নিষেধে নিষেধ মানে না, যায় অস্তিত্ব সে জানে না,
আমারে করেছে কানা, আপনি নই আপনারে।
একি বিধির বিড়ম্বনা, আপন কার্য্যে দেয় হানা,
প্রাপ্তধন প্রাপ্তি হল না, এ যন্ত্রনা জানাই কারে ॥ ৩৯৫

কালাংড়া—আড়খেমটা।

আজি কিহে মহোৎসব, ভাবিয়ে না পাই ভাব।
ভক্তগণে নামামৃত পানে, ভাসিছে অমিয়ার্ণব ॥
সর্ব্বজনে আছে সুখে, আঁখি জুড়াইল দেখে,
নিত্যানন্দ প্রেমপুলকে, নাই মুখে আর অন্যরব।
যথা যত তীর্থ নদী, ত্রিবেণী সাগর অবধি,
ক্রমে মিশে সুধাম্বুধী, সান্দ্রানন্দ সুখী সব।
অরুণ বরুণ ইন্দ্রনিধি, নর নরোত্তম বিধি,
ডুবিছে তায় নিরবধি, সদানন্দ সদাশিব।
নগরবাসী যত আছে, না জানি কি সুখ পেয়েছে,
আনন্দে সবে ভাসিছে, নাচে আবাল বৃদ্ধ যুব ॥ ৩৯৬

মোল্লার—আড়াঠেকা।

মিছে কৃষ্ণভক্তি তার,
অন্তরে মন্তরে শক্তি না উপজে যার।
সে ভক্তি যায় সঞ্চারে, ব্রহ্মপদ সে তুচ্ছ করে,
ভাসে প্রেমানন্দ নীরে, আনন্দ অপার।
কৃপা নাহি করে শ্যাম, প্রেমময়ী যারে বাম,
ব্যর্থ তার হরিনাম, হয় বারম্বার।
চলে যে বেদ বিধি ধরে, সে কেবল শমন ডরে,
মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে, মনেরে আঁখিঠার।

তার সম পাপী নাই, পুনঃ পুনঃ জপেযেই,
নাম অপরাধী সেই, পাপী দুরাচার।
জপিয়ে জপেরি মালা, ঘোচে না অন্তরের জ্বালা,
গরজে গয়লার ডেলা, বওয়া সার।
গলাতে ঝুলায়ে মালা, উচ্চৈঃস্বরে ভাঙ্গে গলা,
শ্রীনাথ যেন বদ্ধকালা, হয়েছেন এবার ॥ ৩৯৭

মিশ্র—খেম্‌টা।

কর্‌চ ভাল লীলে খেলা।
দেখছি বাবাজি তোমার নব দুয়ার আছে খোলা॥
গোপনে হয়ে দিক্ষে, ভেক নিয়ে কর ভিক্ষে,
সব চলে অন্তরীক্ষে, মাথায় শিক্কে তোলা॥
তুমি করেছ সর্ব্বাঙ্গে ছাবা, কার ভাবের এ অঙ্গ শোভা,
মরি কি মনলোভা, রসে আছ হয়ে গলা॥
বাহিরেতে ব্রকত খাঁটি, অনায়াসে মেলে মুটি,
সেবা তায় পরিপাটি, চলে যায় দুবেলা॥
তুমি কাছা যে দাওনাক মুলে, আজ বলতে হবে কপট খুলে,
বষ্টুমীর কণ্ট ছেলে, কেমন চলে নামের মালা॥
দুইত সমান দাসী, পরকীয়াতে কেন খুসী,
স্বকীয়া কিসে দুষী, কেন চরণ ঠেলা ;
তুমি সুবোধ অবোধ জন্ম দিলে,
কেন একে সদয় আরে ফেলে, ডোরকোপীন কারে দিলে,
কার জুড়ালে হৃদয় জ্বালা॥
আমি অপরাধী পদে, পেলাম না ভজে সেধে,
আছত প্রেম আস্বাদে, পেয়ে সাধের চেলা॥
আমি বুঝতে নারি মানুষ লীলে, তোমার সুখ উপজে আমি মলে,
কি ভেবে নিদয় হলে, না রাখিলে চরণ তলা॥ ৩৯৮

ললিত—আড়াঠেকা।

ত্রিগুণে আছন্ন ত্রিলোক, অলেপক নাই ধরতে ছুঁতে।
জগবন্ধু জগৎময় মন নারে তাঁয় নিরখিতে ॥
মুনি ঋষি খবর না পায়, জ্ঞানযোগ কর্ম্মনাশে তায়,
আনন্দময় অজমব্যয়, নিত্য উদয় চিদাচিতে।
পড়ে চোদ্দ পোয়া ফেরে, দেখতে পায় না আপনারে,
তত্ত্ব করে ব্রহ্মেরে, সে বিহরে সর্ব্বভূতে।
অন্ধ থাকিয়ে অন্ধকার, দ্বন্দ্ব করিছে অনিবার,
মনের ধন্দ ঘোচেনা তার, চেনা ভার আপনার পিতে।
স্থানে স্থানে বাঁধিয়ে টোল, পণ্ডিতেরা করে গোল,
সাধুমুখে রয় তার আসল বোল,
নকল বই পায় না পুঁথিতে ॥ ৩৯৯

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

ধন বল ফিরায়ে দিতে। (মহাজনের)
সাধুর সঙ্গে না করলে পীরিত, বিপরীত হবে ভিতে
অতুল্য অমূল্য মণি, আলো করে দিন রজনী,
গণণায় নাহি দুখানি, নারিবে লুকা'তে ;
যার বস্তু তায় সমর্পিলে সুখ্যাতি তাতে,
নতুবা পড়িবে ধরা চোর হবে হ'তে।
ব্যবহার করলে খেতে শুতে, নষ্ট হয় না কোন মতে,
ইহকাল পরকাল থাকবে সুখেতে ;
যখন যেখানে যাবে থাকিবে সাথে,
বেচিবে নগদ চোকা মাল, রাখবে না ধার বরাতে।
অসারে না জন্মে সার, বহিরঙ্গ সর্ব্বস্ব যার,
নানা ওজর সঙ্গে তার, গরজ মেটা ভার,
আবগরজির কভু না হয় প্রেমময়ীর সঞ্চার,
পরে পরের প্রেমরত্ন হার, কায কি আর পীরিতে।

শমন সঙ্গে র'বে তার, স্বর্গে গেলে নাই নিস্তার
আসিতে হবে পুনর্ব্বার, পরিশোধ দিতে,
পলায়ে না পাবে পার এ ঋণ থাকিতে,
সাধুবৈরী হয়ে র'বে, ভেক ধরে ধর্ম্মেতে।
আত্মসুখে থাকবে ভুলে, সাধু সঙ্গ করবে না মূলে,
নাম সংকীর্ত্তন করিলে, হবে কাঁদিতে;
সাধু দেখিলে রাগে ফুলে জ্বলিবে জ্বালাতে,
দ্বেষ ভাবে মনে হবে উড়িয়ে পলা'তে।
গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে,
ধর্ম্ম কর মর্ম্ম বুঝে, নিজে পীরিতে;
কৃষ্ণ নামামৃত রসে থাকিবে ভাসিতে,
মুক্তি মোক্ষ কৈবল্য পারবে বিলাইতে ॥ ৪০০

ললিত—আড়াঠেকা।

মূলাধার মূল্যরূপিণী, তুল্য মূল্য নাহি তার,
স্থাবর জঙ্গম আদি তায়, বিকায় বিধি হরিহর।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট নারী, কুণ্ডলিনী নামধারী,
হার মেনেছেন আপনি হরি, প্রেমডুরি কাটিতে তার।
নাহি বাল্য যুবা বৃদ্ধ, অযতন সাধন সিদ্ধ,
সর্ব্বজন দুরারাধ্য, বাধ্য কভু নহে কার।
অপার সাগর ধনি, শুদ্ধ সুখ স্বরূপিণী,
মাগে তার চরণ দুখানি, সুখময় সর্ব্বেশ্বর।
নাম রূপ বর্জ্জিত যিনি, সতঃ সপ্রকাশ ব্রহ্ম তিনি,
নাম ধরে হয়ে তার ধনি, জিনিলে জগৎসংসার।
হরি সত্য সর্ব্বরস সার, রাই কিশোরী মহাজন তার,
সে কভু জানে না সে তার, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়নি যার ॥ ৪০১

কালাংড়া—কাওয়ালী।

অনুপমা কৃষ্ণনিধি, অনাদির আদি,
উপমা নারিল দিতে সদাশিব বিষ্ণুবিধি।
জানি জীবের সব বৃত্তান্ত, কি বলিবে অবোধ ভ্রান্ত,
দেবতাদি কাল কৃতান্ত, তদন্ত না পায়,
কি দিবে দৃষ্টান্তে ভেবে না পায় উপায়,
অনন্ত না পেয়ে অন্ত ক্ষান্ত তদবধি।
হলে সে চাঁদের উদয়, রবি শশী লজ্জায়,
ঈড়া পিঙ্গলায় লুকায়, প্রকাশ নাহি পায়,
পুলকে প্রেমের নদী উজান স্রোতে বয়,
ঘুচে জীবের সকল ধাঁধা, সুধা ক্ষরে নিরবধি ॥ ৪০২

মিশ্র—খেম্‌টা।

চেতন মানুষ পাবি কোথা।
জান না কোন চক্রে ঘুরায়, তোরে তোর বিমাতা ॥
বলে যাই ঠারে ঠোরে, বুঝে নে ঠাওর করে,
বদ্ধ যার মায়াডোরে, জীবের জন্মদাতা ;—
সেই কৃপানিধির কৃপা হ'লে, তোর চেতন অঙ্গে চোক ফুটা'লে,
দেখবি বিজলী খেলে, চতুর্দ্দলে জগৎ মাতা।
গুপ্তকে ব্যক্ত করে, এসে যায় যার আগারে.
যুগল সে মিলন করে, জুড়ায় প্রাণের ব্যথা;
তুমি আপনায় ধন হারায়ে ফেলে,
দেখলে না কার ভাবে সে রস উজান চলে.
কে রয় সহস্র দলে, কে কয় মনের কথা।
বানরের বানর করে, আদরে নাচায় তোরে.
মূলধন তোর মূলাধারে, রহিল ঘরে পোতা,
সেই মোহমদের নেশার ঘোরে, তোর চিত্ত নয়ন গেছে ঘুরে,
কানার হাত কানায় ধরে, অন্ধকারে যাস্‌ বৃথা ॥

ভেবে দেখ বেঁধে তোরে, রেখেছে কারাগারে,
যেমন সব থাকে চোরে, পায়ে শিকলি গাঁথা ;
তুমি আপন পিতা পাশরিলে, বিমাতার বেশ পরে এলে,
অন্ধ তোয় কে সাজালে, কার ভাবে মুড়ালে মাথা ॥ ৪০৩

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

সাধু সঙ্গে কি করে তার, যার নাই সার,
সর্ব্ব কার্য্য হয় সিদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধি সে মূলাধার।
যার প্রেম যার সনে, তার পরাক্রম সেই জানে,
লোহারে চুম্বুক টেনে, করে তদাকার,
অয়সে করিতে স্বর্ণ সাধ্য না হয় তার,
পরশ বিনে পরশমণির, ধনী কে চিনিবে আর।
নিজের মন তার কাল শমন, আত্ম তত্ত্ব বিহীন যে জন,
আজন্ম না পায় চেতন, পতন হয় বারবার,
আশয়ে তিমিরে ঘোরে কে করে নিস্তার,
আপনাতে যার অনাদি ভূল, তার ধর্ম্ম অকূল পাথার।
মরিলেও নয় বিস্মরণ, করিয়ে দেহ ধারণ,
রাখে তারে সচেতন, সেই পরাৎপর,
কায়ায় ভিতরে থাকে হয়ে মায়া পার,
মরি কি দয়াল হরি বলিহারি যাই কৃপার ॥ ৪০৩

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

ধিক রে মন ধিক ধিক, গুরু সাক্ষাৎকার কারে ডাক
দেখেও হলনা চিত্ত শুদ্ধি, ওরে দুর্ব্বুদ্ধি অনামুকো।
গুরু ইষ্ট গুরু কৃষ্ণ, শিব উক্তি আছে পষ্ট,
গুরু হ'তে নাহি শ্রেষ্ঠ, শিখাইলেও নাহি শিখ।
ভেক নিয়ে হয়ে ভ্রষ্ট, মৌখিক কর কৃষ্ণ কৃষ্ণ,
খেয়ে বেড়াও পরোচ্ছিষ্ট, হ'লি সোপাবিষ্ট স্ততোধিক।

জয় করে কামাদি, মুণি ঋষি না পায় সাধি,
পেয়ে হেন দুর্লভ নিধি, হ'লি নে সে চরণ ভুক।
বর্ত্তমানে লাগলো দিশে, কাল ভয় এড়াবি কিসে,
শমন এসে ধরবে কেশে, শেষে কিরে হ'বি ভেক ॥ ৪০৫

কালাংড়া—একতালা।

ধিকরে মন ধিক ধিক, শিখাইলেও নাহি শেখ,
দৃষ্টমান সুদুর্লভ প্রেমহার, গুরু সাক্ষাৎকার কারে ডাক।
জয় করে কামাদি, মুনি ঋষি পায় না সাধি,
পেয়ে হেন প্রেমনিধি, হলিনে সে চরণ ভুক।
একি তোর মরণ কুবুদ্ধি, সমনের করিছ বৃদ্ধি,
দেখেও হল না চিত্তশুদ্ধি, ওরে দুর্ব্বুদ্ধি অনামুক।
গুরু ইষ্ট গুরু কৃষ্ণ, গুরু হতে নাহি শ্রেষ্ঠ,
শিব উক্তি আছে পষ্ট, জেনেও কি জান নাক।
ভেক নিয়ে হয়ে ভ্রষ্ট, মৌখিক কর কৃষ্ণ কৃষ্ণ,
খেয়ে বেড়াও পরোচ্ছিষ্ট, হ'লি সোপাবিষ্ট স্ততোধিক।
বর্ত্তমানে লাগলো দিশে, কাল ভয় এড়াবি কিসে,
শমন এসে ধরলে কেশে, শেষে কি রে হ'বি ভেক ॥ ৪০৬

মিশ্র—খেমটা।

গাছে কাঁটাল দিচ্চ গোঁপে তেল,
মন তোর হ'লনা কোন আক্কেল।
ডুবে রইলি বিষয় বিষে,
এখন খাট বসে মায়াজেল।
সেত যার ফল, তার ফলে যে ফল,
কাকী বকীর কিরে পাকলে বেল ॥ ৪০৭

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কথা কইনে সই ত্রাসে,
পাছে শুনলে পোড়া লোকে হাসে।
হারায়ে মণিময় ধন, কানা পুতের নাম পদ্মলোচন,
বল্লে দোষী হব এখন, বাস করা ভার বাসে।
কিসে আছি কিসে লাগি, ছেলেগুলো বিষম রাগী,
পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গছে মাগী, মিনসে মরবে শেষে॥
ছি ছি দিদি মানে মরে যাই, ঘৃণার কথা কারে বা জানাই,
মিনসের কি কিছু হায়া নাই, দেখচে বসে বসে।
কায কি দিদি করে মানা, বাহিরের কোন্দল ঘরে আনা,
কত্তে যাব গিন্নীপনা, দ্বেষ ঘটাবে দেশে।
রসিক বলে ভেবনা দিদি, প্রকাশ হইলে প্রেমাম্বুধি,
জব্দ হবে হারামজাদি, সব র'বে সন্তোষে॥ ৪০৮

কালাংড়া—কাওয়ালী।

শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তেতে হয় উদয়।
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম, সাধ্য সে কভু নয়॥
হয়ে গুরু পদাশ্রিত, হ'তে হয় অবগত,
শ্রবণাদি কার্য্য সেত, আত্মতত্ত্বময়.
অন্ধজনের ঘোচে ধন্ধ দিব্য চক্ষু হয়,
যার বস্তু সে দেখতে পেলে কেবা চায় পরিচয়।
যারা সে প্রেম অনুরাগী, সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগী,
সরাগ-সহজ বৈরাগী, আত্ম সুখী না চায়,
কৃষ্ণ সুখে সদা সুখী, বিমল হৃদয়,
আত্ম সমর্পিয়ে আছে শ্রীচরণ কৃপায়।

বুঝে কর আকিঞ্চন, অযত্নের নয় সে ধন,
দুর্লভ পীরিতি রতন, অমূল্যে বিকায়,
ভেকধারী বৈষ্ণবে মাথা কুটিলে না পায় ;
সচৈতন্য বিনে অন্য নাহি তার উপায়।
যারা অবোধ অচেতন, অশুদ্ধ তাদের মন,
শুদ্ধ না হয় কদাচন, ঘোচে না সংশয়,
ফল পাবে পরকালে লোকে রে রটায়,
হরিনাম সংকীর্ত্তন করে পরের মাথা খায় ॥ ৪০৯

—————

মিশ্র—আড়খেমটা।

আমরি কি সোণার নিধি বিধি মিলাইলে।
রূপে মন প্রাণ হরে নিলে ॥
আমি আপনি মরি, তা সইতে পারি,
কিন্তু রাখতে নারি, বাহিরে ফেলে।
গৌরবরণ কাঁচাসোণা, সোহাগা নৈলেত গলেনা,
কিসে পূরে বাসনা ;—
আমার হচ্চে মনে, অনুরাগের গুণে,
রাখি মিশিয়ে প্রাণে, সোহাগে গেলে ॥ ৪১০

—————

খাম্বাজমিশ্র—কাশ্মিরীখেমটা।

হায় মানুষের দরদ বিনে, কি সাধন আছে আর রে।
সে মড়ার মর্ম্ম মড়া জানে, তা জীয়ন্তে বুঝা ভার রে ॥
সে অধর চাঁদকে ধরতে গেলে,
ভাই মানুষেতে মানুষ গিলে,
তার পেটে সেঁদুতে হলে, হয় মড়ারি আকার রে ॥ ৪১১

—————

মিশ্র—খেম্‌টা।

ভাব দেখে ভাই অবাক হ'লাম,
তাই দেখে শুনে ভেবে গুণে, দিনে দিনে আপন খেলাম।
গেলাম পাব বলে মধুর রসের ফল,
সেই ফলের তলে গিয়ে দেখি হরে বুদ্ধিবল,
কিছু বুঝতে নারি, আপনি হারি,
বোঝা ভারি নাবিয়ে থুলাম ॥ ৪১২

খাম্বাজমিশ্র—আড়খেম্‌টা।

ভাব ভাবনা দূরে যাবে।
চিনে সুহৃদ, কর পীরিত, সচ্চিদানন্দ পা'বে।
অধর ধরে সঙ্গীকর, শক্তিসারে ভক্তি কর,
ভাবীর সঙ্গে ভাব নেহার, প্রেমাম্বুধি ডুবে।
যার কথা তায় বলা বৃথা, যে জানে তার গলায় গাঁথা,
মাথা নাই তার মাথাব্যথা, ব্যথায় ব্যথিত হবে।
আলেক ধরে মজপুত এসে, মজপুত ধরে আলেক বসে.
ভূতে অদ্ভুত প্রকাশে, দিশে লাগে জীবে॥ ৪১৩

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

তা আর বলবো কারে সই।
চকিতে চমৎকার হেরে আমায় আমি নই।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, বামনে শশধর ধরে,
সুধা বয় ফণীর অধরে, জীয়ন্তে মরে রই।
বাঁধিয়ে পীরিতি ডোরে, চৈতন্যের চৈতন্য হরে,
যার ধন সে থাকে না ঘরে, নেপো মারে দই॥ ৪১৪

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা ।

কর্ম্মী জ্ঞানী যেতে মানা, ভুক্তি মুক্তি ভাব পাবেনা।
কৃপা না করিলে শিবে, জীবে কৃষ্ণ প্রেম হবে না।
পাঁজি পুঁথি রেখে ঢেকে, প্রাপ্তি হয় শ্রীনাথের মুখে,
দৃষ্ট মান প্রেম পুলকে, সুখে করে আনাগোনা।
কি হ'বে সৎশাস্ত্রে পেকে, ব্যাখ্যা করে টিপ্পনি টিকে,
ভক্তির কাছে মুক্তি ফিকে, শিখে অভ্যাসে সে পথ পাবেনা।
আত্ম সুখে হয়ে আত্মস্বার্থ, করে সাধ রাজ্য অর্থ,
ডেঙ্গা দেখে পড়ে গর্ত্ত, ব্যর্থ করে উপাসনা ॥ ৪১৫

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা ।

কে বুঝিবে এ রসের কথা, পাষাণে আঘাত যথা,
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, যেমন বক্তা তেমনি শ্রোতা।
নহে পূর্ণ নহে অংশ, নিরাকার নাহি অস্থি মাংস,
সমূলে হয়েছে ধ্বংশ, প্রভু বংশ আছে কোথা।
কর্ম্মবদ্ধ যত অন্ধ, না বিচারি ভাল মন্দ,
ঘুচাতেছেন জীবের ধন্ধ, নিত্যানন্দ প্রেমদাতা।
কলিযুগ ধন্য মেনে, নগরেতে সংকীর্ত্তনে,
ভক্তগণে নামামৃত পানে, সুখে নিরখে ধাতার ধাতা।
আগা ঢন ঢন গোড়া নড়া, কাঠের গৌরাঙ্গ করে খাড়া,
যত ছোড়া হাটের ন্যাড়া, ভাবে চৈতন্য প্রভু পিতা ॥ ৪১৬

কালাংড়া—একতালা ।

কবে কে শুনেছে কোথা, ভবে না সম্ভবে শ্রোতা,
নিত্যমুক্ত ভক্তে ভুক্ত, গুপ্ত কৃষ্ণ কথা।
গুণাতীত গুণাকর, করুণা সিন্ধু অপার,
সাক্ষাৎকার না হলে তার, হয় না তার দাতা।

যে যা করে বাহিরে চোপা, অন্তরে নাহিক ছাপা,
বিনে সে সদ্‌গুরুর কৃপা, জপ তপ বৃথা।
শ্রীনাথের এই উক্ত, নহে পঞ্চ যোনি ভুক্ত,
হতে সে পদ অভিষিক্ত, শিববিষ্ণু বিধাতা।
কেবা তুল্য হবে তার, জন্ম মৃত্যু নাহি যার,
উন্মত্ত সে দিগম্বর, জানতে সে বারতা॥ ৪১৭

কালাংড়া—একতালা।

অগ্নি দহনে নই দুঃখি, নই লৌহ তাড়নে,
পোড়ে পোড়ে ময়লা উড়ে, রই উজ্জ্বল বরণে।
আমি গুরুদত্ত সোণা, পরখাতে করিনে মানা,
দগ্ধালে অরসিক জনা, অভক্ত শ্রবনে।
রূপ মাধরী নিরীক্ষণে, রসিক কি আর দেয় আগুনে,
নয়ন কষ্টিতে চিনে, চরণ ধরে কেনে।
হারায়ে আপন চক্ষু, মর্ম্ম কি বুঝিবে মুক্ষু,
আমারে জানতে চায় সুক্ষু, অধম কুঁচ তুলনে॥ ৪১৮

কালাংড়া—একতালা।

ভাল মিলেছে দুজনে, নির্জনে নিকুঞ্জ বনে,
নাই নারী পুরুষের ক্রম, প্রেম আলিঙ্গনে।
ত্রিলোক প্রেম ডোরে বাঁধা, রাসচক্রে ভ্রমিছে সদা,
নাই সে কৃষ্ণ, নাই সে রাধা, রস আলাপনে।
সদ্‌গুরু হয় যারে সদয়, রসবতী তায় উজান বয়,
মাণিক না আঁধারে লুকায়, দেখা যায় নয়নে।
কাননে কুসুম গন্ধ, ঘ্রানে হয় চিত্তে আনন্দ,
মলয় বহিছে মন্দ, মন্দ সমীরণে।
সুখের কথা কি কহিব, শ্রবণ জুতায় পিকরব,
আনন্দে মধুকর সব, মত্ত পূর্ণ গুণ গানে।

কালে নষ্ট হয় সকলি, নাই সে গোপী নাই বনমালী,
নিত্য হয় সে রস কেলি, আনন্দ সদনে।
জীবের কি ঘুচিবে ধন্দ, না জানে যশোদা নন্দ,
কেঁদে কেঁদে হ'ল অন্ধ, পেয়ে অদর্শনে ॥ ৪১৯

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

মনের সাধে পরম পদে, আসক্তের আসক্তি মিছে,
বিনে গুরুর কৃপাশক্তি, কৃষ্ণ ভক্তি কার হয়েছে।
আপনিন য় যে আপনার, কোন কর্ম্মে তার অধিকার,
অদান্ত অশান্ত মন যার, বাদী তার ছয় জনা পিছে।
নিজ শক্তি বিহীন যে জন, আপন মন না করে শাসন,
না করে স্বমন দমন, হরির চরণ কে পেয়েছে।
আশায় আশাধারী যত, এসে যায় অনাহত,
মনের যত অনুগত, কুসঙ্গ বই আরকে আছে।
আপন মন আপনার যম, মনের আশা মনের ভ্রম,
না বুঝে জীব আয় বিক্রম, নরাধম হয়ে রয়েছে ॥ ৪২৭

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এড়েল মন অশ্ব জোতা কায়,
ভ্রমে ভুলে, কেউ চড়োনা তায়।
আরোহণ কল্লে সে রথে, অপথে প্রাণ হারাতে হয়।
আত্ম সুখে সদা টানে, সারথীর রাস না মানে,
মরিবে মরিবে প্রাণে, জেনেও দুর্গম স্থানেতে ধায়।
অশ্ব চেনা যায় শ্রবণে, সাধু শাস্ত তদন্ত জানে,
ঘোড়া নাহি পোষমানে, আকাশ পানে যার কান খাড়া রয়
তুরঙ্গ সোয়ারী যারা, বিশেষ মর্ম্ম জানে তারা,
কাণে পাক দিয়ে আধমরা, করে আনে সুরাহায়

মনের কথা মনে রেখ, বাহিরে সাবধানে থেক,
নতুবা হইবে ভেক, মন জয় কথার কথা নয় ॥ ৪২১

খট—একতালা।

যে পারে সে পারে কহিব কারে,
অবস্থায় দুরবস্থা করে।
নেবে এ বারতা, কার পঞ্চ মাথা,
মগ্ন হবে শ্রোতা, সুধাসাগরে।
জাগ্রত স্বপন সুপ্ত অবস্থায়, জাগ্রতে যে জন সচেতন রয়,
যে ভাসে সে রসে, চেনা যায় আভাসে,
অরুণ না প্রকাশে, নিশি আঁধারে।
অরণ্যে রোদন করা সে বৃথা,
কে আছে তেমন জানাব কোথা,
কার প্রাণে গাঁথা, কে বুঝবে এ কথা,
অন্তরের ব্যথা, যাবে অন্তরে।
সত্বগুণে থাকে জাগ্রত অবস্থায়, রজ, তমে স্বপ্ন, সুষুপ্তেতে রয়,
অদৃষ্টেরি ফলে, বর্ত্তমান না ফলে,
সর্ব্বজনে চলে, রজনী ঘোরে ॥ ৪২২

কালাংড়া—একতালা।

শ্রবণ কীর্ত্তনে কি করে, চেঁচান সার শমন ডরে,
চিরদিন হরিনাম করে ক্ষনেক না তরে।
প্রেমানন্দ দূরে থাকুক, নামামৃত পান করুক,
খোল পিটে বেড়ায় কুটে বুক, সুখ নাহি অন্তরে।
ঘোচে না অন্তরের খাঁক্তি, অভাগা কি পাবে মুক্তি,
না হলে অন্তরে ভক্তি, শক্তি না সঞ্চারে।
শ্রবণে যত পাপ হরে, পাপী না করিতে পারে,
নামের মালা করে করে, কলুর বলদ ঘোরে ॥ ৪২৩

মিশ্র—খেমটা।

চিন্তে তারে চিন্তা মিছে,
নিরাকার সে নির্ব্বিকার তেমন কি আর দুটি আছে
সে কচ্চে রসের বিকি কিনি, তার বাড়া কে আছে ধনী,
মণি হয় চক্ষের মণি, বাণিতে প্রকাশ রয়েছে।
দূর হতে থাকে দূরে, দেখা যায় সর্ব্বন্তরে,
ত্রিলোকের তিমির হরে, যেন বসে কাছে।
যার হয়েছে সে সৌভাগ্য, সেই ত রসের হয় রসজ্ঞ,
সুখেতে রয় সুখ-স্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ বিলায় যেচে॥ ৪২৪

ঝিঁঝিট—মধ্যমান্।

পরে যে জন প্রেমরতন জানা যায় যতনে,
ব্যাভারে প্রকাশ করে, রাখতে নারে গোপনে।
মন সুখে পরে বুকে, সদা রাখে চকে চকে,
ঘুমালেনা ভুলে তাকে, তাই নিরখে স্বপনে।
সাধারণে কিবা জানে, অন্যে থাকে অন্য মনে,
চকোর বিনে কেবা জানে, কি সুধা চাঁদবদনে॥ ৪২৫

ঝিঁঝিট—মধ্যমান্।

সে কৃষ্ণ প্রেম, জম্বুনদ হেম,
পরে যে হৃদয়।
সার্থক তার বপু ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রভু কৃপায়॥
সরাগে তার সুভযোগে, অকাম অন্তরে জাগে,
নিত্যানন্দ সুখ ভোগে, ভব রোগে সে এড়ায়।
মেলে তারে সাধু বৈদ্য, সর্ব্বকার্য্য হয় সিদ্ধ,
দূরে পলায় মোহ বৃদ্ধ, নিত্য চিত্ত শুদ্ধ রয়।
ঘুচাতে তার মনের ধোঁকা, দিনবন্ধু জগৎ সখা,
মহান্ত রূপেতে দেখা, দেন তারে দয়াময়॥ ৪২৬

কালাংড়া—একতালা।

হলে সুজনে সুজনে, প্রেম সুখে রয় দুজনে,
লঙ্ঘিয়ে বিধির বিধি, বয় নদী উজানে।
কাহারে না ভাবে পর, নিকট করে সিন্ধুপার,
দুর দৃষ্টি করে দূর, মধুর বাণে।
মণিরে না দেখে মণি, ধন যৌবন বন গণি,
কি আনন্দ পায় না জানি, উভয় মিলনে।
নাহি মানে গুণ দোষ, সকলকে করে সন্তোষ,
জঙ্গল-পশু হয় সে বশ, রস আলাপনে।
যখন কথা কয় পরস্পর, অধর যেন হয় সুধাকর,
অমায়িক সরল ব্যাভার, আপন পর না জানে॥ ৪২৭

বারোঁয়া—ঠুংরী।

কামরূপে যে যায় সেই হয় মেষ,
মরি কি রূপ মহামায়ার মনমোহিনী বেশ।
গুণাতীত আছেন শিব, গুণে মোহিত স্ত্রী পুং ক্লীব,
গুণময়ী জয় দিলে—শিব, হয় ব্যোমকেশ।
ধরিয়ে পঞ্চভূত কায়া, কে নাশিতে পারে ছায়া,
না হলে সদ্‌গুরু-দয়া, জীবে কি হবে মহেশ।
বৃদ্ধ যুবা কিবা ছেলে, ভুলতে নারে মরে গেলে,
যে দেখিলে আঁখি মেলে, সেই ভুলে স্বদেশ।
সুধী যায় অভিলাষে, বদ্ধ হয় তার অষ্ট পাশে,
আপনার কর্ম্ম দোষে, মরে অবশেষ॥ ৪২৮

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

প্রিয়জন দরশন বিনে সেবার আকিঞ্চন,
মস্তক হীন মাথার ব্যথায় কাতর যেমন।

অদর্শনে যে যাতন, স্বপনে দেখে স্বপন,
হব পুত্রের অন্নপ্রাশন, দেয় মূঢ়জন,
বন্ধ্যাজনা নাহি জানে প্রসব বেদন,
সেই ছেড়ে করে যেমন শস্তের মাড়ন ॥ ৪২৯

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভক্তিতে খায় শশি সুধা ভক্ত চকোরে,
গৌর বিনে প্রেম বিলাইতে নারে।
ভক্তগণের মনের সাধ, পুরায় সে চৈতন্য চাঁদ,
নিত্য অবিবাদ, প্রেমাদরে।
আপনার তেজে তেজস্কর, অর্ক কোপে নাহি ডর,
প্রভাবে আঁধার, বিনাশ করে।
ওসে নহে শশধর, দেখে ভক্তের অন্তর,
বিধুমুখে তার, পিযূষ ক্ষরে।
সাধু শাস্ত্রের প্রতি তার, মহিমা অপার,
অবারিত দ্বার, সর্ব্বান্তরে।
ভক্ত চকোরের রীত, পিয়ে পরমামৃত,
কাকা দিবাভিত, জানতে নারে ॥ ৪৩০

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

ভাবি কি সই এমন করে, ভাবি মেলে যদি,
প্রাণ সঁপে ঐ রস কূপে, ডুবি নিরবধি।
যাবে রবিসুতের ভয়, অসম্ভবত সম্ভব নয়,
অভাগিনীর ভাগ্যোদয়, সদয় হবে বিধি।
সেবি সদা দিবানিশি, হয়ে তার প্রেমদাসী,
হেরিয়ে নির্ম্মল শশি, নাশি মনের ব্যাধি।
কুলান যদি করেন কালী, ঘুচাই মনের ত্রিতাপ কালি,
সুখ সাগরে তলিয়ে তুলি, অকলঙ্ক নিধি ॥

কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি, মাথায় নিয়ে কলঙ্কের ডালি,
লয়ে সেই বনমালি, ভাসি প্রেমাম্বুধি ॥ ৪৩১

খাম্বাজমিশ্র—কাশ্মিরীখেম্‌টা।

গুরু কে চিনতে পারে—বৈধাচারে,
ব্রহ্মা নারে।
জানেতা রাগানুগা রসিক সুধীর,
মানুষ নিধির কৃপা যারে।
সে প্রেমে দন্য হয় সামান্ত,
মানুষে অভিন্ন ভাব ধরে।
হয়ে দেবের ইষ্ট, প্রেম উচ্ছিষ্ট,
মিষ্ট লাগে তার অধরে।
নয় স্ত্রী পুং ক্লীব, হয় শিবের শিব,
অনন্ত জীব পালন করে।
সে জগৎ রক্ষ, সর্ব্ব দক্ষ,
মোক্ষদাতা চরাচরে।
সে ছাড়ান তুষ, পরম পুরুষ,
রয় মানুষ ভিতরে।
হয় দিব্য চক্ষু অন্ধজনার, ভক্ত জনার,
মন প্রাণ হরে ॥ ৪৩২

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

দিন যায় কথায় কথায় বৃথায় আপগরজে,
আত্মসুখীর প্রেমসুখ কভু না উপজে।
মনে মন বিচারি দেখ, স্বকার্য্য সহ সব সুখ দুঃখ,
যে জন যাহার ভুক, সেই তারে ভজে।

প্রভাত করিয়ে নিশি, তিমির নাশি রাশি রাশি,
রসরাজ রহেন বসি, সহস্রার সরোজে।
পেঁচারে করিয়ে স্থাপন, সুখে ভাসে অনুক্ষণ,
কাটিয়ে চন্দন বন, দথে মনে বুঝে।
অসারে নাহি জন্মে সার, রসিক করে রসের কারবার,
বানরে মণিময় হার, কলা পেলে ত্যজে॥ ৪৩৩

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

প্রেমের গাছে ফুল ফুটছে, আয় কে দেখবি তোরা।
সৌরভে ধায় ভক্তের মন ভ্রমরা॥
মাতয়ারা সুধাপানে—রে, পূরা ধ্যানে জ্ঞানে,
কিছু নাহি মানে, ভাব নেহারা।
(রাধার ভাবে)
তরুর নাহি পাতা ডাঁটা, তিনে এক বোঁটা,
মাথা ভরা জটা, পাগল পারা। (ওসে)
যখন এসে ধরা—রে, অন্তর কাল বাহিরে গোরা,
যেন দিশি গোবা, মাতয়ারা। (রাধার ভাবে)
ও তার নাহি কালাকাল, ক্ষণে হরে কাল,
সফল চিরকাল, না যায় ধরা।
নাশে ত্রিতাপের দুঃখ—রে, সুখে ভাসে বুক,
কোটি শশি মুখ, শোভায় ভরা॥ ৪৩৪

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

আনন্দের ফলারে বস ভাই,
আজ আর ভজন সাধন নাই।
যত শাস্ত, দাস্য টানা মেঠাই,
বাজে লোকের রইল তাই।

মনরঞ্জন প্রভৃতি, আর নিখুতি,
দেখ খেয়ে, নিও চেয়ে, ভাল হয় যদি,
আগে মধুর রসে, মাথ কসে,
আমি অবাক্ শেষে দিয়ে যাই।
রসের খাইয়ে যদি পাই, রকম পেটভরে খাওয়াই,
সে সন্তোষে, মরবে হেঁসে, এ দেশে তা নাই ;
দিয়ে মনহরা, রসে ভরা, শুধু রসকরায় পেট ভরাই ॥ ৪৩৫

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

মিছে মরবো কেন ভেবে,
এমন প্রেমের ফকির কেবা হবে।
ছুত নতায় দেবে সাজা, গাল দিয়ে বলবে কর্ত্তাভজা,
মাথায় তুলে নিয়ে বোঝা, এ মজায় কে রবে।
পরের দায়ে সর্ব্বস্ব যাবে, ঘরে পরে মন্দ কবে,
কাটা ঘায়ে লুন রগড়ে দেবে, এ জ্বালা কে সবে।
মড়ারে খাঁড়ার ঘা হবে, সই নইলে কে সয়ে রবে,
কাঁটাবন দিয়ে হিঁচড়ে লবে, দণ্ডে পরাণ যাবে।
লোভে লোভে লোহা ববে, এ জ্বালা কি তায় সম্ভবে,
ঘরের ঢেঁকি কুম্ভীর হবে, ডুব দিয়ে ধরে খাবে ॥ ৪৩৬

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

কারা মিলে ভেক ধরালে গৌরচাঁদে,
সুধাহীন ক্ষুধায় কৌপীন পোঁদে।
ভক্ত চকোর যখন চায়, ভাবে প্রেমে ভেসে যায়,
আনন্দে বেড়ায়, সব নেচে কুঁদে।
দেখি অদ্যাবধি হয়, সে চাঁদের উদয়,
সুধা বরিষয়, ভক্তে সেধে।

দেখতে ভাগ্যবানে পায়, কথা মিথ্যা নয়,
ঝুলিধারী রয়, চক্ষু মুদে।
হলে নাম সংকীর্ত্তন, বিষাদিত মন,
সদাই রোদন, করে খেদে।
অন্তে অর্থ কিছু লাভ, সর্ব্বাঙ্গেতে ছাব,
প্রকাশিতে ভাব, উঠে কেঁদে ॥ ৪৩৭

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

ভাবে আনন্দ উথলে,
সাধু চালাচ্চে কল কি কৌশলে।
অতলেতে রয় অন্তঃশিলে, শ্রেণীবদ্ধ পদ্মফুলে,
মূল দেখা তার যায় না মূলে, যোগ সহস্রদলে।
তলায় না মেলে তলা, জুড়াতে বিশ্বের জ্বালা,
পদ্মে পদ্মে বসে ভোলা, ঊর্দ্ধ অধমূলে।
ডাইনে বামে অর্কশশি, উদয়ে উদয় প্রকাশি.
সুমেরু বেষ্টিয়ে আসি, তত্ত্ব নাহি মেলে।
স্রোত বহে নিরবধি, ভাবিয়ে না পায় বিধি,
প্রেমাম্বুধির সঙ্গে যদি, রূপ নদী যোগ দিলে।
ভাটা গাঙ্গ উজান চলে, ডেঙ্গা ডহরে ঢেউখেলে.
নদী যেমন বর্ষাকালে, উপচে বন্নে এলে ॥ ৪৩৮

পরজবাহার—আড়খেম্‌টা।

শান্ত মন ক্ষান্ত হয়ে থাক আজ অবধি,
কায কি আর ভাবের গীতে, লাগল বাদে বেদ বিধি।
বোবার অন্তরের কথা, কাণা দরদি শ্রোতা,
ঘোচেনা মনের ব্যথা, নয়ন জলে বয় নদী।
ব্যথিত কয় ইসারাতে, অন্ধ রয় নয়ন পেতে,
ভাব থাকে আঁখি পথে, চিনবে কি প্রেমাম্বুধি ॥ ৪৩৯

মোল্লার—আড়াঠেকা।

করে রস আলাপন, যে জন রসিক সুজন,
আঁখিতে আঁখিতে করে সুখের মিলন।
জহরি জহর দেখে, চিনে লয় যেমন,
নয়নে দেখিতে পেলে কে করে শ্রবণ,
রসিক সঙ্গে রস রঙ্গে, ভাসে অনুক্ষণ,
আঁখি ছাড়া নাহি করে আঁখির অঞ্জন॥ ৪৪০

পরজবাহার—আড়খেম্‌টা।

যে দেশে বসতি যায় সেই তা জানে,
মর্ম্মহীন ধর্ম্ম কথা বোঝে না শোনে।
ত্যজে মান অভিমান, ঝড় বৃষ্টি তুফান বান, সমান যার মনে
এ পীরিতের মর্ম্ম সেই কিঞ্চিৎজানে,
প্রাণ রক্ষা করে প্রাণ সঁপে পরাণে॥ ৪৪১

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

গোঁসাই আমার প্রেম রসের গোড়া,
তোরা বুঝবি কি চেঙ্গড়া ছোড়া।
যত রসের সঙ্গে, ভাসি প্রেম তরঙ্গে,
ছোড়া তোর সে রস নাই অঙ্গে,
যত অমিয় ফল পড়ে খসে,
দি তলায় বসে গাছ নাড়া॥৪৪২

মিশ্র—খেম্‌টা।

কানা বক তা জানবে কিসে,
আছে শুকনো গেড়েয় বসে।

আছে শুদ্ধ ভাবের, প্রেমের সিন্ধু—ভরা সহজ সুধারসে ;—
তা ঘটবে যখন, বুঝবে তখন,
কররে যতন, ঘুচবে দিশে ॥ ৪৪৩

খট—যৎ।

কি করিব কোথা যাব কিসে পাব তারে,
অপরূপ স্বপন দেখে, প্রাণত থাকেনা ঘরে।
জাগ্রতেরে বুঝান দায়, ঘুমন্তেরে বলা বৃথায়,
স্বচক্ষে দেখেছি তায়, জাগিছে হৃদয় মাঝারে।
যত প্রাণ ঝোরে সই, তারি হয়ে মাত্র রই,
স্বরূপে তোমারে কই, আমিত নই আমারে ॥ ৪৪৪

মালকোষ—মধ্যমান।

হয় হবে সই অখ্যাতি, ক্ষতি কি তার,
পরাণ সখা আমার কুল কোন ছার।
সতী কুলবতী আদি, জানিয়ে কলঙ্ক নদী,
উপজিলে প্রেমাম্বুধি, কেনা খেলে সাঁতার।
নাই মম ঘোমটা, হয়েছি তাহে নেংটা,
ঘরেতে পরেতে সেটা, জেনেছে এবার ॥ ৪৪৫

রামপ্রসাদী সুর।

পীরিত কর মন ঠাউরে বুঝে,
যার প্রেম সে হালসে বেহাল আপনি নিজে।
ভক্ত চকোরের সাধ, পেঁচার প্রমাদ,
বাউনের কি চাঁদ, ধরা সাজে,
মুণি ঋষি পবন আহারি, পায় না তারে ধ্যানে খুঁজে ;-
ওরে সেই নিরঞ্জন, বংশীবদন,
চরায় গোধন, গোলক তেজে ॥ ৪৪৬

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ছাড়বোনাত প্রাণ গেলে, (শুন নাথ)
একান্ত ধরেছি কান্ত ভ্রান্ত না ঘুচালে।
কোথা থাক কোথা যাও, প্রকাশিয়ে নাহি কও,
মরিলে না দেখা দাও অধিনী বলে ;—
বলতে হবে মাথা খাও কপট খুলে,
শুনি সভাকার হও, রও সহস্রদলে ॥ ৩৪৭

ভৈরব—মধ্যমান।

আমার অন্তর কেমন করে বুঝিতে নারি,
অস্থির হয়েছে প্রাণ গৃহে থাকিতে না পারি।
প্রেম ফাঁস গলে দিয়ে, কে টানে অলক্ষে রয়ে,
অঙ্গ আছে অবশ হয়ে, গৃহ কার্য্য করতে নারি।
কি করিব কোথায় যাব, কিসে প্রাণ জুড়াইব,
লইলাম আশ্রয় তব, ঔষধি দেহ তাহারি ॥ ৪৪৮

মিশ্র—আড়াঠেকা।

নন্দের নন্দন হবে বলে হাটের নেড়া,
থাকেনা—কেউ আর ধুমড়ি ছাড়া।
ব্রজের পরকীয়া ভাব, হবে বলে লাভ,
যত বাউল সব, সাঙ্গড়া যোড়া।
রাকা অগ্নি মুখে পোরা, যে জেয়ান্তে মরা,
শিবের করণ করা, কাযের গোড়া।
করা প্রকৃতিরে জয়, সেত মুখের কথা নয়,
লাভের মধ্যে হয়, ধুমড়ি কাড়া ॥ ৪৪৯

পরজবাহার—কাওয়ালী।

প্রিয়জনে জানে যার যত প্রয়োজন,
দায়ের কাছে কোপ ছাপি না রয় কদাচন।
যে যা করে সে যতনে, বেদে শাপের হাঁচি চেনে,
জহরির বচনে জহর কেনে, সর্ব্বজন,
ফণীর মাথায় মণি জ্বলে কে দেখলে কখন,
আত্ম সুখী ভুলে যায় পীরিতি সাধন।
রসিক চায় রসিক পানে, দরদি সে দরদ জানে,
চম্বুক পাষাণে লোহা টানে গো যেমন,
আপন দেখিয়ে তারে করে নেয় আপন,
অপ্রবীনে নাহি জানে, অমূল্য রতন।
অপ্রেমিক পিছুহটে, প্রেমের প্রেমিক নেয় বেঁটে,
হয়ে মুটে বুক কুটে, করে প্রাণ পোণ,
দুঃখে সুখে সম ভাব প্রফুল্ল বদন,
ব্যবহারে জানা যায় পীরিতের মন॥ ৪৫০

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অসার মায়া বৃক্ষফলে, বিফল জগৎ সংসার,
এ জঙ্গলে বাস করে কি সুখ বলনা মন আর।
ভবে যে আশায় ধাওয়া, অনিত্য সে আসা যাওয়া,
অন্ধের দর্পন পাওয়া, মেওয়া খাওয়া স্বপনে;
দিন কতক যায় রস রঙ্গে, যায় না সঙ্গে কিছু কার।
সুখে যদি থাকবে মন, অগ্রে কাট কামনার বন,
শক্তিসারে কর রোপন, গুরু কল্পতরুবর;—
সারে সার উপজিবে, পাবে বস্তু সারাৎসার॥ ৪৫১

ভৈরব—আড়াঠেকা।

গুণহীন নিগুর্ণ পুরুষ, কি হবে নিয়ে,
কাঙ্গালের কি সুখ মহারত্ন পেয়ে।
কেন আপনি বোয়ে গিয়ে, আপনার মাথা খেয়ে,
উর্দ্ধমুখে থাকবি চেয়ে।
হলি কোন নেশায় অঘোর, সদা সিদ্ধ ভাবে ভোর,
শক্তি নাহিক তোর, খেয়ে শুয়ে।
হবে কে তোর ভাবের ভাবী, কারে তা ভবে দেখাবি,
কি তুই হবি পাগল বেয়ে॥ ৪৫২

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

একে যাচ্চে অঙ্গ জ্বলে,
সই আর কাজ কি প্রেম প্রসঙ্গ তুলে।
মনের অনুরাগের কথা, কে দরদি বলবো কোথা,
বুঝতে তারা বলে—বিধাতা, আমার মাথা খেলে।
বেদ বিধিতে বেঁধে কসে, বঞ্চিত করেছে সে রসে,
হেসে কথা কইলে দোষে, রোষে উঠে ফুলে।
এ বিধির বন্ধন খুলে, যে বসেছে তরুমূলে,
ইচ্ছা হয় তার সঙ্গে মিলে, ছাই দিয়ে যাই কুলে।
করবো কি সই আমোদ প্রমোদ, পোড়া বিধির নাইক সে বোধ
পীরিত করে একি বিপদ, বাঁচি আপদ গেলে॥ ৪৫৩

পরজবাহার—খেম্‌টা।

কেন সই এমন মন হল, আগেত ছিলাম ভাল,
কি ক্ষণে বাড়ালাম কাণ, নাম শুনে প্রাণ আকুল হল।
বনে হয় বংশিধ্বনি, অস্থির মন আকুল প্রাণী,
তবু চাঁদবদন খানি, দেখিনি কাল কি ধল।

হায় আমার হল একি, আজও নাহি দেখা দেখি,
রূপেতে প্‌সলে আঁখি, না জানি কি কর্‌বে বল ॥
একি নাম সুধামাখা, পলক ভুলে যায় না থাকা,
এ কেমন কুটিল বাঁকা, অদেখায় প্রেম উপজিল।
কৃষ্ণ প্রেম অকূল পাথার, যে ডুবে তার বাঁচা ভার,
অবলা জানিনে সাঁতার, রয় কি সে তার জাতিকুল ॥ ৪৫৪

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—আড়খেমটা।

আয় কে কুড়িয়ে খাবি খেসে,
গুরু কল্পতরুর তলায় বসে।
মাথা কুটে হলে সারা, অধর চাঁদ যেতনা ধরা,
ভাবাবেশে পড়লো ধরা, ভরা সহজ সুধারসে।
মনের মানস করে সফল, খেতে খেতে গায়ে বাড়ে বল,
অটল প্রেমের গাছ পাকা ফল, ছিল বোঁটা খসে ॥ ৪৫৫

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ধনী পায় কপালে মণি, নির্ধনীর সে আশা মিছে,
অভাগার কর্ম্মদোষে, সুধা বিষে মিশে গেছে।
স্বর্গে কি যায় গেড়ের চেং, লাভে বেং হয় অপচয়ে ঠেং,
কিনলে সোনা হয়ে যায় রাং, পোকা পড়ে জীয়ন্ত মাছে
সং সেজে যায় ধরিতে ঢং, বদ্‌রঙ্গে না ধরে সে রং,
কানা বকের বাড়ান নাং, হয় শুকনো গেড়ের কাছে।
আঁধারে সাপ ধরা যেমন, ভাগ্যহীনের সে কায তেমন,
যায় না ধরা প্রাণ করে পণ, দুর্ঘটন যায় পিছে পিছে।
ভাগ্যগুণে বর্ষে কণা, ফল ধরে তায় ক্ষানা নোনা,
ভাগ্যগুনে পড়ে খানা, তৈয়ার মাল যায় বুড়ে পচে ॥ ৪৫৬

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি সখি সুধাংশু মুখী, অধরে দিয়ে অধর,
ভাসিতেছে সুধার্ণবে প্রেমানন্দে পরস্পর।
সর্ব্ব জীবের অগোচরে, সর্ব্ব জীবের একাধারে,
নিত্য রস কেলি করে, পূর্ণানন্দ মনোহর।
গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত করে, সুপ্ত ভাবে আছে ঘরে,
প্রবেশিতে নাহি পারে, বিরিঞ্চি হরি শঙ্কর।
আছে পথ সরাসর, যেতে নারে সুরাসুর,
ভক্তের অবারিত দ্বার, কি পীরিতি মনোহর।
আনন্দময় সে পুর, চন্দ্র সূর্য্য না পায় বার,
শোভে রত্ন রত্নাকর, যেন কোটি শশধর।
নাই অন্তরে নাই বাহিরে, নাই নিকটে না রয় দূরে,
যে প্রেম করে তারই ঘরে, মিলে তারে সর্ব্বত্তর॥ ৪৫৭

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কুশল জমির কুশলে, পেয়ে স্থান চরণ কমলে,
নিত্য সফল প্রেমতরু গুরু কৃপাবলে।
আহ্লাদিনী দেশের রাজা, অনুগত সকল প্রজা,
সুখের নাই শুকো হাজা, মজা সর্ব্বকালে।
বিস্তার ভূমি জগৎ জুড়ি, নাহি চসি নাহি খুঁড়ি,
শস্য ঠাসা গোলাবাড়ী, আছি কপাট খুলে।
বসে করি মহাজনী, নাহি বেচি নাহি কিনি,
বোঝাই করি জাহাজ তুনি, ফসলে ফসলে।
না জানি পুরুষ কামিনী, ডিঙ্গে ডোঙ্গা নাহি মানি,
যখন যেমন হয় আমদানি, পুরাই তেমনি মালে॥ ৪৫৮

মিশ্র—খেমটা।

নবঘন বরিষণে, ভক্ত নদী প্রেম রসে,
উপচে ভাসে বন্নে৽বানে।
ভাবে বয় শীতল হাওয়া, ভ্রান্তি তায় ধরতে যাওয়া.
অধর সে জলধর কায়া, তার মায়া কে জানে।
সে অপ্রেমিকে বজ্রহানি, মরি কি মধুর গর্জ্জনি,
শুনিয়ে অব্যাক্ত ধ্বনি, চাতকিনী জুড়ায় প্রাণে।
ভক্তের হৃদয় সরোবরে, নিহে্তু ভক্তি জোরে,
বাঁধলে তায় প্রেমডোরে, প্রাণসঁপে প্রাণপোণে।
সে স্বরূপেতে মিশিয়ে আঁখি, রূপকে রূপ দেখালে ফাঁকি,
উপরোধে গেলে ঢেঁকি, বুঝবে কি কাকী বকী গণে।
ধ্যানী জপে পায় না ধ্যানে, অনাহত সে গগনে,
উদয় হয় ভক্তের মনে, ভক্তি আকর্ষণে।
সে অন্ধকারে আলোময়, স্থির বিজলি খেলে তায়,
নিরখি সব জলময়, পুর্ণিত হয় কাণে কাণে॥ ৪৫৯

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভাল যদি চাহ মন ভালবাস তারে,
যে জন বিরাজ করে অন্তর বাহিরে।
সর্ব্বজন মূলাধার, স্থাবর জঙ্গম চরাচর,
বিস্তার অখিল সংসার, সাকার নিরাকারে।
সে পদে হইলে স্থিতি, হইবে ঈশ্বর গতি,
প্রাপ্তি হবে জগৎপতি, নিজ রতি রেখে দূরে।
ঘুচে যাবে অসুসার, পর তার প্রেমহার,
সুখেতে খেলিবে সাঁতার, এ ভব পাথারে॥ ৪৬০

মিশ্র—আড়খেমটা।

গুরু পদাম্বুজে মজে মন সুধা পান কর,
এত দিন মিছে কাযে ছিলে, সাধু দেখিয়ে দিলে,
ভুলে কেন ঘোর।
অন্তরে রয় অন্তর্গত, বাহিরেতে হয় মনের মত,
সে তত্ত্ব করে নেয় সে পথ ;
তুমি ভাবীর সঙ্গে ভাব ধরে চল, আঁধার ঘরে জ্বলবে আল,
(মন রে) ত্যজ কপট খল, অকৈতব নির্ম্মল,
প্রেমের অমিয় ফল, ধর ধর।
বুঝে কর তার যুক্তি, যাতে যার থাকে আশক্তি,
তার প্রতি তার হয় শ্রদ্ধাভক্তি ;
রাখ গুরুপদে মতিরতি, সিদ্ধ হবে মনের গতি,
পাবে রসিকের সঙ্গ, গলবে পাষাণ অঙ্গ,
মধুর প্রসঙ্গেতে হবে মধুকর ॥ ৪৬১

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

সাধু অসাধু চেনা দায়,
পণ্ডিতেরা খেলে মাথা, অবিদ্যার বিদ্যায়।
মহাজনে দিত নগদ, প্রেমানন্দের বহিত স্রোত,
সুধু বচনে মাতিল জগৎ, মরে পাবে আশায়।
পরে কি হবে না জানি, ঘোর কলি হল এখনি,
ক্ষুদ্র প্রাণী সব ব্রহ্মজ্ঞানী, হল বক্তৃতায়।
মাগি হিজড়ে মিনসে খোজা, সে পথতো চলা নয় সোজা,
পাবে লোভে রাঁড় ভাড়ের মজা, কর্ত্তাভজা হয়।
পবিত্র হইত কায়া, পেলে যাদের পদছায়া,
তাদের উপদেশে মায়া, পিচাশী পলায় ॥ ৪৬২

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

যায় লেগেছে সে প্রেম ডোর, থাকে সজাগ অষ্ট প্রহর,
পদে পদে হয়ে ঋণী, সাধে'বিনি ওজর।
বিপলক পড়িলে আঁখি, ষড়ৈশ্বর্য্যে হয় দুঃখী,
সুখে জানে প্রেম সুখী, আদরিনীর আদর ॥ ৪৬৩

মল্লার—আড়াঠেকা।

তোমা বই কার কাছে করি মান, (নাথ)
কে আর আমায় আছে কহ প্রাণের প্রাণ।
অদর্শনে জ্বলে জীবন, নারীর মান বৈ আছে কি ধন,
ক্ষম দোষ ধরি চরণ, অবলা অজ্ঞান।
আমি ত নাথ তোমারি, তুমি শুক আমি সারি,
কিরূপে হইতে পারি, তোমার সমান।
মুখ দেখাব কোন মুখে, সদা থাকি মন দুঃখে,
তুমি নাথ থাক সুখে, তবেই সমাধান।
কি করিবে মনের সাধে, বিচ্ছেদ ঘটে পদে পদে,
থেকে থেকে বেঁধে হৃদে, তব বিচ্ছেদ বান।
নব্য রসের ব্যাঙ্গ হর, আমি চাতকি তোমার,
ওহে নব জলধর, রসিক প্রধান ॥ ৪৬৪

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কাল রূপ সদা পড়ে মনে,
বাসনা সতত হেরি অস্থির হয়েছি প্রাণে।
দেশেতে হয়েছি দোষী, প্রতিবাদি প্রতিবাসী,
তবু কাল ভালবাসি, অভিলাষী নিশি দিনে।
যার জন্য এত জ্বালা, সেই হল জপমালা,
কি গুণ জানে সে কালা, কালি দিলে কুল মানে ॥ ৪৬৫

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

কে তোমারে জানিতে পারে যে না হয় অনুগত,
তুমি সৎ সকলের আশ্রয়, দেও সতত মনমত।
ভক্তিতে যে ভজে তোমায়, তুমি তারে হও সদয়,
বিপদ তার কভু না রয়, সম্পদ হয় কত শত।
মর্ম্ম কে জানিতে পারে, শূলপানি শক্তি হারে,
কেবল দয়া কর যারে, সেই হয় পদাশ্রিত।
অনন্ত না পেলে অন্ত, কে জানে তব তদন্ত,
দেবগণ হয়ে শান্ত, হয়েছে শরণাগত।
নাহিক কোন আশ্রয়, তাই নিয়েছি তবাশ্রয়,
দেখ ওহে দয়াময়, চরণে রেখ সতত॥ ৪৬৬

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

অগতির গতি তুমি পরমব্রহ্ম পরাৎপর,
যার আছে আর অন্য গতি, সে কভু নহে তোমার।
জীব নহে অনুগত, ভাবে মনে শত শত,
শুষ্ক তার অনাহত, কপট কপাট রুদ্ধ দ্বার॥ ৪৬৭

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

কে তারে ধরে হৃদয়ে,
বারেক যে না হেরিয়াছে।
অভাবীর তায় বৃথা আশা,
কল্পনা ফিরিছে পিছে।
জীব কি হইবে ছার, জীবাত্মার জানা ভার,
বিশুদ্ধ আত্মা কণ্ঠহার, করে তারে রাখিয়াছে॥ ৪৬৮

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

সর্ব্বাতিত কৃষ্ণ প্রেম
প্রকাশিলে সহজ রসে।
নিগুঢ় গুঢ় গতি তার,
মনে প্রাণে লাগে দিশে।
গ্রাহক তার নাহি জেনে, বিশুদ্ধ মহাত্মা বিনে,
সহায় করি মদনে, প্রেমানন্দ বিলায় দেশে।
কুটিল নয়ন ভঙ্গী, হেরে সঙ্গী আনুসঙ্গি,
মাতিল যত কুরঙ্গী, নাচে গায় প্রেম উল্লাসে।
অধর চাঁদ না দিলে ধরা, কে সে রসের পায় ধরা,
নিত্য প্রেমে নিত্য ভোরা, স্বয়ং কেবল পরা পাশে॥ ৪৬৯

মিশ্র—আড়খেমটা।

গুরু বিনে কেউ আর নাইক ভবে,
অমূল্য ধনের ধনী বল কেবা হবে।
কর গুরুপদ সার, আর সকলি অসার,
আশার স্নসার দেখতে পাবে।
নামী ধামী সিদ্ধী কামী, হবে নাক থাকতে আমি,
বিনে তুমি তুমি ;—
তোমার মর্ম্ম তুমি জান,
মিছে আমি কেন [illegible]রি ভেবে।
সে চরণে পতিত যারা, তাদের অ[illegible]র অমিয় ভরা,
আছে হয়ে জেয়ান্তে মরা ;—
তাদের প্রেমের নদী ধাইচে উজান,
কিন্তু এ চক্ষে না দেখতে পাবে॥ ৪৭০

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

পীরিত লুকান কি দায়,
অন্তরে প্রাণ অনুগত বাহিরে কি বিরত হয়।
গোপনে নিরখি যদি, উজান বহে প্রেমাম্বুধি,
আপনি হই আপনার বাদি, রাখতে নারি তায়।
সব সব শব হয়ে, রহেছি কলঙ্কী হয়ে,
অবলা সরলা পেয়ে, এমনি করে কি ভুলায়।
না হেরিলে বিদরে বুক, সখা সব কত দুঃখ,
হতে নারি পরান্মুখ, লোক গঞ্জনায়॥
আঁখিরে আনিতে ফিরে, যে হয় প্রাণের ভিতরে,
ইচ্ছা করি বুক চিরে, দেখাই তোমায়॥ ৪৭১

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

উপায় কি বলগো সই,
কিসে বাঁচে প্রাণ।
পশিল অন্তরে আসি,
কালার নয়ন বান।
ভুলিলে না যায় ভোলা, কি কাল ভুজঙ্গ কালা,
ঈক্ষণ দংশন জ্বালা, অনল সমান।
কালিয়া বিষেতে জোরে, জীয়ন্তে রয়েছি মরে,
বঙ্কিম নয়ন ঠেরে, হরে নিল প্রাণ।
কি মৃদু মধুর হাঁসি, সুধা যেন ক্ষরে শশি,
অবলা বধের ফাঁসি, সে বংশী বয়ান॥ ৪৭২

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কাল রূপ ভুলিতে কি পারি,
পশেছে অন্তরে রূপ পাশরিতে নারি।

যখন হেরি কদম্ব, মনে হয় সে ত্রিভঙ্গ,
সর্ব্বেন্দ্রিয় দেয় ভঙ্গ, জগৎ ত্রিভঙ্গ হেরি।
কে বলে কুটিল বাঁকা, কাল নহে গৌর ঢাকা,
করিতে আপন সখা, জীব নাশে জীবন সঞ্চারি।
চিত্ত হইল চঞ্চল, কি উপায়ে বাঁচি বল,
হেরিয়ে যমুনার কূল, বুঝি প্রাণে মরি মরি॥ ৪৭৩

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

পরম পদাশ্রয় সত্য,
যার হয়েছে দরশনে।
ধাঁদা বাধা কোথা তার,
আছে সদা শ্রীচরণে।
হইয়ে পরম সুখী, প্রেমানন্দে ভাসে আঁখি,
সতত হৃদয়ে রাখি, হেরে নলিন নয়নে।
নাহি দিবা বিভাবরি, নয়নে হেরে মাধুরী,
সম সুখে সহচরি, দাসী হয় বাঁশী শুনে।
সহজে সর্ব্বদা সঙ্গ, কভু ছাড়া নহে ত্রিভঙ্গ,
সতত শীতল অঙ্গ, চরণ পিযুষ পানে।
কল্পনা তার গেছে দূরে, কি করিবে মায়া তিমিরে,
উদয় হৃদি স্কন্দরে, দিননাথ অকারণে॥ ৪৭৪

পরজবাহার—আড়খেমটা।

মন তোর কি বিঠোর সেটা নাই খবর,
বাজিল রাই বাজার ডঙ্কা, হায় হজুরের হুকুম জোর।
ভাব রস প্রেম প্রবলা, আর মুখে সত্য বলা—হুকুম বালা,
দখল নামা আনলে কালা,

ধ্যানী জ্ঞানীর লাগলো ঘোর।
সয়ে যারা সই হয়েছে, থানায় থানায় সব বসেছে—এক রং ধরেছে,
যত রাখাল সব মিলেছে,
হৈ হৈ রবে করছে শোর ॥ ৪৭৫

বেহাগ—একতালা।

ভজ মজ মন তায়,
মোহিত জগৎ জন যে জন মায়ায়।
সদয় হইয়ে বিধি, বহু ভাগ্যে হল যদি,
সদ্‌গুরু আশ্রয় ;—
ভাব সেই শ্রীচরণ, নিরহেতু অকারণ,
ঘুচিল ভব বন্ধন, যে জন কৃপায়।
অবারিত দ্বার নাই মানা, ভক্ত করে আনাগোনা,
আনন্দ হৃদয় ;—
সর্ব্ব আত্মা যেই জন, তত্ত্বে কি তার প্রয়োজন,
অকামে কর অর্পন, প্রাণ মন কায়।
জুড়াবে অন্তর অনল, ত্রিভুবন দেখিবে আল,
যাবে কাল ভয় ;—
পদাম্বুজে হলে রতি, হৃদকমলে হবে স্থিতি,
শীতল উজ্জ্বল ভাতি, নাশে তাপত্রয় ॥ ৪৭৬

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

স্বরূপে শ্রীরূপে হলে মিলন।
উপজয় প্রেমনিধি সুজনে সুজন ॥
তেজ মেশে তেজিয়ান তেজে, সুখে সুখ উথলে কাযে,
যার কর্ম্ম তারে সাজে, সে নিলরতন।

কামাঙ্কুর বিনাশ করে, মনসিজ পলায় ডরে,
অন্তরেতে বিহরে, আনন্দ মদন।
মনের তিমির হরে, পরশে পরশ করে,
হেন ধন যার নাই আগারে, তার বৃথায় জীবন।
ভৌতিক দেহ পেয়ে সুখী, যে—মর্ম্ম সে পাইবে কি,
অনিত্য ভোজ বাজির ফাঁকি, আঁখির দরশন ॥ ৪৭৭

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

আমাতে আমি নইরে আর,
হেরে রসকূপ রূপ তার।
প্রথম মিলন কালে, আকর্ষনে টেনে নিলে,
হলুদ যেন মিশল চুনে, চেনা ভার।
সে কভু থাকে আমাতে, আমি কভু থাকি তাতে,
যে হতে তায় আমাতে, প্রেম সঞ্চার ॥ ৪৭৮

রামপ্রসাদী সুর।

তার দাতা মেলে কটা। (অন্যে কি হবে দুঃখ জানাইলে)
যারে তারে ফটিক জলধরে বুঝা যেটা।
বরিষণ হইয়ে যায়, ফলে দেয় গাছের পরিচয়,
বাতাসে পরাণ শীতল হয়, ভাবে চেনা যায় সেটা।
উদয় হয় বহু গগনে, আকাশ ফাটে গরজনে,
জলধর দরশনে, বর্ষেনা এক ফোটা।
দেখা দিয়ে মিলায় কেউ পরে, কেহ বজ্রাঘাত করে,
জলবিন্দু নাহি সরে, আড়ম্বরে বহু ঘটা।
দেখিতেছি নিরবধি, মেঘ নয় সে জীবন বাদী,
কেবল দুর্যোগের আঁদি, তোলে আদি ঝড় ঝাটা ॥ ৪৭৯

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

নূতন যারা তোমার তারা নয়নের তারা,
ফেলে পূজ্য কার হয় সহ্য, ত্যজ্যরে আদর করা।
আমি অজ্ঞান মোটামূর্খ, কায কি বয়ে মিছে ইক্ষু,
পেয়েছ রসের চক্ষু, সুসূক্ষ্ম দুঃখ হরা।
কায় আছে কে আছে ভবে, গগন কুসুম কোথা পাবে,
সঙ্গ বিনে অঙ্গ লুকাবে, হবে মহান্ত হারা।
অবোধে ভাষায়ে অকুল, একি লোক জানালে ব্যাকুল,
হয়ে স্থলে ভুল, যে আঁখির শূল, কেন তার জাত কূল মারা॥ ৪৮০

পরজবাহার—আড়খেমটা।

ভাবের ভাবী যদি পাই,
কায কি আমার অন্য সুখে মুখ দেখে জুড়াই।
আনন্দে ভাসি সুখে, রেখে বুকে, (সইরে)
শয়নে স্বপনে হেরি তাই।
কি কায রাজ্যপাঠে, শূন্য খাটে, (সইরে)
জাত কুলের মানে দিয়ে ছাই।
চাইনে গাওয়া ঘৃত, পঞ্চামৃত, (সইরে)
পান্ত ভাতে বাতাস দিয়ে খাই।
গাইতে গাইতে তার গুণ, যদি হই খুন, (সইরে)
তবু তার পাছে পাছে ধাই॥ ৪৮১

মিশ্র—আড়খেমটা।

মনের কথা বলবো ভাবের ভাবী পেলে,
ভাব দেখে তার যাই ভুলে চকচকি হলে।
নয়নে হেরিলে তায়, না জানি কি সুখ পায়,
নয়ন মন ভুলে যায়, পলক না ফেলে,
প্রেমের নদী উজান বয়, আপনি উথলে,—
কপট নাহিক রয়, কপাট যায় খুলে॥ ৪৮২

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

একি সখি হল কলিকাল, ঘুচে না কপালের ফল,
নারকী জীব হয় না শুদ্ধ, হাজার ঢাল গঙ্গা জল।
যে জন না স্বভাব রাগী সে যদি হয় যোগী,
অন্তরে হয় না বৈরাগী, কাটতে নারে মায়াজাল।
দাতা যদি দয়া করে, দিলেও সে নিতে নারে,
আত্মহত্যা হয়ে মরে, ধরলে তারে রাগ চণ্ডাল।
আপনার কর্ম্মসূত্রে, আপনি সে বেড়ায় ঘুরে,
আপনার বুদ্ধে পড়ে ফেরে, দেখে পরে মার্গে শাল।
সদা রহে অহংকারে, আপনি আপনার রাগ ভরে,
কাতরে ডাকিতে নারে, হয়ে সে চরণে কাঙ্গাল॥ ৪৮৩

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

জীবে কৃষ্ণ প্রেম করা নয়,
আপনি সাধে আপনায়।
আপনার সুখ বেড়ায় খুঁজে, কভু না মজে সে পায়।
বদ্ধ মায়া জঠরে, যন্ত্রনা সহিতে নারে,
বার বার জন্মে মরে, তাই ভজে শমনের ভয়।
নাম নিয়ে হয় নামী, দেখে হাসে অন্তর্যামী,
সকলেই লোভী কামী, প্রেমের প্রেমী কেউ না হয়।
বুঝালে নাহিক বুঝে, জলে পাষাণ নাহি সিজে,
এসে যায় আপ্ গরজে, চরণ পূজে ঠেকে দায়॥ ৪৮৪

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

যারা কভু না দেখেছে আপনারে।
পুনঃ পুনঃ জন্মে মরে যায় আসে আঁধারে॥

পঞ্চভূতের সঙ্গে মিলে, আপনারে গিয়েছে ভুলে,
ভাসিছে অনাদি কালে, অকূল পাথারে ;—
প্রায় অবস্থিতি করে শমনাগারে ;—
কে তুমি কোথা থেকে এলে, শুধালে বলিতে নারে।
তারা যদি ব্রহ্মজ্ঞানী, কি আশ্চর্য্য কথা শুনি,
ব্রহ্ম ছাড়া কোন যোনি, জগৎ ভিতরে ;—
পশু পক্ষ যক্ষ কিন্নর বানর নরে ;—
কীট পতঙ্গ আদি প্রাণী অজ্ঞানী বলি কারে।
তারা করে ধর্ম্ম সভা, সর্ব্বজন মনলোভা,
গ্যাশ আদি করে শোভা, আঁধার যায় দূরে ;—
নর নারীর গানেতে লয় পরাণ হরে ;—
দেখে দেখে হয়ে বোবা ইস্তফা দিলাম এবারে॥ ৪৮৫

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

ভুবন ভুলালে কে ভাবিনী, (কালরূপে)
দ্বিতীয় নাই বই তুল কুলকুণ্ডলিনী।
কোটী শশীর উদয়, কভু সমকক্ষ নয়,
ক্ষয় ব্যয় আছে তায়, কিসে বাখানি ;
জগৎ করে আলোময়, রবিরে জিনি ;
রূপে যেন শত ভানু, বিনাশে যামিনী।
কে দেখেছে হেন বালা, কুটিল ভ্রুকুটি কুণ্ডলা,
দিক্ বসনা কেশ খোলা, ত্রিনয়নী ;—
নারীতে হেন সুন্দরী, কেহ দেখেনি ;—
অর্দ্ধ দ্বিজরাজ ভালে, স্থির সৌদামিনী।
পদতলে মহাকাল, কালশমনের কাল,
অনাদি নিধন কাল জাগ্রত ধনি ;—
কটাক্ষেতে রসাতল করেন ধরণী ;—
ভক্তের হরে ত্রিবিধ-কাল চৈতন্য দায়িনী॥ ৪৮৬

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

অনূঢ়ার মদন পীড়া পোড়া যাব আগুণে,
বোবার ভাগ্যে কালা জোটে ঘটে কপাল গুণে।
প্রিয়জনে নাই প্রয়োজন, জুড়াইবার নাই স্থান,
বিনে বহ্নি দগ্ধে প্রাণ, যায় অকারণে।
গোপনে ভাসে অকূলে, প্রকাশে বিনাশে কুলে,
জীবন বিরহানলে, রহে না জীবনে।
ভাবিয়ে প্রমাদ গণি, বিনা ধারে করে ঋণী,
কি তার প্রেম না জানি, অবলারি সনে॥ ৪৮৭

বাহার—আড়াঠেকা।

আমারে আমার বলে কে করিবে যতন।
তার কেন আমারে মনে হইবে এখন॥
বদ্ধ ছিল অনাদি, বিধির লিপি যে অবধি,
পেয়েছে দুর্লভ নিধি, জীবনজীবন।
বুকে বুকে মুখে মুখে, অবিশ্রাম হৃদয়ে রেখে,
নিত্য সুখী নিত্য সুখে, অকাম রমণ।
আমি কামী সে নিষ্কাম, আমার নামেতে তার নাম,
দু জনে বন্ধনে ছিলাম, এই নিকেতন।
সাধুর চরণ ধরি, কাটিয়াছে মায়াডুরি,
আমি আমার আমার করি, অবোধ অচেতন।
অনুরাগী গেছে নিচে, খেলে কি হয় পিছে পিছে,
তাহার অনেক আছে, আমি রে যেমন॥ ৪৮৮

বারোয়া—ঠুংরী।

চমৎকৃত কি কুহক জীব মনোহর,
ইচ্ছা করে মায়াচক্রে ঘোরে অনিবার।

কে আমি নাহিক জানে, আপনারে আপনি না চেনে,
অহং কর্ত্তা অভিমানে, বাড়ায় অহংকার।
আত্মতত্ত্ব নাহি করে, জানতে যায় জগৎ ঈশ্বরে,
বাহিরের আলো আনে ঘরে, ঘরে যে সেই অন্ধকার।
জগন্নাথ জগৎ সখা, অনাথ হয়ে ভ্রমে একা,
অজ্ঞান তিমিরে ঢাকা, দেখা পায় না তার।
কি কহিব ওহে হরি, তব ভঙ্গি বুঝতে নারি,
দেহ দেহ চরণ তরি, যাই ভব পার॥ ৪৮৯

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

ছি ছি আর বলবো কি তোমায়,
ওহে নির্লজ্জ পুরুষ।
অদ্যাপি গেল না তোমার আঁখি ঠারা রঙ্গ রস।
যোগী ঋষি আদি মুনি, ধ্যানে না পায় পদ্মযোনি,
ওহে লম্পট শিরোমণি, কবে কার হয়েছ বশ;—
প্রেম জান না সবার ভাতার, একি তোমার কুঅভ্যাস।
বৃকভানু রাজনন্দিনী, তারে করলে কাঙ্গালিনী,
ওহে গুণের গুণমণি, কহ শুনি কি কার দোষ;-
গেলে বয়ে ফচ্‌কে হয়ে বল্‌লে কেবল মুচকে হাস॥ ৪৯০

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

তাতে আছে কি পৌরষ,
কথাতে সাধুতা হৃদ্ধ বদ্ধ মায়াপাশ।
সাধু শান্ত মহান্ত ভুলে, অদান্ত ইন্দ্রিয় পালে,
আশায় অবোধ ভুলালে, কিবা হবে যশ।
যেখানে জীব সেই খানে শিব, নারী পুরুষাদি ক্লীব,
জানিয়েত জানে না জীব, মহা মোহের বশ।

ধরিত ধরিব হরি, বিদারিব মন-করী,
নাশিয়ে শমন অরি, হব হরিদাস।
নাম-রস রসনা পিবে, ত্রিতাপ-অনল দূরে যাবে,
রসেতে নাহিক রবে, কলুষ কলস ॥ ৪৯১

সোহিনীবাহার—আড়াঠেকা।

প্রিয়জন অন্তরে যার সদাসর্ব্বক্ষণ।
প্রয়োজনের প্রয়োজন না হয় কদাচন।
নিত্য যার হরি সেবনা, কি কার্য্য সাধ্য সাধনা,
যে করে নি আরাধনা, তার অকারণ।
ভক্ত প্রভু দুই নাম, পরস্পর স্বপ্রিয় সম,
ঘুচিলে মনের ভ্রম, প্রেম আলাপন ॥ ৪৯২

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

বলিহারি মহামায়ার, কেউ দেখেনি কি তার আকার।
নাই উদয় নাই অস্ত ত্রিলোক গর্ত্তস্থ বালক তার॥
বেরুতে না মেলে যুক্তি, বিনে সে চরণে ভক্তি,
জীব কিসে পাবে মুক্তি, সর্ব্বশক্তি মূলাধার।
প্রবেশিয়ে ক্ষুদ্র ভাণ্ড, জীবে করে লণ্ড ভণ্ড,
প্রচণ্ড জিনি মার্ত্তণ্ড, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার ॥ ৪৯৩

মল্লার—আড়াঠেকা।

একিরে ঘোষণা রসনা, (কালা)
নামামৃত করিবি পান কার এ মন্ত্রনা ॥
একিরে একিরে শুনি, ছোট মুখে বড় বাণি,
কাল ভুজঙ্গের মাথায় মণি, ভেকের বাসনা।
যে নাম অন্তর স্মরণে, শমন ভঙ্গ দেয় রণে,
দেহাদি ইন্দ্রিয়গণে, হারায় চেতনা ॥ ৪৯৪

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কে জানে অগম্য বনে থাকিবে দুজনে।
স্বধামে পাবেনা দেখা খুঁজে সাধারণে॥
অকাম সে কুসুম-কানন, জীবের নাই গমনাগমন,
ত্যজিয়ে রত্ন সিংহাসন, পল্লব আসনে।
করিয়ে বহু সাধনা, নাম রূপ ধ্যান ধারণা,
অদর্শনে ব্রজাঙ্গনা, কাঁদিবে ভবনে॥
সে তত্ত্ব কে পাবে কোথা, সুদুর্লভ সে বারতা,
ধর্ম্ম জানে মর্ম্ম কথা, কি ব্যথা তার প্রাণে॥ ৪৯৫

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

কে জানে তোমারে হে বংশীধারী।
তোমার মর্ম্ম তুমি জান আর জানেন মুরারী॥
অগাসুর বগাসুর আদি হত হল যত,
তুমি নাথ গুণাতীত নহ ত কংসারি॥
অন্যে কে পাবে তদন্ত সুধাইব কারে,
জেনে সকল, ভাবে বিভোল, পাগল ত্রিপুরারী॥
কভু নটবর বেশ কভু হও ভিকারী,
অদ্ভূত তব রূপ বুঝবে কি গোপনারী॥ ৪৯৬

মিশ্র—আদ্ধা

ফকীর হবি একিরে নূতন কথা।
ফকীরের প্রেম ফসল মানুষ কোথা॥
ফসল মানুষে খেয়েছে, শুধু নাড়াক্ষেত আছে,
তিনকানা তায় চৌকি দিতেছে;—
তুই নাড়াক্ষেতে চৌকি দিয়ে, ধান্য ধন পাবি কোথা॥ ৪৯৭

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বুঝে কর রসবতী পরকিয়া রস।
জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির জ্যোতি, যার তেজে সতী পার্ব্বতী,
তারে শোভে সে পীরিতি,
অন্যে উপহাস॥
ত্যজিয়ে আপনার ঢং, তার রূপে যদি ধর রং,
অগ্রেতে ত্যজহ অহং, কলুষ কলস॥
নারী জাতি এঁটো হাড়ি, অজেতে জোবড়ালে দাড়ি,
হতে হবে স্বজাত ছাড়ি, হাঁড়ি মুচির বশ॥
পুরুষের নাহি ক্ষতি, নারীর যায় তায় কুল জাতি,
কেন নেবে জেতে পতি, অসতী অযশ॥ ৪৯৮

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ভাব না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে কি হবে ভাবিলে।
বলাবল ফলাফল আপন কপালে।
অহৈতুকী ভক্তি, অসাধারণ শক্তি, শ্রীনাথের উক্তি,
না হবে সাধিলে।
সে জগৎগুরু, কার্য্য তার সুচারু, অসময়ে প্রেমতরু,
কার কোথা ফলে॥
কথায় কি আছে, দেখ এক বীজে, উপর নীচে সেই গাছে,
আগে পিছে ফলে॥
ভ্রান্ত মন ক্ষান্ত হয়, জায়স্তে মরিয়ে সয়, অদৃষ্ট খিয়ায়ে রয়,
দৃষ্ট হবে ভালে॥ ৪৯৯

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

মজিলাম সখি রূপ নিরখি, আঁখি ডুবালে আমারে।
কি ক্ষণে হেরেছি লো সই নব জলধরে॥

চারিদিকে শত্রু ফেরে, ছুত লতায় ছল ধরে,
ঘন নবঘন হেরে, নিষেধিলে ঝোরে ॥
একে কলঙ্কিনী নাম, ননদী বাঘিনী সম,
ব্যক্ত হল গুপ্তপ্রেম, লুকাব আর কারে ॥ ৫০০

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

সে আর সই বাঁচে কত দিন, যে জন অকিঞ্চন দীন,
জীবিত হইয়ে জীয়ে জীবন বিহীন ॥
বাড়বানলে পুড়ে, সাধ্য নাই যে নড়ে, থাকে পড়ে বারি ছেড়ে,
শুকনো গেড়ের মীন।
ব্যপিয়ে গগন, না করয়ে বরিষণ,
করে যদি ঘন ঘন, গর্জ্জন কঠিন ॥ ৫০১

আলাহিয়ামিশ্র—একতালা।

প্রেম দিল্লীর লাড্ডু ভেবে খেওনা,
স্বকামে মোহিত রতি যাবেনা।
আপনারে না জানি, অন্ধকার রজনী,
লোভ করে মণি, ফণী ধোর না।
যে বীজ হইতে জনম যাহার, তাহাতে তেমনি ফুল ফল সার,
পেঁচায় চকোর হবে, চাঁদের সুধা খাবে,
নয়ন মন ঝুরিবে, তাত হবে না ॥
সর্ব্বশক্তি মান রসিক প্রবীণ, প্রেমময়ীর শুধিতে নারে ঋণ,
হয়ে প্রেমাধীন, ভাসে নিশি দিন,
জল ছাড়া কভু মীন, বাঁচে না ॥
কামনা-সাগরে ডুবাইয়ে মন,
সাধিলে কি হবে অকাম রমণ,
আপনার চিত, নহে পরাজিত,
একি বিপরীত, হিত বাসনা ॥ ৫০২

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

ভেবে ছিলাম হবার নয় একি হইবে।
অভাগার অমূল্য রতন অকারণ কেন হবে॥
স্বপনে কভু ভাবিনি, কৃপা করবেন রাধারাণী,
বিরিঞ্চি দুর্ল্লভ মণি, কাঙ্গালিনী পাইবে॥
গোলেতে দিয়ে হরিবল, মানব জনম হবে সফল,
সুললিত পীরিতি কমল, পাষাণেতে ফুটিবে॥
মনের কালী হবে সাদা, দূরে যাবে দরিদ্রের ক্ষুধা,
অকলঙ্ক শশী সুধা, চকোর হয়ে কাক খাবে॥
অসাধু শাস্ত্র বচনে, সদা ছিলাম অচেতনে,
এখন সাধু মুখে শুনে, অসম্ভব সব সম্ভবে॥ ৫০৩

সিন্ধুভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

রূপবতী পীরিতি কি রূপে হবে।
পলক লব, যার নাই অনুভব, তার কি সে ভাব সম্ভবে॥
লইয়ে সম বয়স, হাজার কর বেশ ভুষ,
বিনে প্রেমময়ী-প্রকাশ, বাসনা না পুরিবে॥
বিষাদ হবে হরিষ, নিশি যদি করে বাস,
অন্তরে রহিবে ত্রাস, সুধায় বিষ উঠিবে॥
ভাল বাস না বাস, কই উচিত কোর না রোষ,
পুরুষ কোথা হয় বশ, রতি রস অভাবে॥ ৫০৪

আলাহিয়া—একতালা।

কে বুঝবে রে গৌরাঙ্গের রঙ্গ।
নিত্য লীলা উহার বহে তরঙ্গ॥
রাধা রাধা বলে, আনন্দ উথলে,
নাচে চরণ তুলে, হয়ে ত্রিভঙ্গ।

পূর্ব্বেতে করিত মাখন চুরি,
সে ভাব নাহিক এবে ভিকারী,
হয়ে গোপীর ঋণী, কি ভাব না জানি,
কোটীতে কপিনী, করে করঙ্গ।
প্রেমের কাঙ্গাল কাঙ্গালের বাড়া,
নাহি পীত ধড়া মোহন চূড়া,
পথে যেতে চলি, সর্ব্বাঙ্গেতে ধূলি,
ভাবে পড়ে ঢুলি, হয়ে উলঙ্গ।
স্বভাব না থাকে হইলে স্মরণ, জীবে কি সম্ভবে শিবের করণ,
সঙ্গের সঙ্গীগুলি, আপনারে ভুলি,
দেয় করতালি, বাজে মৃদঙ্গ॥ ৫০৫

কালাংড়া—আড়খেম্টা।

স্থির বিজলী রাজবনিতা,
গুঢ় সে নিগুঢ় কথা।
সে বিনে জগৎ অন্ধকার,
মেলে না তার বক্তা শ্রোতা॥
দ্বিতীয় নাহি গণনা, অভেদ অঙ্গ যায় না চেনা,
ব্রহ্মজ্ঞানীর যেতে মানা, উপাসনা নাহি তথা।
ব্রহ্মাদি মস্তকে ধরি, হয়েছেন সিংহাসন ধারী,
বিরাজে রাজরাজেশ্বরী, ব্রজপুরি জগৎ মাতা।
অখিল মোহনকারী, প্রেমে বাধ্য হয় হরি,
বিজ্ঞান রূপা অসিধারী, সর্ব্বজন মুক্তিদাতা॥ ৫০৬

খাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

দেখে ঠেকে বুঝেছি প্রাণ,
তুমি যেমন—যতনে হৃদয়ে রেখে।

নানা প্রয়োজনে তব, আমার প্রতি নাই সে ভাব,
ভেবেছি বৈরাগী হব, তোমারি পাকে।
মিছে ছলে দেহ দুঃখ, নহ প্রিয়জন ভুক,
সদা মান ভরে থাক, মুখ ঢেকে।
আর না আসিব মলে, প্রিয়ে তোমায় প্রিয়ে বলে,
থাক নব রসে ভুলে, মনের সুখে।
ডেকে নাহি কহ সখা, চিরদিন না দেও দেখা,
এ কেমন প্রেম রাখা, ফাঁকে ফাঁকে ॥ ৫০৭

সোহিনীখাম্বাজ—কাওয়ালী।

সাধে কি সই কলঙ্কিনী। (কর্ত্তে প্রেম)
কালাচাঁদের মুচকে হাসি গগন শশী জিনি।
হেরিলে মন ভুলে যায়, জলন্ত অনল নিভায়,
সদা সুধা বরিষ, সুমধুর বাণি ,—
নবঘন উদয় যেন বরণ খানি ;
রূপ-সাগরে ডুবলে পরে, উঠতে পারে কোন কামিনী।
অতুল্য তুলনা সই, পোড়া লোকের মুখে ছাই,
চক্ষু থাকতে অন্ধ তাই, রাখালগণ ;—
অপ্রেমিকে নাহি জানে রমণীর মান ;—
দরশনে প্রাণ শীতল হয়, বচনে হরে লয় প্রাণী ॥ ৫০৮

কালাংড়া—কাওয়ালী।

রূপ নলে হলে চলতে নাহি চলে চরণ,
কি ক্ষণে হেরেছি সই কালার কাল বরণ।
কহ সখি কি উপায়, দায় ঘটে পায় পায়,
ভুলিলে না ভোলা যায়, সদা হয় স্মরণ ;—
লাজসে অলস বাড়ে না ছাড়ে কদাচন ;—
জীবন না রয় ধড়ে, খসিয়ে পড়ে বসন।

উহু উহু মরি মরি, ধৈর্য্য না ধরিতে পারি,
দু নয়নে বহে বারি, হারায়ে চেতন ;—
আপনি আপনা ভুলি হলে দরশন ;—
না জানি কি গুণ ধরে, অগ্রে হরে লয় মন ॥ ৫০৯

সিন্ধু—মধ্যমান।

কাজে আপনি উপজে নারীর মান,
অন্তরে থাকিয়ে নাথ জ্বালাও যত প্রাণ।
তুমিতো নাটের গুরু, চেতন দাতা কল্পতরু,
আমি তায় রস সুচারু, ফলের সমান।
কাঁচায় থাকি ভরা টকে, কৃপাতে হয় সুরস পেকে,
মরি ওই মন দুঃখে, বিঁধে বিচ্ছেদ-বাণ।
তোমার মর্ম্ম তুমি জান, কত কি কর সৃজন,
তুমি বেচ তুমি কেন, আমি সে দোকান।
কে বুঝিবে তব চাতুরী, সাধ্য কি ওপদ ধরি,
নারী কেবল ওজন ভারি, অবোধ পাষাণ।
নাচ গাও কাঁদ হাস, তুমি তোষ তুমি রোষ,
অবলার দ্বিগুণ দোষ, পুরুষ প্রধান ॥ ৫১০

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

বাদে লাগলো পোড়া বিধি,
ছিল, মহাজনী করলে মুদি।
প্রেম-বাণিজ্যে নাইক রুচি, করিব কি আর মিছা মিছি,
অবাক হয়ে বসে আছি, ভাবছি সে অবধি।
অতুল্য অমূল্য মণি, কিন্তু প্রেমে হয়ে ঋণী,
কত রাজা কত রাণী, হত চাকর বাঁদি।
সাগরে জল নাইক বাড়া, অতলে পড়লো চড়া,
একি কপাল সৃষ্টি ছাড়া, শুকণো প্রেমাম্বুধি।

না আইলে জাহাজ ডুনি, হয় কি বিলাতি আমদানি,
উঠলো সে সব বিকিকিনি, ফুকনি ভরা নদী ॥ ৫১১

মূলতান—আড়াঠেকা।

ছিছি আর বলোনা মিছে, আমারে আমার,
স্বভাব ত যাবেনা নাথ, অভাব কি তোমার।
অবলা করিতে খাট, মিষ্ঠ কথায় কথা কাট,
রসিক শিরোমণি বট; শঠ ব্যাবহার।
কহ দেখি সত্য শুনি, কোথা পোহালে রজনী,
ওহে দিনের দিনমণি, ঢাকুবে কি প্রাণ আর।
জেনেছে লোক হক না হক, যার ভাল সে সুখেতে র'ক,
হোক হোক নাথ আমার শোক, বুকে শেল এবার ॥ ৫১২

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

আসে অমনি অনাহুত, গুণময়ের গুণ সই বুলবো কত।
শতেক রাঁড়ের মধ্যে হই এয়ো, বাহিরে ভড়ং ভিতর ভুয়ো,
তবু আমি ভজন দুয়ো, তাতে আবার সেঁজে মুতো।
বিশ্বাস করে শ্রীনাথের প্রতি, একবার যদি পাতি গো শ্রুতি,
শ্রুতি মাত্রে হরে বাহ্য স্মৃতি, কি পীরিতি সই অদ্ভুত।
হায় মরি কি মধুর ধ্বনি, শুনতে শুনতে জুড়ায় প্রাণী,
পরশ হইলে পরশ খনি, না জানি কি হইত।
সদা হই অপরাধী, ওই খেদেতে সই সদাই কাঁদি,
স্বগনে তায় সাধিতাম যদি, আর কি সে নিধি যেত ॥ ৫১৩

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ফিরালে না ফেরে আঁখি করি কি বল,
আনন্দ মদন রূপ, রস কূপে প্রাণ ডুবিল।
কাম ভস্ম যার কোপানলে, হর মুখে কুতুহলে,
হেরিলাম ধরাতলে, অরুণের আলো ;
বিদিত না হতে, চিদানন্দ উঠিল ;
ধরিতে নারি অধর, আঁধার ঘর করে উজ্জ্বল।
সহস্র দলেতে গতি, চপলা চঞ্চলা সতী,
সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্ম, অতি সুকোমল ;
আধার পথেতে স্থিতি বরণ কালো ;
ভাসাইয়ে সুধাধারে, আহ্লাদে করে বিহ্বল।
না জানি কি রূপ ধরে, ত্রিলোক মোহিত করে,
ভালে শশী সুধা ক্ষরে, ভাব এলো খেলো ;
ভক্তজন মনলোভা, প্রভাব শীতল ;
স্মরণ লইলে পরে, যেচে দেয় প্রেম মোক্ষ ফল ॥ ৫॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

এ বিচ্ছেদ ভয় কিসে যায়, কহ উপায় সজনী,
সুখ পেয়ে হলেম না সুখী, দিনে দেখি রজনী।
বিহঙ্গম কলেবর, পর নহে পরাৎপর,
ধরতে নারে গঙ্গাধর, অধর শশধর জিনি।
শুকপক্ষী জ্ঞান করি, হৃদয় পিঞ্জরে ভরি,
রাখিয়ে আতঙ্গে মরি, কখন পলায় না জানি।
অনাদি কালের পচা, অপক্ক ঘুণ ধরা বাঁশ কাঁচা,
তাহাতে নির্ম্মিল খাঁচা, অর্ব্বাচীন পদ্মযোনি ॥ ৫৬

কালাংড়া—কাওয়ালী।

জহর কভু না চেনে; জহুরী বিনে,
প্রেম রত্ন করে যত্ন, কে রাখবে প্রাণ পণে।
হলে প্রয়োজন তায়, দূরে যায় শমন ভয়,
এ মন কি তেমন হয়, অপ্রয়োজনে ;
মণির লোভে কে দেবে হাত ফণীর বদনে ;
প্রেমের অঙ্গে নাই আতঙ্গ, মরণ জীয়নে।
নাহি মান অপমান, ঝড় বৃষ্টি তুফান বান,
মুস্কিল আসান সমান, জ্ঞান যার মনে ;
প্রেমে বাঁধা সদা, নিষেধ বাধা না মানে ;
লোকের গঞ্জন কোরে অঞ্জন, পরে নয়নে।
সাধে সাধে প্রিয় কায, গুরু জনার সমাজ,
লাজের মাথায় বাজ, কায় মনে হেনে ;
পতঙ্গের ন্যায় অঙ্গ, ঢালে আগুনে ;
আপনার মৃত্যু ফাঁস, আপনি নেয় টেনে॥ ৪১৬

মিশ্র—তেতালা।

যার আঁতের ঘা, সেই তা জানে,
শিকলি কাটা ও জঙ্গলের পাখি, রাধা কৃষ্ণ বলে শুনে ;
পাখি বেয়ে পাখি আনে কিনে, পোষে যত্নে পরাণ পণে,
অবোধ পাখি তাকি জানে ;—
যার যাতে খোস, সে তায় সন্তোষ,
পুষলে কি পোষ সবাই মানে।
সে প্রেম অঙ্গ হয়েছে যার, সে কি ভুলতে পারে আর,
জীবন থাকিতে তার ;—
সে পোষমেনে, রয় আনন্দ মনে,
পরম সুখে ডাক দেয় জেনে।

যার মর্ম্ম যা তাই উঠে, তার ত তা লাগে মিঠে,
কেউ বোল বলে, কেউ শিকলি কাটে;
যার যে স্বভাব, ও সে তাই করে রব,
মধুর ভাব লাভ, কপাল গুণে।
শুকপাখি বোল বলে সুখী, শিকলি কাটার চেষ্টা ফাকি,
সুখী করবে গো কি;—
কেউ পরে ফাঁস, খায় সুধারস,
কেউ সর্ব্বনাশ ভাবে মনে ॥ ৫১৭

কালাংড়া—কাওয়ালী।

সাধের প্রেমে কাঁদ রাধে নয়নেরি জলে,
বরণ করিয়ে প্রেম চুলকে তুলে।
তব প্রেমের প্রেমী কই, খুজিয়ে নাহিক পাই,
কপালে যা আছে তাই, সময়ে ফলে;
আগুন জ্বালিয়ে বেগুন ফেলেছ তেলে;
না বুঝে করেছ প্রেম, মজে রাখালে।
বিধি হইলেও সদয়, অভাগার ভাগ্যে না হয়,
গজমতি ফেলে দেয়, বদরি বলে;
গুবরে পোকা নাহি জানে কি সুখ কমলে;
ভৃঙ্গের কাজ ভেকে কি হয় বসিলে দলে।
ভাবিলে কি হবে হায়, দরদী নাহি পাওয়া যায়,
রত্ন নাহি যত্নে রয়, বানরেরি গলে;
মণিময় হার দন্তে কাটিয়ে ফেলে;
বারন করিলাম কথা নাহি শুনিলে ॥ ৫১৮

কালাংড়া—কাওয়ালী।

গুরু তরুর ফলচে কত শত মেওয়া,
অভাগার কোল আঁধার, সাধ্য কি তার, তলায় যাওয়া।
রস চলে অন্তর পথে, ফুল ফোটে ফল না হতে,
জগৎ সৌরভে মাতে, বয় তাতে হাওয়া;
দিশে হারা বুঝবে কিসে এ ফাকি কাওয়া;
লোভে পোড়ে দৌড়াদৌড়ি, ধায় যত ঢ্যাঁড়ী বেওয়া।
বায় বুঝে হয় জড়ো, সেলাম সিন্নিতে দড়,
আমার গরুর দুদ বাড়, কেউ করে দাওয়া;
মন দেখে মনে ভয় হয় প্রায় ভিড়ে লোয়া,
হাত বাড়ায়ে নেবে স্বর্গ, কার এমন ভাগ্য চার পোয়া।
দেখিয়ে চুপ করে রই, মনের কথা কারে বা কই,
ভাবে মনে ভেঁড়ো দই, খই চিড়ে মোয়া;
মেখে ওক্কো কল্লেই মোক্ষ হলত পাওয়া;
কুজোর ইচ্ছে সত্য বটে, পোঁদ ফাটে চিৎ হয়ে শোয়া।
ব্যস্ত যাতায়াতের কাযে, ফলে কেহ নাহি মজে,
বামনের কভু না সাজে, চাঁদে হাত দেওয়া;
চকোর বিনে কেবা জানে সে সুধা খাওয়া;
পদ্মমধুর গুবরে পোকার মিছে করা দাওয়া।
মূল ঢাকা গাচ খোলা, পল্লবেতে ঘুচে জ্বালা,
চতুর্দ্দিকে ডাল মেলা, তায় নাবে বোয়া;
সারি সারি বৃক্ষ যেন ভূমেতে রোয়া;
ভক্ত গণের জুড়ায় প্রাণ পেয়ে শ্রীচরণ ছায়া॥ ৫১৯

কালাংড়া—কাওয়ালী।

গুরু বিনে কি আছে গতি, (ভেবে দেখ)
পদ্ম পত্রের জল যেমন, তেমনি জীব জীবন স্থিতি।

সে রূপ গেছে জন্মের শোধ, নাহিক তার অনুরোধ,
অবোধকে না দিবে বোধ, নিষেধ তার প্রতি ;
প্রাচীনা তপস্বী হবে আছে পদ্ধতি ;—
পুরান ঘর কর আলো, ভাগ্য ভাল শেষ হল শ্রুতি।
যে করে সে পদাশ্রয়, সদানন্দ তার হৃদয়,
নাহিক মনের সংশয়, তেজীয়ান অতি ;
ত্রিলোক না করে ভয় বিজয় ক্ষিতি ;
শমন দেয় সমরে ভঙ্গ, হয় ত্রিভঙ্গ তার সারথী।
ডুবলে সিন্ধু হাঁটু বারি, অটল সে চরণ তরী,
গম্ভীরে গম্ভীর ভারি, সুস্থির মতি ;—
দুর্গমেতে রাখেন কোলে যেন প্রসূতী ;—
তীরে নীরে সমান চলে, অন্তিম কালে হন সঙ্গের সাথী
বুঝ মনে অভিপ্রায়, ছিন্ন মন ছিন্ন কায়,
পুনঃ ফিরে পাওয়া দায়, সে সুখ রতি ;—
ভগ্ন বরাটক নড়ে দরশন পাতি ;—
সুপক্ক হইল কেশ, প্রায় অবশেষ নূতন শ্রুতি ॥ ৫২০

মিশ্র—খেম্‌টা

মন চাপা দাও মনের আগুন,
জ্বলতে হবে বারমাস অপ্রকাশ প্রকাশে কি গুণ।
ফলবে যায় পরকালে, সে থাকুক গোলমালে,
কায কি কাদায় গুণ ঢেলে, ফেলে তেলে বেগুন।
এ'র কার নিদ্রা নাই—কেবা জাগে, কার ছেলে ধরেছে বাগে,
পীরিতের অনুরাগে, তার লেগে কে হবে রে খুন।
যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যেরে লাঠি বাজে,
ইসারায় বল্লে বোঝে, যে যে কাজে নিপুণ।
সেই প্রেম বিহীনে রসের খেলা, হেলাতে ডুবান ভেলা,
অবোধকে চিইয়ে তোলা, কেবল জ্বালা বাড়ে দ্বিগুণ।

ভয়েতে কাঁপে প্রাণী, জরা যার নৌকা খানি,
সে নাহি শুনে বাণী, যার তরণী নূতন।
যার জ্বলছে প্রেম দাবানল, তার থাকে না সে বুদ্ধি বল,
দেখে তার প্রাণ বিকল, কে টানবে জল হয়ে বরুণ॥ ৫২১

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বিনি যোগে ভাতার মেগে জন্মে না ছেলে,
বুঝলে ফিকীর প্রেমের ফকীর মেলে।
করে বন্ধ নব দ্বার, আছে সিদ্ধ যোগেশ্বর,
শুভ-যোগ হলে তার, রস উজান চলে;
হলে তার যোগাযোগ, ঘোচে ধুমড়ি মারা রোগ,
আনন্দ বিভোগ, হয় কপালে।
পেয়ে পরম যোগীর খোঁজ, ও তার থাকে না আজবোজ,
সদাই সহজ, প্রেম উজলে॥
যেন সেই মহাশয়, রসিক রসময়,
সে প্রেমের উদয়, হয় যেখানে;
ও তার পীরিতি সফল, বাড়ে প্রেমানন্দ বল,
অতল সিন্ধুর জল, টেনে তোলে।
পিতা পুত্রকে ছাড়ে না, কঠিন বেচা কেনা,
প্রেম নেনা দেনা, করো বুঝে;
করে আপগরজি পাপ, মাথা খেয়েছে যার বাপ,
সে আঁধারে সাপ, মরবে খেলে॥ ৫২২

কালাংড়া—কাওয়ালী।

প্রেমধন গোপন আমার বৃথা আকিঞ্চন,
কপাল গুণে ঢাকা রয়, বুঝিলাম এখন।
প্রতিপদে ঢাকা রয়, কেহ না দেখিতে পায়,

চাঁদ উদয় বলে তায়, গণে গো যেমন ;
প্রকাশ হইল না হতে উদ্দীপন ;
হরিষে বিষাদ সাধ, ঝুরিছে নয়ন ॥
ছিলাম প্রেম অনুরাগে, দেখবো তারে যোগেযাগে,
কলঙ্ক রটিল আগে, একি অকারণ ;—
কারণ বিনে কর্ম্ম নাই বলে সর্ব্বজন ;—
অনুদয়ে একি দায় অঘটন ঘটন ॥
হায় হল কি প্রমাদ, নির্ধনের ধন পরিবাদ,
না পুরিল মনের সাধ, করিয়ে সাধন ;
হয়ে রাগ বৈরাগ্য বাঘ, গ্রাসে বা জীবন ;
লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং করি নিরীক্ষণ ॥ ৫২৩

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান্।

ছিল আশয়ে জীবন, করে মুখ নিরীক্ষণ,
শ্রবণ করিয়ে রূপ শ্রীনাথ বদন।
পক্ষী হয়ে প্রাণ মন, পথ করে প্রদর্শন,
তৃষিত চাতকী যেন, ধীয়ায় জীবন।
একি সখি অঘটন, অকস্মাৎ অকারণ,
উড়ে গেল নব-ঘন, বিনি বরিষণ।
জেগে ঘুমায়ে স্বপনে, প্রাণ সঁপে প্রাণ পণে,
মন ভেবে ছিল মনে, হইবে মিলন।
পূর্ণ হলো সাধের সাধা, সম্মুখে দেখিছে সদা,
অধরে ক্ষরিছে সুধা, ক্ষুধা নিবারণ ॥ ৫২৪

পরজবাহার—আড়খেম্‌টা।

তার ভাবের ভাবী নইলে মন,
ফোটে না সে নয়ন।

স্বভাবে নাহিক পাবে, মিথ্যা লোভে আকিঞ্চন।
চাতক সুখী নবঘনে, চকোর চেয়ে চাঁদ পানে,
মত্ত রয় সুধাপানে, পেঁচায় জানে না যেমন।
উভয় সরোজে বসে, ভৃঙ্গ খায় মধু চুসে,
ভেক ভেকায় আপন দোষে, হয় না তাদের সে চেতন।
তাদের ভাব তারাই জানে, কত সুখ হয় মিলনে,
ডুবে রয় নয়ন বাণে, আনন্দে হয়ে মগন।
অভাবী দেখে পাথার, উলুবনে দেয় সাঁতার,
আলোতে দেখে আঁধার, শোন বলি তার বিবরণ॥ ৫২৫

সোহিনীবাহার—মধ্যমান্।

শুধু কথায় সাধু সাধিলে কি হবে,
অন্তরে না হলে মধু, বঁধু কোথা পাবে।
অন্তরে আগে ফুল ফোটে, তবে প্রাণনাথ জোটে,
যা বল সকলি খাটে, অসম্ভব সম্ভবে।
অনুরাগ করিয়ে খাট, সকলি করেছ নট,
সে অতি রতি লম্পট, আশায় না আসিবে।
হেরিবে যদাপি ঝাট, প্রাণ সঁপে প্রাণপণে খাট,
রসকলি হলে ফুট, মুটোর ভিতর রবে॥ ৫২৬

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

ব্রজের ভজন ভাবচো কি মন ছেলে খেলা,
সাগর ছেঁচে যেমন রত্ন তোলা।
সেটা নাই তোর খবর, ভেবে পাগল যায় শঙ্কর,
সে কি তোর রাসদোলের মেলা।
আছে তার নিদর্শন, যদি হয় মন,
কাণ পেতে শোন, বলচে ভোলা

বিচ্ছেদ বিষেরি জ্বালায়, ডুবে চিকণ কালা তায়,
অদ্যাপি না পায়, তলিয়ে তলা।
(গোপীর ভাবের)
ভেসে উঠে নদীয়ায়, বলতেছে হায় হায়,
কিশোরী কোথায়, কর দয়া ;
হয়ে গোলক পতি খোদ, নাহি বাহ্য বোধাবোধ,
ঋণ পরিশোধ, এমনি জ্বালা।
(গোপীর ভাবের)
কভু আপনি নাচে গায়, পাগলেরি প্রায়,
কভুবা ধূলায়, লুটায় ধরা ;
ও তার এমনি আঁতের ঘা, 'রা' বই বলতে নারে 'ধা'
কচুপোড়া খা, বুঝলি কলা॥ ৫২৭

মল্লার—মধ্যমান।

প্রাণ! এত কি মান ভাল প্রেয়সী,
সাধিয়ে সাধের প্রেম অস্তে যায় শশী।
তুচ্ছ কথায় কচ্ছ ছল, বিধুমুখী কতই বল,
চন্দ্রবদন তোল তোল, পোহাইল নিশি।
অনর্থ করিয়ে হৈ হৈ, ব্যর্থ বোঝা মাথায় বৈ,
তোমার লাগি কতই সই, সাগরে পশি।
কি দিয়ে বুঝাব তোমায়, নাগর হয়ে ধরেছি পায়,
পাষাণ হলে সে গলে যায়, যে ভালবাসি।
কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি, করেছি তব কোটালি,
কালো অঙ্গে দিয়ে কালি, ধরেছি অসি।
এতেক রমণি মাঝে, এ গৌরব আর কারে সাজে,
তোমা বই কার নামে বাজে, মোহন বাঁশী।
জগতে কেবা না জানে, নন্দের বাধা বই প্রাণপণে,
ধেনু চরাই রাখাল সনে, বনে বসি।

মনেতে উঠিছে ভাব, এ বেশ আর না রাখিব,
ভেবেছি নদীয়ায় যাব, হবো সন্ন্যাসী ॥ ৫২৮

——

কালাংড়া—একতালা।

বুঝতে নারি মাইরি সখি ভাবি শয়নে স্বপনে,
সে কি এত সুখী মনে আমার বিহনে।
অনেকেত প্রেম করে, কেবা হারায় আপনারে,
আমার কেন আমি হরে, তার আগমনে।
অন্যেত হৃদয়ে রেখে, পরাণ জুড়ায় বদন দেখে,
সুখ ভোগ করে সুখে, থেকে স্বচেতনে।
কা'র বঁধু আসে ছুটে, যা বলে সকলি খাটে,
ফাটারে কি ভাঙ্গা যোটে, ঘটে কপাল গুণে। ৫২৯

——

মিশ্রখাম্বাজ—খেমটা।

সাধ করে মন সদাই হেরি,
সেই সহজ রূপ মাধুরী রে।
আমি অহর নিশি ভাবতেছি তাই,
লয়ে তার আপদ বালাই মরি রে।
আমি কি হেরিলাম অনুরাগে, সে রূপ নিশি দিন অন্তরে জাগে,
ঘুমিয়ে দেখি নিদ্রাযোগে, আমি জেগেও ভুলতে নারি রে।
অধরে বয় সুধার ধারা, যেন পূর্ণ ইন্দু শোভায় ভরা,
ভক্তবৃন্দ চকোর ঘেরা, যেন প্রেমসিন্ধু অবতরী রে ॥ ৫৩০

——

পরজমিশ্র—খেমটা।

তোর মাথা খাই, যে দুঃখ পাই অন্তরে অন্তরে,
মনের ব্যথা মন বোঝে না, বলবো কোথা কারে।
কইলে হিত, বিগড়ে চিত, ছাড়ে সুহৃদ ;—
পীরিত করবো নিয়ে কারে ॥ ৫৩১

মিশ্র—খেমটা।

আছে তার মাথায় মণি,
সে যে বিষম ফণী, কাল নাগিনী।
সুমেরু গহ্বরে তার বাস,
(ও তার) লেজ মুখের কেউ পায় না অন্ত, ঝড় বহে নিশ্বাস।
সে যে আপনার বলে, আপনি চলে,
আপনি দোলে, গায় কাহিনী॥ ৫৩২

মিশ্র—তেওট।

তার ফল চাকবে কে তা বল,
বিনোদিনীর খাস চারা কেলো।
সে গাচ যায় না দেখা, শাখা পল্লবে ঢাকা,
ও তার পাকা ফলের সময় এল।
রাই অনুরাগ বাগানে জন্মায়,
বিনে প্রেমের কাঙ্গাল সে ফল কেউ না পায়,
ফল ছিল বহু দূর, শুদ্ধ মধুর,
ভক্তের দূর করে দূর, নিকট হল।
গাছের ফল তার গাছেতে আছে,
শুদ্ধ মধুর রসে তার বোঁটা খসেছে,
ফল মনোহরা, প্রাণ ঠাণ্ডাকরা,
রূপ বর্ণ চোরা, দেখতে কালো।
খেলে সে ফল সবল করে কায়,
ও তার সৌরভেতে জগৎ মাতায়,
সে ফল ওই দেখা যায়, দেখিও না কায়,
দেখতে পায় যার চক্ষু ভালো।
একবার পর্শ হলে রসনায়,
ও তার মধুর রসে অঙ্গ ভেসে যায়,

করে অঙ্গ জরা, মোরব্বা পারা,
রসভরা তল তলে তুল।
এমন মেওয়া খাওয়া হয় নি যার,
শৃগাল কুকুরের ন্যায় বৃথা দেহ তার,
প্রাণ গেলে এবার, ছাড়বো না ত আর,
আমার তাত খেতে হল ॥ ৫৩৩

কালাংড়া—কাওয়ালী।

প্রবীণে পীরিতি জানে, প্রেমের অঙ্গ তার।
নবীনে স্বভাব গুণে, সে ভাব ধরা ভার।
প্রেমময়ী প্রেমাধার, দেহ ধরে নির্ব্বিকার,
সাধু বই কে জানে আর, সতের ব্যবহার;—
আকার বিহনে সেবা, সব ফক্কিকার;—
গুরুসুখে সুখ পায়, যার হয় সে সঞ্চার।
ভাল লোকে ভালবাসে, গুরু দরশনে আসে,
লৌহ সুবর্ণ প্রকাশে, যেন পরশে;—
তড়িত জড়িত করে, ভক্তির ফাঁশে;—
সুধার্ণবে ডুবে মন, ভুলে যায় সাঁতার।
নচ্ছারে জন্মায় না সার, সে রস বোধ নাহি যার,
আঁধারে নাপায় বার, একে ধরে আর;—
কার শ্রাদ্ধ কে বা করে, খোলা কাটা সার;—
রস হীন দ্রব্যে কি সন্তোষ রসনার।
না হ'তে প্রেম বরণ তুলে, মরে ভস্মে ঘৃত ঢেলে,
আপনার মার্গে শাল, আপনি দেয় ঠেলে;
কেঁদে কেঁদে ভ'জে সেধে, নাহি পায় নিস্তার ॥ ৫৩৪

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পুরুষ পরশ খনি ধনী কি জেনেও জাননা,
সর্ব্ব শক্তি অর্শে তাতে পর্শে লৌহ করে সোনা।
স্থাবর জঙ্গম আদিতে, অবস্থিতি সর্ব্বভূতে,
অলেপক নাই ধরতে ছুঁতে, সুপ্রকাশ দর্শন মিলেনা ;—
অতুল্য সে পরম রত্ন, জগতে নাই তার তুলনা ॥
জীবনের জীবন ধন, মনের মন প্রাণের প্রাণ,
সর্ব্ব কারণের কারণ, নাহি কোন উপাসনা ;—
অনল শীতল করে হরে অখিল-কামনা।
সত্ব রজ তম তিন, যাহাতে জীব হয় বন্ধন,
প্রকৃতির অনায়াস গুণ, উপায় গো ত্রিলোচনা ;—
সুস্থির না হয় কেহ, বহু তার সাধ্য সাধনা ॥ ৫৩৫

পঞ্চম—তেতালা।

সেকি অন্তরে থাকে,যার অন্তরে ফোটে,
মধুবর্ত্তী কমলিনীর নির্হেতু প্রেম ঘটে।
নিত্য সরোবরে স্থিতি, অবলা সরলা অতি,
ডাকিতে নাহি সঙ্গতি, আপনি বঁধু ছোটে।
জীবনে জীবিত থেকে, জীবন অধিক দেখে,
সে কেন ভুলিবে তাকে, অনাহুত জোটে।
প্রফুল্ল হৃদয় যার, সেই মর্ম্ম জানে তার,
পলকে হেরে আঁধার, যার পরাণ ফাটে।
যে না চেনে জগৎসখা, তার অন্তরে নানা ধোঁকা,
প্রেম জানেনা গুবরে পোকা, পাপড়ী বসে কাটে ॥ ৫৩৬

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

প্রভু যদি দিলে চক্ষুদান,
তোমার চক্ষে তোমায় হেরি,কমল-নয়ান।

শ্রবণে শুনি বাঁশরী, বদনে সুধাপান করি,
নয়নে রূপ নেহারি, জুড়াই জীবন প্রাণ।
কি শুনালে মধুর বাণী, শুনিয়ে জুড়াল প্রাণি,
এসো রাখি চরণ দু খানি, হৃদয়ে দিয়ে স্থান।
ওহে ওভবকাণ্ডারী, দাঁড়াও এসে এই তরী,
হরিষে বলিয়ে হরি, তরি ভব-তুফাণ ॥ ৫৩৭

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—আড়খেমটা।

কেন হেলায় ডুবাও ভেলা, হয়ে চিনির বলদ বয়ে ছালা।
সার কর শ্রীনাথের চরণ, সাধুর কাছে জেনে করণ,
যে সে রূপে হলে স্মরণ, ঘুচবে ত্রিতাপ শমন-জ্বালা।
ভাব দেখে তোর মরি লাজে, অজা যেমন যুদ্ধে সাজে,
মহৎকর্ম্ম লোকে বোঝে, মিছে কর ছেলেখেলা ॥ ৫৩৮

কালাংড়া—একতালা।

বিদ্যা বুদ্ধিতে কি করে, অভিমানে মন মরে ঘুরে,
লিপি ভিন্ন হয়না অন্য, ধন্য বিধাতারে।
ভ্রমে ভ্রমি রাস্তা গলি, গরমে করে সকলি,
পড়ে শুনে হয় হাড়কালি, দম্ভ অহঙ্কারে ॥ ৫৩৯

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

প্রাণ কেন গো এমন করে, তারে নাহি হেরিলে, সখি।
মন ত মনে করে সদা, স্ব-সুখেতে থাকি ॥
শয়নে নিদ্রা নাহি হয়, জাগিলে বিদরে হৃদয়,
কি ভাব হয় উদয়, ঝোরে দুটি আঁখি ॥ ৫৪০

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

গুরুতত্ত্ব বিনে রে, অর্থ—অনর্থ সাধন,
সুখে সুখ পরিহরি, কাকের অন্বেষণ।
না চিনিলে অমিয় খনি, অধনীরে ধনী গণি,
ত্যজিয়ে নীলকান্ত মণি, কাচে রে যতন।
চকোরে ক'রে বঞ্চন, পেঁচারে দিব্য আসন,
কাটিয়ে চন্দন বন, এরণ্ডের সৃজন ॥ ৫৪১

মিশ্র—খেমটা।

কে যাবি আয় নমাজ দিতে,
ও কে খোদার আন্দা বান্দা ফকীর,
ডাকছে ফকীর আয়না সাথে।
সে বড় জান্দাপীর, তার পোঁদে নাই ছিদ্দির,
ফিকির করে দিলে জা'গীর, বুঝবে যে ফকীর ;—
তার এ ধার ও ধার নাই পারাবার,
বিজ দরিয়ার মাঝারেতে ॥ ৫৪২

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

ব্রহ্মানন্দ কলেবর, নয়ন শীতল ভাতি, প্রাণ মনোহর।
করিয়ে সারূপ্য ব্রত, রতি পতি প্রদানত,
পদ নখে উদয় কত, দিবাকর।
সাধু হৃদি পদ্মে বসি, সুপ্রকাশ অহর্ নিশি,
লাজে লুকায় গগন-শশী, হেরে সে অধর।
জিনিয়ে উচ্চ সুমেরু, রত্নবেদী তায় সুচারু,
বিরাজিত সদ্‌গুরু, পরাৎপর।
পাইয়ে পরম প্রীতি, নিরবধি করে গতি,
সর্ব্বভূতে অবস্থিতি, চরাচর ॥ ৫৪৩

মিশ্র—খেমটা।

অন্তরে যার নীরদবরণ চিকণ কালা,
কাজ কি ভাই, তার আর জপের মালা।
ও তার কি কাজ সাধন, কি কাজ ভজন,
হৃদয়ে মদনমোহন, করে খেলা।
তার কোথা লাগে বিধি, ঘরে অনিমাদির আদি,
বহে প্রেমাম্বুধি, সুধাধারা ;
করে সর্ব্বস্বান্ত পণ, সঁপে প্রাণ মন,
হয়েছে ভবার্ণবের ভেলা॥ ৫৪৪॥

মাল্‌কোষ—মধ্যমান।

মনের অনুরাগে স্বরাগে যে র'বে,
না ভ'জে উপজে প্রেম, কাজে প্রকাশিবে।
প্রবল অনল মুখে, সদা র'বে অনিমিকে,
পলকে আঁখি পলকে, প্রলয় গণিবে।
স্বভাবত প্রেম শক্তি, শ্রীমুখেতে আছে উক্তি,
অহেতু জন্মিবে ভক্তি, ভাবে বুঝা যাবে॥ ৫৪৫

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

কহ প্রাণ কিসে মান, এত হলো চাঁদবদনি,
এ দুঃখ কি হিয়ায় সয়, বিদরয় প্রাণি।
হয়ে থাকে অপরাধ, মোরে প্রেম-ডোরে বাঁধ,
কেঁদে কেন প্রাণে বধ, প্রমাদ গণি।
বিতরিয়ে দাসে রস, প্রেমময়ী ক্ষম রোষ,
কি করেছি স্বভাব দোষ, কিছুই না জানি। ৫৪৬

পীলু—যৎ।

পীরিতি-সাগরে তরঙ্গ হেরি,
আতঙ্গে ডুবাব না তরুণ তরী।
জীয়ন্তে মরে সব, ডুবিলে ডুবে বাব,
মাঝি তায় করিব, নব কাণ্ডারী।
জীবো কি মরিব, ফিরে না চাহিব,
নিতান্ত দেখিব, প্রাণান্ত করি।
ক'রে বহু শ্রম, খুঁজিব নরোত্তম,
যে জানে সে প্রেম, হইব তারি ॥ ৫৪৭

পীলু—যৎ।

বিধি যদি তোমায় নিধি গঠিলে,
রূপ কেন দিলে—প্রেম না দিলে।
প্রভা বাড়িত, কত শোভা হ'ত,
চকোর মিলিত, সুধা থাকিলে।
প্রফুল্ল করিত, সরসে থাকিত,
বঁধু বশ হত, মধু খাইলে।
জ্ঞান তব নাম, শুনিতে উত্তম,
কি হেতু এ ভ্রম, নাহি নাশিলে।
কর্ম্ম অকর্ম্ম ফল, ভুঞ্জিতে জন্ম হল,
দহন করিতে তুল, বল প্রকাশিলে।
সে প্রেম সুখখনি, শুনলে সে কাহিনী,
আপনারে আপনি, থাকিতে ভুলে ॥ ৫৪৮

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

দেহসুখে মন ভুলেছে, তারে কি হবে সাধিলে,
ভজিলে কি হয়, ধরে ঝুলি, লোক দেখান ছলে।

আদরে আদর বাড়ে, আদর পেলে কে কায় ছাড়ে,
পাঁচ জনে চেপেছে ঘাড়ে, পড়ে মহাজালে।
দেখা দেখি চক্ষু মুদে, অন্তর নাহিক কাঁদে,
পেটেতে নাহিক ক্ষিদে, অনুরোধে গিলে।
বিষয়ে থাকিলে ডুবে, কত সূক্ষ্ম লাভ হবে,
আপনি ঠেকেছি লোভে, ইন্দুর মারা কলে।
উত্তম হ'তে উত্তম, অকলঙ্ক শশী সম,
সুনির্ম্মল পরাক্রম, কৈতব কি চলে ॥ ৫৪৯

সিন্ধু—মধ্যমান।

পীরিত করেছ মন সাধুর সঙ্গে,
তবে মজনা মন মায়ার রঙ্গে।
দেখিছ'ত মন মায়ার খেলা,
যারে সঁপ শির, সে কাটে গলা,
যখন দেহ ছেড়ে প্রাণ পলাবে,
তখন কারে পাবে সঙ্গে ॥ ৫৫০

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

পূর্ণ ইন্দু সুধাশয়,
অপার করুণাসিন্ধু, কৃপাল কৃপাময়।
জিনিয়ে উচ্চ সুমেরু, সর্ব্বাতীত কল্পতরু,
বিরাজিত সদ্‌গুরু, মহান মহাশয়।
সুপ্রকাশ অহর্‌ নিশি, বরিষে অমিয় রাশি,
পরশিতে অর্দ্ধশশী, বামন সম হয় ॥ ৫৫১

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

পরের প্রেম নাই রে প্রয়োজন,
দিয়েছি বিদেশীর প্রেম—বিসর্জ্জন।
পেয়েছি স্বদেশী গোরা, নিত্যানন্দ রসে ভোরা,
আপনার মনচোরা, নিরঞ্জন।
চিন্তামণি থাকতে ঘরে, মরব কেন চিন্তা করে,
রয়েছে আপন অন্তরে, আপনারি ধন ॥ ৫৫২

কালাংড়া—আড়খেমটা।

নয়ন যদি চিন্ত তারে, তবে দেখ্ ত সর্ব্বত্তরে,
জ্ঞানাঞ্জনে ফুটলে আঁখি, আর কি পাশরে।
সুখ পেয়ে কে হয় অসুখী, ভাসে সুখে রূপ নিরখি,
বর্ত্তমানে ডাকাডাকি, বল কে কার করে।
আপন দোষে আপনি ঝোরে, ডুবে মরীচিকা-নীরে,
সে বিরাজে চরাচরে, অন্তর বাহিরে ॥ ৫৫৩

রামপ্রসাদী—একতালা।

আমি ছিলাম ত কিনারায় ঘেসে,
তরী বেধে কোসে, স্বীয় পাশে।
ক্রমেতে জল এল বেড়ে, উঠলো নঙ্গর জল ছেড়ে,
নারি রাখতে ধ্বজা ধ্বজী গেড়ে (মনরে)
কাছি ছেড়ে যায় রে ভেসে ॥ ৫৫৪

ঝিঁঝিট—একতালা।

হায় কিসের লাগিয়ে, বিদরয় হিয়ে,
উঠে চমকিয়ে, সঘনে।

অকস্মাৎ একি প্রেম উপজিল,
সলিল বহিছে নয়নে ;—
বুঝি শ্যামের বাঁশী বাজে বিপিনে।
নইলে কেন অঙ্গ অবশ হইল,
সুধা বরষিছে শ্রবণে ;—
সই ওই দেখ শ্যামের বাঁশী,
বাজে বিপিনে ॥ ৫৫৫

টোড়ী—মধ্যমান।

জান না পীরিতি হে লম্পট,
তোমার সঙ্গে প্রেম মিছে, পিছে হে পিছে হট।
যত্নে কামধেনু দুয়ে খেতে নার হবি,
ঘন ঘনাবৃত পয়, নট হে, কর নট।
যেন নব জলধর, উদয় মনোহর,
অনন্য চাতকী যার, শেষ কর চম্পট।
ওহে ওহুর্লভ নিধি বিধির অগোচর,
স্বপনে জানি না মনে কি ঘটনায় ঘটো।
অবলা সরলা বালা, জ্বালায় জ্বালা দিতে পার,
অঙ্গ বাঁকা, চরণ বাঁকা, বাঁকার শিরোমণি বট ॥ ৫৫৬

টোড়ী—মধ্যমান।

মরে যাই বাঁচিনে হে, বাঁচিনে।
অভেদে উপজে বিচ্ছেদ, এ খেদ সহেনা প্রাণে।
অধিনী যে প্রেম ভুক, নয়নে না দেখ ;—
জেনে কেন ঘুমিয়ে থাক, রাগ রাখ চরণে।
অকুলে ভাসিছে তরী, কাণ্ডারী বিহনে ;—
অদরশনে জপমালা, বিষের জ্বালাত জানিনে ॥ ৫৫৭

টোড়ী—মধ্যমান।

কি কব তোমারে হে কেশব,
তব অদর্শনে ভাসি হইয়ে কেশব।
জটিলার যন্ত্রনা, সদাই সুচারু ;—
ভয়ে প্রকাশিনে কারু, জানেন গুরু সব।
রহিতে না পারি দেশে, কুটিলার দ্বেষে ;—
যেন শমন ধরে কেশে, নাথ হে কত স'ব ॥ ৫৫৮

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

আজন্ম পঙ্কজ বনে, শ্রীনাথের শ্রীচরণে,
আনন্দে আনন্দে আছি মকরন্দ সুধা পানে।
নিরখি নবঘন শ্যাম, পূর্ণেতে পূর্ণ মনস্কাম,
সাধু সঙ্গের নাইক বিরাম, অবিশ্রাম নাম সংকীর্ত্তনে।
প্রফুল্ল হৃদ্ কমলিনী, রস রঙ্গে দিনমণি,
বিষাদিত কুমদিনী, প্রমাদ গণে মনে মনে।
ভজন সাধন ক্ষান্ত, সুখেতে প্রাণ শীতল শান্ত,
প্রেম সুধার নাহি অন্ত, রাধাকান্ত দরশনে ॥ ৫৫৯

আলাহিয়া—জলদ একতালা।

কররে মন কর পরমার্থ,
সত্বরেতে কর তাহার তত্ত্ব।
আন শীঘ্র করি, সেম্পেন সেরি,—
সহেনা আর দেরি, হব উন্মত্ত।
যাঁড়ে ভাড়ে সাঁড়ে হইলে অক্কি,
আনন্দ বাড়িবে, তাহার সাক্ষি,
শমন হবে জয়, নাহিক সংশয়,
কিন্তু আছে ভয়, খানা আর গর্ত্ত॥ ৫৬০

সুরটমল্লার—আড়াঠেকা।

কেন গো বারণ কর না, (রাণী)
যে দৌরাত্ম্য করে গোপাল তাকি জান না।
ভাণ্ড ভেঙ্গে ননী খায়, বল্লে কালা গালি দেয়,
আমরা কি তোর ছেলের দায়, ব্রজে র'ব না।
ছেলে নয় কল্পতরু, কেবলি নাটের গুরু,
বড় হ'লে বুঝি কারু, কুল র'বে না॥ ৫৬১

সোহিনী—আড়াঠেকা।

প্রিয়জন কথায় আর কিবা প্রয়োজন,
স্বধর্ম্ম সাধনে যদি, না ফুটিল নয়ন।
গরজে হয়ে গরজী, হ'লে কি হয় কাজের কাজী,
প্রেম নয় সে ভোজের বাজী, নিশার স্বপন।
স্বধর্ম্মে না হ'লে রাজি, সকলি মনের কারসাজি,
চেনা যাবে না আন্দাজি, মানুষ রতন॥ ৫৬২

ললিত—আড়াঠেকা।

প্রসীদ প্রসীদ গুরো, সঙ্কটে শঙ্কর,
অনাদি কালের পাপে, ত্রিতাপে জ্বর জ্বর।
ওহে অধমের গতি, অবোধ নাহি জানে স্তুতি,
দেহ তব পদে মতি, পতিত পাবন ;—
দুরন্ত অশান্ত ভ্রান্ত মম মন ;—
ওহে শ্রেষ্ঠ পরম ইষ্ট, দুরদৃষ্ট কর দূর॥ ৫৬৩॥

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

চিন্তামণি কে চিনিবে, কৃপা না করিলে শিবে।
আছে স্বমন আবরণ সাধারণ জীবে।

ধনী বই কে মণি দিবে,কাল সাপিনী কে জাগাবে,
কার প্রভাবে রাত্রি দিবে, মরুৎ বহিবে;
হয়ে ভীত রবিসুত, না প্রবেশিবে ;
দূরে যাবে মৃত্যু ভয়, মৃত্যুঞ্জয় হবে ॥ ৫৬৪

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

ভারি বিনে বল কে বহিবে প্রেম-ভার,
মানুষের ভিতরে আছে মানুষ সার অসার।
শুদ্ধসত্ব গুণনিধি, প্রপঞ্চ কল্পিত বিধি,
সমান ওজন দুজন যদি, ডোবে গিয়ে একত্তর।
ডুবিয়ে অতল রসে, সুবর্ণ থাকে সন্তোষে,
লঘু দোষে তুল ভাসে, ভ্রমে অকুল পাথার।
কাঞ্চনে লাগিলে আগুন, সে উজ্জ্বল হয় দ্বিগুণ,
কাপাসের কপাল বেগুন, পুড়ে হয় সে ছার খার ॥৫৬৫॥

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

গুরু কি চমৎকার লীলে, কলিযুগে প্রকাশিলে,
আমি কি বুঝিব নর, অনন্ত না অন্ত পেলে।
সকলি করিতে পার, থালির ভিতর হাতী পোর,
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরিবর, বেদ পারগ হয় দুধের ছেলে।
কার্য্য যে তব অদ্ভুত, সাধ্য কে হইবে জ্ঞাত,
প্রকাশ করিলে যত, দ্বাপরে যা বলেছিলে ॥ ৫৬৬ ॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

কি হলো ভেক প্রবেশিল কমল-কাননে,
মুদিত কমলিনী বেহাত, দিননাথ দরশনে।

নাহি জানে মণ্ডুক পাল, কমলিনী মধু ভরে ছিল,
অসামাল বঁধু দরশনে ;
মন্দ মন্দ বায়ু বহে, রসরাজ সুস্থির নহে,
মৃণাল কত দোল সহে, যুগল বিহনে ॥ ৫৬৭॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

একি সুখদ সময়,
মেঘ চাহিতে কেন হেরি, বারি ধারা বয়।
উহরেতে উঠতো ধুলো, নদী নালা সম হল,
চাতকীর পিপাসা গেল, পুরিল আশয়।
ঘনাচ্ছন্ন দৃষ্টি ছিল, নবঘন প্রকাশিল, জুড়াল হৃদয় ;
সুশীতল নগর বাসী, আনন্দ সাগরে ভাসি,
প্রফুল্ল কমলে বসি, বঁধু মধু খায় ॥ ৫৬৮ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

এখন কেন ভাবিছ,
অনুরাগে বিধুমুখী প্রাণ সঁপেছ।
জহরীরে লাজ দিয়ে, নয়নে নয়ন মিলায়ে,
পীরিতি কষ্ঠিতে প্রিয়ে, কসে নিয়েছ।
বিধি মতে আছে জানা, তাই করেছিলাম মানা,
রাগ ভরে শুনিলে না, সুখেত আছ ॥ ৫৬৯ ॥

কালাংড়া—আড়খেমটা।

নগর বাসী বুঝে চলো,
ঘোর নিশি আঁধার এলো।
মহাতেজে মহাতেজা মজার মানুষ সব লুকাল।

ধন্য মহাজন প্রভৃতি, নিত্যধামে তাদের স্থিতি,
অরুণ জিনিয়ে ভাতি, নির্ম্মল জ্যোতি অন্তে গেল।
তারা এসেছিল ভবে, নিস্তার করিতে জীবে,
তাদের প্রেমের ভাব লাভে, সৌরভে জগৎ মেতেছিল ॥ ৫৭০ ॥

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি পীরিতি নাহি জানি, ধনী যে প্রেমের খনি,
পরশে উপজে রস, পুরুষ পরশ মণি।
সুযোগ হলে পরস্পরে, অবিরত সুধা ক্ষরে,
জন্ম মৃত্যু জরা হরে, জীবে করে ত্রিশূল পাণি।
রসনা অতিত ধ্বনি, অব্যক্ত সে দৈব বাণী,
শিব যারে প্রণব মানি, ভাবিয়ে প্রমাদ গণি ॥ ৫৭১ ॥

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

সুধু সুধু বঁধু বঁধু করা উচিত নয়,
হৃদয় নলিনী ফুলে, না হলে মধু সঞ্চয়।
চাঁদ বদনী মনে বোঝ, যায় বিরাজে ব্রজরাজ,
রূপে কি সাজে সে কায, জারজ যগুপি হয়।
অপ্রকট কমল কলি, তাহে নাহি বসে অলি,
রসময়ের রস কেলি, কভু না সম্ভবে তায় ॥ ৫৭২ ॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

কলুর পীরিতে ভুলিলে,
চালায় কলে কুতূহলে।
যার সর্ষপ, তিল—তারি তৈল, খোল আমার কপালে।

সকাম ঘানি বসায়ে, স্বভাব যোয়াল স্কন্ধে দিয়ে,
চক্ষেতে ঠুলি লাগায়ে, কোসে লেজ মলে।
ঘন ঘণ্টা বাজে গলে, বলদ আনন্দে চলে,
পথ ত ফুরায় না মলে, চক্রের কৌশলে ॥৫৭৩॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

যে পারে সেই পারাপারের কাণ্ডারী যার আছে।
সুখ সাগরে সেই তরী,আনন্দে ভাসিছে।
ভাবিয়ে চরণার বিন্দু ,লজ্জিয়ে যায় অর্ক ইন্দু,
তার কিসে ভয় ভবসিন্ধু, গোষ্পদ দেখিছে।
হইয়ে কাজের কাজি, আর ত চলে না আন্দাজি,
মহাগুরু পেয়ে মাজি,হাল ধরে বসেছে ॥৫৭৪॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

সামান্যে কি উপজে প্রেম। (গুরুপদে)
বন্ধ্যা জনে নাহি জানে, প্রসবের পরিশ্রম।
যার হয় নি সে আছে ভাল, রাখিয়াছে জাতি কূল,
জানেনা বিচ্ছেদানল, কি যন্ত্রনা মম ;—
সজীব জীবন জ্বলে দাবাগ্নি সম ;—
সমতা না থাকে কায়, যায় মোহময় অহংভ্রম।
(অনুরাগী)
সহজ পদারবিন্দু, পূর্ণানন্দ প্রেমসিন্ধু,
যেন কোটী অর্ক ইন্দু, নাশিছে তম ;
ডুবিলে উত্তম পদে, পায় উত্তম ;
হেরিয়ে যে নাম না লয়, সে নরাধম ॥৫৭৫॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

জানি হে, যে যায় যত ভালবাসে,
বিনে মধু, কেউ না শুধু, সুধা বরষে।
বিপদে পড়িলে কমলিনীর কায়,
প্রিয়বন্ধু রবি আসিয়ে সুধায়,
অন্তরের কথা, কইতে মর্ম্মে ব্যথা,
অসময় কে কোথা, কাহারে তোষে।
তেমতি পীরিতি তব দেখা যায়,
উত্তাপিত কর নব কলিকায়,
দয়া যদি রয়, বুঝবো দয়াময়,
বয়স তেমন নয়, কায কি প্রকাশে।
না করিলে সুখী না দেখি উপায়,
বিনি লাভে বল কে কোথায় ধায়,
ঘুচাব কি খোঁ, হয়নি ক সে জো,
না ফুটিলে মধুপ, নাহি মুকুলে বসে ॥ ৫৭৬ ॥

বাহার—আড়াঠেকা।

চৈতন্য চরিতামৃত পান কর মন,
গৌর পদে করে প্রাণ সমর্পন।
সুপ্রসন্ন ইষ্টদেব, ভাগ্যে যদি হল তব,
পাইয়ে অমিয়ার্ণব, ভাব অকারণ।
বর্ত্তমান পেয়ে বদন, নাসিকায় কেন ওদন,
দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ, কর সমর্পণ।
নগদ দেক্কে পাবে চ'কে, পিবে সত্য সাধু মুখে,
ভাসিবে প্রেমানন্দ সুখে, জুড়াবে জীবন।
খাইতে নাহিক জানে, বেড়ায় কেবল পাঠ শুনে,
শেষে মরে হাপুগুণে, করিয়ে রোদন।

যত করে পরমার্থ, সকলি হইবে ব্যর্থ,
না জানিয়ে আত্মতত্ত্ব, সতের বচন ॥ ৫৭৭

পঞ্চম—মধ্যমান।

সাধে কি ছল করে বনে আসি,
অবশ করে নেয়, রস—রসিক রসের প্রয়াসী।
যে যার মনোনীত, সে তারে চায় যত,
অন্যেরে সে কথা বুঝাব কত ;
পীরিতের রীত, হয় অনুগত, সদত পরত, দিবস নিশি।
চম্বুক পুরুষ লোহ রমণী, পরশ না হতে হরে পরাণী,
সঙ্কেত ইঙ্গিতে, ভাবের ভঙ্গিতে,
সঙ্গিনী মজাতে, বাজে সে বাঁশী।
থাকি গৃহ মাঝে, গুরু সমাজে, অকস্মাৎ বাজে হৃদয় মাঝে,
নাহি বোঝে কায, পাই কত লাজ, পরিধান সাজ, পড়য়ে খসি।
লোক লাজ ভয় নাহি কিছু তার, সরলা বধিতে আনন্দ অপার,
উপায় কি বল, পরাণ বিকল, বাঁশী নিলে জাতি কুল,
সুধা বরষি ॥ ৫৭৮

কালাংড়া—আড়খেমটা।

প্রাণের প্রাণের মানুষ যার, মনে পড়েছে,
পেলে মহারত্ন, কে চায় যত্ন, করিতে কাঁচে।
করে ব্রহ্মপদ তেজ্য, চায়না ষড় ঐশ্বর্য্য,
কি ছার বিষয় রাজ্য, তার কাছে।
যার স্বধর্ম্ম সেই তা জানে, চুম্বুকে নেয় লোহা টেনে,
অপ্রেমিক কি সে মর্ম্ম জানে ;—
ভুলে আপন বাহ্য, হয় অধৈর্য্য,
যে না দেখলে রূপ মাধুর্য্য, তার সব মিছে।

অসারেতে পেতে সার, অসাধ বল আছে কার,
ঘুচাতে মনের আঁধার ;—
চিত্ত আনন্দে তার, খেলে সাতার,
না চাইতে চতুর্বর্গ আবার, ধায় তার পিছে॥ ৫৭৯

কালাংড়া—মধ্যমান।

প্রেম—ধনী বিনে কভু না সম্ভবে,
হেন ধন নাহিক যার, কি করে তার ভাবে।
ধনীর প্রেম আহ্লাদে, নির্ধনী ধায় মনের সাধে.
লোকে বলে খোসামুদে, দেখ মনে ভেবে।
পোষাক করিয়ে তোফা, হলে কি হয় আতর গোঁফা,
হাজার মুখে কর চোপা, ছাপা না রহিবে।
গরীবের গৌরব কাঁচা, ঝুটর থানে না রয় সাঁচা,
হাঁড়ি ঢন ঢন বাহিরে কোঁচা, লুকান না যাবে।
পর কাপড়ে বাবু ধোপা, প্রকাশ কথা না রয় ছাপা,
ছেড়া চুলের বাঁধা খোঁপা, কেবা না বুঝিবে। ৫৮০

পীলু—যৎ।

জীয়ন্ত থাকিতে হয় ক্ষান্ত, ভ্রান্ত সেই জন,
মানব দেহে গুরু তরু করিয়ে রোপন।
নিত্য বসি বৃক্ষমূলে, সাধু সঙ্গে কুতূহলে,
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে, না করে সিঞ্চন।
সর্ব্ব কর্ম্ম তার মিছে, বিফল ফেরে পিছে পিছে,
প্রেম ফল সেই গাছে, না হয় কদাচন।
যে জন শিমুল্ল ফুল, রসের ঘরে তার ফোটে তুল,
বিষ হারায়ে চক্রকুল, ধরে তার মন। ৫৮১

পালু—যৎ।

হরিনাম শ্রবন সংকীর্ত্তন গান,
সাধুর বদনে সুধার সমান।
ভাবিয়ে প্রাণ বঁধু, সবে ঝোরে শুধু,
না জানি কত মধু, সে বিধু বয়ান।
অবলা বলে, অফলা ফলে,
আপনি গলে, হৃদয় পাষাণ।
অমর করে, ক্ষুধা তৃষ্ণা হরে,
সরল অন্তরে, যদি করে পান।
বিনাশে সজল, ত্রিতাপ অনল,
বলে হরে বল, শীতল করে প্রাণ।
সে শক্তি না সঞ্চারে, কভু অন্য কারে,
জানা যায় ব্যবহারে, যেই ধরে ভান। ৫৮২

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

রূপের কথা বলবো কারে, ভাসি অমিয় সাগরে,
যে শোভা ধরে অধরে, নাই সে শশধরে।
পুরাতন পুরুষোত্তম, অনুপমা নাই সম,
দূরে যায় কলঙ্ক ভ্রম, শশী সুধা ক্ষরে।
কে কোথা দেখেছে এমন, অনশনে দুঃখ নিবারণ,
দরশনে চন্দ্রবদন, আহার নিদ্রা হরে।
দেখবো ব'লে ধ'রে কত জন, পেটের জ্বালায় চায় না সে ধন,
অদর্শনে করে ওদন, আনন্দ বাজারে।
পয়সা না থাকিলে প্রমাদ, পয়সা দিলে মেলে অগাদ,
প্রসাদে হয় পূর্ণিত সাধ, কেবা সে চাঁদ হেরে॥ ৫৮৩

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

যে যা দেখেছে নয়নে, তাই সখি তায় পড়ে মনে,
কোথা কার উপজে প্রেম, নির্হেতু গগনে।
কভু না নিরখি চ'কে, অকস্মাৎ থেকে থেকে,
প্রাণ কেন প্রেম সুখে, ভাসে অকারণে।
কখন বিষণ্ণ থাকি, বসনে বদন ঢাকি,
কভু ঢল ঢল দেখি, প্রেম সুধা পানে।
কভু থাকি উর্দ্ধমুখী, ছল ছল দুটি আঁখি,
না জানি কি জন্য দুঃখী, কার অদর্শনে॥ ৫৮৪

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভাল নয় ভাল নয় মন, এ পণ তোমার,
নাহি যেচে—সাচা, মিছে—পরবে প্রেম-হার।
যাহার নয়ন ভাল, দিনমণি তার উজ্জ্বল,
লোচন হীনের কিবা ফল, মুকুট ব্যবহার।
রসিক হিয়ে এ শোভিছে, জন্মে না অরসিক কাচে,
না বেছে প্রেম কল্লে যেচে, কলঙ্ক হবে সার।
উত্তম মধ্যম নিচে, যা ভাব সকলি মিছে,
তার কি তুলনা আছে, ত্রিজগতে আর।
অতএব তত্ত্ব শুন, গুরু-দত্তে ডুব মন,
তবে পাবে সে রতন, নইলে পাওয়া ভার॥ ৫৮৫

ললিত—আড়াঠেকা।

উঠ উঠ যাদুমণি গা তোল গা তোল রে।
যামিনী পোহাল। (ও নন্দ গোপাল)
রাখাল সব গোচারণে যায়, বলাই ডাকিছে তোমায়,
আলময় ভানুর উদয়, এ সময় কি নিদ্রা ভাল।

শারী শুক করিছে ধ্বনি, আনন্দিত সর্ব্ব প্রাণি,
এস খাও ক্ষির ননি, গোষ্ঠের বেলা হোল ॥ ৫৮৬

কালাংড়া—কাওয়ালী।

চিন্তামণি চিন্তে পার্‌বে হে কেন। (কাঙ্গালিনীকে)
নাইক সে ভাব বনমালী চন্দ্রাবলীর প্রাণ।
ধূলায় অঙ্গ ধূষর করা, চোর যেন পড়েছে ধরা,
দু নয়নে বইত ধারা, ভাঙ্গাতে মান ;
নিবারিতে চক্ষের জল ভিজিত বসন ;
হাঁসি পায় পায় ধরা ভাবিতে সে দিন।
সুখে থাকুক সুকমলা, রাই রাজার বোল বোলা,
পেয়েছি হুকুম বালা, করিতে বন্ধন ;
লেখা আছে জনম খৎ মনেতে জান,
পাঠালে তাই বলে যাই, শুন বা না শুন। ৫৮৭

সুরটমল্লার—মধ্যমান্।

সই কে দরদী আছে দরদ সই।
হেরিয়ে বদন শশী, প্রেম-দাসী হই।
করিয়ে প্রাণ অর্পন, প্রিয়জনে প্রয়োজন,
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান, সদা মন জই।
বুঝলে বোঝা ঘাড়ে সহে, যার ধন তার ধন নহে,
চোরের ধন বাটপাড়ে লহে, নেপো মারে দই।
অন্যে করিবে অন্যথা, দুর্লভ তাহার শ্রোতা,
কারে কই অন্তরের কথা, ব্যথার ব্যথিত কই।
কামনাতে হয় কামী, কল্পনায় করে স্বামী,
কত মত ভ্রমে ভ্রমি, আমি আমি নই।
জীয়ন্তে হইয়ে মরা, সত্যকে ধরেছে যারা,
বহুভাগ্যে বসুন্ধরা, না পায় তারা বই ॥ ৫৮৮

মিশ্র—খেম্‌টা।

শুধুই কি বঁধু ডাকলে আসে,
মধু না জন্মিলে ফুলে, মূলেরি রসে।
কমলিনী তার অঙ্গের ভূষণ,
কলিকার বশ নহে কদাচন,
প্রফুল্ল বদন হলে দরশন,
আনন্দ সদন করিয়ে বসে।
প্রিয়জন তার কুসুম কানন,
প্রিয়জনে টানে প্রিয়জনেরি মন,
বোঝে তা প্রবীণে, না জানে নবীনে,
জ্বলে কি কারণে, জলেতে ভেসে॥ ৫৮৯

——

মিশ্র—খেমটা।

আজ যে গোঁসাই এসেই অমনি যাও,
কি হল সত্য বল মাথা খাও।
অন্য দিন না ডাকতে এসে—হৃদে পশে,
কত হেসে রসের কথা কও—নাচ গাও।
মনের মত মন হলো না, করবো কি সন্তোষ,
নারীর পদে পদে দোষ—ক্ষম রোষ,
আমার কপট হৃদয়, সদা আঁধারময়,
তুমি শশী হয়ে তায়, উদয় পাও—সুধা বিলাও।
আমার ত্রুটি, কত কোটী—তুমি দয়াময়,
মাপ করহে হে আমার—ধরি পায়,
হল অঙ্গ ভারি, নাগাল ধরতে নারি,
চাঁদ বদন হেরি, ফিরে চাও—একবার তাকাও।
তুমি স্বামী, অন্তর্যামী—জান সবার মন,
তোমার বহু পরিজন—হে জীবন ;

ও নাথ কি দুঃখ পেলে—বল খুলে,
প্রেমাধিনী ফেলে, কোথা ধাও—কি সুখ পাও। ৫৯০

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

যোগে যাগে পাকালে কি গাছ পাকা বলে,
না ছুতে, না পর্শ হতে, আপন যুতে, না রং ধরিলে।
আপনি না হলে বৈরাগী, স্বভাবত সর্ব্ব ত্যাগী,
দেখা দেখি হলে যোগী, গ্রাসিবে কালে ;
অসময় ভূমিষ্ট হলে নষ্ট হয় ছেলে ;
আপনি ডেকে আনে রোগ, কর্ম্ম ভোগ ঘটে কপালে।
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম, ভজন সাধন পরিশ্রম,
ঘুচাইতে মনের ভ্রম, সাধু সৃজিলে ;
আজান বৃক্ষের বীজ আনি রোপিলে ;
আমূল ভ্রষ্ট হয় কি মিষ্ট, টিপে টাপে তায় নোয়ালে।
ভক্তের পুরাতে সাধ, ভূমেতে পাতিয়ে ফাঁদ,
ধরা দেয় আকাশের চাঁদ, বাক্যের কৌশলে ;
আসলে সুফল ফলে, না পায় নকলে ;
অপক্ক কভু সুপক্ক না হয়, অধিক কিলুলে। ৫৯১

কালাংড়া—মধ্যমান।

প্রেম কথায় ত নয়, কাজে তার পরিচয়।
যে ভালবাসে যাহারে, ব্যাভারে তা জানা যায়॥
স্বভাব প্রভাব গুণে, রসিক বোঝে আকর্ষণে,
চুম্বুকেতে লোহা টানে, ফলে ফল ঘটায়।
সাঁচা লুকায় ঝুটর খানে, জহরী প্রাণ সঁপে চেনে,
দরশন-দেয় নয়নে, মুখে কি বলতে হয়।

দিনকর শুভদিন করে, মেঘে যদি ঢাকে তারে,
কমল ফুটে সরোবরে, অন্তরে দেখা দেয়।
'অরসিক কি মর্ম্ম পাবে, স্বভাবে স্বধর্ম্ম খাবে,
লাভের লোভে লোহা রবে, সম্ভবে কি এ তায় ॥ ৫৯২

কালাংড়া—মধ্যমান।

সহজ প্রেম নির্ম্মল শশী সুধার আধার,
স্বকল্পিত মনেতে কেন, আচ্ছাদন কর আবার।
অযোনি সম্ভব দেহ, যোনিতে জন্মায় কেহ,
শত সিদ্ধ বেছে লহ, ওরে মন আমার ;
ত্রিবিধ মানুষ আছে প্রেম সাধ্য সার ;
অহং মদে নাহি হুস, সে মানুষ কিবল আঁধার।
প্রাণ সঁপে কি প্রাণ হারাবে, বুঝে ডোব মানুষ ভাবে,
ধরিলেও না ধরায় রবে, প্রপঞ্চ আকার ;
ফাঁকি দিয়ে পলাইবে একে হবে আর ;
জনমে না হবে সুখী, আঁখি না ফুটিবে আর। ৫৯৩

কালাংড়া—তেতালা।

মন বোঝেনা মনের ভ্রম, সাধুর সঙ্গে অসাধুর প্রেম।
বর্ত্তমানে বার পাওয়া ভার, নয়ন মুদে অনর্থ সার পরিশ্রম।
ত্রিতাপ তাপে হতে চায় জই, খুঁট মিলনে থাম পড়ে সই,
স্ব সুখ ঝড়ে উড়ে যায় উড়ো খই,
নাচারে বলে গোবিন্দায় নম।
রত্ন যদি রয় অস্থানে, জহরী ভাব দেখে চেনে,
দৃষ্টমানে—প্রেম গগনে, মনে মনে করে অধম ॥ ৫৯৪

কালাংড়া—কাওয়ালী।

নিদয় জনে কি ভেবে সদয় বল,
পূর্ব্বদিকের ভানু কেন পশ্চিমে উদয় হল।
হয়ে রিপুগণ সখা, কি লাগিয়ে ভ্রম একা,
স্বজনে যে দিলে দেখা, একি অকারণ;
ইন্দ্রিয় সমাজে লাজ পাবে তুমি মন;
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, এ কথা কি প্রকাশ ভাল।
ভ্রমেতে কি পথ ভুলে, কোথায় যেতে কোথা এলে,
জাত যাবে স্পর্শ হলে, ভাবিতে তখন;
শমন ভয়েতে বুঝি হইল স্মরণ;
আপনে চিনিবে তুমি, স্বপনে না মনে ছিল।
আত্মতত্ত্ব পাশরিলে, দেহের মধ্যে রাজা হলে,
সদা ছিলে রাজ-ভালে, ওরে মন আমার;
কার লেগে ত্যজ সুখের বিষয় ভাণ্ডার;
অহং দম্ভ কে হরিল, কিসে এ চক্ষু ফুটিল।
বোঝা গেল অভিপ্রায়, ঠেকেছ বিষম দায়,
হারায়েছ সে সবায়, কায় রাখা ভার;
বয়ান মাত্র লোচন নাই, দেখিছ আঁধার;
বলক্ষীণ বয়সে প্রবীণ, দন্ত হীন কেশ যেন তুল॥ ৫৯৫

কালাংড়া—কাওয়ালী।

যদি সহজ মানুষের কৃপায় অনুরাগ হল,
হরিরবে মন-করী দমন করিয়ে চল।
বৃথা কর সে আশয়, কৃষ্ণ-প্রেম হবার নয়,
আগে কর মন জয়, করিয়ে নিশ্চয়;—
নির্ম্মল হইলে হৃদয়, তবে যদি হয়;—
প্রকাশিলে মূলদীপ, দীপে আপন প্রদীপ জ্বাল।

করিয়ে দশের সঙ্গ, মাতিয়ে কু-মন-মাতঙ্গ,
প্রেমাঙ্কুর কচ্ছে ভঙ্গ, ওরে মন আমার ;
সিংহের বাচ্ছা শিকার করিতে কি আভার ;
হুহুঙ্কারে মেরে হাতী, গজমতি লও উজ্জল।
মজিয়ে বিষয়-মদে, না ভজিলে গুরু-পদে,
সুমন সদাই কাঁদে, করিয়ে বিষাদ ;
কৃষ্ণ-প্রেম-তরু-সেবা সাধে, সাধে বাদ ;
সদন করিছে বন, এ মন নিধন করাই ভাল ॥ ৫৯৬

মিশ্র—আড়াঠেকা।

ফুল দেখে মূল চিন্‌বি কিসে।
হয় ফুলে মধু—মূলের রসে ॥
কোন পথে—তার চলে নিগূঢ় রস,
সে মহাঘোরে অন্ধকারে করে সর্ব্বনাশ,
আবার জল শুকালে, কমল শুকায়,
মূল থাকে তার কাদায় মিশে ॥ ৫৯৭

সুরটমল্লার—আড়াঠেকা।

প্রেম-সাধ করা, উচিত নয়,
আগেতে আপনার মন না করিয়ে জয়।
আশয়ে কি পিপাসা ঘোচে,
জলাশয় হইলে মিছে,
বাদী তার ছয় জনা পিছে, আছে বহু ভয়।
মন না হলে মনের মত, করিলে পীরিতি-ব্রত,
উপজিবে নানা ছুত, তায় ভেঙ্গে যায়।
সিন্ধুতে সব মেলে বটে, কপাল গুণেতে ঘটে,
রত্নে মুক্তিক উঠে, শঠে যদি হয়

মণি লোভে ধনী কত, হল সবে পরাভূত,
মারা গেল শত শত, অন্যাহুত তায়।
কলঙ্ক-কুম্ভীর তাতে, গ্রাসে প্রেম হ'তে না হ'তে,
নেব না সই কোন মতে, থাকিতে সংশয়। ৫৯৮

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তা কই বাজারে বিকায়, রসিক মহাজন বিনে,
কেবা কোথা পায়।
খরিদ্দার যার রাধারাণী, সে করে তার বিকিকিনি,
কে বল হেন সন্ধানী, ধরি তার পায়।
তুল, মূল, আদা খানি, গুড়, দলো, ভূর, চিনি,
সব দোকানি ;
চিটে, মোটা, ছাঁটা, ধানী, লোক মুখে সস্তা শুনি,
ফড়ের কাছে রত্নমণি, সম্ভব তো না হয়॥ ৫৯৯

সোহিনী—মধ্যমান।

হীরে—কাচের সম নরাধমে দেখে,
নর-পশু পুরুষোত্তম না নিরখে চোক্কে।
গুরু-রত্ন নাহি চিনি, ভ্রমেতে ভ্রমে অবনী,
নরোত্তম বই পরেশ মণি, যতনে কে রাখে।
নিত্য মুক্ত আনন্দ সদা, নাহি কোন নিষেধ বাধা,
পশু কর্ম্ম ডোরে বাঁধা, গুপ্ত না রয় পাকে।
সফল বিফল কাজে ফলে, ধর্ম্মের কল বাতাসে খেলে,
মনের কথা কে কায় বলে, সাধু চলে ফাঁকে॥ ৬০০

মিশ্র—খেমটা।

স্থির করে স্থির হয়ে বসো সই,
যদি ভজন বাদী হবে জই।

গুরু কুণ্ডলি আকার, ছিল নিদ্রাযোগ তার,
আঁধারে সে কাল সাপিনী খেলে সাধ্য কার ;—
তোমরা জেনে শুনে, সাপুড়ে এনে,
তায় ঘাঁটিয়েছ, আর এড়ান কই।
করলে রোজারে অস্থির, হয় যদি সুর বীর,
দংশিলে বাঁচাতে নারে, কি পেগম্বর পীর ;
তার করণ শুন, ঝাড়ান মান,
তৈয়ার ফসলে কেন টান মই।
ভজ শ্রীগুরু চরণ, হবে শক্তি উদ্দীপন,
অরুণ উদয়ে তিমির ভয়, রয় না কদাচন ;
হয়ে চিন্তে কানা, ডোঙ্গা খানা,
লেজ তুলে দেখলে না, এঁড়ে কি নই।
ঘৃত অন্নেরি সেবায়, দেখ পুষ্টি করে কায়,
গরুর গায় থাকতে তা, কেন খোল বিচালি খায় ;
বল যে যাতে পায়, সেই তায় ধায়,
সাধকের নাইক উপায়, সাধন বই ॥ ৬০১

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

যদি হে নিশ্চিৎ জ্ঞানে, মনে মনে জান,
চিরদিন এই দেহে রবে না এ প্রাণ।
সাধু সঙ্গে প্রমোদে, রস রঙ্গে অবিবাদে,
মনের সাধে গুরু-পদে, কর তায় অর্পণ।
দেশ মাশুল এ কথা প্রচার, শমন দমন সার,
চরণ কমলে তার, বিলম্ব আর কেন।
মায়াময় কায়া-প্রেম-রস, অনিত্য—নয় কার বশ,
অমিয় ত্যজিয়ে বিষ, অকারণ অশন।
সাধু শান্ত চিনে নিজ দোষ, পদাম্বুজে করেন প্রবেশ,
অর্ব্বাচীন খায় বলিয়ে বেশ, শেষ করে রোদন ॥ ৬০২

পরজবাহার—খেম্‌টা।

আগে মন কর নিরূপণ, প্রেম হবে যাতে,
আনন্দে খেলবে সাঁতার, ফল পাবে তার হাতে হাতে।
আদত পাঁচ ভূতের জমি, কার বা ধাম কেবা ধামী,
কেবা তার ভূস্বামী, কেবা আমি থাকি তাতে।
চোদ্দপোয়া-নব-দ্বারে, চোদ্দপোয়া ঢুকতে নারে.
কেমন করে তার ভিতরে, কে এসে যায় আজান পথে।
কেবা বীজ রোপণ করে, কেবা তায় ফল ধরে.
কেইবা সে জন ঘোরে, বিধাতার এই কলমেতে।
এ তত্ত্ব জানে না যে জন, পীরিত করে নিশির স্বপন,
নানা যোনি করে ভ্রমণ, জন্ম যায় তার অধঃপাতে।
কোঁচা হীন কাছা খোলা, ছাপা আর তিলক মালা,
ঝুলায়ে মস্ত ঝোলা, কে না পারে কর ঘুরাতে ॥ ৬০৩

পীলু—যৎ।

না বুঝে মজেছি, পেয়েছি প্রতিফল,
ভাসিছে শব অঙ্গ, অকারণ কারণ-জল।
মর্ম্মে মর্ম্ম টানে, স্বধর্ম্মে ধর্ম্ম জানে,
সুখে আছে সুধা পানে, যার চিত্ত সুনির্ম্মল।
কালে অকালে, আমি না থাকিলে,
অতলে কুতূহলে, সত্যে চলে নিত্য কল।
সয়ে না হলে সই, এ কথা কারে বা কই,
প্রেমময়ী বই—জই, হওয়া ভার ত্রিতাপ অনল।
পড়িয়ে প্রমাদে, কি করিবে মনের সাধে,
কার বা সাধ্য কেবা সাধে, বিনে সদ্‌গুরুর বল ॥ ৬০৪

সোহিনী—মধ্যমান।

সে সত্য আমি ভৃত্য, নিত্য চিরদিনি,
পরাণ শীতল আলো সে নীলমণি।
পরশ করে লোহা সোণা, দেশ বিখ্যাত সর্ব্বজনা,
পরশে পরশ হয় অগণনা, কে বল তার খনি।
তেজীয়ান তায় পরশি, সে বংশীধর আমি বাঁশী,
বিদ্যুৎ বহ্নি রবি শশী, তেজ-রাশি জিনি।
দিনমণির প্রভা দিবা, নিশিতে চাঁদের প্রভা,
অহোরাত্র সম শোভা, কে করে ধরণী॥ ৬০৫

টোড়ী—মধ্যমান।

হ'য়ে সদয় শ্রীনাথ এলে যদি ভাগ্যোদয়,
কি পুণ্য নাহিক জানি, হয়নি হবার নয়।
কহিতে সরে না বাণী, ধ্যান করে পদ্মযোনি,
দেবদেব দুর্ল্লভ মানি, ঋষি মুনি নাহি পায়।
কি কব নাম বিক্রম, নাহি জানে বেদাগম,
অনাদি কালের ভ্রম, গেল মম পদাশ্রয়।
নিজ গুণ স্বপ্রকাশি, হৃদয়-পদ্মাসনে বসি,
বদনে সুধা বরষি, আমি-নিশি কর ক্ষয়।
ওহে দিন-বন্ধু ভানু, দেহ তব পদ-রেণু,
দেখ যেন এই তনু, ওচরণে নিনু রয়॥ ৬০৬

টোড়ী—মধ্যমান।

কোন গুণে প্রাণ চায় হে তোমাকে,
সতত অন্তরে জ্বালাও অন্তরে থেকে।
কাকী বকীর কি আছে নিশ্চয়, হয়নি হবার নয়,
হয়ে সদয় একি নিদয়, পেয়ে হারাই হৃদয়ে রেখে।

নিরখি নির্ম্মল শশী, হই সুধা প্রয়াসী,
ধত্তে নারি ওই খেদ হয়, প্রাণ কাঁদে উদয় দেখে।
যে সজল নবঘন, করে বরিষণ,
কভু নাই—কভু দেখিতে পাই ভেসে যাই প্রেমসুখে ॥ ৬০৭

টোড়ী—মধ্যমান।

ছলনা ক'র না হে—ওহে শঠ,
ওই পদ অভিমানী, না জানি কে বট।
অন্তর-তিমির হর, গিরি ক'রে ধর,
ভব-বারির কাণ্ডারী, নিজ তরী ভাঙ্গা ফুট।
কভু ধর নটবর বেশ, কভু হও ভিখারী,
জগন্নাথ হয়ে খাও ভাত, আপন হাত ঠুঁট।
ওহে ও গূঢ় নিগূঢ় কপট মানুষ,
তোমার মত ভূমণ্ডলে নাহি মেলে দু'ট ॥ ৬০৮

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

সাধু-শাস্ত্রে আছে প্রকাশ,
জীব নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-দাস।
সে কেন ভুলিয়ে গেল, বদ্ধ হল মায়া পাশ।
কে কেটে নিল প্রেম-ডুরি, জাগ্রত ঘরেতে চুরি,
কৃপা করি কহ হরি, শুনতে করি অভিলাষ।
যার এ মোহ অস্ত ছিল, তার যদি ভ্রম জন্মিল,
অধম জীব কি করবে বল, সেধে ভজে সে পদে আশ ॥ ৬০৯

রামপ্রসাদী সুর।

কেন ডুবলে না চৈতন্য রসে,। (হরি বোল বলে)
গৌর বলে চলরে নিতাই, কাজ কিরে ভাই, এ ছার দেশে।
এমন পাষণ্ড দলন হরিনামে, লাগল না ঘুণ শুকণো বাঁশে ॥ ৬১০

কালাংড়া—আড়খেমটা।

ভ্রমিলে ত ভ্রম ঘোচে না,
মিছে কর আনাগোনা,
ইদং তীর্থ মিদং তীর্থ, করে বেড়ায় তামসিক জনা।
লোকের মুখে শাস্ত্রে শুনে, মনে মনে সত্য মেনে,
নিতে নারবে বস্তু চিনে, বিনে স্ব-তীর্থ সাধনা।
ভব-রোগে হয়ে আর্ত্ত, খুঁজলে বৈদ্য স্বর্গ মর্ত্ত,
কভু পাবে না সে তত্ত্ব, সৎ মানুষের ঠিকানা ॥ ৬১১

কালাংড়া—আড়খেমটা।

মানুষ বিনে প্রাণ বাঁচে না, তত্ত্বাতীত তত্ত্বে মেলে না,
সহজে নিত্য বিরাজে, পাইনে খুঁজে, ঠোর ঠিকানা।
(সে মানুষের)
এ কথা আর কারে বা কই, ভেবে আমি আমাতে নই,
ষড়রিপু ইন্দ্রিয় জই, মানুষ বই, মানুষ চেনে না।
(সে মানুষ কে)
ধন-মদে হয়ে মত্ত, হারাই বুঝি পরম পদার্থ,
প্রাণ সঁপে তাঁর হইগে ভৃত্য, এ পশুত্বে কি বাসনা।
(মানুষ বিনে) ৬১২

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

মন হলেত ধন মেলে না, বিনে ধনীর উপাসনা,
ফেলে রত্ন, যত্ন কাচে, মন তোর মিছে এ বাসনা।
যে ধন লাগি ভাবিস এত, সে মানুষের বশীভূত,
হলে তার অনুগৃহীত, মেলে কত মাণিক সোণা।
(অযতনে)
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল আদি, ত্রিলোক তাহাতে বাদী,
দেখিয়ে তোয় অমূল্য নিধি, কচ্চে বিধি বিড়ম্বনা॥ ৬১৩

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

প্রভু দৃষ্টমান বচনে, লোকে উপহাসে হাসে শুনে,
নমঃ নমঃ কোটী কোটী অবিদ্যার চরণে।
হায় কি মহামায়ার কহোর, অরুণ উদয়ে অন্ধকার ঘোর,
জহুরী না হলে জহর দেখিবে কেমনে।
পূর্ণ শশীর হলে উদয়, চকোরের জগৎ সুধাময়,
পেঁচার অসম্ভব মনে হয়, শুনিয়ে শ্রবণে।
চোক ক্ষরেছে বিষয় বিষে, বর্ত্তমানে লাগে দিশে,
অকারণ রাহুর গ্রাসে, বেদ বিধি বিধানে॥ ৬১৪

কালাংড়া—খেম্‌টা।

রসের নগর আজব সহর, দেখতে যাবি মন,
আলকে স্থিতি সে ধাম, নাম নিত্য বৃন্দাবন।
খুঁজে পাওয়া না যায় গোড়া, অতলে তার বনেদ গাড়া,
উচ্চপুরী আকাশ ফোঁড়া, সৃষ্টিছাড়া ভাবের গঠন।

জ্ঞান যোগ কর্ম্ম নাশে, চৌদিকে গড়ের পাশে,
লঙ্ঘিয়ে কে যায় সে দেশে, ত্রাসে যেতে নারে শমন
সে দেশেতে নাই যামিনী, উদয় হয় না দিনমণি,
স্থির সৌদামিনী ধনী, তার প্রেমের মহাজন।
কামী লুব্ধী দিয়ে ফাঁকি, আয়ত আমরা গিয়ে দেখি,
বামে বসে চন্দ্রমুখী, বিরাজিত মদনমোহন॥ ৬১৫

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

এমন হ'বে পীরিতে, আগেত জানিনে।
না পেয়ে ধন যাবৎ জীবন, ঝুর্‌বে নয়ন নাম শুনে।
একি সখি বিধির বাদ, অকস্মাৎ হরিষে বিষাদ,
চকোর ডুবে অমিয় হ্রদ, পায় না চাঁদ প্রাণ পণে।
অধরে বহিবে সদা, ধরা নাহি দিবে কদা,
ভক্তের নিবারিবে ক্ষুধা, কিবলি সুধা পানে।
কর শক্তিসারে ভক্তি, দরশনে পাবে তৃপ্তি,
অনায়াসে পাবে মুক্তি, প্রাপ্তি সে চিরদিনে।
অভাবীর চিরকাল অভাব, ভাবী বই কে বুঝবে এ ভাব,
থাকতে স্বভাব পলক লব, হবে না লাভ প্রেমধনে॥ ৬১৬

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

অবিরাম অন্তঃশীলে, করে নিত্য নিত্য লীলে,
অপ্রকটে অদ্যাপি গোপ গোপী মিলে।
বিরিঞ্চি হ'য়ে বিরোধী, হরিলে গো-বালক আদি,
আবরিয়ে সেই অবধি, বিধিরে বঞ্চিলে।
যার আঁতের ঘা, সেই জানে তা,
সে থাকে না বিধি চাপা,
বৃন্দাবন ছাড়া নয় এক পা, দেখে কৃপা বলে

সমভাব সর্ব্ব কালে, কালাকাল নাই সে স্থলে,
লীলাচ্ছলে লীলাচলে, ভক্তে দেখাইলে ॥ ৬১৭

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

যামিনীর বশ নাথ, তুমি নহত আমার,
সেই ভয়ে কম্পিত প্রাণী, এখনি উঠিবে ভাস্কর।
বিধি কি সদয় হবে, সতত যামিনী রবে,
ভানু তনু তেয়াগিবে, উদয় না হবে আর।
অধিনী অবলা অজ্ঞ, শুন নাথ প্রেম-বিজ্ঞ,
যার যেমন ভোগ স্বর্গ, তেমনি সৌভাগ্য তার।
ভাসি বিস্তার অপার নীর, সদাই অন্তর অস্থির,
অভাগী কুমদিনীর নাহি পারাপার।
জানিয়ে কলঙ্কী বিধু, কেউ ভুকে না মম মধু,
তব সঙ্গে প্রাণ-বঁধু, কেবলি কলঙ্ক সার।
কুকুর পাগল মাথার ঘায়, তুমি নাথ থাক কোথায়,
সারাদিন যায় প্রাণের ব্যথায়, হেসে কথায় সার ॥ ৬১৮

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

উদয় কমলিনীর নাথ, সখি কি নিরখি বিপরীত,
শশিমুখীর মান নাশি, উল্লাসে প্রভাত।
পূর্ণীত হ'য়ে পুলক, উছলিছে প্রেমসুখ,
সুখে ডাকিছে ভক্ত-পিক, সারী শুক অবিরত।
নির্ম্মল হৃদয়-জলাশয়, প্রসঙ্গ-সমীরণ বয়,
সৌরভ পেয়ে নাসিকায়, ধায় মধুকর যত।
হেরিয়ে প্রাণ জুড়া'ল, তাপিত অঙ্গ শীতল হ'ল,
মনের আঁধার দূরে গেল, হ'ল প্রফুল্লিত চিত ॥ ৬১৯

কালাংড়া—একতালা

যাব মন যাইবে যথা, আর আমায় আমি কোথা।
নিরখি নয়ন জুড়াবে, যাবে প্রাণের ব্যথা।
কুলবতী ছিলাম আগে, রূপ দেখে মনের বিরাগে,
অনুরাগ-প্রেম-প্রয়াগে, মুড়ায়েছি মাথা।
প্রাণ সঁপেছি সে গোবিন্দে, কি আর আমার লোক-নিন্দে,
নিঃসন্দে মনের আনন্দে, শুনবো কৃষ্ণকথা।
সাধিব সাধের সাধে, কাজ কি আর অনুরোধে,
কে দোষিবে নির্ম্মল চাঁদে, কার এমন ক্ষমতা॥ ৬২০

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

বল কেবা কোথা কেনে। (গুরুরত্ন মহামণি)
জহুরী না হ'লে জহর, সর্ব্বস্বান্ত পণে।
সেবা ধর্ম্ম পাকাপোক্ত, সে পদে পদাভিষিক্ত,
নিত্য প্রেমরস ভুক্ত, ভক্ত বই কে চেনে।
সাধারণ নয় তাহার করণ, জাগ্রত স্বপন সুষুপ্তে স্মরণ,
স্বরূপে না দিলে চরণ, মরণ নাহি জিনে।
যে অমিয় ফল ফলে সে পায়, কাকী বকীর তত্ত্ব পাওয়া দায়,
সুখ বিনে সে সুখ না পায়, নিরখি নয়নে॥ ৬২১

সোহিনী—মধ্যমান্।

আগাছার জঙ্গলেতে কি কাজ। (মিছে)
সফল সুশীতল সুচারু তরু, নাই যার মাঝ।
বড় সাধ ছিল মনে, সাধু সঙ্গে পুষ্পোদ্যানে,
প্রাণ জুড়াব ঘ্রাণাঘ্রাণে, লয়ে পদ রজ।

বনের যত বনবাসী, দেখে তাদের পায় হাসি,
কেহ হয় বাঘের মাসী, ফুলায়ে লেজ।
যখন শীকার করে হরি, শুনি শুনের চিৎকারী,
বদন তুলিতে নারি, সজ্জন সমাজ।
জলেতে থেকে কুম্ভীরে, কেবল বিবাদ করে,
আছি ঐহিক নগরে, অন্তরে হয় লাজ।
হিংস্র জন্তু দেয় কষ্ট, প্রতিবাসী হয় রুষ্ট,
বিফল ঘর্ষণ শুষ্ক কাষ্ঠ, ওঠে অগ্নি বাজ ॥ ৬২২

মিশ্রমূলতান—আড়খেম্‌টা।

গুরু অনুরাগে জেগে, মন কি ঘুমান ভাল,
এতদিন অন্ধসম ছিলে, হের নয়ন মিলে,
অরুণ উদয় হ'লো।
কি কার্য্য আর পাঁজি পুঁথি, চতুর্ম্মুখ যার করে স্তুতি,
ভর্ত্তা ছেড়ে ভজে যায় সতী;—
এখন সিকেয় তোল বেদ পুরাণ শ্রুতি, হ'য়ে গুরুরূপে অবস্থিতি,
চেতন দিতেছে তোমায়, গুরু সর্ব্বময়,
কেন দিনের বেলায়, আবার প্রদীপ জ্বাল।
পতি ছেড়েছে কুলবতী, পুত্র ত্যজেছে প্রসূতী,
সাধুরা গাহিছে প্রভাতী ;—
হ'ল শুভদিন প্রসন্ন, আপনারে মান ধন্য,
হও শরণাপন্ন পায়, কৃতাঞ্জলি কায়,
সময় ব'য়ে যায়, গা তোল গা তোল।
দিনমণি স্বপ্রকাশে, শশী গেল নিজ বাসে,
অবোধ নিশি পলা'ল ত্রাসে ;
তুমি ভাবাবেশে উঠ উঠ, কৃপার কৃপাপাত্র বট,
হ'লো শুভ দিন প্রকাশ, হ'য়ে নিত্য দাস,
বদ্ধ জীব ফাঁশ, টেনে খোল।

প্রবেশিল ঘরে আলো, সু-মন-সরোজ ফুটিল,
লাজে কু-মন-কুমুদ মুদিল ;—
তুমি খুলে দেখ কপট-কপাট, আনন্দের বসলো বাজার হাট,
কর সেই নাটেতে নাট, হ'য়ে রেও ভাট,
বিষয় টাটের ঠাটে কেন ভোল ॥ ৬২৩

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

নাম শুনে নামী চেনা ভার, কভু দেখা নাই পরস্পর।
মূলের তত্ত্ব নেয় না মূলে, ফুলের লোভে ভোলে সব মধুকর।
ফুলে মধু মূলের রসে, ষটপদ তা জানবে কিসে,
কর্ম্ম দোষে লাগে দিশে, অবশেষে দেখে আঁধার।
আশায় আশায় কিছুদিন ধায়, যত দিন মধু খেতে পায়,
আপনি আসে আপনি পলায়, কেবল হয় আনাগোনা সার।
প্রেমরস চলে অন্তর পথে, পায় না তারে ধরতে ছুঁতে,
ফলে বিফল হয় ফলেতে, পায় না খেতে সে সুধা আর ॥ ৬২৪

কালাংড়া—আড়খেমটা।

নিত্য নিত্য বৃন্দাবনে, মণিময় সিংহাসনে,
প্রেমসুধা আস্বাদনে, বিলাসে অকাম রমণে।
কেলি করে দুই জন, দুর্লভ মানুষ রতন,
যে যেমন তার তেমনি নয়ন, নন্দের নন্দন দেখে কাট পাষাণে
মদন বাণে হ'য়ে কানা, কামী করে মনে মন্ত্রণা,
পূরাতে স্বসুখ বাসনা, বাস করে সব সেই স্থানে।
অদ্যাবধি ভাগ্যবানে, দেখতে পায় দিব্য নয়নে,
শ্রীদাম আদি রাখাল সনে, চরায় ধেনু বেণুর গানে ॥ ৬২৫

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি অপরূপ দেখালে সই। (সই সম্বোধনে)
হ'য়ে অল্প জলের মীন, রাত্রি দিন ভাবি ওই।
ছোট বড় আদি গণি, যথাযথ জীবন-খনি,
সবে হয় শূলপাণি, হইলে অতল সই।
শুনিয়ে অধর বাণী, কোথা লাগে ব্রহ্মজ্ঞানী,
সুশীতল হয় প্রাণী, নাই হা হা দই দই।
সে ব্রহ্মে কি ফল আর, খ-পুষ্পের ন্যায় ব্যবহার,
অদৃশ্য সে শূন্যাকার, এ প্রেমরস মেলে কই।
মুদিত করিয়ে আঁখি, ধ্যানী জ্ঞানী হ'য়ে থাকি,
লেজ তুলে নাহি দেখি, এঁড়ে বা কি সেটা নই। ৬২৬

বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রেম—পর হ'তে কি হয়। (আপনি না উপজিলে)
সুখেতে হইবে সুখী, দুঃখের বেলা দুঃখের দুঃখী,
যেমন আঁখির আঁখি, সদয়ে সদয়।
চেয়ে র'বে নিরন্তর, পলক হ'লে অন্তর, হইবে কাতর ;—
অন্তরে ফুটিবে যার, বাহিরে ফুটিবে তার,
বোঝা যাবে সে সঞ্চার, ব্যথার ব্যথায়॥ ৬২৭

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

হ'লে কি হয় রে—অনুগত, যে ভাব নয় যার স্বভাবত।
শুনে মুখাম্বুজের বেণু, কার না জুড়ায় তনু,
শ্রীনাথের পদরেণু,—পদানত।
সাধু সঙ্গে অসাধু কেহ, থাকে যদি অহরহ,
নিমের কি শর্করা সহ,—যায় তেতো॥ ৬২৮

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

মিছে চুলকে বরণ তোলা।
এ ত প্রেম করা নয়, শমন ভয়ে শাস্ত্র পালা।
সে কভু নয় রসিক সুজন, সত্য-পথে যার এমন মন,
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব ভজন, যে জন করে ওজর টালা।
যে সাধিবে আপন সাধে, সে নিরখে অবিবাদে,
না দেখলে পরাণ কাঁদে, সেত নয় উপরোধে ঢেঁকী গেলা।
যে ভালবাসে যাহারে, সাক্ষী দেয় তার ব্যবহারে,
নয়ন ছাড়া কত্তে নারে, ক'রে করের জপমালা।
গোপীভাবে যে ডুবেছে, মদনমোহন সেই পেয়েছে,
মদন যারে টানছে পিছে, তায় কি বস্তু আছে—কাঁচকলা॥ ৬২৯

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

ফলী বিনে ফল ধরে না, বিফলীর বিফল বাসনা।
যার যেমন মন, তার তেমন ধন, কাচে কাঞ্চন প্রসবে না।
সিংহের বাচ্ছা করীতে ধায়, গিধড়ে শিখান বৃথায়,
মাণিক না আঁধারে লুকায়, কাজে যায় পরিচয় জানা।
চোরের মন নিশি আঁধারি, স্বভাবে করে চাতুরী,
অজারে কল্লে শিকারী, হরি ধর্‌তে পারে না।
ভাবীর হয় স্বভাবে উদয়, অভাবী অভাব দেখে তায়,
পদ্মমধু মধুকরে খায়, ভেকেরে কে করে মানা।
মণিহীনের চোক ফোটা ভার, বল কোথা কে দেখেছ কার,
অসারে জন্মে না সার, অনর্থ তার আরাধনা॥ ৬৩০

খারোয়াঁ—ঠুংরী।

এমন রূপ কিসে হ'ল প্রাণ, কও দেখি প্রাণের প্রাণ।
যে দেখবে পাগল হবে, আর পাবে না পরিত্রাণ।

বিধি বেদ হয় অন্যথা, কে খেলে নারীর মাথা,
এ বিদ্যা শিখিলে প্রাণ কোথা, শর সন্ধান।
হারাইবে তিলে তিলে, জ্বালাতে প্রাণ উঠবে জ্বলে,
কেউ কি থাকবে না কুলে, কে দিলে এ মোহন বাণ।
ক'রে মন পতির প্রতি, কুলে কে রয় কুলবতী,
জন্মেনি এমন সতী, রাখতে পারে কুলমান॥ ৬৩১

কালাংড়া—আড়াখেমটা।

রসনায় সে রস পাবে না, নামামৃত আজব কারখানা।
ধরতে আসল ধরে নকল, ঢেঁকির মূসল ফশল চেনে না।
আশী লাখ বার এসে ভবে, সে সুধা না খেতে পাবে,
যেমন ক্ষুধা তেমনি র'বে, সার হবে ধান চিটে ভাণা।
জীয়ন্তে কৃষ্ণ নাম তেমন, ওলার খোলায় দর্ব্বি যেমন,
নিয়ত তায় করে ভ্রমণ, আস্বাদন কিছুই জানে না।
ঝুলি ভরে হরিনাম ক'রে, মরবি কলুর বলদ ঘুরে,
চিনতে নারবি পরাৎপরে, মূলাধারে হয়ে কানা॥ ৬৩২

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আঁধার করে আলোময়,
সত্য যে নয়নে হেরে, তার নাই এ সংশয়।
শ্রবণে যাহা শুনিলে, অন্তরে তায় না দেখিলে,
কাজে কথায় ঐক্য নইলে, মন ভোলে কোথায়।
জীয়ন্তে হইয়ে মরা, ধরায় বসে অধর ধরা,
কথার কথা নয়;—
শ্বেত পীত রক্ত কাল, সাজিয়ে রূপ যে যা বল,
কল্পনা সবই বিফল, ফলে পরিচয়॥ ৬৩৩

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেন অনুদয়ে উদয়,
অভাগিনী অধিনীর একি ভাগ্যোদয়।
যে জন যাহারে বাম, তারে যত্ন বৃথা শ্রম,
কামিনী যামিনীসম, ভ্রম তমোময়।
আমি আঁধার তুমি আলো, পরস্পর জানা গেল, ভাল স্ব-আলয়;—
যোগাসনে আত্মযোগে, ছিলেত স্বসুখ ভোগে,
লক্ষ্মীপুত্র ভিক্ষা মাগে, সম্ভব তো নয়।
কি কবে বলেছি রাগে, আছ সেই অনুরাগে, দেখে লাগে ভয়;-
আবরণ তেজরাশী, অরুণ নয়নে বেশী,
অন্তর আঁধার নিশি, বাহিরে সদয়॥ ৬৩৪

———

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

সই ভাল আছে কেডা। (কালীয়ে কালকূটের জ্বালায়)
ভয়ে যাইনে যমুনায় ঘাটে, যে ডাম্পিটে সেটা।
একা ঢুকলো ঘাটে গিয়ে, কত ভাল মানুষের মেয়ে,
লজ্জা সরম সকল খেয়ে, কুলে দিল কাঁটা।
কহিতে কাঁপে পরাণী, জিনি রূপের শিরোমণি,
হইয়ে রাজনন্দিনী, রাজপথে দিলে খোঁটা।
বড়লোকের সবই ভাল, রাজার ঝী তার ভয় কি বল,
দেখাদেখি দেশ মজিল, গরীব কাঙ্গাল ফেন চাটা।
না জানি কি গুণ জানে, আকর্ষণে পরাণ টানে,
মন ভুলে যায় বাঁশীর গানে, মানে মারে ঝাঁটা॥ ৬৩৫

———

টোড়ী—মধ্যমান।

রাখ পায় বিফল জনম যায় হে—চিরকাল।
আপন কার্য্যে ডুবে মরি, কি বৃদ্ধ যুবা আবাল।

তরঙ্গ উঠিল ভারি, উপায় নাহিক হেরি,
দেহ দেহ চরণতরী, ভববারি হই সামাল।
করিয়ে স্বসুখে লোভ, না চাই আপন শিব,
তার হয়ে কত সব, পড়ে ভব-মায়াজাল।
যার যে কর্ম্ম সে না কল্লে, তোমারে নাহি জান্‌লে,
অনর্থ ছলনা শুন্‌লে, কি না কর্‌লে শিশুপাল ॥ ৬৩৬

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

মন রে—সুবর্ণ আমার বিবর্ণ হতেছে,
দেখে ভঙ্গ সাধুসঙ্গ, গৌর অঙ্গ লুকাতেছে।
মিশাইলে অষ্টধাতে, কে পারে খাঁটি রাখিতে,
বর্ণসঙ্কর হয় হ'তে, শঙ্কর বচন আছে;
কুসঙ্গ আদি দস্তা তাঁবা, কত ভেল মিশাতেছে।
সুখের নাই অবধি, নির্হেতু বয় প্রেমনদী,
হেন জম্বুনদ নিধি, গুরু যদি দিলে যেচে;
পেয়ে সাধু ঋষি মুনি, কাচে কেন বসলে কেঁচে ॥ ৬৩৭

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

চালনি বলে সুঁচ ভায়া তোমার, মার্গে কেন ছেঁদা।
দেহসুখী না দেখে আপনাকে মোহডোরে বাঁধা।
হৃদয় অন্তর পায়ের মুড়ি,' স্বদোষে ভরা ঝুড়ি ঝুড়ি,
পরকে বলতে মন্দ—হাউই তুবড়ি, নিজে ধুমড়ী পোঁদা।
আপনি মস্ত হ'য়ে তেজে, লোকের ছিদ্র বেড়ায় খুঁজে,
বোঝাইলে নাহি বোঝে, এমনি বলদ গাধা ॥ ৬৩৮

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

নির্হেতু যার কৃষ্ণপ্রেম হয়। (স্বধর্ম্ম জেনে)
যে শক্তিমান বনমালী, সকলি তায় উপজয়।
কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি, মাথায় ল'য়ে কলঙ্ক-ডালি,
নিত্য সব গোপিনী মেলি, রসকেলি করে তায়।
ঘোচে জীবের দুঃখদুর্গ, অভাগার ফেরে ভাগ্য,
অক্ষয় স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ, পায়—তার দুটি পায়।
কলি যুগের জীব গণে, গৌরাঙ্গের অনুমানে,
নামামৃত আস্বাদনে, কীর্ত্তনে নাচে গায়।
বেঙা পেতল—হবে সোণা, ভেবে করে উপাসনা,
কঠিন হ'লো মানুষ চেনা, ঠিকানা তার পাওয়া দায়॥ ৬৩৯

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

উদয় সদয় যারে—একাধারে,
সেই বিনে আর কেবা জানে, শ্রীনাথ তোমারে।
তুমিত নাটের গুরু, দয়াল দাতা কল্পতরু,
ধরেছ যে ফল সুচারু, সবার প্রাণ হরে;
কৃপা করি চরণতরী, দিয়েছ যারে;
কে তোমায় আর ধর্‌তে পারে, যে পারে সে পারে।
তুমি তার সে তোমার, অভেদ অঙ্গ পরস্পর,
পরের পরিশ্রম সার, পায় না তোমারে;
ফিকীর ক'রে ফকির কর তায় বারম্বারে;
সঙ্গীকে ভাঁড়াতে প্রভু কেহ কভু নারে।
ভালবাস অন্তরঙ্গ, প্রেমে হও নলিনী-ভৃঙ্গ,
কুমুদিনী সার আতঙ্গ, পতঙ্গ ডরে;
কোথা শিখিলে এ রঙ্গ, বাঁকা অঙ্গ ধরে;
এ কি প্রেম কালভুজঙ্গ, প্রবেশিল ঘরে।

মা করিয়ে মন জই, জ্ঞানাগুনে ভেজে খই,
নষ্ট কর্‌লে শুকোদই, সুখ গেল দূরে;
সই ব'লে কি দিলে মই, পাকা ধান হেরে;
নাই মুখে শ্রীনাথের নাম স্বধাম ভিতরে॥ ৬৪০

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

নির্দয় সদয় ছাড়া—উদয়। (কার আছে সই)
বিনে গুরু কল্পতরু, কারু ত সুচারু নয়।
রবি শশী স্থানে স্থানে, প্রকাশে দীপ পরিমাণে,
অন্ধকারে বহ্নির আলো বহু যত্নে রয়;
দিন যামিনী সৌদামিনী ক্ষণে হয় যায়;
গুরু বই কে হেন নিধি, ধ'রে দিধি'.জগৎময়।
কে পেয়েছে সে সন্তোষ, কার প্রতি করি রোষ,
আপন করম দোষ ফলে পরিচয়;
যেমন ভাগ্য তেমনি স্বর্গ প্রাপ্তি তার হয়;
পেলেও সেই প্রেমনিধি বিধি বাদী হয় তায়।
নাই আপন নাই পর, উদয় অন্তর বাহির,
একাধারে দীপ্ত ক'রে আছে নিরন্তর;
শীতল উজ্জ্বল জিনি কোটী শশধর;
দয়াময় কৃপাসিন্ধু জগবন্ধু সর্ব্বাশ্রয়॥ ৬৪১

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি শক্তি ধরে না জানি। (নিজ স্বপ্রকাশে)
অন্তর বাহ্য তিমির নাশে, ধনীর মুখের বাণী।
যোগ্য নয় তার হ'তে বাদী, স্বয়ং লক্ষ্মী আসেন যদি,
রত্ন কি রত্নাকর আদি, ধন্য নাহি গণি।

দেখে এলাম সর্ব্বত্তর, জগতে যত তমোহর;
বিদ্যুৎ বহ্নি শশী দিবাকর, সবাকার শিরোমণি।
ভবের বন্ধন যাবে, কি রূপে তরিবে জীবে,
ভব-পাগল হয় ভেবে, ভাবে পদ্মযোনি।
মণি না উপজে কাচে, গুপ্ত ভাবে সুপ্ত আছে;
জীবের ভাগ্যে হয় মিছে, ব্রহ্ম সনাতনী॥ ৬৪২

কালাংড়া—আড়খেমটা।

যা বলায় তার মুখে বলি,
সে মালিকান আমি মালী।
কি আছে ফের, তার বাগিচের;
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা সকলি।
নাহি মানি পাত্রাপাত্র, যেমতি যাহার ক্ষেত্র,
তেমতি ফল ফলে তত্র, আমি মাত্র নেত্রজল ঢালি।
(ভক্তিভাবে)
ভয় করি না কোন স্থলে, কি শৈল শিখর সলিলে,
স্বর্গ মর্ত্ত আর পাতালে, তার বলে সর্ব্বত্র চলি।
সুখেতে ভজন-চাষ চালাই, কোন ফলের অবধি নাই;
আনন্দে ধাই, শিরোপা পাই,
হুজুরে যাই ল'য়ে ডালি। (সুমধুর ফল)
অতলে শক্তি সঞ্চারে, পাষাণ ভেদী বীজ ফল ফুল ধরে,
প্রেম অমিয় ফল ধরি নজরে,
চতুর্ব্বর্গ ফল বিলাই খালি। (মনের সুখে)
মায়াজালে বৃক্ষ ঢাকা, হুকুম বিনে যায় না দেখা,
ঘুষ চলে না পয়সা টাকা, ভক্তিতে পায় প্রেমকাঙ্গালী॥ ৬৪৩

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কিবা মনোরম সুঠাম।
সহস্রদল সরোজে বিরাজে আত্মা আত্মারাম।
শীতল উজ্জ্বল তেজে, রবি শশী থাকয়ে লাজে,
নিত্য বৃন্দাবন মাঝে, যেন রাধাশ্যাম।
চূড়া ধড়া পরিধান, নরাকৃতি নবঘন,
স্থির সৌদামিনী যেন, মিলন তার বাম॥ ৬৪৪

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

একি দেখি অসম্ভব, চিত্তে হতেছে উদ্ভব,
দেহ যেন বারানশী বিরাজে কাশীশ্বর শিব।
নাহি সে জীব-বৈভব, শোভে অঙ্গে ফণী সব,
ভস্ম করিয়ে কামদেব, পূজে পরম ইষ্টশিব।
(ইষ্ট হয়ে পূজে পরম ইষ্টশিব)
তারকব্রহ্ম নাম অভিলাষী, যথা যত নগরবাসী,
সবে হ'লো কাশীবাসী, শমন ত্রাসী যত জীব।
এ কথা কার কাছে কব, রসনায় না সরে রব,
সর্ব্বযামী গুরুদেব, জানেন সব এ কি ভাব।
(ভাবীর ভাবে)
ভোগ-মুক্তি প্রাপ্ত হ'য়ে, আনন্দে বেড়ায় ধেয়ে,
শম্ভুকে না দেখে চেয়ে, নিরখয় গৌরব॥ ৬৪৫

কালাংড়া—কাওয়ালী।

যার তার বাক্যেতে দিতে পাড়ি। (ভবার্ণবে)
অভাগা জীবের মন, তায় ধায় তাড়াতাড়ি।
সে সাগর দুস্তার, কুল কিনারা নাই তার,
করে পার সাধ্য কার. বোঝে না আনাড়ি :

ভাবে হবে নদী নালা, যৎসামান্য খাড়ি ;
টাণ্ডেল সারিং পেছু হটে—পাছে ওঠে তুফান ঝড়ি।
ভারে পেলাম কর্ণধার, শুভকর্ম্মে কি বিলম্ব আর,
পোঁদে কাস্তে সাহসে ভর, ধর্ম্ম নেয় আগাড়ি ;
প'ড়ে মহামায়ার জালে যায় গড়াগড়ি ;
শেষ আতঙ্কে মরে তরঙ্গে, ডুবে যায় ধর্ম্মরাজের বাড়ী।
পুনঃ পুনঃ জন্মে মরে, বিধির বিপাক ঘোরে,
বেদাদি শাস্ত্র ধরে করে হুড়াহুড়ি ;
ক'রে কারসাজি হয় মাঝি, তায় অনেক দাঁড়ি ;
অসৎ দেখায় নানামত, সত্য-গুরু তত্ত্ব ছাড়ি ॥ ৬৪৬

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, সুবোধ অবোধ উভয় সম,
বলিহারি যাই সে ভাবের, স্বভাবে করে বিক্রম।
(গুরু কৃপায়)
পশু পক্ষী আদি সবে, দেব কিন্নর মানবে,
প্রেম ছাড়া কে আছে ভবে, উত্তম অধম। (দেখ ভেবে)
কি করিবে মনের লোভে, যাবে জ্ঞানবাপীতে ডুবে,
নিজে শিব পাগল তাই ভেবে, জ্ঞানে পাবে সে মনের ভ্রম।
ভ্রমি জীবের পোঁদে পোঁদে, শিব যদি জ্ঞান দেন সেধে,
প্রেম হবে না অনুরোধে, সার হবে অবোধের শ্রম ॥ ৬৪৭

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

সে দেশে নাই অহর্নিশি, স্থির বিজলী রাজমহিষী,
তেজীয়ানে তেজ খাটে না, জোনাক পানা রবি শশী।
অবিশ্রান্ত জ্বলছে বাতী, শীতল উজ্জ্বল জ্যোতি,
বিরাজিত জগৎপতি, একেশ্বর যুগল বিলাসী

কেহ নহে ধর্ম্ম অন্ধ, নাহি ধর্ম্ম কর্ম্মবন্ধ,
নাহি আপন পর সম্বন্ধ, সদানন্দ নগরবাসী ॥ ৬৪৮

টোড়ী—একতালা।

আগে তার কর সমাধান, অরূপ কি রূপবান।
জগৎকর্ত্তা বল যারে, কে সে পুরুষ প্রধান।
কেবা রয় নিরাকারে, কেবা তায় দেয় ধ'রে,
আঁখি কার তরে ঝোরে, প্রতিমূর্ত্তি ক'রে পাষাণ।
দ্বৈত ভাবে না পাবে, পেলেও চিন্তে নারিবে,
স্মরণে থাকিলে ডুবে, ভবে পাবে পরিত্রাণ।
ঠেকেছ যার কোপে, বর আছে সেই শাঁপে,
স্বরূপে সে রস কূপে, দেখ সঁপে জীবন প্রাণ।
জ্বল্‌তে হবে সে পাপে, বিষময় ত্রিতাপে,
ঝাড়্‌তে নার্‌বে রোজার বাপে, গুঁতোয় যাবে ভূত-জ্ঞান ॥ ৬৪৯

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

অবোধ নিশি হয়েছে ভোর, কেটেছে বন্ধ মায়াডোর,
গুরুপদ-মকরন্দে আনন্দে হতেছি ভোর।
পীরিতেরি যেই রীত, নলিনী হয় প্রফুল্লিত,
হলে অরুণ উদিত, আঁধারের আর খাটেনা জোর।
দেখে অপরাধ-ছানি পাকা, কৃপা করি ঘুচালেন ধোঁকা,
দিলেন জ্ঞানাঞ্জন শলাকা, জগৎসখা দেখে কাতর।
পাইয়ে শ্রীমুখের উক্তি, নির্হেতু হতেছে ভক্তি,
ষড় ঐশ্বর্য্যে নাহি খাঁক্তি, মুক্তি মোক্ষে আর লাগে না নজর।
শ্রীচরণে আছি বাঁধা, পুলক উঠিছে সদা,
নাই জগতের তৃষ্ণা ক্ষুধা, উথলিছে সুধার সাগর ॥ ৬৫০

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

দেখলে চাঁদমুখ, কত সুখ, তা বলবো কারে,
অধর সে অধর-শশী, না পশিলে অন্তরে।
ভক্ত প্রেমডোরে বাঁধা, সদাশিব সাধে সদা,
সাধে সাধে কৃষ্ণরাধা, নাই সে সুধা শশধরে॥ ৬৫১

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ভক্তে না থাকলে কি, বক্তে প্রেমতরু ফলে,
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব, এ তিন কৃপা করিলে।
দয়া ক'রে দয়াময়, দরিদ্রে যদি ধন দেয়,
অন্ধ হয় সে সময়, কৌতুক ছলে;
পেয়েও না দেখিতে পায়, যায় চরণ ঠেলে;
অকস্মাৎ তায় ঘটে আঘাত, হাবাৎ হয় মূলে।
প্রভু ভক্ত প্রেম প্রবীণ, ভক্ত নিত্য চিরদিন,
দন তনু নহে ভিন, বিদিত সকলে;
বক্ত সে কর্ম্মের অধীন, জন্মে যায় কালে;
অদৃষ্ট করিয়ে দৃষ্ট, বিধি স্বজিলে।
রইলে মাটী সমাশ্রিত, বীজ হয় অঙ্কুরিত,
সুহৃৎ হয় হরষিত, সুহৃৎ দেখিলে;
হ'লেই কি আশ্রিত, ঘি উপজে ঘোলে;
অসারে না জন্মে সার, হাজার মথিলে॥ ৬৫২

টোড়ী—একতালা।

সাধু কর হরিনাম,
শুনিয়ে শ্রীগুরু মুখে, সুখে অবিশ্রাম।
মনস্তাপ দূরে যাবে, তাপিত অঙ্গ শীতল হবে,
অনায়াসে কৈবল্য পাবে, যাইবে স্বধাম।

সে দেশে নাই অহর্নিশি, নিত্য উদয় অধর শশী,
সুধা ক্ষরে রাশি রাশি, রূপ অনুপম।
তেজ্য করি সর্ব্ব কার্য্য, কর তারে শিরোধার্য্য,
বিষয়রাজ্য সুখ ঐশ্বর্য্য, কামনায় কি কাম।
চন্দ্র সূর্য্য না পায় বার, ভক্তের অবারিত দ্বার,
অনঙ্গে মত্ত সে পুর, অতি মনোরম।
এসেছ যদ্যপি ভবে, মানব জনম সফল হবে,
হেরিয়ে পরাণ জুড়াবে, যুগল রাধাশ্যাম ॥ ৬৫৩

সিন্ধু—মধ্যমান।

জাগিত যদি মন, পেয়ে চেতন, সজাগ থাকিত,
হৃদে পশি অহর্নিশি, জ্ঞান-শশী প্রকাশিত।
প্রেম-তরুর অঙ্কুরে, ফল ফুলে নাহি হেরে,
ভব ঘোরে কর্ম্মডোরে, এমন ক'রে কে ভ্রমিত।
প্রাণ মন অর্পণ ক'রে, সাধু গুরুর চরণ ধ'রে,
ভাসত প্রেমানন্দ নীরে, পাল্‌টে কি আর ঘুমাত।
এ কায়া গগন-ছায়া, নবঘন বারি পাওয়া,
রূপবান্ ধনবান্ হওয়া, এ মায়ায় না ভুলিত ॥ ৬৫৪

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

সখি কি সুখের বৃন্দাবন, দুঃখ নাই কদাচন।
উল্লসিত সকল প্রজা, রাই রাজার ধন বিতরণ।
ধনীর বাস সর্ব্বস্তরে, মণির আলো সর্ব্ব ঘরে,
রত্নবেদীর উপরে, বিরাজে মদনমোহন।
মোহন বাঁশীর স্বরে, ধৈর্য্যকে অধৈর্য্য করে,
শুষ্ক কাষ্ঠ সেও মুঞ্জরে, রসেতে ভরে প্রাণ মন।

ময়ূর ময়ূরী বনে, অলি পদ্মিনী সনে,
মত্ত সব মধুপানে নিত্য বিনা আকিঞ্চন।
ভব-সাগরের পারে, স্বমন আর শমন ডরে,
পবন প্রবেশিতে নারে, চৌকিদারে ত্রিলোচন॥ ৬৫৫

সোহিনী—খেম্‌টা।

সে বিনে যাতনা দুঃখ, জানাইব কারে,
আমারি মন-বেদনা রহিল অন্তরে।
সে মোর আঁখির অঞ্জন, আমারি নয়নাঞ্জন,
করে গেছে নিরঞ্জন, অঞ্জন দিয়ে অন্তরে॥ ৬৫৬

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান্‌।

সে ত ব্যপ্ত চরাচরে, নয়ন মুদে মন ভাব কারে।
কীট পতঙ্গ আদি জীবের, অন্তর বাহিরে।
থাকিতে চক্ষু হয়ে কানা, কারে কর আরাধনা,
প্রাপ্তে যদি প্রাপ্তি হলো না, পাবে কি আর মরে।
মদ-গর্ব্বে হয়ে সস্তি, উড়াও যদি দৃষ্টমান অস্তি,
নাস্তিকের শেষ অশেষ শাস্তি, আছে শমন করে।
জয়ী যদি হবে স্বমন, দন তনু অভেদ ভাব মন,
নয়নেতে ফুটবে নয়ন, জঙ্গম স্থাবরে।
ধার বরাতে নাইক নগত, কর্ম্ম ঘোরে ঘুরবে জগৎ,
মায়া-নদীর বহিছে স্রোত, চক্রীর চক্রে॥ ৬৫৭

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান্‌।

তার কথা আর কারে কব, স্বকামে মোহিত সব,
মাগী হিজড়ে মিন্‌সে খোজা, এ মজার মানুষ কোথায় পাব।

নিত্য ব্রজে বিরাজে শ্যাম, পূরাতে গোপীর মনস্কাম,
রসকেলি করে অবিশ্রাম, নাহি জানে রতি কামদেব।
আনন্দ মদন রসে, গোপী গোপেশ্বর সন্তোষে,
প্রেমানন্দে যায় ভেসে, উথলয় সুধার্ণব।
কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমী গোপী, ভগবান্ মহান্তরূপী,
ধ্যানী জ্ঞানী পায় না অদ্যাপি, ব্রজেন্দ্র কুমার কেশব।
কত ধ্যানী হল বল্মিক ঢিপি, বিশ্বেশ্বর ডুবে জ্ঞান-বাপী,
জগৎ গুরু হয়ে তথাপি, পাগল ভেবে ব্রজের ভাব।
বিরাগে ত্যজে কাশীধাম, ব্রজে এসে হয় বলরাম,
নিরখি আত্মা আত্মারাম, অভেদ অঙ্গ হ'ল ভব॥ ৬৫৮

মিশ্র—খেম্‌টা।

এ বারের প্রেম সৃষ্টি ছাড়া।
এ যে প্রেমের ফন্দি, ভিতর সন্ধি, বুঝতে পাল্লেই বোঝাপড়া।
জ্বালায়ে নিভান্ত বাতী, সজাগ আছে দিবা রাতি,
এদের রাগ বড় মদনের প্রতি, করে অকাম রতি আগাগোড়া।
বিহরে জগৎ মাঝে, আপনি মত্ত আপনার তেজে,
পুরুষ নারী ত্যজে, পুরুষ ভজে,
ভাব পায় না খুঁজে, নেড়ী নেড়া॥ ৬৫৯

বেহাগ—আড়াঠেকা।

মন রে—সামলে পাত কাণ।
আপনি আপনার মন, করে সাবধান।
হৃদয়ে উদয় রেখে, ভাসবে যদি প্রেম-সুখে,
শুনিয়ে সাধুর মুখে, বঁধুর মধুর গান।
শ্রবণে সুধা বরষিবে, পুলকে পূর্ণীত হবে, শুনিলে সে তান;
সবল অঙ্গ অবশ হবে, প্রেমধারা নয়নে ব'বে,
মন তুমি কোথায় র'বে, যাবে বাহ্য জ্ঞান।

আছ ভাল সুখে দুঃখে, কাজ কি ফণী এনে ডেকে,
বধে ভেকের প্রাণ ;—
পশলে হৃদয়ে শ্রবণ-পথে, ভুলতে নারবি দিনে রেতে,
অকাম জাগলে অন্তরেতে, আর নাহি এড়ান ॥ ৬৬০

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

এবার হয়েছে যা হবার, ধরায় গড়াগড়ি যাবে না আর।
হাজার থাক ঊর্দ্ধ মুখে, স্থির আঁখি অনিমিকে,
বিড়ালের ভাগ্যেতে শিকে, বল ছেঁড়ে কবার।
ঘৃত দুগ্ধ ছানা ননি, খাবে ব'লে নীলমণি,
যত্নে রাখলে সব গোপিনী, দেখতে তা পাওয়া ভার।
বেদ কোরাণে আছে যে বোল, সাত নকলে খাস্তা আসল,
বসে করে গণ্ডগোল, পোড়ে থাকলো সে ঘোল অসার।
আধা আধা রাধা কান্ত ছিল, যুগে যুগল মিশিয়ে গেল,
নিত্য লীলা উপজিল, রসে ভেসে হলো একাধার।
কংশ রাজার ধ্বংশ করে, অগাসুর বগাসুর মেরে,
আছে মণিময় মন্দিরে, করে ব্রজপুরি আঁধার ॥ ৬৬১

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালী।

চিদানন্দ সুধাকর।
অনন্ত জীবের কর্ত্তা আত্মা পরাৎপর।
অন্তর্য্যামী সর্ব্ব ব্যাপী, নিরানন্দ নয় কদাপি,
গুরু ব্রহ্ম নর রূপী, ভক্ত মনোহর।
আছে জীবের অন্তরে, কেহ নাহি ধরতে পারে,
ধরাতে সদা বিহরে, অধর সে অধর।
ঘোরতর তিমির হরে, নিত্য উদয় চরাচরে,
দীন বিনে চিনতে নারে, সে নয় ভাস্কর ॥ ৬৬২

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

একি ভাগ্য প্রসন্ন আজ আমার,
প্রভু দেখা যে পেলেম তোমার।
জীবের অনাদি সৌভাগ্য ফলে, কভু হয়নিক যা—না হবার
উল্লাসে পুলকিত অঙ্গ—চরণ নিরখি,
অনিমিক আছে আঁখি—করব কি,
মন—বদন পানে চায় নি তবু,
এমন দিন কি প্রভু, পাব আর।
রসনাতে বলতে নারি—নারী অবলা,
নিব্‌লো ত্রিতাপ জ্বালা—ওহে কালা,
চরণ—চকিত নয়নে হেরে,
আমার ঘুচলো মনের সব আঁধার।
কি কব মহিমা তব—ওহে দয়াময়,
কঠিন বজ্র যদি হয়—গলে যায়,
হ'ল প্রেমসিন্ধু—হৃদয় পাষাণ,
প্রাণ আনন্দে খেলছে সাঁতার।
কাল ভয়ে কম্পিত ছিলাম—বদ্ধ মায়াডোর,
যেন কারাগারে চোর—হে নাগর,
এখন দিব্য নয়ন প্রকাশিল,
ভাবে বোঝা গেল—যে জন যাহার।
অনুপায়ের উপায়, তোমার দেখা কেবা পায়,
তুমি না হলে উদয়—হে সদয়,
তুমি আদির আদি, বিধির বিধি,
কৃপানিধি অনন্ত অপার। ৬৬৩

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

মুখে বলাত না যায়,
অনিমিক হয়েছে আঁখি, কাজ কি সে কথায়।

যোগী বসে যোগাসনে, ধ্যানী জ্ঞানী নাহি জানে,
ভক্ত গণে বর্ত্তমানে, কি আনন্দ পায়।
চরণ-পদ্ম নিরখে, সুখ-সাগরে ভাসে সুখে,
না জানি সই বিধুমুখে, কত সুধা খায়।
ভাবে অঙ্গ গদ গদ হয়, প্রেমধারা নয়নে বয়,
বজ্র সম কঠিন হৃদয়, পাষাণ গলায়।
কিছুতে নাহিক রুচি, হয়েছি সই মধুর মাছি,
দেখবো বলে বসে আছি, বাঁচিয়ে আশায়।
করিয়ে সই সাধুর সঙ্গ, পুলকে পূরিছে অঙ্গ,
ভাসিয়ে প্রেম-তরঙ্গ, শ্রীগুরু কৃপায়॥ ৬৬৪

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

বিরাজ করিছ ভাল, নিরখি নয়ন জুড়াল,
তুমি কর্ত্তা সর্ব্ব আত্মা, দ্বিতীয় নাহি তব তুল।
নাহি রাত্রি নাহি দিবে, খেচর ভূচর যত ভবে,
সদয় হইয়ে সবে, সম ভাবে কর আল।
কাল শমন আদি বলী, প্রলয় কর সকলি,
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, কত হলো কত গেল। ৬৬৫

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালী।

ছিলাম তুরীয় নগরে, অধর চাঁদ হেরে অধরে,
আমার—কথায় দিবার নয়—পরিচয় তোমারে।
দূরের কি অবধি, সীমা দিতে নারে বিধি,
জাগ্রত স্বপন সুষুপ্তি আদি, সমাধির পারে।
নগর ব্যপ্ত জগৎ পিতে, কেহ নারে ধর্ত্তে ছুঁতে,
যাতায়াত হয় পলকেতে, মন যেতে নারে।

পাইয়ে পদ অভিষ্ট, পান করে অধরোচ্ছিষ্ট,
স্ব সুখেতে হয়ে সন্তুষ্ট, ভ্রষ্ট অহঙ্কারে ॥
মন হয়েছে কামী লোভী, তাই তোদের লাগি ভাবি,
না হ'লে তার ভাবের ভাবী, যাবি কেমন করে ॥ ৬৬৬

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

জীবনে জীবন রাখা দায়,
ওহে ওজীবন-কাণ্ডারী রাখ রাখ পায়।
পুনঃ পুনঃ জন্মি মরি, কাটতে নারি মায়াডুরি,
ভব-বারির তুফান ভারি, না হেরি উপায়।
অরসিকে করে পীরিত, হিতে হয় বিপরীত,
সদাই জ্বলিছে চিত, আচম্বিত প্রাণ যায়।
মানুষের নাই সে নজর, ধর্ম্ম কথা না শোনে চোর,
মোহ-মদে হয়ে বিঘোর, নানা ওজর দেখায়।
প্রাণ সঁপে অবোধ পাষাণে, বুঝি মরি হড়কা টানে,
এ শঙ্কটে তোমা বিনে, জানাইব কায় ॥ ৬৬৭

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালী।

অধর চাঁদ ধরে সাধ্য কার, বিনে জাগ্রত মূলাধার,
যোগী যতির দুরারাধ্য, অসাধ্য সে সাধনের সার।
ভবে ভ্রমে যত ভূত, ত্রিগুণের সব বশীভূত,
সে অদ্ভূত অচ্যুত, গুণাতীত সর্ব্ব গুণাকর।
বেদ কোরাণ বাইবেল আদি, অনাদি কাল ধর্ম্মবাদী,
জীবের জীবনাবধি, যদবধি না হয় নদী পার।
অনুরাগে প্রাণ পণে, কি করে সাধন ভজনে,
নয়ন ফাটে যার উদ্দীপনে, সে বিনে অকুলে সাঁতার ॥ ৬৬৮

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

যে জন নিত্য বিহরে, মণিময় শ্রীমন্দিরে,
সুমেরু-শিখর জিনি, পরম ব্যোমের উপরে।
জীবের মন থাকে অন্তরে, শমন ভয়ে কাঁপে ডরে,
মৃত্যুঞ্জয় দ্বারী সে দ্বারে, রবি শশী যেতে নারে।
ভূতলে যাদের বাসা, মিছে তাদের এ পিয়াসা,
সে আশা কালফণী পোষা, আপনি মরিবার তরে।
বেদে তত্ত্ব করা বৃথায়, বিরিঞ্চি তা ভাবিয়ে না পায়,
সুনির্ম্মল লাগে কোথায়, ধরায় কে আর ধর্ত্তে পারে।
বিনে সজাগ মূলাধারে, কেহ পরশিতে নারে,
পরশে পরশ করে, বাঞ্ছে বিধি হরি হরে।
কীট পতঙ্গ বানরে, পশু পক্ষী আদি নরে,
যেতে নারে দেবাসুরে, সবে ঘোরে ভ্রম চক্রে ॥ ৬৬৯

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অধর সে অধর শশী, ধরে এমন সাধ্য কার,
রূপে মদনমোহন, করে মনোহরের মন হর।
সুমধুর গালভরা হাসি, সুধা ক্ষরে রাশি রাশি,
আলো করে অহর্নিশি, নহে রবি শশধর ;—
নিত্য সম স্ব প্রকাশে, নাহি বৃদ্ধি হ্রাস তার।
কে আছে এমন মন্দ, মুনি ঋষি হ'ল হদ্দ,
অসাধ্য সে দুরারাধ্য, কভু বাধ্য নহে কার ;—
অখণ্ড মণ্ডলাকারে, আছে ব্যপ্ত চরাচর ॥ ৬৭০

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

ডুবিল কুরঙ্গ-শিশু, মুখ-ইন্দু সুধায়,
লুপ্ত তত্র সর্ব্ব গাত্র, নেত্র দেখা যায়।

তম নাশে রাশি রাশি, যেন সুপ্রভাত নিশি,
মরি কি বদন-শশী, শোভা করিছে তায়।
সম প্রেম সর্ব্বজনে, কাক চকোর নাহি মানে,
মত্ত হয় অমিয় পানে, যার পানে তাকায়।
নিরখিলে সে বয়ান, হ'রে লয় মন প্রাণ,
কে সখি দেখেছে হেন, ভূমে চাঁদের উদয় ॥ ৬৭১

ঝুমঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হ'লে আমি তার, সে আমার—এ নিশ্চয়,
ত্রিতাপের শান্তি হ'তে, তবে আর কি বাকি রয়।
তার সুখে চলি বলি, যা বলায় তাই বলি,
খেলে খাই শুলে শুই, এতে না থাকে সংশয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে, আছেন বিভূতির ভাবে,
তাঁরি আবির্ভাবে জীবে, তখনি শিব হয়।
মায়াতে মোহিত হ'য়ে, আপনি কে তা ভুলে গিয়ে,
ত্রিতাপে তাপিত হ'য়ে, জীব যত দুঃখ পায়।
নিজ তত্ত্ব জান্‌লে পরে, সকল দুঃখ যায় দূরে,
প্রবেশিয়ে অন্তঃপুরে, হেরে সে আনন্দময় ॥ ৬৭২

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

মহতে মহতে পীরিতি, তরুণ অরুণ ভাতি,
হৃদ্‌পদ্ম প্রফুল্লিত হয়, অঙ্গে রয় সঙ্গের সাথি।
আলো করে নিশাকরে, দীপ থাকে দীপ্তাকারে,
প্রভাত না কর্‌তে পারে, হাজার ঘরে জ্বাল বাতি।
থাক সহজ সরাগে, অকাম অন্তর জাগে,
চেরাক কোন কাজে লাগে, ভাগে শশধর-জ্যোতি।
ভূচর খেচর জলচর, অমর যত তমহর,
হয় যদি সব একত্তর, সাধ্য কি পোহাতে রাতি।

জোনাক খদ্যোৎ যত, তাদের মহত্ব কত,
দিনেতে হয় হত, পোকায় বাড়ায় ক্ষিতি ॥ ৬৭৩

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সে ত শত স্বপ্রকাশ,
পূরাইতে ভক্তগণের মনের অভিলাষ।
নিত্য বৃন্দাবনে স্থিত, ব্যপ্ত চরাচর জগত,
অনাদি অন্ত রহিত, সমান বার মাস।
আপ্ত সুখে হ'য়ে সুখী, আপনারে দেয় আপনি ফাঁকি,
পাবে কি আভাস;—
সে অতীত মন বুদ্ধি, না হইলে চিত্ত শুদ্ধি,
বুঝবে কি সাধন সিদ্ধি, নাহি বৃদ্ধি হ্রাস।
পেয়ে সাত্বিক ভৌতিক জমি, মন-ভ্রমে সদা ভ্রমি,
সে জগন্নাথ জগৎস্বামী, আপনি পীবে কি সে রস ॥ ৬৭৪

সোহিনী—খেম্‌টা।

মন চল না, এ বাণিজ্যে কি বাসনা।
কাণে যদি সেঁদোয় জল, বাহির করে যে জানে কল,
সেই জলে সে ঢালে জল, ঐহিকের ঐ রূপ ভাবনা।
অপূর্ব্ব জন্মাইল নাতী, বুড় দাদা দিদী ঘাতী,
জনন মরণ বাদী, পূজা সন্ধ্যা বিড়ম্বনা ॥ ৬৭৫

ভৈরবী—মধ্যমান।

তবু জীব ভাবে অকারণ,
গুরু যদি কৃপা করে, করেন ত্রিলোচন।
অন্য ধন যাক দূরে, নীলমণি তার দিলে করে,
নিশ্চিন্ত সে হতে নারে, পলক কদাচন।

যত সাধু সঙ্গ করে, অন্তরের তিমির হরে,
ভাসে প্রেম-সিন্ধু-নীরে, হয়ে বাহ্য চেতন।
কুসঙ্গে ধায় নিরবধি, আপনি হয় আপনার বাদী,
পাইয়ে দুর্লভ নিধি, গুরুদত্ত ধন।
কভু করে মহাগর্ব্ব, কভু হয় ক্ষুদ্র হ'তে খর্ব্ব,
ভুলে যায় সৎগুরু সর্ব্ব, কারণ কারণ।
পলকে পলক ভরে, স্বভাবে কুতর্ক করে,
দমন করিতে নারে, আপনি আপনার মন ॥ ৬৭৬

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

ধন্য ধন্য প্রভু দয়াল,
কি কহিব কলিযুগে জীবেরি কপাল।
এমন কোথায় দেখিনি, শ্রবণে কভু শুনিনি,
না চাইতে পায় পরশমণি, গরীব কাঙ্গাল।
স্বমন জয় করিতে কত, মুনি ঋষি পরাভূত,
সাধনে সব সাধু হত, হালসে বেহাল।
দয়াল দাতার কৃপালেশে, প্রেমানন্দে সবে ভাসে,
মনসিজ না জানে কিসে, কাটে মায়া-জাল।
পুলকে যায় আপনা ভুলে, কেহ থাকে না জগৎ কুলে,
নাম-রসে তরাইলে—আচণ্ডাল ॥ ৬৭৭

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

বুঝে কর উপাসনা, শুভ কর্ম্মে নাহি মানা,
পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় বুদ্ধি মন—তায় যাবে না জানা।
যে চক্ষু পেয়ে জীব মুখ্য, সে অতীত সুখ দুঃখ,
অতীন্দ্রিয় গোচর সূক্ষ্ম, দিব্য চক্ষু দিবে জীবে কোন জনা।

কে জীতেন্দ্রিয় না জেনে, দশের বোলে বিষ কিনে,
মরবে কেন চিটে ভেণে, সে বিনে তায় কেউ চেনে না।
পুঁজি পাটা সব হারাবে, কভু নাহি দেখা পাবে,
ঢাকের দায় মোনসা বিকাবে, তবু রবে অঙ্গ—সেই কানা।
যার মোহ অন্ত হবে, মহান্ত রূপ প্রকাশিবে,
নিরখি নয়ন জুড়াবে, পূরিবে সর্ব্ব কামনা॥ ৬৭৮

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

পাইয়ে মানব আকার, যে জন নয় আপনি আপনার,
আত্ম-তত্ত্ব বিহীন মূঢ়ের, ব্রহ্মতত্ত্বে নাই অধিকার।
কহ প্রভু দিন দয়াল, করিতে জীব হালসে বেহাল,
কে পাতিল এ তিমির জাল, অনাদি কাল নাই পারাপার।
সাধুর চরণ সাধি, এ তত্ত্ব পাইত যদি,
বহিত স্রোত প্রেমাম্বুধি, আনন্দে খেলিত সাঁতার।
দেহ সুখে হয়ে সুখী, কভু তারে না নিরখি,
দেয় দেখি আপনারে ফাঁকি, ঠেরে আঁখি কি চমৎকার।
স্বপ্রকাশ সে সর্ব্বলোকে, শুনি শাস্ত সাধু মুখে;
যে যখন স্বমনে ঠেকে, আলয় দেখে ঘোর অন্ধকার।
দেখতে সাধু শান্ত সুধীর, যেন প্রভু-ভক্ত ফকীর,
ধরে মাছ না ছোঁয় নীর, অন্তরে ফিকির অবোধ ভুলাবার॥ ৬৭৯

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

প্রেম কি আশ্চর্য্য নিধি, পেঁচা চকোর নয় বিরোধী,
কি কামী কাম মোহিত, কি নিষ্কামী ব্রহ্মবাদী।
কিবা সাধু কিবা ভ্রষ্ট, কিবা জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ,
সকলে সম সন্তুষ্ট, মন ভ্রষ্ট সর্ব্ব সম্বাদি।
নর বানর কিন্নর আদি, পশু পক্ষী কেহ নয় রদি,
সবে সাধে নিরবধি, কি হরি শঙ্কর বিধি।

ভজিছে জীব অবিশ্রান্ত, প্রাণান্তে না হয় ক্ষেন্ত,
বোঝে না সকামী ভ্রান্ত, না পায় অন্ত না পায় আদি।
প্রেম কি সুধাকর না জানি, হয়ে প্রেমের ধনে ধনী,
করে প্রেমের বিকি কিনি, নাই মহাজন—যত মুদি ॥ ৬৮০

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

সে রূপ যে দেখেছে চোকে, সেই ভুলেছে আপনাকে,
আনন্দের নাই শুকো হাজা, মজা ফাঁকে ফাঁকে।
উড়েছে তার পলকপাখী, খাঁচায় আছে অনিমিক আঁখি,
কভু নাহি হয় অসুখী, নিজ সুখ দুঃখে।
নাহি তায় আমি আমার, প্রজা নহে কোন রাজার,
সুখসাগরে খেলে সাঁতার, নয়নেতে রেখে ॥ ৬৮১

কালাংড়া—কাওয়ালী।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেম—এ জন্মে বুঝি না হল,
ঐ ভাবনায় রাত্রি দিন ভেবে প্রাণ শুকাল।
যার জন্যে এ ভবে আসা, পেয়ে মানব দেহ খাশা,
তবে পূর্ণ হল সে আশা, বিদশা ঘুচিল;
গুরু কৃপায় পড়লো পাশা, বাজী জিত হল;
ঠেকে দুর্জ্জয় সাধন দশায় সে ভরসা গেল।
হয়ে তার প্রেমদাসী, মনে মনে হয়ে খুসী,
স্ব-সুখ-সাগরে ভাসি, নিশি হয় আলো;
আমারে করিতে জয় বয়স ফুরাল;
পাইলে সে কৃষ্ণ প্রেম, সুধা খাই রজ ধূলো।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সার, সর্ব্বাতীত সর্ব্বেশ্বর,
প্রেমসুধা অপার, অতুল অকুল;
বুঝিলাম কৃষ্ণপ্রেম যা হবার তা হল;
প্রেমময়ী সে প্রেমাধার, কে হবে তার তুল।

দেখিয়ে মহিমা তার, বলিহারি যাই কৃপার,
বদ্ধ ছিলাম কারাগার, মুক্ত করিল ;
তবু পদে নিষ্ঠা রতি নাহি উপজিল ;
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম, সাধলে মন চিরকাল ॥ ৬৮২

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

ধনীর মুখের প্রতিধ্বনি—দৈববাণীতে ব্রহ্মাদি,
জ্যোতির্ম্ময় মানুষাকৃতি, রবি মণ্ডল যার দিধি'র দিধি।
শত স্ব প্রকাশ সে জ্যোৎ, ত্রিদেব ভাসিছে সেই স্রোত.
নির্ম্মল মনোহর জগৎ, শোভায় ভরা অরুণ নিধি।
জীবের নয়নপথে, আচ্ছাদিল পঞ্চভূতে,
পুরাণ আদি বেদ শ্রুতিতে, বিধি হল ব্রহ্মবাদী।
পড়িয়ে বিস্তার জালে, স্বকর্ম্ম লিপি কপালে,
বদ্ধ জীব অর্ণব-সলিলে, ভুলেছে তায় তদবধি ॥ ৬৮৩

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কহ গো বৃন্দে, প্রাণ-গোবিন্দের একি অবিচার,
পাঠায়ে বনে দাসীগণে, মনে না ভাবিলে আর।
যার সুখে হয়েছি সুখী, রাজনন্দিনী গহনে থাকি,
জলবিন্দু সম সখি, তার কি প্রেম ব্যবহার।
সঙ্কেতে বাজালে বাঁশী, নাহি মানি দিবানিশি,
পরেছি তার প্রেম-ফাঁশি, করেছি গলার হার ॥ ৬৮৪

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

যে যার—সে তার হলে পীরিত হয়,
শিখবার নয়—কৃষ্ণ-প্রেম—শিখাইবার নয়।

চেতনে চৈতন্য নইলে, কি হবে পাখী পড়ালে,
উদয়ে উদয় হলে, সদয়ে সদয়।
থিহরে এক সরোবরে, নলিনী কুমুদ কহ্লারে,
কে প্রফুল্ল করে তারে, ব্যবহারে জানা যায়।
আনন্দে চকোর গণে, চেয়ে থাকে চাঁদ পানে,
বায়সের বাসনা মনে, কেবা নিবারয়।
নিজ নিজ মন্দিরে, অধরশশী বিরাজ করে,
স্বরূপে হেরিতে তারে, জীবে করে ভয়॥ ৬৮৫

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

তড়িত জড়িত নব জলধর শ্যাম,
যুগল বিলাস করে, আত্মা আত্মারাম।
নিরন্তর প্রেম ভুক, অকলঙ্ক শশীমুখ,
হেরিলে হরয়ে দুঃখ, সুখ অবিশ্রাম।
আঁধার ঘর উজ্জল হয়, বিনি মেঘে বরিষয়,
ত্রিতাপ অনল নিভায়, বহে অশ্রু ঘাম।
কি ঘন গরজে বাঁশী, নহে শশী অহর্নিশি,
সুধা ক্ষরে রাশি রাশি, নাহিক বিরাম।
দেখিতে দ্বিভুজ রাখাল, উপমা নাহি দিতে স্থল,
কাল রূপে করে আল, বৃন্দাবন ধাম।
চরণে চরণ রাখা, শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ বাঁকা,
চূড়াতে ময়ূর পাখা, লেখা রাধা নাম।
জিনিয়ে রিপু কামাদি, লঙ্ঘিয়ে মায়াময় নদী,
যে দেখেনি হেন নিধি, বিধি তারে বাম।
সুখময় রসের কূপ, অকাম মদন ভূপ,
কি কব অদ্ভুত রূপ, মনোরম সুঠাম॥ ৬৮৬

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

ওলাউঠার ভয় যেথানে, পীরিত ক'রো না সেথানে।
মার্গ ঠিক থাকে না কভু বিমার্গ গমনে।
বিধি মতে আছে জানা, সুখ পাবে না দেবে হানা,
ঔষধি তায় খাটে না, শেষ হারাবে প্রাণ।
বৈভব পড়িয়ে র'বে, সম্ভোগ নাহিক হবে,
কে কখন কারে দহিবে, চিতের আগুনে।
যখন ঘটিবে সে বিপদ, কোথা র'বে আমোদ প্রমোদ,
হবে জনমের শোধ, বুঝ সুবোধ মনে।
অ-সাধন অ-কারণ, পাবে অমূল্য রতন,
সু-পথেতে চল মন, সুজনের সনে॥ ৬৮৭

ললিত—আড়াঠেকা।

গা তুলো গা তুলো—কৃষ্ণ-মন-মোহিনী,
ঐ এলো নিকুঞ্জে তোমার, নীলকান্ত মণি।
নিরখ কাল ত্রিভঙ্গ, নিয়ে কর রস-রঙ্গ,
ধূলায় ধূসর অঙ্গ, কেন বিনোদিনী॥ ৬৮৮

আলাহিয়া—একতালা।

করিয়ে পীরিতি আগে না জেনে,
দহিছে দেহ চিতার আগুনে।
ঠকে সোঁপে প্রাণ, ঠেকে হ'ল জ্ঞান,
ক'রেছি বিষপান, আপনি কিনে।
অদর্শন অসুখ, কহিতে ফাটে বুক,
ঘর্গে ঘটে দুঃখ, মূর্খের সনে।
জীয়ন্তে জেন্ত নই, যেন মুরগি জবাই,
ধড়ে ধড় ফড়াই, এড়াই কেমনে

অবোধ বুঝবে কি, স্বসুখে সুখী,
বৈকুণ্ঠে গেলেও ঢেঁকি, মরে ধান ভেণে।
মলে যে জলে চুলিতে, ক্লেশ বোধ নাহি তাতে,
সজীব থাকিতে, কে জীয়ে প্রাণে ॥ ৬৮৯

ঝিঁঝিট—একতালা।

উপদেশ দিধি ছলে কি কৌশল তোমার,
কি কহিব গুণমণি মহিমা অপার।
কোথা পাবে রামানন্দ, পান করাবে মকরন্দ,
আমি মূঢ়মতি অন্ধ, তম অন্ধকার ॥ ৬৯০

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

মনের—পড়ে না তায় মনে,
অনাদি কাল অদর্শনে।
যে কভু দেখেনি যারে, সে না তারে চেনে।
যার ধর্ম্ম যেই বীজে, সেইত ভাল দেখে নিজে,
রত্ন ত্যজে কাচে মজে, আছে বিস্মরণে।
যে নহে যে কাজের কাজি, তার কাজ সে হয় আন্দাজি,
কাজে কাজে করে কারসাজি, বুঝিবে কেমনে।
অন্তরে মণি জলিছে, স্বরূপে রূপ প্রকাশিছে,
আঁধারে মন খুঁজিছে, বহির সদনে ॥ ৬৯১

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—আড়খেমটা।

সখি তাহে নহি দুঃখী, লোকনিন্দায় করবে কি।
জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিতে, সতত জাগিছে চিতে,
মজিতে কালার পীরিতে, কি আছে আর বাকি।

ভেটিব পুরুষোত্তম, এ হ'তে কি আছে উত্তম,
শ্রীনাথ সহিত প্রেম, সামান্য ভাগ্য কি।
রূপের কথা কহিব কি, আমাতে না আমি থাকি,
ত্রিলোক দেখি অলীক ফাঁকি, পলকে নিরখি ॥ ৬৯২

পীলু—যৎ।

রসনাতে বলতে পারিনে—একি,
সতত অন্তরে রূপ—হয় দেখাদেখি।
উপমা দিতে স্বরূপ, বল কার হয় হুপ,
হেরিলে সে রসকূপ, চুপ কোরে থাকি ;
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ করেনিক বাকি ;
বোবার গুড় খাওয়ার মতন, কপাল সখি হল কি
একি দায় হায় হায়, গুমরে প্রাণ যায়,
চোরের রমণী প্রায়, ঝরে দুটি আঁখি ;
মনের কথা মনে রয়, কারে কব কি ;
এ দুঃখ কহিব কায়, লোকে কয় ফাঁকি ॥ ৬৯৩

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান

মনের কথা বল্‌বো কারে,
তারে বামনের ইচ্ছা ধরে।
উচ্চ গুরু সুমেরু যায়, কেহ পরশিতে নারে।
জাগ্রত স্বপনে গতি, সুষুপ্তিতে নাই অবস্থিতি,
বাঞ্ছা করে জগৎ পতি, যে তুরীয় পারে।
করিয়ে ভীম একাদশী, নিরম্বু অহর্নিশি,
মনে মনে মন বড় খুসী, দেখে হাসি অন্তরে।
নিত্য যাতায়াত করে, স্বমন শমন ঘরে,
তবু না দমন করে, আপনি আপনারে।

না হ'লে রসিক সভ্য, কে বুঝিবে এ কার কাব্য,
রবি শশীর গর্ব্ব খর্ব্ব, রয় সর্ব্ব অন্তরে ॥ ৬৯৪

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—আড়খেমটা।

একা লাজে ম'রে আছি সই,
জীবন হইল হত, কত সয়ে রই।
হ'লে কি হয় এক জাতি, যে বিধি যাহার প্রতি,
সে ধন হয় তাতে স্থিতি, অন্যে মেলে কই।
আনন্দে উঠিয়ে মেতে, ফলে ফল তায় হাতে হাতে,
নিষেধ না শুনিয়ে—পেতে, এঁড়ের দুধে দই।
গেলাম ভুলে মুখের বোলে, জান্‌লে কি জুড়তাম না নাঙ্গলে,
না দেখিলাম লেজ তুলে, বৃষ কি সে নই।
এ দুঃখ কি মলে ঘোচে, না জানি কি হবে পিছে,
ভালে বিধি কি লিখেছে, সদা ভাবি ওই।
কার কথায় পাতিলি কাণ, এখন কিসে থাকবে সে মান,
রসিকে সঁপেছি প্রাণ, অবোধ অজ্ঞান নই।
আমড়া হ'লো আমের গাছে, যে শুনে সে ভাবে মিছে,
কে হেন দরদী আছে, বুঝবে সে বই ॥ ৬৯৫

সোহিনী—আড়াঠেকা।

যখন হয় মনে উদয় চাঁদ বদন, বহে প্রেমনদী উজান,
চেয়ে রয় দুটি আঁখি, যেন চাতকীর মতন।
যদি কটাক্ষ হ'ল, অমনি কোটাল চীৎউল,
যেন বাণ ডেকে এল, ভেসে গেল ত্রিভুবন ॥ ৬৯৬

মালকোষ—মধ্যমান।

যার চেনা মানুষ—সে চেনে তায়,
যে যারে দেখেনি কভু, সে তাকে পেলেও হারায়।
স্থাবর জঙ্গম জলে স্থলে, প্রেমানন্দে কুতূহলে,
অদ্যাবধি সেই লীলে, ক'রে গৌররায়।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে, আইসে তোর সদনে,
পর্ব্বত গুহা কাননে, খুঁজে সে বেড়ায়।
থাকে নিকট যে ভাবে দূর, দয়া তায় করিয়ে প্রচুর,
দেখা দিলে দয়াল ঠাকুর, দরশন না পায়।
কার বা তত্ত্ব কেবা করে, আপনি না জানে আপনারে,
জহর পরখ ঘুমের ঘোরে, করা সে বৃথায় ॥ ৬৯৭

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

কহ কুমন-কুমদিনী, সুমন-পদ্মিনী কই আমার,
একাধারে ভাসে নীরে, সালুক সুন্ধি কহ্লার।
কে দরদী দেখাই কারে, যে মম হৃদয় বিদরে,
সরোবরে তায় না হে'রে, সব দেখি আঁধার।
আমি থাকি তার অন্তরে, সে মম হৃদয়ে বিহরে,
সুখে সুখী পরস্পরে, প্রেমডোরে বাঁধা তার।
পলক পবন আমারে, উড়ালে বিচ্ছেদ নগরে,
ডুবলাম বুঝি মানভরে, তারে কি পাব আর ॥ ৬৯৮

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

দেখিলাম পীরিতের নগর,
ভক্তগণের অবারিত দ্বার।
চিত্ত উদ্যান সিংহাসনে, বিরাজিত নন্দকিশোর।

দ্বেষাদ্বেষ নাই সে দেশে, গুরু কৃপায় যে প্রবেশে,
ভাসে নামামৃত রসে, ভাবাবেশে সব আপনি বিভোর।
নাহি মানে নিষেধ বাধা, যেন শিব সাধেন সদা,
মূলাধার শ্রীমতি রাধা, সবে বাঁধা সেই প্রেমডোর।
নাহি মানে ভোগমুক্তি, শ্রীচরণে আছে ভক্তি,
যার যেমন উপজে শক্তি, সে ভজে সেই প্রেমাদর।
মনোময় কুসুম কাননে, কল্পনা সৌরভ আঘ্রাণে,
ধ্যান করে অবোধ অজ্ঞানে, নাহি ঘোচে তার ঘুমের ঘোর॥ ৬৯৯

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

মরি কি অধর শশী, শশীর মতন না হয় কমি বেশী,
নাহি মানে কালাকাল, সম আলো দিবানিশি।
দেখ বা না দেখ তারে, নির্হেতু পশে অন্তরে,
পুলকে পুলকিত করে, সাধে কিরে ভালবাসি।
থাকৃতে সর্ব্বজীবের অন্তরে, কেহ না পরশিতে পারে,
উদয় হয় ঘরে বাহিরে, বামনে ধ'রে ধরায় বসি।
কীট পতঙ্গ আদি ক'রে, ভূতলে গগন উপরে,
দেবতা কিন্নর নরে, যে নিরখে সেই হয় খুসী।
যত জীব জগৎ ভিতরে, অধর ছাড়া কেউ থাকৃতে নারে,
হেরিলে সুখী অন্তরে, অধরে না ধরে হাসি॥ ৭০০

টোড়ী—মধ্যমান।

ঠেকেছেন ঠাকুর বিষম দায়,
প্রেম লোভে এসে ভবে, জীবে হ'য়ে সদয়।
ভক্তি বিহীন ভাক্ত, প্রভু-পদে অনাসক্ত,
মোক্ষ খোরা খেতে সক্ত, কৃষ্ণ-প্রেম চায়।
হাল সে বেহাল তাই ভেবে, দীনহীন দিন কিসে পাবে,
প্রেমানন্দেতে ভাসিবে, হবে মৃত্যুঞ্জয়।

বিলায় সে স্বর্গ ভুমি, চিন্তামনি সর্ব্বযামী,
আপ্ত সুখী লুভী কামী, স্বামী সুখ না চায়।
আপনার কর্ম্মদোষে, সাধুকার্য্যে নিন্দে সে,
আপনি মরে অবশেষে, শমনের ভয় ॥ ৭০১

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

যখন যারে ধরে গেরো, সোণা ফেলে দেয় আঁচলে গের।
না মানে নিপুণ অনিপুণ, দোষ গুণ কব কার।
থাকৃতে ধন হয় সে দন্য, নিত্য বস্তু দেখে জন্য,
নিজ পতি ভাবে অন্য, হয় মতিচ্ছন্ন তার।
নিভায় সে জ্বলন্ত বাতি, সঞ্চিত ধন হয় বিস্মৃতি,
দেখ্‌তে পায় না লভ্য ক্ষতি, মজে তাতেই আর।
দাতায় যদি তায় ধন দিলে, মন টলে তার তিলে তিলে,
অমনি কানা হ'য়ে চলে, দেখাইলে হর।
এল থেল বহে হাওয়া, বোঝা যায় না নিগ্রহ দয়া,
পঞ্চভূত নির্ম্মিত কায়া, মায়াতে মূর্ত্তি তার ॥ ৭০২

কালাংড়া—আড়খেমটা।

কপাল ফলে সর্ব্বত্তরে, বিদ্যা বুদ্ধিতে কি করে।
গুণে করি অগণা প্রণাম, অবিদ্যা মায়ারে।
গুণ নাহি গণা এক কড়া, স্কন্ধে ঝুলি লক্ষ্মীছাড়া,
জ্ঞান আগুনে কপাল পোড়া, সেই পূজে আদরে।
মন্থিয়ে সাগর অম্বু, বাঁকায় পেলে সুধাসিন্ধু,
অমায়িক সরল শম্ভু, বিষ দিলে তারে।
ত্রিলোক মোহিত করে, পশু পক্ষী কেবা ধরে,
নিস্তারিতে কেহ নারে, দেবতাদি নরে ॥ ৭০৩

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

ফিকির ক'রে -ফকীর হ'তে চায়,
মনের এ চাতুরী—বোঝা দায়।
মনের মনে আছে—সব মিছে,
বচনে লোকের কাছে—বৈরাগী হয়।
ময়ূরের নৃত্যে—পেঁচায় নৃত্য করিলে,
আপন নাচ যায় সে ভুলে—নকলে,
মন আপনার বুদ্ধে, হারায় দুকুলে,
মারে আপনি কুড়ুল, আপনার পায়॥ ১০৪

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভাল নিকুঞ্জে সই আসা, ক'রে প্রেমরস আশা।
পাঠাইয়ে বনে, মনে নাই তার রতি মাসা।
সঙ্কেতে ঠারিয়ে আঁখি, ভুলিল কি কমল-আঁখি,
জলবিন্দু সম সখি, তার কি ভালবাসা॥ ১০৫

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

স্বভাবে উপজে ভাব, ছাড়িলে কি ছাড়ে,
অবশ হয়ে করে কর্ম্ম, স্বধর্ম্মেরি চাড়ে।
কি জীব দেব প্রকৃতি, জগতের এই রীতি,
যাতে যার হয় পীরিতি, তাই তার মনে পড়ে।
শুকো কালে অন্তর শীতলে, পিক ডাকে বসে ডালে,
প্রাণ জুড়ালে রসাল ফলে, আর নাহি রা কাড়ে।
কোকিল সব নীরব হলে, পীযুষ রস লুকালে,
বরষা কালে ঘোলা জলে, মণ্ডুকের কোঁ কোঁ বাড়ে।
বদ্ধ আছে কর্ম্মসূত, ছাড়তে না হয় মজপুত,
অন্তঃদশায় পোষা ভূত, চাপে সবার ঘাড়ে॥ ১০৬

ললিত—আড়াঠেকা।

কেন সারী তোরা—ডেকে জাগালি আমায়,
দহিতে মম জীবন, তরুণ অরুণ উদয়।
না হেরিলে নীলকান্ত মণি, মুখেতে না সরে বাণী,
বিরহে বিদরে প্রাণি, মণিহারা ফণী প্রায়।
জানি অবোধ কাকী বকী, পিকেরে আর বলিব কি,
সুখ পেয়ে হয়ে সুখী, দেখাতে কি এল রাধায়।
হয়েছি জীবন বিহীন, যেন জল ছাড়া মীন,
দিন দেখে কি পেলি দিন, কি তোর পাষাণ হৃদয়॥ ৭০৭

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

দিনমণি অস্তকালে, তিমিরে জগৎ পূরিলে,
চেরাকীর মশালীর হয় প্রভুত্ব, জোনাক পোঁদে বাতি জ্বলে।
চৈতন্য গোঁসাই-তিরোভাব, আবির্ভাবের নাই অনুভব,
সাধু শান্ত নিশ্চিন্ত নীরব, প্রকাশ সে ভাব কেউ পায় না মূলে।
কি আশ্চর্য্য কলির প্রভাব, সার হল—জাত কুল গেল রব,
তরাচ্চে—জীব সে কেশব, আজগোবি সব কলির লীলে।
কিছুদিন থাকলে জীবিত, কালে কালে দেখব কত,
ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মব্রত, ভাঙ্গছে যত ছেলে মিলে।
অদ্বৈতের ছিল ব্রহ্মজ্ঞান, মধ্যে মচকে হ'ল দু খান,
আবার ভঙ্গ হ'ল ধ্যান, প্রভুর সন্ধান কৈ কে পেলে।
ধরাতলে পাতিয়ে ফাঁদ, বামনে ধরবে গগনের চাঁদ,
ঘুচে গেল সব মনের সাধ, ঘরোয়া বিবাদ বাদিয়ে তুলে।
বিপরীত হল হিতে, একি বিপদ হরষিতে,
আপনার মৃত্যু আপনার হাতে, লিপিতে কে ছাপিয়ে দিলে।
ব্রহ্ম সভার লেগেছে গোল, গির্জে যাবে কি দেবে হরিবোল,
খাঁটি দুধে মিশল ঘোল, ভাবছে সকল দল বিদলে।
ছিল পৈতৃক ধনাধিকারী, হয়ে গৌর কন্যাধারী,

ফিরে সেই ধনের ভিখারী, কি হয় ব্রহ্মচারী হলে।
গভর্ণর কাউন্সেল আদি করি, মোকর্দ্দমা হচ্চে ভারি,
বলিহারি যাই ফকীরি, কালি দিতে সাধু-কুলে।
হলে কি হয় নূতন অবতার, নয়ন মুদে দেখে নিরাকার,
অতঃপর লেগেছে আঁধার, পার হওয়া ভার সাঁতার খেলে।
সাধু বলে শুন ওরে মন, চেতনে হের চৈতন্য চরণ,
তুরীয় রস খেলবে উজান, তিরোভাবে তায় দেখিলে।
যার অভাবে জগৎ অন্ধ, ভজ সেই চরণারবৃন্দ,
ঘুচে যাবে সকল সন্দ, মকরন্দ সুধা পিলে ॥ ৭০৮

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভব অপার জলধি, যাতনায় তরিবে যদি,
গুরুপদে প্রাণ মন করহ সমাধি।
স্বসুখ লোভের যোগে, ষড় রিপু শত্রু জাগে,
দুঃখেতে এখন—তাই লাগে, পূর্ব্ব গ্রহ আদি।
জ্ঞান ইন্দ্রিয়, কর্ম্ম ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ মন বুদ্ধি সহ,
সপ্তদশাকৃতি দেহ, অনাদি বিবাদী ॥ ৭০৯

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

আমি—যখন যেমন, তখন তেমন—সময় বুঝে চলি,
কভু পরি প্রেমরত্ন হার, কভু ভার কাঙ্গালী।
মনের খেদে কেঁদে বেড়াই, ধুলাতে গড়াগড়ি যাই,
কভু বা নাচি হাসি গাই, দিয়ে করতালি।
আমার কাজ কি বুঝবি তোরা, ভাবীর ভাবে হয়ে ভোরা,
হই রাধা-বাজারের গোরা, থাকিনে বাঙ্গালী।
যখন মনে সে ভাব উঠে, ঘাড়িকেতে ঘোঁড়া ছুটে,
মণি ভাণ্ডার বিলাই লটে, কভু পাঁটে তেলি।

কভু ধরি নটবর বেশ, কভু কর্পান ভ্রমি সর্ব্বদেশ,
মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, চাঁদমুখে দিই ধূলি ॥ ৭১০

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

পীরিত হ'লেই কি হিত হয়,
না বুঝে করিলে সাধ প্রমাদ ঘটায়।
ত্রিবিধ মানুষ আছে, মানুষে নেয় মানুষ বেছে,
মণি ভ্রমে মজলে কাচে, আছে বহু ভয়।
যেমন সুধা গরলে, তেমতি শঠ সরলে,
জীবন সংশয়;
ধরিয়ে সাধু-চরণ, কর মন সুসন্ধান,
সুজনে মেলে সুজন, বহু ভাগ্যোদয়।
করিয়ে পরাণ পণ, নিধন হ'ল কত জন,
ডুবিয়ে সিন্ধুরতন, পেলে না উপায় ॥ ৭১১

বাহার—আড়াঠেকা।

বিরস বদন মন থাকা উচিত নয়,
উল্লসিত প্রেমনিধি এ হেন সময়।
হেরিলে হয় হর্ষ চিত, পীরিতের এই রীত,
কুমুদ কোথায় রয় মুদিত, হইলে শশীর উদয়।
ভাস্কর তমনাশ করে, সরোজ ফোটে সরোবরে,
যে ভালবাসে যাহারে, সে তারে থাকে সদয়।
যার দুঃখেতে বিদরে বুক, শত অপরাধ থাকুক,
অভিমানে ঢেকে মুখ, কি সুখ বল আছে তায় ॥ ৭১২

ঝিঁঝিট—মধ্যমান্।

গুরু জানে যে যন্ত্রনা—প্রেমতরু রোপণে,
পাছে লোকে করে উপহাস, লাজে প্রকাশ করিনে।
প্রথম মিলনাবধি, যেন কত অপরাধী,
প্রাণপণে নিরবধি, আরাধি নিশি দিনে।
প্রাণাধিক ভালবাসে, তথাপি প্রাণ কাঁপে ত্রাসে,
পাছে রোষে না সন্তোষে, বিনি দোষে অকারণে ॥ ৭১৩

সিন্ধুভৈরবী—আড়খেম্টা।

ধন্য ধন্য গোপীকায়,
সর্ব্বত্যাগী শিব যোগী, ধ্যানে যায় ধিয়ায়।
কি তাদের প্রেমের ডুরি, ভাবিয়ে বুঝিতে নারি,
হেন গুণসিন্ধু হরি, কি গুণে ভুলালে তায়।
মুনি ঋষি অনাহারা, চিন্তে যারে জে'ন্তে মরা,
কি পুণ্য করেছে তারা, বলাত না যায়।
নাহি তার কোন কার্য্য, ত্রিদেবের হয়েছে পূজ্য,
তেজ্য করি ষড় ঐশ্বর্য্য, গোধন চরায়।
পড়িয়ে চরণ তলে, পীতবাস দিয়ে গলে,
রাই রাখ রাখ বলে, ধরণী লোটায় ॥ ৭১৪

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

দেখে লাগচে আচাভুয়ো একি সর্ব্বনাশ,
প্রেম লোভে এসে ভবে হচ্চে ত্রাস।
আশ্চর্য্য—কিমাশ্চর্য্য, ক্ষুদ্র মেঘে ঢাকিছে সূর্য্য,
গুরু হতে গুরু বীর্য্য, করিছে প্রকাশ।
আপনারে না করে দয়া, ভাবিয়ে আপন মায়া,
যার হাতে সঁপিলাম কায়া, সেই মায়াপাশ।

অনন্ত যাহার গোড়া, তারে দেয় নাড়াচাড়া,
খাবে লোভে ঘোড়া ভেড়া, ঘোড়া ডিঙ্গে ঘাস।
চেয়ে গুরু চরণপানে, দৃষ্টি হলো দিব্য জ্ঞানে,
আপনি গলে দিয়ে আপনি টানে, আপনার মৃত্যু ফাঁশ ॥ ৭১৫

বেহাগ—আড়াঠেকা।

হেরে—হরে গেল জ্ঞান,
অস্ত শশী আঁধার নিশি—প্রেয়সী বয়ান।
ঘনতো ঘোরা যামিনী, প্রফুল্লিত কুমুদিনী,
বিষাদিত কমলিনী, মুদিয়ে নয়ন।
কেবা চাহে মুখ তুলে, বিদেশে ভাসি অকুলে,
নাহি মেলে স্থান ;
প্রাণ বলে আনন্দ মনে, অবাক্ হলেম দেখে শুনে,
বুঝিলাম অদৃষ্ট গুণে, নলিন হয় পাষাণ।
কলিকা দুর্ব্বলা বালা, নাহি জানে প্রেম জ্বালা,
অবলা অজ্ঞান ;
রসবতী না হলে পরে, কে বল আদর করে,
আশা পূরে ভ্রমরেরে, মধু করে দান।
ভেবে ছিলাম রোষ ভরে, বিবশ অন্তর করে,
হানিছে শেল বাণ ;
নাগর হয়ে ধরিল পায়, শীলা হলে সেও গলে যায়,
সৌদামিনী শীতল হয়, নারীর কি রয় মান ॥ ৭১৬

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

রঙ্গে ত্রিভঙ্গের মন ভুলায়,
মরি কি রসের রসিকে—হায়।
হেরে চরণ দুখানি অনুমানি, কামিনী সাধারণী কভু নয়।

রূপের শিরোমণি ধনি—কুণ্ডলিনী প্রায়,
কিবা নীলমণি মাথায় শোভা পায়,
তেজে বিদ্যুৎ রবি লজ্জায় ভাগে—
ধনি যে দিকে মুখ তুলে চায়।
তাই দেখেছি ভেবে—মাতৃভাবে ভবানী,
ব্রজের কি রাধারাণী—না জানি,
এ নারী রূপ নেহারি চিনবে কিসে—
ভাব রসে হ'ল পাগল মৃত্যুঞ্জয়।
প্রেমময়ী আহ্লাদিনী বাণী সু-মধুর,
কর্ত্তে নিরানন্দ দূর, নাই কসুর,
দেখে জেন্তে মরা, রসিক যারা—
তাদের আনন্দে প্রেমধারা বয়॥ ৭১৭

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কমলিনীর বঁধু—মধুপ বই কে আর,
মধুর প্রয়াসী গুড়ে মাছি—ভরা জগৎ সংসার।
কত মধু মধুকরে করে, কে সংখ্যা করিতে পারে,
কালরূপে আলো করে, হৃদি সরোবর;
জীবন প্রফুল্ল হয় সুমধুর স্বর;
সাধু তার জীবন প্রাণ অন্য নাহি আর।
দিবসেতে দিবাকরে, পদ্মিনী বিকসিত করে,
জানে না নীলকান্ত মণি অখিল বিস্তার;
নলিনীর ব্যভিচারী দোষ, রটায় সব দুরাচার।
যদি খায় ফেলে উগারে, উদরে না রাখতে পারে,
চাক বানায়ে যত্ন করে, রাখে তার ভিতর;
কি ধন ত্যজে কিসে মজে বোঝে না বর্ব্বর;
মুখে আপনি করে নেয়, পরে তায় ফিরে পাওয়া ভার॥ ৭১৮

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

চোঁরে কামারে দেখা নাই, সিঁদকাটি যেমন,
করণ কারণ তার আমার সম, মম জন্ম তেমন।
কার কর্ম্ম কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে,
জন্মদোষে কর্ম্ম ডোরে, পড়েছি বন্ধন।
কে আমারে নেবে কোলে, বাপে জন্ম নাহি দিলে,
জন্মেছি মাতৃহীন ছেলে, বিফল অকারণ।
কার আমি কেবা সৃজিলে, খুঁজলে না দেখা মেলে,
কে গড়ালে কে গড়িলে, না মেলে অন্বেষণ।
উভয় রয় উভয় অন্তরে, নিত্য প্রেম চোরে কামারে,
আমি ধরতে গেলে তারে, আমার হয় মরণ ॥ ৭১৯

বারোয়াঁ—আড়াঠেকা।

আগে চিনে—চরণ ধর,
পীরকে দিলে সিন্নি ফাঁকি, দরগা কি দেয় বর।
ক্ষিতি অপ গগন মণ্ডলে, ভ্রমে জীব আকাশ পাতালে,
কার বলেতে কায়া চলে, কে তোর মূলাধার।
ডুবে সেই চরণতলে, গম্ভীর রয় গম্ভীর জলে,
করে কিবল অল্প জলে, সফরী ফরফর।
সুপ্ত ছলে গুপ্ত হয়ে, আছে ঘরে লুকাইয়ে,
অধরে অধর দিয়ে, বেষ্টিত শঙ্কর।
না ধুইতে গায়ের কাদা, হয়ে বসলি পালের গোদা,
মনে বুঝে দেখরে গাধা, কে সে পরাৎপর ॥ ৭২০

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ভজ—ভজ মন তায়,
মোহিত সর্ব্ব জীবন যে জন মায়ায়

পাইয়ে মনোমত ধন, কাজ কি অরণ্যে রোদন,
বদন থাকিতে ওদন, কেন নাসিকায়।
নিরপেক্ষ যার করণ, উপেক্ষা তায় করা—মন,
সে জন সে নয়;
প্রিয়জন দরশন, কামনায় কি প্রয়োজন,
অকাম কর অর্পণ, প্রাণ মন কায়।
অন্তরে যে অনুক্ষণ, অন্তরে নয় কদাচন,
সদাই সদয়॥ ৭২১

বাহার—একতালা।

বুঝি মন তোমার আকিঞ্চন বৃথা হয়,
কালার বিরহানলে অদর্শনে প্রাণ যায়।
মনেতে অসীম ধোঁকা, বিষকুম্ভ সুধা ঢাকা,
মুখে তারে বলে সখা, অদেখায় কি প্রাণ জুড়ায়।
স্থাবর জঙ্গম দেখ, যে জন যাহার ভুখ,
না হেরে সে চাঁদমুখ, প্রেমসুখ কেবা পায়।
যে জনে তব প্রয়োজন, সে যে জগৎ জীবন,
জল ছাড়া যেন মীন, কত দিন বেঁচেরয়॥ ৭২২

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কিসে সখী করবো সুখী, কও দেখি উপায়,
সে রহিল মম অন্তরে, দেহ দেহান্তরিত হয়।
বিয়োগ হইলে প্রাণ, আশা বাই ছাড়ে না মন,
আমি রহিলাম যেন, তার আসার আশায়।
করিয়ে পীরিতি ব্রত, প্রেম-সুখৈশ্বর্য্য যত,
সকলই হইল হত, সেত সে পথ নাহি চায়॥ ৭২৩

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

কোথা চৈতন্ত প্রভু গোঁসাই,
(আহা গুণের বালাই লয়ে মরে যাই)
মনের খেদে লুকাইলে—একা, আর দেখা নাই।
চরিতামৃত অশনে, বিচারিলাম মনে মনে,
সে বিনে এ অকিঞ্চনে, কে দায়ের দাই।
ডুবিল রাই প্রেমে মজে, অতল সিন্ধুর মাঝে,
ভাব না বুঝে মরি খুঁজে, সর্ব্ব ঠাঁই।
এরে ওরে ধ'রে তুষে, পাড়পেড়ে মরি তুঁষে,
আত্মারূপে দেহে মিশে, কিসে পাই।
ভাগ্যগুণে যদি মেলে, আর কি আমি থাকি ভুলে,
বসায়ে হৃদকমলে, প্রাণ জুড়াই।
সে চাঁদের উদয় হলে, গৃহে কিবা বৃক্ষমূলে,
থাকি তারে নিয়ে কোলে, খাই না খাই ॥ ৭২৪

ললিত—আড়াঠেকা।

উঠ রাধে উঠ রাধে—সারী শুক বলে,
আলোতে কি নিদ্রা ভাল, কাল মাণিকেরি কোলে।
পূর্ব্বদিকে ভানু উদিছে, স্থাবর জঙ্গম জাগিছে,
নীরে নলিনী ফুটিছে, ডাকিছে কাক কোকিলে।
লুক্কায়িত দিবাভীত, তিমির হইল গত,
সুখেতে রাই ঘুমাও কত, নিশি প্রভাত কালে।
কুমুদিনী মুদিত, গগনে রবি উদিত,
অস্তগত নিশানাথ, হইল অস্তাচলে ॥ ৭২৫

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

সবিনয় শ্রীরাধারে সারী শুক কয়,
আমরা পাখী বনে থাকি, স্বভাবে ডাকি তোমায়।
অন্ধসম নাহি জ্ঞান, হৃদয়—কপট পাষাণ,
করি ধ্বনি রাত্রি দিন, হয়ে বিহীন উপায়।
তব মর্ম্ম কিবা জানি, হদ্দো হলো পদ্মযোনি,
বেদশাস্ত্র পুরাণে শুনি, তুমি ধন্য সর্ব্বময়।
ভ্রমেতে ভ্রমি অনর্থ, আমরা অবোধ যথার্থ,
ভাবে ভব উন্মত্ত, তব তত্ত্ব কেবা পায়॥ ৭২৬

ললিত—আড়খেমটা।

পূর্ব্বদিক আলো হলো, প্রাণবঁধু এল কই,
আশয়ে আশয়ে—নিশি গেল বয়ে—কিসে বেঁচে রই।
পথ করি নিরীক্ষণ, জীবন ছিল এতক্ষণ,
আর প্রবোধ মানে না মন, পক্ষী ডাকিছে ওই।
সঙ্কেত অপেক্ষে মন, একি সখি মনের ভ্রম,
উড়ো খই গোবিন্দায় নম, সম কি তার প্রেম সই॥ ৭২৭

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

জাতি কুল কি গো তার,
মজিয়ে কাল ত্রিভঙ্গে, প্রেমের অঙ্গ যার।
পাইয়ে রসিক সঙ্গ, নিত্য করে রস রঙ্গ,
হয়েছে সকৃত ভঙ্গ, স্বকায়ায় এবার।
সন্তোষে সমুদ্র শোষে, ধরায় অধর ধরে বসে,
সুখের সাগরে ভাসে, আনন্দ অপার।
যাদের আছে দেহ ধন্দ, তারা তারে বলেগো মন্দ,
ঘুচেছে তার সে সব সন্দ, মনের অন্ধকার॥ ৭২৮

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

ভালর ভাল সর্ব্ব কাল, মন্দের ভাল আগে,
সে ডুবে রয় নিত্য সুখে, যে থাকে সজাগে।
করে বহু আরাধনা, পাবে নারী রত্ন সোণা,
কল্লে মানা মন মানেনা, কামনা অনুরাগে।
গোপন নয় এ কথা মানুর, প্রথম—দুষ্টের ধন হয় প্রচুর,
দিন কত কাল নুপুর চুপুর, পোঁদ ফাটে শেষ ভাগে।
বদ্ধ হয়ে কর্ম্ম পাশ, নাহিক সরে নিশ্বাস,
কারাগারে রয় বারমাস, বিনাশ হয় কাল রোগে ॥ ১২৯

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

সকাম রজ্জুতে সদা, আছে বাঁধা দুই জনে,
পূরাইতে মনের আশা করয়ে রাস বাগানে।
মন করে বহু স্নেহ, ভাবিয়ে আপন দেহ,
অথচ কাহারে কেহ, দেখে নাক নয়নে।
স্বপ্রকাশ প্রেম-নিধি, বিধি তাহে চিরবাদী,
আপনি আপনার বাদী, নিরবধি সাধনে ॥ ১৩০

টোড়ী—মধ্যমান্।

সাধে কি পদ্মিনীর সেধে বাড়াই মান্,
(সেধে বাড়াই মান—কুমুদিনীর সেধে বাড়াই মান্)
আছি ঋণী সেই পদে, লিখে দিয়ে নাম।
যত রসবতী মাঝে, মণির কি তুলনা কাচে,
সৌরভ গৌরবে আছে, কে তার সমান।
তার নামে হয়ে নামী, হয়েছি জগৎ স্বামী,
তার কাছে পেয়েছি আমি, কমল নয়ন।

প্রেমরস হয় লভ্য, করিব মুখে যত কাব্য,
সকলেরি গর্ব্ব খর্ব্ব, সে সর্ব্ব প্রধান ॥ ১৩১

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

সুখী হব কেমন ক'রে,
(আপনার বাদী আপনি সখি)
দিয়ে নিধি বঞ্চিত—বিধি করিল আমারে।
তার সুখে না হয় সুখী, আপনার যে অন্ধ আঁখি,
ক্ষুদ্র মেঘ লুকায়ে থাকি, ঢাকে অরুণেরে।
সুখের লোভে তায় আরাধি, কলা দেখাই পেরিয়ে নদী,
ভরায় মেনে সরায় শুধি, ফাঁকি দিই সে কারে ॥ ১৩২

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

পীরিতি বিষম জ্বালা, জ্বলতে হয় দু বেলা,
আগে না বুঝিয়ে ভজে, মজে কুলবালা।
কর্‌বো বলে যে ভাবে তায়, তারি এই দুর্দ্দশা হয়,
প্রেম-সাগরে হোল ডুবি খায়, না পায় তলিয়ে তলা।
বাঁচে না জীবন কার, বিরহ-গরলে ছার,
অঙ্গ করে জর জর, সে ত্রিভঙ্গ কালা ॥ ১৩৩

পরজ—আড়াঠেকা।

হ'ল সাঙ্গ ব্রত অঙ্গ, ভঙ্গ এই বারে,
সঁপিলাম মানব অঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কালারে।
সাধন অসাধ্য ধনী, দুরারাধ্য নীলমণি,
ডুবে সহজে সজনী, হারাই আপনারে।
কাত্যায়নী ব্রজে পুজে, কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যজে,
প্রাপ্তি শ্রীচরণাম্বুজে, ব্রজরাজে হেরে ॥ ১৩৪

সোহিনী—মধ্যমান।

আসবে পতি রূপবতী—আশা ছেড় না,
আশার আশ্রিত হ'য়ে, কর কাল যাপনা।
আশাতে হ'লে যতন, প্রফুল্লতায় ফলে রতন,
আশার অশেষ গুণ, শুন লো সুলোচনা।
আশাতে জীয়ে জীবন, আশাধারী সর্ব্বজন,
আশাপথ নিরীক্ষণ, প্রেম-ধন সাধনা।
আশয়ে বাড়ে আশা ভরসা, নিরাশয়ে ভাঙ্গে বাসা,
জন্মে প্রেম-রস পিপাসা, রতি মাসা পূরিবে না।
আশায় বৃক্ষ কর স্থূল, আশা প্রেম-তরু-মূল,
না ফুটতে ফুল হ'য়ে ব্যাকুল, হারাবে দু কুল জাননা॥ ১৩৫

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আমায় প্রাণ—ব'লো না প্রাণ,
আর যা কবে, সবে হিয়ায়—নলিন বয়ান।
আগ্রহি সে মুখশশী, বচনে সুধা বরষি,
দাসীর প্রতি সুপ্রকাশি, উল্লাসী বদন।
যে জন যাহার ভুক, সে নিরখি সেই মুখ,
করে সুখ জ্ঞান;
মনে মনে সবই জানি, কেন হব অভিমানী,
রাজরাণী আর কাঙ্গালিনী, কভু নয় সমান।
কাজ কি কাটি দিয়ে চাকে, শুনলে লোক আমার পাকে,
খোয়াবে কি মান;
যার প্রাণ তার কাছে থেকে, হোক হোক তারে রাখ সুখে,
আমি দাসী যুগল দে'খে, যুড়াব নয়ান॥ ১৩৬

কালাংড়া—কাওয়ালী।

তারে সাধে কি মন সাধে, না পড়লে পীরিতের ফাঁদে,
বাঁচে না পলক হারালে, বেড়াজালে বাঁধে।
মন-মৃগী প্রেমবনে, না জানি সই কি সন্ধানে,
গেঁতেছে নয়ন-বাণে, আছে প্রাণে বিঁধে।
স্বর্গে নিয়ে গেলে তাকে, সুখী নাহি হয় স্বসুখে,
ভাল থাকে দেখে চোকে, সুখে প্রেম-মদে।
মিলন হ'লে ঘটে ঘটে, অকারণ আনন্দ জোটে,
অদর্শনে বুক ফাটে, পরাণ উঠে কেঁদে ॥ ৭৩৭

কালাংড়া—কাওয়ালী।

প্রেম হ'ল না প্রিয়-পদে, বিবাদ ঘটিল সাধে।
কহ সখি কিসে বাঁচি পড়েছি বিপদে।
যয়ে করি যার সাহায্য, সে রত বিষয়-রাজ্য,
তার যদি না হ'ল পূজ্য, কি কার্য্য বিবাদে।
শুনলে কেবল হাসবে পরে, কাজ কি বিরোধ করে ঘরে,
মনের মতন কই মন রে, অন্তরে প্রাণ কাঁদে।
অদান্ত অশান্ত বাদী, সাধু-বাক্যে যত বাধি,
দুরন্ত দুর্জ্জয় নদী, রয় না বালির বাঁধে।
এক দিকে টানে স্বমন, আর দিকে টানে নিরঞ্জন,
কও সখি কে পড়ে এমন, পীরিতি প্রমাদে ॥ ৭৩৮

কালাংড়া—কাওয়ালী।

যে বিহরে পারাপারে, সখি ধরিবে কে তারে,
পতিত-পাবন সেই ভব-ভয় হরে।
সহজ রূপ না চিন্তে পারে, আকাশ পাতাল ঘুরে মরে,

বলে এক করে আন, হয় কৈতব প্রধান,
স্বভাব মাত্র বলবান, অভাব অন্তরে ॥ ৭৩৯

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

যে করে প্রাণের ভিতরে, তা আর জানাইব কারে,
নিরখি কি হলো সখি কালা নটবরে।
পলক না ফেলে নয়ন, জ্ঞানশূন্য হয় মম,
লোকে ভাবে লোক দেখান, বুঝবে কেন পরে।
মম মন অগোচরে, কে যেন সই চুরি করে,
আকর্ষণে প্রাণ হরে, রইতে নারি ঘরে।
দূরে যায় জঠর ক্ষুধা, চকোরে পান করে সদা,
না জানি সই কত সুধা, আছে সে অধরে ॥ ৭৪০

টৌড়ী—আড়াঠেকা।

যার যেমন অন্তঃকরণ, তেমনি গুরুর স্মরণ।
ভাল মন্দ কে দেখ্‌তে যায়, প্রকাশ পায় তার ধরণ।
স্বরাগে প্রেম সঞ্চারে, অন্তরের তিমির হরে,
গুপ্ত নাহি ব্যক্ত করে, ভজে শ্রীনাথ চরণ।
করে মালা ঘুরাইয়ে, কেবল বেড়ায় লোক দেখায়ে,
বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ে, অজার যুদ্ধে যেমন ॥ ৭৪১

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

পেলে ধন অমূল্য রতন—মন, শ্রীনাথের কাছে,
রূপা সোণার উপাসনা, বাসনা তায় মিছে।
যার যত সই আছে সোণা, উত্তম মধ্যম গণনা,
দিতে তার রূপের তুলনা, কে বলনা আছে।

তার হৃদ্‌কমলিনী, না হয় অন্য ধনের ধনী,
নিরখি নীলকান্ত মণি, কার যত্ন রয় কাচে ॥ ৭৪২

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ব্রজেশ্বরী ব্রজপুরে, দেখে এলাম ঘরে ঘরে,
বৃন্দা আদি লয়ে গোবিন্দেরে, আনন্দে বিহরে।
অনাদি আদির আদ্য, অযত্ন সাধন সিদ্ধ,
বিরাজিত পরাবিদ্য, অবিদ্যা নাশ করে।
সুখ উথলে যে দিকে চাই, সবে প্রেম দায়ের দাই,
অন্ধকার ঠাওর নাই, আলো সর্ব্বস্তরে ॥ ৭৪৩

সিন্ধুভৈরবী—আড়ঠেকা।

তার আর কাজ কি কৃষ্ণ-জ্ঞানে,
মায়া নাট বেদ পাঠ শ্রবণে,
অহৈতুকী ভক্তি যায়, শ্রীনাথ চরণে।
অপার সে ত্রিগুণা নদী, উল্লঙ্ঘনে নাই অবধি,
অনাদি কালের বাদী, শাস্ত্রাদি বচনে।
অকস্মাৎ অকারণে, না ভজনে না সাধনে,
বিরিঞ্চি দুর্ল্লভ ধনে, পেলে গোপীগণে ॥ ৭৪৪

মিশ্র—খেমটা।

স্বরূপের বাজারে থাকি,
শোন রে খেপা বেড়াস্ একা, চিনতে নারলি ধরবি কি।
মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়,
জীয়ন্তে তা ধরতে গেলে হাবু ডুবু খায়,
ওসে—মড়া নয় রসের ঘড়া, আছে স্বরূপে দিয়ে আঁখি ॥ ৭৪৫

মিশ্র—খেমটা।

লেজ তুলে কেউ দেখলে নাক সই,
ঘরে বিয়লো—এঁড়ে কি নই।
এমন পূর্ণ চাঁদে ঘুণ ধরালে, ঐ যে এঁড়ের দুধে পেতে দই।
সে বললে কি, শুনলে বা কি, এসে পাকা ধানে দিলে মই॥ ৭৪৬

মিশ্র—খেম্‌টা।

একবার বস রাই—শ্যামের বামেতে,
যুগল রূপ তোর দেখে যাই।
আমরা যুগল অভিলাষী, যুগল রূপ তাই ভালবাসি,
(রাধে—তাই আসি ওগো) ও তোর মধুর হাসি দেখে যাই॥৭৪৭

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

রাখাল যে—রাতারাতি রাজা হ'ল,
সুখে থাকলেই ত ভাল।
বহিত নন্দের বাধা, নিশি দিন ভাঙ্গত কাদা,
থাক্‌লে রাজ ভোগে সদা, ভুলবে সে দুঃখ শুল॥ ৭৪৮

মিশ্র—খেমটা।

প্রেমরসের ঢেউ উঠলো অন্তরে,
রাখি আর লজ্জা সরম—কি করে।
খুটি নাটি ননদি, আমি তাদের বলব কি,
এমন করে কি থাকতে পারে—পরের বউ ঝি,
আবার আবরু রাখা—মনের ধোঁকা,
আমি তারেও খুঁজে পাইনে ঘরে॥ ৭৪৯

মিশ্র—খেম্‌টা।

যদি পার হবে রে ঝট,
হরি নামের তরী, নিতাই—মাঝির নায়ে ওঠ।
তোমায় ডাকছে নিতাই—ত্বরায় এস,
ও ভাই নড়তে চড়তে বেলা খাট ॥ ৭৫০

মিশ্র—খেম্‌টা।

আটা দিয়ে ধরবো সই সোণার পাখী।
ও সই আমায় একটু আটা দাও দেখি।
রসের বেদিনী হ'য়ে, প্রাণ ঘুরঘুরে দিয়ে,
দরদ আটা প্রেমের কার্পায়, রাখবো মাখায়ে ;—
আর আটাকাঠি পেতে আমি, এবার গাছতলায় শুয়ে থাকি।
আমার বুদ্ধি বড়ঠাকুর, গুণের বৃহস্পতি ভাসুর,
বিবেচনা দেবর সঙ্গে গেলাম কত দূর ;—
দিয়ে রূপেতে নয়ন, ধর্ম্মে করি আকিঞ্চন,
চক্ষে ধূলা দেয়গো আসি পলক পবন ;—
আমি ধরবো ধরবো মনে করি, কাল হয় পোড়া আঁখি ॥ ৭৫১

মিশ্র—খেম্‌টা।

মন তোর—একি ঘুমের ঘোর,
দিনেতে স্বপন দেখে, থাক বিভোর।
অন্তরে তিমির রাশি, দিননাথ সপ্রকাশি,
জাগ্রত নগরবাসী, দেখে নিশি ভোর ॥ ৭৫২

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

নাথ—অমনি পাব কত, তোমার মত বঁধু,

বিনি মূলে বিকা'লে, কেবা না নেয় আপন বলে,
অযতনে খেতে পেলে, শশী সুধা শুধু।
দিয়ে জীরে নিলে হীরে, আর নাহি চাহ ফিরে,
উলটিয়ে আবার তারে, রাখ করে যাদু।
যে জন হেরিলে সুখী, তারে কর ফাঁকি জুকি,
কোন গুণে বল দেখি, তবু হও সাধু॥ ৭৫৩

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

বল—জয় রাধে গোবিন্দ, ঘুচে যাবে সকল ধন্দ,
ভাবিলে থাকে না আঁধার, হয় অপার আনন্দ।
জন্মিয়ে—যুগল চরণ, যে জন স্মরণ বিহীন,
বৃথা তার জীবন ধারণ, ভাগ্য হীন সে অন্ধ॥ ৭৫৪

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

পীরিতে পাগল করে প্রাণ, বুঝে পণ কর প্রাণ,
তুচ্ছ হয় স্বর্গ রাজ্য, নাহি থাকে বাহ্য জ্ঞান।
নিরন্তর রয় অন্তরে, কখন মন দেখবে তারে,
সয়ে রয় জেয়ান্তে মরে, পাগল করে নয়ন-বাণ।
উদাস হয় বাহিরে অন্তরে, যদি সে ধৈর্য্য ধরে,
সহ্য হয় না অন্তরে, রাখতে নারে কুল মান।
সদা থাকে বিভোলা, ক'রে তার জপমালা,
শেষে হয় বিষের জ্বালা, শুনলে কালার বাঁশীর গান।
জেগে না ভুলতে পারে, ঘুমালে স্বপনে হেরে,
দিবা নিশি সে ঝোরে, তিলেক তার নাহি আসান॥ ৭৫৫

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

কহ সখি—উপরোধে কে গেলে ঢেঁকি,

পল বিপল দণ্ড যামে, শ্রদ্ধা নাহি হয় নামে,
সদা ভ্রমি মন ভ্রমে, কোন প্রেমে ডাকি ;—
করিতে অনিচ্ছায় কাজ, কে কোথায় সুখী ;—
রসনায় না মিষ্ট পেলে, বাসনায় করে কি ॥ ৭৫৬

পঞ্চম—মধ্যমান।

আপনাকে আপনি চিনে, সত্য বস্তুর ধর্ম্ম জেনে,
গুরু সত্য সত্য মেনে, প্রেম কর মন তারি সনে।
অহৈতুকী ভক্তি হবে, স্বভাবে প্রেম উপজিবে,
সহজ মানুষ দেখতে পাবে, জেগে ঘুমায়ে স্বপনে।
গগন-কুসুম যথা, অলীক জানে সর্ব্বশ্রোতা,
গুরু বিনে ফল ফুলের কথা, সত্য প্রবোধ না মানে প্রাণে ॥৭৫৭

পরজ—আড়াঠেকা।

ভোলে কি তাহার মন—রূপ নিরখি।
অনুরাগী যেই জন, জীবন তার সে ধন,
আঁখির মিলনে রাখে, কমল-আঁখি ;
মন না হলে মুনির মন, করে ফাঁকি জুকি ॥ ৭৫৮

বাহার—আড়াঠেকা।

শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি—গহন বনে,
শব্দে কেন বর্ষে সুধা, অকস্মাৎ শ্রবণে।
অকারণ সখী বল, একি প্রেম উপজিল,
নয়নে বহে সলিল, কিছু জানিনে ;
অঙ্গ অবশ হ'লো, শ্বাস বহে কি কারণে ;
টানে মন হেন ধন, কি আছে গগনে ॥ ৭৫৯

বাহার—আড়াঠেকা।

যদি হ'ত পরাৎপর,
সত্য অদ্বৈত ব্রহ্ম—একা একেশ্বর।
পশু পক্ষী আদি প্রাণী, ব্যাপ্ত যিনি,
চরাচরে সর্ব্বভূতে, অবস্থিতি যাঁর ;—
জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির জ্যোতি, রবি শশী যাঁর ভাতি,
তাঁরে ঢেকে ছাপিয়ে রাখে, সাধ্য এমন কার।
সম প্রকাশ রাত্রি দিবে, তবে জীব কার অভাবে,
দেখা পায় না তাঁর।
ছেড়ে ব্রহ্ম অভিমান, তবে যদি হয় ব্রহ্মজ্ঞান,
যাবে অন্ধকার।
জাত কুল সকল ত্যজে, প্রাপ্তি কি হলো সে মজে,
ঘৃণিত নশ্বর নর।
নিয়ে করতালি খোল, ঘরে ঘরে বাদায়ে গোল,
হলো কোঁদল সার॥ ৭৬০

ঝিঁঝিট—মধ্যমান্।

দেখছি অপরূপ তরু তলায়,
অনন্ত জীবন কূপ, আছে স্বরূপ আশ্রয়।
পড়িয়ে নির্ম্মম জীবনে, ভ্রমে চরাচর গগনে,
কে আমি বদ্ধ কোন স্থানে, দেখতে নাহি পায়।
মহামায়া নিদ্রাযোগে, অহং কর্ত্তা অনুরাগে,
জন্ম মৃত্যু জরা রোগে, ভোগে তাপত্রয়।
অঙ্গে যেন আগুন জ্বাল্লে, সৎ প্রসঙ্গ কথা তুল্লে,
বলা নয়—মূর্খে বল্লে, ধরে মাত্তে ধায়॥ ৭৬১

সোহিনী—আড়াঠেকা।

সে বই কে জগদীশ্বর,
যার চরণ স্মরণে ঘোচে, চিত্তের অন্ধকার।
যত আছে জগৎ ভিতরে, কাল শমনকে কে না ডরে,
কার সাধ্য জীবেরে করে, মৃত্যুজিত হয়।
অন্ধ হয়ে ভ্রমে সবে, উপায় না পায় ভেবে,
কার অভাবে যায় জীবে, শমনাগার॥ ৭৬২

সোহিনী—আড়াঠেকা।

স্বভাব—মরিলে না যায়,
জ্ঞানাগ্নি বিহীন জনে, বচনে পোড়ায়।
মানব দেহে সবি সহে, মরি নাথ তব বিরহে,
অন্তরে থাকিয়ে দহে, দেখাইবার নয়।
অন্য সাধ যাক দূরে, কি সাধ কব তোমারে,
ফুকুরে ঝুরিনে ডরে, প্রতিবাসীরভয়।
সুখের সাগরে রয়ে, বিরাজ কর সর্ব্বকায়ে,
চতুর্বর্গ খর্ব্ব নয়ে, ওহে সর্ব্বময়।
সদা শঙ্কায় চেয়ে, স্বসুখ কার্য্যেতে ধায়ে,
দু দিন বই কেউ কার নয়ে, শমনের দায়॥ ৭৬৩

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

ভালত ছিলে হে সখা—একা গা ঢেকে গোপনে,
তব সুখে সুখী অপার, কাজ কি আর, এ ছার জীবনে।
জলে থাকে জলের পোকা, কে করে তার লেখা জোকা,
তব গুণে জানলেম সখা, সে প্রেম পাকা শত গুণে;—
বড় মনে ছিল ধোঁকা, মীন বাঁচে না জীবন বিনে॥ ৭৬৪

সোহিনী—আড়াঠেকা।

দেখাইতে তারে—যে পারে সে পারে,
সত্য ব্রহ্ম তত্ত্ব জীব, জান্তে নারে।
মিথ্যে ছুটাছুটি, কোটিকে নাই গুটি,
মেলে না তার ত্রুটি, জগত ভিতরে।
বদ্ধ মায়াডোরে, যেতে চায় পারে,
গুণ টানা গুণ টানে, ভবের কিনারে ;—
কৃষ্ণ নাম করে, ঘোরে ওই ঘোরে,
আঁধারে এ পারে, কে কায় নিস্তারে।
অপার সাগরে যে জন করে পার, সে বিনে ত্রিগুণে মুগ্ধ চরাচর ;—
পশু পক্ষী নর, কি দেব কিন্নর,
অন্ধ পরস্পর, ধায় অন্ধ ধরে।
বেদ চক্ষের ঠুলি, কলুর বলদ প্রায়,
হরিনাম বদনে, রোদনে দিন যায় ;—
নিষেধ না মানে, ভ্রমিছে গুমানে,
সাধুর বচনে, শ্রদ্ধা না করে ॥ ৭৬৫

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

তারে পাওয়া যায় না—সবে কয়,
না করিলে পদাশ্রয়।
কি তীরে কিবা নীরে, আর গগন উপরে,
বিরাজ করে দয়াময়।
যদি সে তিলেক সরে, দেহ থাকে শবাকারে,
জীবের অন্তর বাহিরে, পলক লব সে ছাড়া নয়।
বর্ত্তমানে চিন্তে নারে, চিন্তা করে নিরাকারে,
দেখতে পায় না আত্মারে, তবু আত্মজ্ঞানী হয়।
হয় গুরু জগৎস্বামী, সর্ব্ব অন্তর্য্যামী,
দেখে সব লুকাল কামী, দেয় না আত্ম পরিচয়।

অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত সে চরাচরে,
গুরু যায় কৃপা করে, ব্রহ্ম তারে হয় সদয়॥ ১৬৬

মিশ্র—খেম্‌টা।

ঘা খেয়ে তুই—ঘাগী যদি হ'স,
তবে শুদ্ধ রসের কথা ক'স।
যখন ঢেঁকির পাড় পড়বে ঘাড়ে, রস—হাড়ে হাড়ে হবে প'শ।
একে তোর প্রেমাঙ্কুর, পতি তাহে অনেক দূর,
মিছে কি করিস পচা ভুর;
আগে ফুটিয়ে কলি, বসিয়ে অলি,
যৌবন ডালি খুলে ব'স॥ ১৬৭

কালাংড়া—কাওয়ালী।

জীব-তত্ত্ব জানে না যে জীব—অন্ধ সেই জন,
যার থাকে সে দেখে দর্পণে, আপন বদন।
ডেঙ্গা ডহর নাই পায় টের, পদে পদে বাধে তার ফের,
আত্ম-তত্ত্ব বিহীন মূঢ়ের, নাই মুক্তি কদাচন।
দর্পণে যে দেখছে বহুদূর, কৃপা তাহে করিয়ে প্রচুর,
কি করিবে দয়াল ঠাকুর, দিয়ে দরশন।
কে আমি নাহিক জানে, অহং কর্ত্তা অভিমানে,
সদা করে শমন ভবনে, গমনাগমন।
গুরু ভক্তি সহকারে, যে ধরে সে শশধরে,
রেখে হৃদয়কন্দরে, হেরে শ্রীচরণ।
দেখতে না পায় আপনারে, দেখতে চায় পরমেশ্বরে,
অন্ধকারে সে সম হেরে, বহির সদন॥ ১৬৮

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কি আনন্দ সুখ-সদন,
হেরিলে হারায়—যোগী, ঋষি, মুনির মন।
পুলকে পূর্ণিত করে, কামাদি ইন্দ্রিয় মারে,
আশয় সব যায় দূরে, করি নিরীক্ষণ।
কাল শমন কাঁপে ডরে, মদন প্রবেশিতে নারে,
অবিশ্রান্ত চৌকিদারে, ভোলা ত্রিলোচন।
ভব ভাবে নয়ন মুদে, বিধি সাধে অবিবাদে,
না জানি সে পরম পদে, আছে কত ধন॥ ৭৬৯

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

হরির চরণ স্মরণ সই—আর করবো কি,
অপ্রেমিক বলে সোজা—ভজা ঠকঠকি।
এ কেমন মাঝি আনাড়ি, বাদী তায় ছয় জনা দাঁড়ি,
রূপসাগরে দেয় পাড়ি, মুদিয়ে আঁখি ;—
তরঙ্গ তুফানে প্রাণে মরি—করি কি ;—
খুঁজে বার পাওয়া ভার, কে বুঝবে তার ফাঁকি।
আছে পিছে নানা ভয়, জানেন চতুর মহাশয়,
আপনার মন আপনার নয়, শুন গো সখি ;—
সে গুড়ে পড়েছে বালি, আশায় করি কি ;—
না করিলে বাদী জয়, কে হয় তায় সুখী॥ ৭৭০

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

তাঁরেত ভোলা বই—মেলা দায়,
যার রূপে ভুলেছে স্বরূপ—আপনি আপনায়

যে দেখেছে মহাপ্রভু, নিত্য সেবায় আছে কাবু,
যে জীব না ভোলে কভু, দেখা নাহি তবু পায়।
যত্র জীব তত্র শিব আছে, কেবা মরে কেবা বাঁচে,
মণি না উপজে কাচে, চিনে ধর তায়।
সে রূপ খানি মদন জিনি, ভোলে তায় পুরুষ কামিনী,
ভুলে আছে গোপ গোপিনী, আপ্ত সুখ না চায়॥ ৭৭১

ঝিঁঝিট—মধ্যমান্।

তার দেখা পাইনে—করি কি,
যে চরণ স্মরণে সখি—সুখের নাই বাকি।
ডুবিয়ে আনন্দনীরে, অবিশ্রান্ত ধ্যানে ধরে,
ঐ পদ চিন্তা করে, অন্তরে নিরখি।
জীয়ন্তে মরে হয়ে শব, শব দেহে কত স'ব,
ভাবি যেন হয়ে শব, মুদে দুটি আঁখি।
যেমন চাতক পাখী, অন্য বারি নাহি ভখি,
হইয়ে তৃষিত সখি, নবঘন ডাকি।
মধুর দিব্য ভক্ষণ করে, বোবায় যেমন বলতে নারে,
লোকে জিজ্ঞাসিলে পরে, গুম্‌রে ঝোরে আঁখি॥ ৭৭২

কালাংড়া—কাওয়ালী।

সুযোগ হ'লে একাধারে, মূলাধারে সহস্রারে,
পঙ্গু যায় লঙ্ঘে গিরি, বামন সে অধর চাঁদ ধরে।
কাল শমন ডরে তারে, ব্রহ্মপদ সে তুচ্ছ করে,
সে জীবের জীবত্ব হরে, দৃষ্টি করে আত্মনেশ্বরে।
ভাবী জানে নিজ স্বভাবে, ডুবিয়ে অমিয়ার্ণবে,
নরলোকে নাহি সম্ভবে, জীব তায় জানিতে নারে॥ ৭৭৩

পরজ—মধ্যমান।

কেন মন ভাব অকারণ,
নিত্য নিত্য বৃন্দাবনে, মণিময় সিংহাসনে,
বিরাজ করে দুই জন।
যদ্যপি এসেছ ভবে, মানব জনম সফল হবে,
নিরখি পরাণ জুড়াবে, হবে দরশন।
ফিরিতেছে বাড়ী বাড়ী, হয়েছে রেলওয়ের গাড়ী,
সাধু সঙ্গে বসলে চড়ি, যেতে কতক্ষণ॥ ৭৭৪

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

জগৎ কি জীবের—কারাগার,
বসে কিনারায় যেতে নারে, করে হাহাকার।
ভজিতে কাণ্ডারী চরণ, কভু নাহি হয় কার মন,
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ, করে বারম্বার।
হইয়ে বিষয় ভোগী, জন্ম মৃত্যু জরা রোগী,
তথাপি হয় না বৈরাগী, একি চমৎকার॥ ৭৭৫

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

সত্য স্মরণ কর তার,
যে জন তারণ কর্ত্তা—অখিল সংসার।
কথা নয় সে বাক্য অমোঘ, হবে ত্রিতাপ জরা রোগ,
শুভ যোগে হলে সে যোগ, আনন্দ অপার।
রোপিয়ে অপক্ব বীচি, কীর্ত্তন সেবন মিছামিছি,
বিনে সে চরণে রুচি, মালপো লুচি খাওয়া সার।
দেহ সুখে হয়ে সুখী, কেন কর ডাকা ডাকি,
মুদলে আঁখি বুঝবে ফাঁকি, দেখিবে আঁধার॥ ৭৭৬

কালাংড়া—কাওয়ালী।

স্বধর্ম্মে না হলে সজাগ, থাকতে ঘরে কামাদি ছাগ,
স্বদোষে স্বভাব ছিদ্রে, মায়া নিদ্রায় নাই বিরাগ।
কুকর্ম্মের থাকেনা অন্ত, স্বধর্ম্মের না পায় তদন্ত,
একে মন অদান্ত ভ্রান্ত, সাধু শান্ত দেখিলে রাগ।
অর্থ চিন্তা সদা হবে, পরমার্থ না চিনিবে,
মোহ মদে ডুবে রবে, কভু না জন্মিবে বিরাগ।
কালা শুনে কাড়ার বাদ্যি, অধর্ম্মের করে বৃদ্ধি,
কোন কার্য্য হয় না সিদ্ধি, যে যা করে ধর্ম্ম অনুরাগ॥৭৭৭

সোহিনী—মধ্যমান্।

সাধে কি পরেছি প্রেমহার। (তাহার)
আমা হ'তে অধিক, সে ভাবে আমার।
পাত্রাপাত্র নাহি বাছে, অনাহুত প্রেম যাচে,
কার সই এমন আছে, কত দয়া তার।
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন, বাঞ্ছা করে সর্ব্বজন,
নির্হেতু বিনা সাধন, যেন অপনার।
শাস্ত্রেতে আছে লিখন, কে পায় কোথায় দরশন,
মনের সে নিষ্প্রয়োজন, তার হেন ব্যবহার।
মন দুঃখ করে শান্তি, সৌদামিনী জিনি কান্তি,
হেরিলে হারায় ভ্রান্তি, মোহ অন্ধকার।
হেন জম্বুনদ সোণা, বিনি মূলে হলে কেনা,
সেধে কে দাসী হবেনা, হেরে মুখ তার॥ ৭৭৮

সোহিনী—মধ্যমান।

তারে লোকের কথায় ভুলিব কেমনে,
আপনি করেছি প্রেম, আপন চিনে।

সই নইলে সই বলা বৃথায়, প্রেমের দায়ে কে কোথা না যায়,
গোলোক পতি ধেনু চরায়, রাখাল সনে।
মন দেখে মনের সাধে, না হেরে পরাণ কাঁদে,
পড়েছি পীরিতের ফাঁদে, নয়ন-বাণে।
প্রেম লতায় ধরেছে ফল, নিভেছে বিচ্ছেদ-অনল,
বিধাতার তায় বিধি অচল, নিষেধ না মানে ॥ ৭৭৯

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

মম মন হলোনা সুজন, কুজন সহবাসে,
একেরে করিতে বারণ, ছয় জনা তায় রোষে।
গুণাগুণ কব কার, এক ভস্ম আর ছার,
সব দোষ আপনার, বুঝিলাম আভাসে।
চিনিলে না পিতল সোণা, নয়নে গোচর হলো না,
সার হলো দিন গোণা, অন্ধের মতন বোসে ॥ ৭৮০

সোহিনী—মধ্যমান্।

যে জীব—সেই শিব জগৎময়,
এ কামিনী চিনবে কে—যে অজমাব্যয়।
যার প্রতি কোপ মহামায়ার, সে কিসে পাইবে নিস্তার,
আপনার সঙ্গে যার নাই আপনার—বিশেষ পরিচয়।
সুষুপ্ত জগৎব্যাপিনী, শুন মন সে কাহিনী,
অনন্ত জীব-প্রসবিনী, সুখে আছেন নিদ্রায়।
জলেতে প্রতিবিম্ব প্রায়, প্রতিমূর্ত্তি ধরেছে কায়,
ত্রিলোক মুগ্ধ তার মায়ায়, ধাতা ধ্যানে ধিয়ায়।
যার পাশে বদ্ধ রয়ে, সকাম জীব যায় বয়ে,
আত্মতত্ত্ব না করিয়ে, বিফলে জন্ম যায়।

কে আমি নাহিক জানে, আপনার মৃত্যু ডেকে আনে,
গুরুপদ নাহি চেনে, পরম পদ চায়॥ ৭৮১

সোহিনী—মধ্যমান।

এখন আসি—তবে মনে রেখ,
প্রাণের প্রাণ লইয়ে প্রিয়ে, মনের সুখে থাক।
তোমায় আমায় কি ভেদ আছে, প্রাণ রেখেছি তোমার কাছে,
দেহ অদর্শনে পিছে, দেখ ভুলনাক।
সে—চরণ কমল তল, ছাড়া নহে পল বিপল,
নিভিবে ত্রিতাপ অনল, চাঁদ মুখে চেয়ে দেখ।
বিরস বদন দেখতে নারে, সহাস্য বদনে তারে,
মধ্যে মধ্যে প্রেমাদরে, ভক্তি করে ডেক।
অভক্তের রয় বহুদূরে, কেহ না স্পর্শিতে পারে,
সেধে আসে ভক্তের অন্তরে, হয়ে প্রেম ভুক॥ ৭৮২

সোহিনী—মধ্যমান।

আত্মানন্দ সুধাকর,
না জানি কি রূপ ধরে, অধর মনোহর।
নিত্য নিত্য বৃন্দাবনে, ব্রজবাসী নাহি জানে,
বিরাজ করে সর্ব্ব জনে, একা একেশ্বর।
মুনি ঋষি যোগীগণে, ধ্যানে নাহি পায় যতনে,
উর্দ্ধ নেত্রে নিরীক্ষণে, আছে দিগম্বর।
ব্যোম প্রবেশ করিতে ডরে, পরব্যোমের উপরে,
সুমেরু স্পর্শিতে হারে, নারে শশধর।
মোহ মদে হয়ে তৃপ্ত, জগতে রয়েছে সুপ্ত,
রস কেলি করে গুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচর॥ ৭৮৩

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

কার বামা নীরদ বরণী—নাচে রণে,
লজ্জারূপা দিগম্বরী, লাজ নাহি মানে।
বয়সে নব ষোড়শী, ভালে শোভে অৰ্দ্ধ শশী,
এলোকেশী মৃদু হাসি, চাপি দশনে ;—
চরণে পড়িয়ে ভর্ত্তা, উন্মত্তা সুধা পানে।
আলোময় ধরাতল, রূপে হরে তিমির জাল,
দেখিতে সাক্ষাৎ কাল, দনুজ গণে ;—
করে অসি অসুর নাশি, হুঙ্কার গর্জ্জনে।
না জানি কার কুলবালা, ভুলিয়ে গিয়েছে ভোলা,
গলে নরশিরমালা, লোল রসনে ;—
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা, বহিছে সঘনে ॥ ৭৮৪

বেহাগ—মধ্যমান।

আত্মা—সর্ব্বে সর্ব্বময়,
অভিমানী অহংকর্ত্তা—ভুতাত্মা না হয়।
হৃদয় নলিনী মধু, স্থাবর জঙ্গম বঁধু,
রবির রবি বিধুর বিধু, রসিক সাধু কয়।
কি বলবান কি নীশক্তির, সকলের গতি মুক্তির, সময় অসময় ;-
ভক্ত বা অভক্ত গণে, চর অচর সাধারণে,
নির্হেতু অকারণে, আছেন সদয়।
ভাবিয়ে না পায় বিধি, মুনি ঋষি যোগী আদি, ধ্যানেতে ধিয়ায় ;
অনন্ত জীবেতে দৃষ্টি, জগতে যতেক সৃষ্টি,
সকলে রহেছেন বেষ্টি, সমষ্টি না পায় ॥ ৭৮৫

কালাংড়া—আড়খেমটা।

রূপে নয়ন ভুলে গেল, আনন্দে মন মুগ্ধ হল।
জ্যোতির্ম্ময় নীলকান্ত ভাতি, শীতল উজ্জ্বল আলো ॥

স্বধর্ম্ম সহজ স্বরাগে, সদাই থাকে সজাগে,
নদী যেন সিন্ধু যোগে, জীবনে জীবন মিলিল।
উত্তমে মেলে উত্তম, স্বভাবে করে বিক্রম,
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, দেখে ভ্রম ঘুচে গেল॥ ৭৮৬

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

চোকের কাজ নাকে হবে না,
বিধাতার বিধি মতে, আছে মানা।
আত্মতত্ত্ব বিহীনে, বুদ্ধি মনে ব্রহ্ম জানে,
যার স্বধর্ম্ম সে বিনে, মর্ম্ম পাবে না।
কাকী বকীর তত্ত্ব বিধু, অকারণ শুধু শুধু,
ভাব বুঝে ধর সাধু, তার সাধনা।
কীট পতঙ্গ আদি প্রাণী, কেবা নহে ব্রহ্মজ্ঞানী,
আপনারে নাহি চিনি, সবাই কাণা॥ ৭৮৭

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—মধ্যমান্।

যে পরাৎপর, নহে পর—চরাচর সবাকার,
অখণ্ড মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত বহির অন্তর।
অবোধ ছিলাম অচেতনে, দৃষ্টি হল দিব্য নয়নে,
যাঁর অধরামৃত পানে, সেই চরণে নমস্কার।
জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়, আঁখির উন্মীলন হয়,
নমঃ নমঃ সেই পায়, যাঁর কৃপায় ঘোচে আঁধার।
স্বতঃ স্বপ্রকাশ নিজে, দেবদেব সদা পূজে,
নমঃ সেই শান্ত তেজে, কোটী কোটী বারম্বার।
যাঁর উপদেশ দিধি, মস্তকে করিয়ে বিধি,
সৃজিল আশ্চর্য্য নিধি, কল্পিত জগৎ সংসার॥ ৭৮৮

পরজ—একতালা।

মহামায়ার কি কারখানা, থাকতে নয়ন সবে কাণা,
সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিত আত্মা, জগৎকর্ত্তার দর্শন মেলে না।
রজ্জু বদ্ধ তিনই লোক, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল থাক,
গুণময় কর্ম্ম বিপাক, কারো দেখ সে চোক ফোটে না।
চমৎকৃত কুহকে তার, বর্ত্তমানে বার পাওয়া ভার,
বলি হারি সদ্গুরু কৃপার, তায় সে আঁধার আর থাকে না।
সন্নিপাতে খেতে চায় দই, মরিতে হবে দু দিন বই,
ঔষধি তার নাই গুরু বই, জেনেও তা জান্তে পারে না॥ ৭৮৯

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

জীব শুনি হল ব্রহ্মজ্ঞানী,
মরি কি মোহিনী জানে—কুহকিনী।
অবোধেরে বলা বৃথা, পাষাণে আঘাত যথা,
মোহিত জীবের জন্মদাতা, কমল যোনি।
জন্ম মৃত্যু জরা জিনি, গুণাতীত নির্গুণ জানি,
ভাবিয়ে প্রমাদ গণি, ত্রিশূলপাণি।
ধরিয়ে ত্রিদেব কায়া, স্ব বিলাসে মহামায়া,
অচিন্ত্য রূপিণী জয়া, জগৎ-প্রসবিনী॥ ৭৯০

পরজ—একতালা।

কে আছে কেশব তুল—দুর্লভ সে চরণ ধূল,
অনন্ত অপার মহিমা, অনুপমা সে রূপ উজ্জ্বল।
স্বপ্রকাশ অহর্নিশি, সুধা ক্ষরে রাশি রাশি,
বিদ্যুৎ বহ্নি অর্ক শশী, সেই তেজে তেজস্বী হল।
যুগে যুগে হয় বারম্বার, নৃলোকে নরলীলা তাঁর,
নিস্তারিতে জগৎ সংসার, স্মরণ তাঁর চরণ কমল।

যে ভুলেছে রূপ নিরখি, সে বিনে কে হবে সুখী,
এ কথা কব কায় সখি, দিব্য আঁখি কার ফুটিল ॥ ৭৯১

পরজ—একতালা।

অনুপমার উপমা হল, জীবের কপাল ফিরে গেল,
ঐ নাম ধরে কোন ক্ষুদ্র প্রাণী, সেই শুনি একটিন বসিল।
দেশে দেশে বাজছে ঢাক, মেয়ে ছেলে মজল বেবাক,
দেখে শুনে হলেম অবাক, জোনাক করবে নিশি উজ্জ্বল।
শশধর আদি প্রভাকর, দেব দ্বিজ মানেনা আর,
কলির জীব করিতে উদ্ধার, প্রকাশে তার মার্গের আল।
বক্তৃতা করিয়ে সার, নয়ন মুদে ঘুচায় আঁধার,
ব্রাহ্ম সব যাবে ভব পার, কাণ্ডারী তার চিনেছে ভাল ॥ ৭৯২

পরজ—একতালা।

অনুপায় তার উপাসনা, গোঁসাই বিনে কেউ জানেনা,
অচ্যুতানন্দ ক্ষরিত—নামামৃত, আজব কারখানা।
সর্ব্বব্যাপী যে রয়েছে, সম ভাবে মণি কাচে,
বক্তৃতা কর কার কাছে, তার কি আছে সাধ্য সাধনা।
গুরু ধর্ম্ম গুরু কর্ম্ম, গুরু সত্য গুরু ব্রহ্ম,
গুরু সর্ব্ব শাস্ত্র মর্ম্ম, গুরু অভাবে জগৎ কাণা।
সে তত্ত্ব পেয়েছে যারা, প্রেমানন্দে ভাসছে তারা,
তাদের অন্তর অমিয় ভরা, চতুর্ব্বর্গ নাই কামনা।
নামী, কামী, যশী, মুক্তি, কেতাবি বক্তৃতা শক্তি,
শ্রীমুখেতে আছে উক্তি, ব্রহ্মভক্তি তায় মেলেনা।
জ্ঞানী হয়ে ব্রহ্ম ভেবে, সে সুধা না খেতে পাবে,
যেমন ক্ষুধা তেমনি রবে, সার হবে ধান চিটে ভাণা ॥
রসনার বক্তৃতা তেমন, ওলার খোলায় তাড় যেমন,

সেই রসেতে করে ভ্রমণ, আস্বাদন কিছু জানে না।
স্বধর্ম্ম না হলে সাধন, ঐক্য হয়ে হিন্দু যবন,
হাজার কর বেদ কোরাণ শ্রবণ, শমন দমন তায় হবে না।
আত্মতত্ত্ব না জানিয়ে, যশেতে উন্মত্ত হয়ে,
শুধু ভাঁড় কর্পূর হারায়ে, মোয়া পেয়ে ভুলে রয়ো না॥ ৭৯৩

পরজ—একতাল্যা।

আনন্দে প্রকাশ করে, ব্রহ্ম না থালিতে ধরে,
যদি সে যোগ হয়, জীবের সাধ্য নয়,
ধ্যান ধারণনায় রাখতে পারে।
ত্রিতাপ পাপ তায় যায় দূরে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে,
পাষাণ হৃদয় অঙ্কুর ধরে, দৃষ্ট করে আত্মনেশ্বরে।
সত্য নাহি থাকে চাপা, হরণ করে বক্তৃতা চোপা,
বহ্নি না রয় বসন চাপা, সদ্গুরু কৃপা করে যারে।
সবে করে দেখা দেখি, আঁধার ঘরে ডাকাডাকি,
মায়াময় সকলি ফাঁকি, বুঝবে কি ঢেঁকি বর্ব্বরে॥ ৭৯৪

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

সান্দ্রানন্দ সুধার্ণব,
ব্রহ্মাত্মা উপাসনা জীবে অসম্ভব।
নয়ন মন মুদিয়ে থেকে, কল্পনায় ভাবিয়ে তাকে,
টাটের বিগ্রহ টাটে রেখে, মুখে করা স্তব।
অনুরাগে প্রাণ পণে, নিরাহারে অনশনে,
মুনি ঋষি যোগাসনে, পায় না পলক লব।
সাধিয়ে কে পায় তারে, সেধে দিলে রাখালেরে,
সদ্গুরু যায় কৃপা করে, তারে হয় সে লাভ।

গুরু ভক্তি যার অন্তরে, সে শক্তি উপজে তারে,
সেই বাঁধে প্রেমডোরে, সে গোপীবল্লভ ॥ ৭৯৫

পরজ—একতালা।

ব্রহ্ম যদি সেই জনা, অকারণ এ প্রার্থনা,
হয়ে তায় অনুরাগী, কি লাগি দেখতে বাসনা।
মন তোমার এ ওজর মিছে, অকৃপা সে কায় করেছে,
জগৎ ব্যাপিয়া আছে, দূরে কাছে চেয়ে দেখ না।
যত আছে তীরে নীরে, অতলে গগন উপরে,
আছেত সবার ভিতরে, কে তারে দেখলে বল না।
সে মানুষের দয়া যদি হয়, কতই ব্রহ্ম মেলে সে পায়,
দেখায় ত—পায়, নয় বলে ত—নয়, গুরু সর্ব্বময় জান না
গুরু সর্ব্ব কারন-কর্ত্তা, গুরু ত্রিজগৎ ভর্ত্তা,
গুরু সর্ব্ব অন্তর বেত্তা, গুরু ব্রহ্ম উপাসনা।
গুরু বই নাই ঘুচাতে ব্যথা, গুরু অধিক নাই ইষ্ট দাতা,
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, সে কথা মানে দিন কাণা ॥ ৭৯৬

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

বেঁড়েরে চোমরা করা নয়,
যে যেমন তায় তেমনি বলে, ধরি হে তার পায়।
কেহ না কহে কাহাকে, বোঝে নাক রাখে ঢেকে,
উপরোধে সর্ব্ব লোকে, মিথ্যাবাদী হয়।
জগতে কে আছে তেমন, শিষ্ট পালন দুষ্ট দমন,
বিনে সেই শ্রীমধুসূদন, দয়াল দয়াময়।
পাষণ্ড অকাল কুষ্মাণ্ড, ভাবে আমায় করে দণ্ড,
শুন্তে ভণ্ড অমিয় খণ্ড, পাওয়া হল দায়।

আত্মতত্ত্ব বিহীন মূর্খ, বুঝবে কি মর্ম্ম সূক্ষ্ম,
জীবের ভাগ্যে এত দুঃখ, দেখা নাহি যায় ॥ ৭৯৭

পরজ—একতালা।

একাকার প্রায় হয়ে এল,
ব্রহ্ম সভা জাঁকল ভাল।
কি করিতে পারে কাল শমন, হিন্দু যবন ঐক্য হ'ল।
বক্তৃতা শুনতে সুমধুর, লজ্জা সরম করিয়ে দূর,
বঁধুর সঙ্গে সব কুলবধূর, দুকুল অকূলে ডুবিল।
সুনির্ম্মল অস্পর্শ কাদা, সম হবে পণ্ডিত মূর্খ গাধা,
সাধু মুখে শুনতাম সদা, দেখে ধাঁদা ঘুচে গেল।
আচ্ছা কলি তুলেছে রং, ব্রহ্ম পাবে কোণের কুণো ব্যাং,
নিত্যধামে বাড়াচ্চে ঠ্যাং, পচা গেড়ের চ্যাং যত ছিল।
আম্‌হুকুম এনেছে এবার, স্বধর্ম্মে যার নাইক সঞ্চার,
নরক মহল করবে গুলজার, দুরাচার ক্ষেতের তুলে মূল ॥ ৭৯৮

ভৈরবী—মধ্যমান্।

ওহে তাঁর ভাবে জানা যায়—যে জন ব্রাহ্ম হয়,
কে কোথা দেখেছে বহ্নি বসন চাপা রয়।
সংকীর্ত্তনে নগর মাতায়, কুকীর্ত্তন থাকে না তায়,
চিদাত্মা প্রকাশ পায়, সদ্‌গুরু কৃপায়।
সাধুসঙ্গে রসরঙ্গে, সদা থাকে সৎ প্রসঙ্গে,
ভাবে গদগদ অঙ্গে, প্রেম ধারা বয়।
দিবা নিশি মুখে হাসি, প্রাণ জুড়ানে মধুর ভাষী,
নাহি মানে নিশি দিশি, শশী সুধা খায়।
কৌশলে বক্তৃতা ছলে, সে আর কি ভুলায় ছেলে,
যার ঘরে সে মাণিক জ্বলে, তার আঁধার পলায়।

গরজে যে না বোঝে বোল, কাজে কাজে—কাজে হয় গোল,
কুশল ঘরে রয় না মুশল, ঢেঁকশেলে চাঁদোয়া দেয়।
আত্মতত্ত্ব নাহি জানে, পরম তত্ত্ব বাখানে,
সেই বুদ্ধ ভ্রমজ্ঞানে, নগর মজায় ॥ ৭৯৯

ললিত—আড়াঠেকা।

গুরু সত্য—সত্য মেনে, মানুষ চিনে চরণ ধর,
গুরু কৃপা নহিলে কারু, হয় নাক ব্রাহ্ম সংস্কার।
সাধু জানে দিব্যজ্ঞানে, নাই সে বেদে—নাই কোরাণে,
বিনে ভক্তি শ্রীচরণে, যে যা ভাবে সকল আঁধার।
সে শুভযোগ হবে যবে, ত্রিতাপ পাপ দূরে যাবে,
তাপিত প্রাণ শীতল র'বে, অমিয়ময় হবে অন্তর।
ব্রহ্ম পাবে মনের লোভে, অমনিই কি মন ব্রাহ্ম হবে,
নিশি যদি করবে দিবে, হও তবে তাঁর ভাবে তৎপর।
যত ফোড়ে মুলুক জুড়ে, মহাজন হয় শাস্ত্র পড়ে,
মর্ম্ম নাহি পায় মূঢ়ে, গোঁসাই ছাড়ে—ছাড়ায় বর্ব্বর।
মনে বুঝে দেখ খুঁজে,আত্মা প্রকাশে কার বাক্য তেজে,
এ ভব জলধি মাঝে, সেই যেন গুরু কর্ণধার।
স্বধর্ম্মে নিধন প্রায়, পরধর্ম্মে ভয় হয়,
এ কথাত মিথ্যে নয়, সত্য দেখ কি চমৎকার।
স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্রে থেকে, পেত যবন হিন্দুলোকে,
না শুনে সদ্‌গুরু মুখে, কেতাব শিখে পড়ে মরা সার ॥ ৮০০

মিশ্র—খেম্‌টা।

এত—চাল্‌দা মুড়ি খাওয়া নয়,
মানুষ ধরতে গেলে—মরতে হয়।

তিলে—তৈল, দুগ্ধে—ঘৃত, বপু তেমনি আত্মাময় ;
ইক্ষুদণ্ড বিনে দণ্ডে—রস পেয়েছ কে কোথায় ॥ ৮০১

বারোয়াঁ—আড়াঠেকা।

দাও দুঃখ যত পার—নাই মানা,
বিধাতারে বিধিমতে—আছে জানা।
অনশনে প্রাণ যাবে, কিম্বা নরকে ডুবাবে,
শব দেহে সব সবে, ওইটি সবে না।
মর্ম্ম হীনে ধর্ম্ম কথা, কয়ে পাওয়া অন্তরে ব্যথা,
আমার নিবেদন ধাতা, ঐটি লিখনা ॥ ৮০২

সোহিনী—খেম্‌টা।

আমি নারী—হর নহি—শুন রে মদন,
তব বৈরী নহি—কেন হানো শরাশন।
হারে কি মানিলে ফণী—বেণী জটাজুট ;—
নীলমণি নয় কালকুট—কুলটা আভরণ।
ব্যাপ্ত চরাচর ক্ষিতি, শীতল উজ্জ্বল ভাতি,
জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির জ্যোতি, করি পতি ধ্যান ॥ ৮০৩

টোড়ী—মধ্যমান।

কে করে বাসনা বামন হইয়ে,
অবোধ মন কি নাহি দেখে, আপনাকে আপনি চেয়ে।
কার্য্য দেখে পায় হাসি, বেগুন গাছে দেয় আঁক্‌সি,
তথাপি সে অভিলাষী, ধরবে শশী হাত বাড়ায়ে।
যে থাকে সর্ব্ব অন্তরে, জীবের বুদ্ধির অগোচরে,
দেখতে চায় সেই পরাৎপরে, অজ্ঞান তিমিরে চক্ষু খেয়ে।

বদ্ধ হয়ে মায়াডোরে, হৃদয় গ্রন্থি খুলতে নারে,
গ্রন্থ খুলে ব্যাখ্যা করে, অহঙ্কারে লোক বুঝায় ॥ ৮০৪

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

জীবন জীবন-বন্ধু—ষট্‌পদ পদ্মিনীর,
অরুণ বরুণ তাহে মহাশূর বীর।
দ্বিপদ ঘটিলে তায়, কেনা বিপরীতে ধায়,
তপন তাপেতে শুকায়, ক্লেদ করে নীর।
ত্যজ মন এ বাসনা, জগতের ভাবে মজোনা,
জো পেলে বাপ—পোএ ছাড়ে না, সুহৃদ সুধীর।
কি করে প্রেম অনুরাগে, অসময় সকলি ভাগে,
কে আর কোন খানে লাগে, পেগম্বর পীর।
অতএব মন করি মানা, সাবধান হও আপনা,
স্বপ্রিয় পদ ভুলনা, তুলনার বাহির ॥ ৮০৫

কালাংড়া—কাওয়ালী।

সেবা ভক্তি বিহীন—কর্ম্ম,
কভু না হয়—সত্য ধর্ম্ম।
ভক্ত থাকে নিত্য সেবায়, নিযুক্ত—আজন্ম।
সেবে ষোড়শ উপচারে, বৈধ অনুরাগ প্রেমাদরে,
গোঁসাই বিরাজ যার ঘরে, সেই জানে তার মর্ম্ম।
সেবা সুখে সাধু সঙ্গে, ভাসে অমিয় তরঙ্গে,
প্রেমরস রয় সঙ্গে, অনিবার ঘর্ম্ম।
কাট পাষাণ ভাবিয়ে তাকে, নানা উপায়ে সাজায়ে সম্মুখে,
উদর ভরে আত্ম সুখে, মুখে গুরুব্রহ্ম।
অনাচারে না ভাবে কষ্ট, অখাদ্য ভোজনে শ্রেষ্ঠ,

সদা পিয়ে শুণ্ডিক পানি, গুরুগণে তুচ্ছ গণি,
সম্বন্ধ নাহিক মানি, বেড়ায় আজন্ম ॥ ৮০৬

কালাংড়া—কাওয়ালী।

জগৎ ব্যাপ্ত মহামায়া, পঞ্চভূত নির্ম্মিত কায়া,
অনর্থ কারণ নিত্য, ব্যর্থ আসা যাওয়া।
কেহ নাহি সচেতনে, সম সুধা গরল পানে,
সুখ দুঃখ ভ্রান্ত মনে, স্বপনে মেওয়া খাওয়া।
স্থূল যখন ভুল হবে, কার নাহি দেখা পাবে,
তখন দুকূল হারাবে, মূল যাবে খোয়া।
শুন মন সুযুক্তি সার, যাবে যদি ভব পার,
চরণতরী ধর তার, থাকিতে দেহ হাওয়া ॥ ৮০৭

কালাংড়া—কাওয়ালী।

নাছি দুগ্ধে পড়ে আছি, কি আর আমার শোচাশুচি,
দশে মিলে চিতায় তুলে, জ্বেলে দিলে বাঁচি।
আপনি হারা আপনার তত্ত্ব, কি কার্য্য আর থাকা অনর্থ,
অপদার্থ নাহি কোন স্বার্থ, ব্যর্থ মিছামিছি।
অনিমিখ হইল আঁখি, নিত্য সুখে নিত্য সুখী,
সম সুধা গরল দেখি, কিছুতে নাই রুচি।
সত্য বর্ত্তমান একাকী, নহি সুখী নহি দুঃখী,
শৃঙ্খল বদ্ধ পদ্মমুখী, না পাকি না কাঁচি ॥ ৮০৮

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান্।

ভালবাস অন্তরে—যে পরম ঈশ্বরে,

বিনি যত্ন পরিশ্রম, উপজে তার পরাক্রম,
সে জীব হয় ঈশ্বর সম, করে প্রেম প্রাণেশ্বরে।
বিস্মরণ না হয় ঘুমালে, ওই রূপ হেরে জলে স্থলে,
আর দেখে হৃদয় কমলে, আপনি ভুলে আপনারে।
সদা রয় ত্রিবিধ সেবায়, নাহি করে কলঙ্কের ভয়,
প্রেম কভু গোপন না রয়, প্রকাশ পায় তার ব্যবহারে ॥ ৮০৯

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি মহিমা তব নামে, গুরু কেবা জানে।
স্মরণে সকায় যায় পূর্ণানন্দ ধামে ॥
মণি না জন্মায় কাচে, পরক তার জহুরির কাছে,
কাল শমনেরে কেবা কোথা জিনেছে;
যে জন্মেছে—সেই মরেছে, কেবা বল বেঁচে;
তদন্ত কি পাবে জীব, সদাশিব পায়না সীমে।
যে পায় সে হৃদয়ে রাখে, আনন্দ-বাজারে থাকে,
প্রেম-পুলকে আপনাকে, আপনি হারায়;
জয় জগন্নাথ বলে দশে গিলে খায়;
কিঞ্চিৎ তার প্রকাশ আছে—পুরুষোত্তমে ॥ ৮১০

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

গাছের পাকা ফল দেখলে চেনা যায়।
সে আপন যুতে না পাকিলে কি—গাছপাকা ফল হয়।
রং ধরিলে দেখে টিপ দিয়ে,
কাঁচায় এঁচড় হয় না পাকা কিলিয়ে পাকায়ে,
সে হয় না মেওয়া, নেশখা রোয়া,
তার কথার ভাবে বোঝা যায় ॥ ৮১১

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

রেখো পায় দয়াময়—ধরি পায়,
তব পদাশ্রিত জনের, তোমা বিনা নাহি উপায়।
তুমি সত্য নিত্য উদয়, তোমারে কেহ না চায়,
হয়ে সদয় দিন দয়াময়, যেন ভুলনা আমায়।
না জানি তব স্তুতি, তুমি অগতির গতি,
আমি রথ তুমি রথী, যথা চালাও তথা ধায়।
তুমিত অন্তর্যামী, জীবন মরণ স্বামী,
নিত্য সুখে ভাসি আমি, তোমারে রেখে হৃদয় ॥ ৮১২

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বুঝে না বুঝিতে পারে, সদা ফেরে কোল আঁধারে,
বার ব্রত হরিনাম করে, বাঁধা থাকে মায়াডোরে।
থাকিতে বস্তু আপন ঘরে, ভ্রমে দেশ দেশান্তরে,
থেকে ক্ষীরোদ সিন্ধুনীরে, পিপাসায় যত মীন মরে।
মূলের তত্ত্ব নেয় না মূলে, ভাবে পাব পরকালে,
ধরতে যায় ডাল—গোড়া ভুলে, শূন্য পথে পড়ে মরে।
না মানে সাধু শাস্ত্র যুক্তি, কিছুতে নাহিক ভক্তি,
শক্তি বিনে নাহি মুক্তি, শক্তি পাবে গুরুর চরণ ধরে ॥ ৮১৩

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

আমোদ করে শমন ভয় ঘোচে না—কর মন বিবেচনা।
এ কুল ও কুল দুকুল যাবে, স্বধর্ম্মে মান হবে না।
আত্ম সুখে উন্মত্ত হয়ে, মুখে শাস্ত্র কথা কয়ে,
আপনার মাথা আপনি খেয়ে, ধেয়ে কলঙ্ক-ফণী ধর না।
লোভী কামী যেতে মানা, জানে তা ব্রজাঙ্গনা,

সদ্‌গুরু নয় কথার কথা, সে জীবনের জীবন-দাতা,
মাথা নাই তার মাথায় ব্যথা, সে কথা শোনে দিনকাণা ॥ ৮১৪

রামপ্রসাদী সুর।

মিছে মরবো কেন ভেবে,
গুরু এবার যা করেন—তাই হবে।
দরিদ্র যায় লঙ্কা পার, ঘোচে না মাথার ভার,
তবু ধায়—লোভে।
স্বর্ণ ছাড়ি হরিদ্রার গুঁড়ি রে,
বাঁধে মনভ্রমে—সবে ॥ ৮১৫

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

মন—আর কার কাছে তার কথা তোল,
আশয়ে কি পিপাসা ঘোচে—জলাশয় লুকাল।
সিন্ধুতে পশিল ইন্দু, সঙ্গে লয়ে ভক্তবিন্দু,
দরশন জগবন্ধু, যা হবার তা হল ॥ ৮১৬

ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

ভুলতে পারব না তা—প্রাণ গেলে,
অপরূপ ও মাধুর্য্য রে—মানুষ লীলে।
হলে অনুরাগ-বাঘ, মন-বনে উদয়,
রিপু ইন্দ্রিয়াদি-ছাগ, দেশ ছেড়ে পলায়,
আমার কি করিবে গো কুলে শীলে—
ননদী জাম্ভকীর বোলে।
আমায় বলে বলবে কালাকলঙ্কী,
ওগো আমি তাতে হব না দুঃখী,
ও চাঁদ গৌর যদি কৃপা করেন—
দীন হীন কাঙ্গাল বলে ॥ ৮১৭

ললিত—আড়াঠেকা।

উঠ গো, উঠ গো—উঠ, উঠ নন্দরাণী,
জাগিয়ে ঘুমাবে কত, প্রভাত রজনী।
আঙ্গিনা পাইয়ে খোলা, না বুঝে করেছি খেলা
এস মা আমার গো ;—
বলাই দাদার শিঙ্গে বাজিবে এখনি।
বিলম্ব কর গো কেন, ধরি তব দুটী চরণ,
প্রচণ্ড হল তপন, শুনগো জননি ;—
মন হয়েছে ব্যগ্র, দেগো মা শীঘ্র ননি ॥ ৮১৮

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান্।

অজার যুদ্ধে ঋষির শ্রাদ্ধের যেমন পদ্ধতি,
মন তোমার শ্রীকৃষ্ণ প্রেম করা—হল তেমতি।
অনুষ্ঠানের নাই ত্রুটি, বহ্বারম্ভে পরিপাটি,
লঘু ক্রিয়ায় তুল্য দুটি, খুঁজে মেলেনা ক্ষিতি।
ঝোলা মালা গলা ভরা, তিলক ছাপা কৌপীন পরা,
নাম মাত্র হরিনাম সারা, জাহিরে কর সুখ্যাতি ॥ ৮১৯

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

জীবে—হবে কি সদয়,
জগৎ গুরু কল্পতরু দয়াল দয়াময়।
স্বকর্ম্ম সূত্রের ঘোরে, মল কুণ্ঠিত অন্তরে,
নির্ম্মল চিত্তেতে তারে, ফিরে নাহি চায়।
আপনি মুদে আপনার আঁখি, শ্রীচরণে হয় বিমুখী,
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে কি, করিবে উপায়।
ডুবিয়ে দয়া সাগরে, লক্ষ্মী পুত্র ভিক্ষা করে,
অনিবার পিপাসায় মরে, শমনেরি ভয়।

আপনি হারায়ে আপনার ধন, আপনি তত্ত্ব করে ত্রিভুবন,
আপনার শমন আপনার মন, নাহি করে জয়॥ ৮২০

কালাংড়া—আড়খেমটা।

কি রস—রসনাতীত, বিশ্বজন বিস্মিত,
ষড় রস বর্জ্জিত ইষ্ট, নাহি মিষ্ট নাহি তিত।
সর্ব্বভূত মনোনীত, অদ্ভুত অচ্যুত,
অকারণ অনাহত, প্রফুল্লিত হয় চিত।
ঘ্রাণ নাহি পায় নাসিকায়, তেজেতে কভু স্পর্শ নয়,
নয়নে না দর্শন হয়, শ্রবণ বধির অমৃত॥ ৮২১

কালাংড়া—আড়খেমটা।

ভাল ভেবেছে ব্রাহ্ম সবে, হাটবারে হাটবারে যাবে,
বক্তৃতায় পলাবে আঁধার, ব্রহ্ম কি আর খুঁজতে হবে।
বোঝা গেছে অনুভবে, গোপনে আর ক'দিন র'বে,
খালির ভিতর চক্ষু মুদে, যাতায়াতেই দেখতে পাবে।
যত বামন কচ্চে সাধ, কাল শমন করিতে বধ,
যুক্তি করে পেতেছে ফাঁদ, এবার অধর চাঁদ ধরিবে।
সে চরণশশী যারা পায়, কোটিকে গুটী মেলা দায়,
হাসি পায় কাক বকীর কথায়, অভক্ষ্য খায় সেই কথায় ডুবে।৮২২

সোহিনী—খেমটা।

ভাব রসে ভেবে পাগল—মৃত্যুঞ্জয়।
প্রেমময়ী আহ্লাদিনীর বাণী—সুমধুর—
করতে নিরানন্দ দূর, নাই—কসুর—
দেখে জীয়ন্তে মরা, রসিক যারা,
তাদের—আনন্দে প্রেমধারা বয়॥ ৮২৩

ঝিঁঝিট—খেমটা।

জীবের—সুখলাভে কি করে,
মনে মনে শমনের ভয়—জাগে অন্তরে।
সুরপণ্ডিতের কৃপায়, সুর পণ্ডিত যদি সে হয়,
সদ্‌গুরু না দিলে উপায়, কে তায় নিরাকরে।
অভ্যাসে হয় সর্ব্বসিদ্ধি, অবোধের বোধ করে বৃদ্ধি,
শমন গুতায় বিদ্যাবুদ্ধি, সকল হরে॥ ৮২৪

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

করে—কার উপাসনা,
ব্যাকুল হয়ে অন্তরে—কি ধন বাসনা।
আপনি সুখী হ'বার তরে, আর শমনের ডরে,
নয়ন মুদে ভাবে যারে, তারে চেনে না।
ধর্ম্ম আত্মারূপ ধরে, সর্ব্ব জীবে সে বিহরে,
স্বধর্ম্মে থাকিতে তারে, কে করে মানা।
সে সন্তোষে না সন্তোষে, অসন্তোষে ধায় দেশ বিদেশে,
আপন করম দোষে, আপনি জীব কাণা।
ব্যাপ্ত সে গগন সম, চরাচর নাহি বাম,
কি জীবের মনের ভ্রম, বুঝা গেল না॥ ৮২৫

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

পরম—পরম দুর্জ্জয়,
সাধনে শরণাগতে নাহি হয় সদয়।
অগোচর বাক্য মনে, অবস্থিতি সর্ব্বস্থানে,
ব্যাপ্ত চরাচর গগনে, প্রাপ্ত নাহি হয়।
কি করিবে মনের লোভে, অনাদি কাল ভ্রমে ভবে,
দয়া না করিলে শিবে, জীবের হ'বার নয়॥ ৮২৬

অসম্ভব না সম্ভবে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘি যাবে,
পূর্ব্ব দিকের ভানু হবে, পশ্চিমে উদয়।
শুন মন সার যুক্তি, সাধু শাস্ত্রের এই উক্তি,
না হলে সদ্‌গুরু ভক্তি, নাহি তার উপায়॥ ৮২৬

কালাংড়া—আড়খেমটা।

কেন পূর্ব্বের ভানু পশ্চিমে উদয়, কভু অর্কের যা সম্ভব নয়,
ভবে জানেত জীবে কৃপা খাট, প্রভু দেখলাম বটে দয়াময়
সর্ব্ব অন্তর্যামী তোমায় জান্‌তে কে পারে,
উদয় হও যার অন্তরে—সেই পারে,
আমি মর্‌তেম তাতে নাই কোন খেদ—
আমার বিচ্ছেদ রাহু পাছে ধরে তোমায়।
সর্ব্বলোকে বিদিত আছে, নির্লোকে হবার নয়,
মনে হতেছে সংশয়—কর ক্ষয়,
না—পথ ভুলে কুব্জা বলে—
হলে অভাগিনীরে সদয়॥ ৮২৭

হাম্বীর—একতালা।

ওহে সুখময়—আনন্দময়,
এস সুখে কাটাই হে কাল।
জগৎ তরালে—অবহেলে,
আমার বেলা কি ভুলে গেলে হে।
ওহে—আমার ভার কি এতই ভারি,
বড়—ভয় পেয়েছ গৌর হরি,
যে জন—সকল ছাড়ি তোমায় ভজে,
নাথ—তারে কি বিলম্ব সাজে হে॥ ৮২৮

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

না জানি কোন ধনী—সে ধনি। (সই)
যে বেঁধেছে প্রেম-ডোরে—নন্দের নীলমণি।
লক্ষ্মী যারে না পায় ধ্যানে,
অহং গর্ব্ব অভিমানে,
সদা বসি যোগাসনে, ধ্যায় ত্রিশূলপাণি।
ত্যজিয়ে বেদ বিধি কার্য্য, কর তারে শিরোধার্য্য,
হের তারে অন্তর বাহ্য, দিবস রজনী।
নিগূঢ় গূঢ় কাননে, অধরে অধর দানে,
নিত্য পরম রমণে, চৈতন্যরূপিণী।
যে অঙ্গ মিশায় তাতে, শ্যাম অঙ্গে সমর্পিতে,
ব্রজেশ্বরী ব্রজনাথে, অভেদ অঙ্গ জানি॥ ৮২৯

মিশ্র—খেমটা।

মানুষের করণ করাই—ঠকঠকি,
আমি দুই একদিন তা দেখেছি।
করণ করা জীয়ন্তে মরা, সে ত নয় ফাঁকিজুকি ;
মড়ারই আকার হতে হবে, স্থির করে দুটি আঁখি॥ ৮৩০

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

খুঁজিয়ে মেলে না—একটি বৈষ্ণব। (সখি)
কলিযুগে সাধু শান্ত, মেলা অতি সুদুর্ল্লভ।
ডুবিয়ে প্রেম-তরঙ্গে, প্রেম-পরায়ণ সঙ্গে,
রসরঙ্গে সৎ প্রসঙ্গে, নাহি অন্য র'ব।
সে ভাবের এক ভাব নেহারা,
দেখলে চেনা যায় চেহারা,
পুলকে বয় অশ্রুধারা, স্বভাব অকৈতব।

পোঁদে পোঁদে ধুমড়ি ফেরে, তিলক ছাবা ঝুলি করে,
দেখতে পাই সর্ব্বত্তরে, ঘোরে বটে সব।
আহ্বান থাকুক দূরে, প্রাণ চটে যায় ব্যবহারে,
শ্রদ্ধা ভক্তি যায় হুরে, করবো কারে স্তব।
যে যেমন তার তেমনই মেলে, কেবা কার কথা ভুলে,
হাটের নেড়া হুজুক পেলে, বেড়ায় অসম্ভব।
স্বধর্ম্মে থাকে না সাঁচা, সঙ্গ করে ঠেঁটা বোঁচা,
পংক্তিতে মালপোর গোছা, খায় বসে গব গব। ৮৩১

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

গুরু ব্রহ্ম উপাসনা, নির্ল্লোকে সম্ভবে না।
গুণগ্রাহী দোষত্যাগী—অনুরাগী সে মর্ম্ম-কাণা।
নির্হেতু তায় পরিশ্রম, সহজ সিন্ধু পরাক্রম,
সর্ব্বজীবে সম প্রেম, ভ্রমগন্ধ তায় থাকে না।
কোথা আছে নামী ধামী, কিসে লাগে লোভী কামী,
হবে না তা থাকিতে আমি, প্রেমিক বই সে উপজে না।
জানে সাধু জহুরি রসিক, লক্ষ্মীপুত্র মাগিছে ভিক,
কাচেতে মিশেছে মাণিক, জীবে খুঁজে ঠিক পাবে না। ৮৩২

সোহিনী—মধ্যমান্।

মিছে আশায় প্রেম রাখিও। (প্রেয়সী)
আমার বলিয়ে আমায়—ছলিও।
অকৈতব মন প্রাণ, কৈতব না জানে—
বচনে মৌখিক মুখে—তুষিও।
আনন্দিত র'বে মন—চাহ বা না চাহ—
দৈবযোগে দেখা হলে—হাসিও।

আমার অশেষ গুণ, জানত লো ধনি—
কাতর হইলে আসি প্রোবোধিও ॥৮৩৩

মিশ্র—খেমটা।

প্রেম নগরে এসেছে এক -রসিক চোর,
ঐ চোরারে ধরতে পারলে—মামলা ভোর।
চোরার হাতে সিঁদ কাটি, পেয়ে মন্ত্রণা ছুটী,
মাণিক মুক্ত জহর লোটে, শুনতে পাই খাঁটি,
আমি ধরবো ধরবো ধরবো কোরে—
ভাঙ্গলো না'ক ঘুমের ঘোর ॥ ৮৩৪

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

যে ঘটে—সেই সে বটে রে—নাই সংশয়,
দেখা দেয় সদ্‌গুরু কৃপায়, যার হয় সে ভাগ্যোদয়।
কীট পতঙ্গ আদি করি, পুরুষ ক্লীব নারী,
বদ্ধ করে মায়াডুরি, আছেন হরি সর্ব্বকায় ॥ ৮৩৫

লুমঝিঁঝিট—মধ্যমান্।

সে নিরঞ্জনে যার ব্যথা—সে তা জানে,
দুঃখে সুখে অনিমিকে, সদা থাকে সচেতনে।
শীতল উজ্জ্বল ভাতি, জ্বলিছে জ্বলন্ত বাতি,
ক্ষতিতে ভাবে না ক্ষতি, রাখে অতি যতনে।
যার হয়েছে সে সুপ্ত-বোধ, সে মানে না সম্পদ বিপদ,
মজিয়ে তার জনমের শোধ, করে দরদ প্রাণপণে।
ঋষি মুনি যোগী যতি, শুক নারদ প্রভৃতি,
পাইয়ে পরম প্রীতি, করেন স্তুতি সেই চরণে ॥ ৮৩৬

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

সে বিনে জীয়ে জীবনে—রহিতে কি পারি,
সে মম স্বপ্রিয় হার, আমি তার প্যারি।
অভেদ অঙ্গ তায় আমাতে, সে আমাতে আমি তাতে,
জাগ্রত স্বপনে চিতে, পাশরিতে নারি।
নিত্য বৃন্দাবন মাঝে, আমাতে নিত্য বিরাজে,
তার তেজে ধরি ব্রজে, নাম ব্রজেশ্বরী।
নিত্য নিত্য দোঁহে মিলে, নিত্য লীলে অন্তঃশীলে,
পোড়া লোকে বুঝে ছলে, বলে লীলাকারী॥ ৮৩৭

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

দরশন দাও হে আমায়,
না হেরি বিধুবদন বুঝি প্রাণ যায়।
কি লাগিলো প্রেমডুরি, ভাবিয়ে বুঝিতে নারি,
অধৈর্য্য দিবা শর্ব্বরী, বিরহ জ্বালায়।
দারুণ মূরলী গানে, হরিল জীবন প্রাণে,
লেগেছে রূপ-নয়নে, রাখ রাঙ্গা পায়॥ ৮৩৮

যোগীয়ামিশ্র—আড়খেমটা।

কয় চিজে মস্‌জীদ পয়দা হল,
আঠার মোকামের খবর সাঁইজি বল।
তোমার নমাজ পড়া সাঁচা, কলমা কলম কাঁচা,
দরগা দেখলে বাছা, কাছা খোল।
তোমার ভাব বটে আচান, ফকিরি নিশান,
মদনেরই বাণ, দৃষ্টি প্রবল।
তোমার এমাম বাড়ী খানে, তিন মস্‌জিদ তিন কোণে,
আর এক কোণ কোনখানে, দরবেশ বল।

তোমার নবির গোর কোনখানে, কোনখানে মদিনে,
দরগার ঈশাণ কোণে, কিসের আল।
কতকগুলি পাখি আসি, গোরের উপরে বসি,
হারাইয়ে দিশি, সদাই চঞ্চল।
মুখে বাক্য নাহি কয়, চক্ষে ধারা বয়,
কোন কলমা পড়ায়, কারি সকল। ৮৩৯

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

আপশোষ রইল অন্তরে,
আঠার মাস না হ'তে ছেলে—দুধ ছাড়ে।
যদি আর কিছু বাড়ে, ভাত খাইতে ঝালে ধরে,
শিশায়ে শিশায়ে মরে, না ভুলে আদরে।
যার সঙ্গেতে অঙ্গ বাড়ে, প্রেমরস সঞ্চারে,
তারে অনাদর করে, পড়ে ঘোর ফেরে॥ ৮৪০

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

আচান ভাবের—ভাবটি যাতে পশে গেল,
দৃষ্টি মদন প্রবল কি করবে বল।
আছে তিন তক্তে তিন সাঁই,
আর এক তক্তে বাদসাঁই,
দেখ্‌বে যদি ভাই—আমার সঙ্গে চল।
মূলাধারে স্থান, স্বাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠান,
মণিপুরে দেখ জ্বল্‌ছে আলো।
ওই যে তিল ভর জমিন, বসে আঠার মমিন,
নমাজ প্রবীণ, অতি সরল।
ওই যে মালিকের সৃজন, পাঁচ চিজে গঠন,
ভেবে দেখ ভাই—মস্‌জিদ হ'ল॥ ৮৪১

মিশ্র—কাওয়ালী।

পাগল চাঁদ বাজার বসাচ্চে,
কচু ঘেঁচু ওল মানকচু, কতই বিকাচ্চে।
শেষে সকল মিল্‌বে না রকম,
শুক্তি ওজন ফোড়ের কাছে পাবি তোরা কম,
রসিক যারা নিচ্চে তারা রসে রসে মিশাচ্চে॥ ৮৪২

সোহিনী—খেমটা।

পাগলের বাজার বয়ে যায়।
কিনবে বেচবে, বোচকা বাঁধবে, আয় তোরা আয়।
ওলা মিছরি মোলাম সন্দেশ,
কাণায় খুঁজে পাবে কোথা তাহার উদ্দেশ,
রসে মাথা উজান পাথা, কিনছে যত রসিক রায়॥ ৮৪৩

সোহিনী—খেমটা।

আমি বৈরাগীর ছোট ভাই,
একাদশী ভালবাসি লুকিয়ে লুকিয়ে খাই।
শ্লোক ছন্দ বুলি তাতে, লিপ্ত আছি গুপ্তমতে,
বলি চল সাধুর পথে, আরত গতি নাই।
মনশিক্ষা ভাল জানি, বচন প্রমাণ কতক গুণি,
তুলে শাস্ত্র কথার ফুকনি, লোকেরে বুঝাই।
ভজনেতে ঘড়া কাত, লাভে লোভে পেতেছি পাত,
ঠাকুর ঘরে লাগায়ে থাত, সুখে বসে খাই।
ঠাকুর আনি সেবায় শ্রেষ্ঠ, পাক সেবাতে উনি শিষ্ট,
খাইতে শুইতে নাহি কষ্ট, রেখেছেন গোঁসাই।
পরমার্থে ঘটা ভারি, পরমান্ন মাল্‌পো পুরি,
দায় ঠেকিলে মাথা মুড়ি, প্রায়শ্চিত্ত করাই।

ধর্ম্মের মর্ম্ম কেবা জানে, ধান ভাণতে শিবের গীত আনে,
ধর্ম্মের মর্ম্ম কিঞ্চিৎ জানে, মহান্ত গোঁসাই ॥ ৮৪৪

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

মন কিবা ঢঙ্গ সাজালে,
অমল কৃষ্ণ প্রেমে—দাগ লাগালে।
আনন্দ রস সুধাদায়িনী, চিন্ময় রসের প্রবল ধনী,
ভাবিলে—রাই নারী কুব্জারাণী, শুধু কথায় তারে সে রঙ্গ ধরালে।
কৃষ্ণ প্রেমের বহু সাজায়ে ঘটা,
আপন মন আপনি করিয়ে মোটা,
রঙেতে বদ্ রঙ, একত্র ঘোঁটা,
গুরুপদে উকার কেন ঘোচালে।
আত্মতত্ত্ব গুরুতত্ত্ব সুখ সার, না করিলে মোহে তত্ত্বের বিচার,
পরা শব্দে ভাবলে পর দার, শেষে কৃতান্ত সঙ্গ জোটালে।
চণ্ডীদাস আদি স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রেমেরি সাগর,
নিত্য সিদ্ধগণ প্রভু পরস্পর,
তাদের এনে যশীর দলে মিশালে ॥ ৮৪৫

কালাংড়া—একতালা।

হাটে মিথ্যে আসা হল,
আমার নয়ন সুখ সই—কই বিকাল।
হাটে দেখি যত ধনী, গুণের সব গুণ বাখানি,
চট নিয়ে করে টানাটানি, খাসা ঢাকা র'ল।
ঘরে বসে দুণ ব্যাপার, হাটে এসে পথ হাঁটা সার,
এ ব্যবসা করবো না আর, ঘরে ফিরে যাই ভাই চল ॥ ৮৪৬

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

ভুলতে পারবো না তায়—প্রাণ গেলে,
এমন মধুর নাম কর্ণে যে শুনালে।
মনের ঘুচে শমন ভয়, ভাবে ভব-সাগর পঙ্গুতে লঙ্ঘায়,
হয় যার সে সৌভাগ্য—কি ছার স্বর্গ,
চতুর্ব্বর্গ যায় পায় ঠেলে।
নিরহেতু হয় কাঙ্গালে সদয়,
না চাহিতে পিছে যেচে প্রেম বিলায়,
ভাবলে মনের বাড়ে হুপ—কি রসকুপ,
সহজ রূপ মাধুর্য্য লীলে॥ ৮৪৭

কালাংড়া—মধ্যমান্।

অনুরাগী—প্রেম করে কেন ভাবিছ,
না করিয়ে বিবেচনা, রাগ ভরে শুনিলে না—কাঁদিবে জানা;
পূর্ব্বে করে ছিলাম মানা, আচার পীরিত কর না,
সাধে জম্বুনদ-সোণা, সেধে পরেছ॥ ৮৪৮

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

মনের সাধ হলে কি হবে।
শুন কই তার সাধন যুক্তি, সদ্‌গুরু অধর উক্তি,
বিনে কৃপা স্বয়ম্ভু শক্তি, মুক্তি নাই জীবে।
অজা যদি শিকারী হয়, ব্যাঘ্র কভু ধরতে না যায়,
হরির শিশু কারতে ধায়, স্বধর্ম্ম স্বভাবে॥ ৮৪৯

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেন হেন অসময়,
ভুলে কি উদয় হলে—সিন্ধুর তনয়।
ফণা হীন নাহি রঙ্গ, মলিন হয়েছে অঙ্গ,
কে করিল রস ভঙ্গ, ওহে নিরদয়।
নাহি আসিতে যামিনী, কুপিত নয় কমলিনী,
কি ভাব না জানি ;
মৌখিক আমারে দিয়ে ফাঁকি, আমারে ছলিছ না—কি,
কি হেতু ছল ছলিয়ে আঁখি, নিদয়ে সদয়॥ ৮৫০

———

খট—একতালা।

ফুস্ ফুস্ ফুস্ সব ফাঁকি,
ঝোলাতে মালা রেখে, জপলে আর হবে কি।
যে জপে নামের মালা, তার হৃদয়ে নাই কমলা,
অন্তর খোলা ভাবচ কি ;—(ভাব দেখি)
ও যার হৃদয়ে চৈতন্য জাগে, কাঠের মালায় করবে কি।
কথায় সিদ্ধান্ত ভারি, হতে যাও নির্ব্বিকারী,
সব তোমার কপট চাতুরি ;—
তুমি ঘুমের ঘোরে বসত করে, ঠুকে মর চকমকি॥ ৮৫১

———

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ভানলে গড়ে আর না ছাড়ে, আসল পথে থাম।
পীরিতের মন ষোল আনা, শেষ থাকে না পরিণাম।
ভাবী যাঁয় ভাবে চেনা, রসিক সে রস ছাড়ে না,
বোদা বিল ভরা পানা, মিথ্যে টানা হোড়া দাম॥ ৮৫২

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

প্রাণ সখি—এনে দেগো তায়,
শ্যাম না হেরিয়ে বুঝি প্রাণ যায়।
সেবা কোথা আমি কোথা, জীবন বিনে জীবন বৃথা,
কে জানে মরম ব্যথা, কারে কব হায়।
এসে ছিল কুঞ্জ দ্বারে, আদর না করলেম তারে,
ফিরে গেছে মান ভরে, ত্যজিয়ে আমায়।
মরি মরি সহচরি, ধৈর্য্য না ধরিতে পারি,
তারে অযতন করি, বাঁচি কি আশায়।
হইছে প্রাণ পাষাণ, কি সুখে আছি এখন,
সতত দহিছে প্রাণ, বিচ্ছেদ জ্বালায়॥ ৮৫৩

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বৌয়ের রকম দেখে হাসি,
করলে বাছাধনকে—বোকা খাসি।
দেখিয়ে অন্তর বিবাগী, সাজালে বৈষ্ণব সংযোগী,
সদা থাকে বিষয় ভোগী, ভিক্ষার সময় হয় উদাসী।
বদ রঙ্গেতে হয়ে ভোরা, গড়াতে করে হাত গড়া,
কুরঙ্গেতে সঙ্গী যারা, তারাই বৌয়ের দাসী॥ ৮৫৪

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পড়েছি বিধির বিপাকে, এ সঙ্কটে কে রাখে।
হয়ে উন্মাদিনী, কোথায় যাই না জানি,
ভুলিতে পারিনে তাহাকে।
যখন যা করি ভুলিতে শ্যামেরে, সম ভাবে থাকে শ্যাম নিকট দূরে,
কভু ভাবি সখি না হেরিব তারে, সে ত সই ছাড়ে না আমাকে।

প্রেম নিধি যখন দরশনে রই, তন্ময় হইতে বাঞ্ছা করে সই,
ধরা নাই দেয় অধরেতে রয়, যাতন কহিব কাহাকে।
নয়ন-কটাক্ষে ভস্ম করি তারে,
সন্ন্যাসিনী সেজে রাকবো বক্ষোপরে।
বিধি রেখে, বিধির বিধি, নষ্ট করে মদন পিতা মহা মদনকে।
তখন যদি হরি ধরে মম পায়,বলে হায় কিশোরী, রক্ষা কর দায়।
করবো মানস তায় স্বীকার যদি পায়,
অধর সুধা দেবে আমাকে ॥ ৮৫৫

বারোয়াঁ—ঠুংরী

মিছে ব্রজে যাবার মন,
পঞ্চকোষ আচ্ছাদি দেহে করে কালযাপন।
শাস্ত্র দৃষ্টে কৃষ্ণ পাওয়া, তীর্থ পর্য্যটনে যাওয়া,
স্বপ্নে যেমন রাজা হওয়া, মন চক্রে ভ্রমণ।
দীর্ঘ তিলক অঙ্গে ছাপা, হাজার কর বাহিরে চোপা,
ছেঁড়া চুলে বাঁধা খোঁপা, না ডরায় শমন ॥ ৮৫৬

কাঁলাংড়া—কাওয়ালী।

ভক্তি হীনের আঁধার ভরা. ধ্যানী জ্ঞানীর শ্রম সারা।
ভেবে ভেবে মরে চিরদিন, কঠিন ধারা মানুষ ধরা।
নয়ন মুদে রয় যোগ-ধ্যানে, নাহি চিনে বর্ত্তমানে,
শ্রদ্ধা নাই অন্তঃকরণে, ভাবে পড়ে নয়নে ধরা।
কুযোগি কুজ্ঞানী বুঝবে কি—সে,জ্ঞান যোগে ভক্তি রসে,
ব্রহ্মাত্মা ভগবান প্রকাশে, সুখে ভাসে ভক্ত যারা ॥ ৮৫৭

ললিত—আড়াঠেকা।

আয় সখি কে দেখবি তোরা, কু-কীর্ত্তন-কীর্ত্তনের ধারা,
বাষ্প মাত্র নাই কেশব, কেশব সুখ্যাতি ভরা ॥
প্রভুর ধর্ম্ম, প্রভু জানে, গোঁসাই বিনে কে বাখানে,
পশেছে যাদের পরাণে, আছে তারা জ্যান্তে মরা ॥
জীবে কে তেমন আছে, মণির কি তুলনা কাচে,
এ কথা কব কার কাছে, ব্যর্থ মিছে অবোধ মারা ॥
সংকীর্ত্তন করিয়ে ভবে, যে জন নিস্তারিল জীবে,
সে চরণে নাহি ডুবে, ইচ্ছে—হবে নদের গোরা !
শিশু বই না মানুষ মেলে, দলে দলে প্রচুর চলে,
মহদহঙ্কারে ফোলে, আত্মতত্ত্ব হয়ে হারা।
নিশানে অদ্বৈত গোঁসাই, নিত্যানন্দের খোঁজ খবর নাই,
কে হরিল প্রভু দুটি ভাই, ভাবতেছি তাই কোথায় তারা।
কাল যবনের স্রোতে মিলে, ভাসতেছে অগাধ সলিলে,
দু দিন বই অন্তিম কালে, এ জাল জালে প'ড়বে ধরা ॥
মহাজনের যে প্রণালী, তুরী ভেরী সেই সকলি,
নাম গানে সাক্ষাৎ কলি, কেবলই বক্তৃতা সারা ॥
শুনে শ্বন্ বায়স শিবে, পশ্চাতে ধায় মহোৎসবে,
না জানি কার ভাগ্যে হ'বে, নীরে র'বে কি লাগ্‌বে কিনারা।
বিনে প্রভুর পদাশ্রিত, যেতে মানা অনাহুত,
সঙ্গী ইয়ং বেঙ্গল যত, রবিসুত লয়ে সারা ॥ ৮৫৮

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

অদ্ভুতো গাছে ফলে না, উপাসনায় যায় জানা,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধার, থালির ভিতর তার ধ্যান ধারণা।
বর্ত্তমান—অন্তর বাহিরে, চক্ষু বুজে অদৃষ্ট করে,
অদৃষ্ট বশতঃ ঘোরে, অন্ধকারে যত কাণা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি সুসূক্ষ্ম, নির্ম্মূল করে অনন্ত দুঃখ,
ধ্যানী জ্ঞানী মোটা মূর্খ, দিব্য চক্ষুর ভাব জানে না।
আসমানি হয়েছে বাণী, অবোধ সুবোধ পুরুষ কামিনী,
ব্রহ্মজ্ঞানীর চক্ষে ছানি, তুলতে বসলো ডাক্তার খানা।
ধর্ম্ম মানে যে রাজধানী, সে খেয়ে যাক দানা পানি,
যার গলেছে চক্ষের ছানি, সেই জ্ঞানীকে যেতে মানা॥ ৮৫৯

কালাংড়া—কাওয়ালী।

সাকার ত্যজে নিরাকার ভজে, গুরু না চিনে গোবিন্দ পূজে,
আত্মবঞ্চক হয়ে নিজে, সেই পাপী নরকে মজে।
হারায়ে মণিময় ধন, কাচের কাছে যাচে কাঞ্চন,
রতনে থাকে না যতন, অধঃপতন হয় কাজে কাজে।
জগন্নাথ জগৎ-কর্ত্তা, অন্তর্যামী সর্ব্ববেত্তা,
আ-ব্রহ্ম ব্যাপিত আত্মা, অন্ধ হয়ে বেড়ায় খুঁজে॥ ৮৬০

সিন্ধুভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

অবিদেহ সম্বন্ধ সন্ধি—যার হয়েছে স্বকায়াতে,
সংসার চক্রে ভ্রমমতি, হয় না তার কোন মতে।
অঙ্কুরিত প্রেমতরু, শ্রবণ কীর্ত্তন সুচারু,
চিনেছে অমিয় গুরু, আছে চরণ স্মরণেতে।
গলে সে পাষাণ হৃদয়, ব্রহ্মানলে মনের লয়,
আসতে যেতে বাধা না হয়, প্রেমাম্বুধি উজান স্রোতে।
গুরু কৃপা-শক্তি জোরে, মুক্তিকে অনাদর করে,
আনন্দে সদা বিহরে, কি ভয় তার কৃতান্তে॥ ৮৬১

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

গুরু কে চিনে তোমায়,
অচিন্ত অব্যক্ত রূপ—বেদে যারে গায়।
কাঠের মালা জপে সদা, অঙ্গে মেখে স্নানের কাদা,
ভবে যেন শূকর গাধা, দেখতে সাধুর ন্যায়।
পণ্ডিত পাষণ্ড যত, কুতর্কেতে সদা রত,
ভাঙ্গা মঙ্গল চণ্ডীর মত, কুস্বপ্ন দেখায়॥ ৮৬২

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

সহজে না হলে সখি—মহিমা কি তার,
কঠোর হইলে জীবে, সংসারে থেকে পাওয়া ভার।
নিরন্তর অনশনে, যোগী ঋষি এক মনে,
কঠিন ধ্যান ধারণে, যে ধন না পায় ;—
যোগী শ্রেষ্ঠ শিব যোগে, না পায় উপায় ;—
হেন প্রেম নিধি পায় রাখিয়ে সংসার।
মূলাধার সহস্রার, ভক্তি মাত্রে একাধার,
বেদ্য হলে রস অপার, ঘরে বসে ভোগ ;—
হৃদয়-সরোজে যদি, হয় শ্যাম যোগ ;—
দুর্লভ পবিত্র রস, সর্ব্ব রস সার।
রাধা কৃষ্ণ যেই রসে, গড়াগড়ি যায় আবেশে,
প্রেয়সী করেছে শেষে, শিবে ভিকারী ;—
সহজে বিলায় সে রস, হা মরি মরি ;—
শ্যাম পদে ভক্তি হলে কঠিন কি আর।
শিব জেনে কঠিন কথা, না বুঝিয়ে মর্ম্ম ব্যথা,
বলে ছিল দুর্গা যথা শ্যাম তত্ব সার ;—
সৌভাগ্যে শুনিল সুখ, পক্ষ গেল ভার ;—
শিবের উৎকৃষ্ট পদ হইল তাহার॥ ৮৬৩

বারোয়াঁ—কাওয়ালী।

তায় তোমায় অন্য মত নয়,
চাইনে পরিচয় প্রিয়ে—চাইনে পরিচয়।
তব গুণ কব কত, এক মুখে শত শত,
শুন প্রিয়ে রেখেছত, হৃদয়ে দিয়ে আশ্রয়।
গোপনে বাড়ে উল্লাস, প্রেম যদি রয় অপ্রকাশ,
বাহিরে ভাল বাস না বাস, মৌখিক কথায়।
তুমি কায়া আমি কায়ী, পরস্পর দায়ের দায়ী,
ভেবে দেখ প্রেমময়ী, কায়া ছাড়া কে জীয়ে রয়।
অন্তরে ভাব অপর কেহ, উপরোধে মৌখিক স্নেহ,
সে যাতনা অতি দুঃখ, কাজ কি তা করায়॥ ৮৬৪

বসন্ত—আড়াঠেকা।

কত বলবো বলবো মনে করি,
বল্‌তে বাক সরে না।
দরশনে চন্দ্রবদন, অচল রসনা।
তুমি যাবে দেশান্তরে, কাঙ্গালিনী রইলাম ঘরে,
বিরাজ কর অন্তর বাহিরে, এই মম বাসনা॥ ৮৬৫

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আমার কি হল সখি,
হৃদয়ে উপজে দুঃখ মুদিলে আঁখি।
রোগের মত বৈদ্য নাই, বল আমি কোথা যাই,
হলো বুঝি গুল্ম বাই, ভাবি একাকী।
অন্তর হতে অন্তর, হয়ে থাকি নিরন্তর,
ভুলিতে না পারি তার, বাঁকা দুটি আঁখি॥ ৮৬৬

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

প্রেম দাতা প্রেম নগরেতে, দয়াল সাধু মানুষ বেণে।
ভেঁজাল মিশাল খাটবে না তায়, নেবে খাঁটি সোণা চিনে।
অতি সরল বটে সোজা, শঠের গুরু চোরের রাজা,
বাসি নয় মাল দিচ্চে তাজা, মজা পাবে আস্বাদনে।
খেলে পূর্ণ হয় আশা, মাল আছে গোলায় ঠাসা,
নমুনা তার দিচ্ছে খাসা, সান্দ্রানন্দ যার স্মরণে॥ ৮৬৭

সিন্ধুভৈরবী—আড়খেমটা।

সে ধন দুর্ল্লভ নিধি—থাকে কল্পনারি পারে,
আপ্ত বুদ্ধি শুভ করে, মন ভেবেছে পাবে তারে।
জাগ যদি অনুরাগে, শম দম কর আগে,
ঘটে যদি ভাগ্য যোগে, সাধু গুরুর চরণ ধরে;—
প্রেমময়ীর অধিকারী, দয়া হলে পাবে তারে।
সূক্ষ্মাতীত অতি সূক্ষ্ম, জ্ঞান যোগে কর লক্ষ্য,
ত্যজ যদি আপন পক্ষ, সাধন শক্তি অনুসারে;—
সামান্য ভাবিলে তারে, যাবে মন তুমি ছারে খারে।
বাহ্য অঙ্গের দেখি ঘটা, কভু নাহি ভোলে সেটা,
মন তোমার বুদ্ধি মোটা, পরকালে পাবে তারে;—
বুদ্ধি মন অতীত বস্তু, ভুলে যাও মন বারে বারে॥ ৮৬৮

রামপ্রসাদী সুর।

যা কর নাথ নিজ গুণে,
দীন হীন এ অকিঞ্চনে।
আমার ভজন সাধন, মনের আকিঞ্চন,
সমর্পণ সব শ্রীচরণে।

কি বলিব অল্পপ্রাণী, বাক্যে না পান বাকবাণী,
খবর পায় না ঋষি মুনি, অহর্নিশি থেকে ধ্যানে।
অনুপায়ের উপায় জেনে, আছি ঐ পদ নিরীক্ষণে,
অশান্ত দুরান্ত মনে, কু-বাতাস দেয় ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৮৬৯

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

জীব তুমি পশু বটে, পশুপতি তব পতি।
চরণ ধরে থাকলে পরে, মুক্তিলাভে পাবে গতি।
শিবত সদ্‌গুরু বটে, কল্পতরু ভবের হাটে,
তারে সে সর্ব্ব সঙ্কটে, যুগেতে দেখায়ে জ্যোতি।
ধরিয়ে হরের পদ, পেয়েছ আনন্দ পদ,
হয়েছে বহু সম্পদ, ছেড়না সাধন স্তুতি ॥ ৮৭০

রামপ্রসাদী সুর।

মন ভুলনা মায়ার বশে;
অনেক টাকা কড়ি বড় বাড়ী, সব হারাবে এক নিমিষে।
বড় ভুঁড়ি জুড়ি গাড়ী, পড়ে র'বে সোণার ঘড়ী,
যে দিন পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে, কোথায় র'বে মেশো পিসে।
কার বা ছেলে মেয়ে বা কার, আমি বা কার কে আমার,
ওরে যার বস্তু সে লইবে, বামুন খোলা কেটে মরবে শেষে ॥৮৭১

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

সদ্‌গুরু দেখে চেনা দায়,
চকোর বিনে বিধুর সুধা, দিবাভীত না পায়।
অধর সে অধর ইন্দু, পিযূষ পিয়ে ভক্ত বিন্দু,
অপার করুণা সিন্ধু, দয়াল দয়াময়।
নির্লোকে কে তেমন আছে, মণির কি তুলনা কাচে,
কার উপদেশে ঘুচে, ত্রিতাপশমন ভয়।

সত্য মনে হয়ে রাজি, না হলে তার কাজের কাজী,
আনাগোনা আন্দাজি, করা বৃথায়।
করিয়ে পীরিতি-ব্রত, হলে কি হয় অনুগত,
আসা যাওয়া দিন কত, শব্দ পরিচয়।
ধ্যানী জ্ঞানীর বৃথা শ্রম, নাহি যায় মনের ভ্রম,
কল্পনা রূপেতে প্রেম, নাহি উপজয়॥ ৮৭২

খাম্বাজ—পোস্তা।

গগনে চাঁদ নিরখি, সুখী হইও না বিধুমুখি,
পলকে হারাতে হবে, মুদিলে আপন আঁখি।
আত্ম তত্ত্ব অগ্রে কর, দর্পণে বদন হের,
তবে যদি চাঁদ ধরতে পার, নতুবা পড়িবে ফাঁকি।
হাওয়ায় আসা, হাওয়ায় যাওয়া, স্বপনেতে রত্ন পাওয়া,
অনিত্য জলের কায়া, মায়াময় সব দেখা দেখি।
হারা উদ্দেশে গুণে তারা, ধরা কি দেখিছ সরা,
জীর্ণ তরি পাপে ভরা, মিছে করা আর ডাকাডাকি॥৮৭৩

গৌরী—আড়াঠেকা।

আদরের ধন নীলমণি, আদর জানে বিনোদিনী।
আদরে আদর বাড়ায়, নাম রটে আহ্লাদিনী।
ছেলের আদর প্রসূতি জানে, ভৃঙ্গের আদর পদ্মবনে,
ভক্তের বাঞ্ছা শ্রীচরণে, নিরখে দিবা রজনী।
অমল অন্তরে সদা, প্রেমী আছে প্রেমে বাঁধা,
অভাগার তায় নয়নে ধাঁধা, মণি হারা যেন ফণী॥ ৮৭৪

সম্পূর্ণ।

সাধু-সঙ্গীত।

পরিশিষ্ট।

৺নবকিশোর গুপ্তের—
সংক্ষিপ্ত ধর্ম্মজীবনী ও ধর্ম্মমত।

—•—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, কর্ত্তৃক—
সঙ্কলিত।

মালদহ—ইংরাজ বাজার হইতে—
শ্রীকামাখ্যানাথ গুপ্ত, কর্ত্তৃক—
প্রকাশিত
ও
বিনামূল্যে বিতরিত।

কলিকাতা।

১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,
দি ফাইন্ আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট হইতে
শ্রীজগবন্ধু দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

আশ্বিন, সন ১৩১০ সাল।

মুখবন্ধ।

গ্রন্থ পারিশিষ্টে—৺মতিলাল গুপ্তের, [illegible]
মত লিখিবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহারই [illegible]
প্রবৃত্ত হইলাম বটে, কিন্তু আজ সে বহু [illegible]
সম সাময়িক কেহই এখন জীবিত না[illegible]
জীবনী সম্বন্ধে, কিছু লিখিয়া যাইবারও আ[illegible] নাই,
ভবিষ্যতে তাঁহার জীবনীর যে এরূপ আবশ্যক হইবে, তাহাও
আমরা তখন ভাবি নাই, সে হেতু সে লক্ষ্যে কোন তত্ত্বই সংগ্রহ
করা হয় নাই, তাই এখন অনুসন্ধানে বিশেষ ফলের আশা না
থাকিলেও, তাঁহার লৌকিক জীবনের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত
হইলেও, শৈশব হইতে আমরা অনুদিন তাঁহার সহবাসে, তাঁহার
শ্রীমুখাৎ যে সকল শুনিয়াছি, তাহাই ধারাবাহিক ক্রমে সজ্জিত
করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিলাম মাত্র। এ জন্য ইহাতে আমরা
আমাদের কোন কথাই যোগ করি নাই, যাঁহা যেরূপ ভাবে
শুনিয়াছি, তাহা সে রূপ ভাবেই বলিয়াছি মাত্র। কোন বিষয়ই
আমরা স্বীয় মন্তব্যে রঞ্জিত করি নাই। ইহাতে সাধারণের উপ-
কার না হইলেও, ব্যক্তি বিশেষের উপকার আশা করা যায়।

তাঁহার জীবনী লিখিবার জন্য, যদি তাঁহার নিকট কোন তত্ত্ব
অবগত হইতে ইচ্ছা করিতাম, হয়ত তিনি তাহাতে কোন তত্ত্বই
প্রকাশ করিতেন না, কারণ আমরা একবার তাঁহার চিত্র রাখি-
বার জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই আমরা তাহাতে কৃতকার্য্য
হইতে পারি নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে,—"হৃদয় পটে চিত্র
অঙ্কিত করাই উচিত। কাগজে যে চিত্র, তাহা বাহিরেই থাকে,

তাহাতে যাহাদের মনোনিবেশ, তাহাদের [illegible] ঘুরে, সে ঘুরার জন্য, জগতে এত সামগ্রী রহিয়াছে যে, জীব তাহার আকর্ষণেই আর অন্তরমুখী হইতে পারে না, আবার তাহারই সাজ, সরঞ্জাম বৃদ্ধির প্রয়োজন ? সে সাজ, সরঞ্জাম যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই মন অন্তর দৃষ্টি ভুলিবে, তাহা আমাদের ভাল বোধ হয় না।

"অবশ্য যাঁহাদের অন্তর দৃষ্টির প্রয়োজন হয় নাই, তাঁহারা বহির উন্নতিকেই উন্নতি বলিবেন, কিন্তু আমাদের যখন, সে সকলকে অবনতি বলিয়াই জ্ঞান, তখন তোমাদের উন্নতির সহায় হইতে হইলে, আমাদের উন্নতির বিঘ্ন ঘটে, সে হেতু সংসারের উন্নতিশীলের দল হইতে আমরা দূরেই থাকি, অতএব তোমরা এ সকল বিষয়ে আমাদের বিরক্ত করিও না।"

গ্রন্থকারের মতে জীবের যাহাতে উন্নতি, গ্রন্থকারের জীবনী লিখিতে আমরা যে ধর্ম্মের উল্লেখ করিব, তাহা সাধারণের নিকট এক প্রকার গুপ্ত ভাবেই আছে। এ জন্য এ পর্য্যন্ত এ ধর্ম্মের কোন উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না, এবং এ পর্য্যন্ত এ ধর্ম্মের কোন ভক্তই তাহা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। কারণ তাঁহাদের এই রূপ ধারণা যে, ইহা সাধারণ উপভোগ্য নহে, যাহা যাহার উপভোগ্য নহে, তাহা তাহার নিকট আদর পায় না—বরং অনাদরই পায় ; কিন্তু ভালবাসার বস্তুকে কে অনাদরে দেখিতে ইচ্ছা করে ?

এ জন্য তাঁহারা বিরত থাকিলেও—আমরা সংসারী, সংসারী হইয়া সংসারের কর্ত্তব্য জ্ঞানে, আজ আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতৃদেবের জীবনী ও ধর্ম্মমত প্রকাশে অগ্রসর।

অগ্রসর হইয়াও কিন্তু আমরা ভাল করিলাম না, কারণ যে জন্য তাঁহারা ইহাকে গুপ্ত ভাবেই রাখিয়াছিলেন, প্রকাশে সে জন্য

হয়ত আমাদের, অনেক সময়ে ব্যথিত হইতে হইবে। কারণ, কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা, বা বিরক্ত করা তাঁহাদের বা আমাদের উদ্দেশ্য না হইলেও, সংসারে এমন লোক অনেক আছেন যে, তাঁহারা গুণের প্রতি আদৌ দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল ছলে, দোষোল্লেখেই নিজ প্রতিষ্ঠা দেখাইতেই অগ্রসর।

যেমন এক ইক্ষু হইতে—গুড়, দোলো, চিনি, মিশ্রীর উদয়, তদ্রূপ এক ভগবানই—ব্রহ্ম, আত্মা, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যাধীপতি ভগবান।

মিশ্রীর গুণ বর্ণনে যেমন—গুড়, দোলোর সমালোচনা আপনি আসিয়া পড়ে, নচেৎ মিশ্রীর আস্বাদন বর্ণনে সুবিধা হয় না, তদ্রূপ ইঁহাদের রাগভক্তির বর্ণনায়—জ্ঞান, যোগ, বৈধীভক্তির বর্ণনা হইলেও—জ্ঞানী, যোগী, বৈধীভক্তের তাহা ভাল না লাগিতে পারে। যাহা, যাঁহার শুনিতে ইচ্ছা নাই, যাহা যাঁহার জানিবার প্রয়োজন নাই, জানিলে হৃদয়ে ব্যাথা জন্মে, তাহা তাঁহাদের সম্মুখে ধরা আমাদের উদ্দেশ্য না হইলেও, যেমন ভগবৎ বর্ণনে মায়ার উল্লেখ না করিলে চলে না, তদ্রূপ অপরিহার্য্য বিধায়—জ্ঞান, যোগ, বৈধীভক্তির উল্লেখ মাত্র। জ্ঞান, যোগ, বৈধীভক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন—আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

কারণ, অনধিকার চর্চ্চা সকল স্থলেই দোষের পরিচায়ক। যাহার যাহাতে অধিকার, তাহার তাহাই উত্তম। যে যাহার অধিকারী, সে তাহা ভিন্ন, অন্য অধিকারে প্রবেশ করিতে পারে না, বাহির হইতে কেবল মায়িক অহংকারে অন্যের অধিকারকে অশুদ্ধ ভাবেই দেখে।

অর্থাৎ জ্ঞানী যদি ভগবৎ লাভার্থে ভক্তিই অভিধেয় বলিয়া, ব্রহ্ম লাভার্থে জ্ঞানের আশ্রয় লন, বা ভক্ত যদি ব্রহ্ম লাভার্থে

জ্ঞানকে অভিধেয় বলিয়া, ভগবৎ লাভার্থে ভক্তির আশ্রয় লন, তাহা হইলে কোন সম্প্রদায়ের সহিত, কোন সম্প্রদায়ের বিরোধ থাকে না। কিন্তু জ্ঞানী যদি ভক্তিকে, এবং ভক্ত যদি জ্ঞানকে অভিধেয় বলিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলেই বিরোধ ঘটে। এ রূপ বিরোধে প্রকৃত জ্ঞানী বা ভক্ত কেহই দণ্ডায়মান হন না, কারণ, ব্রহ্মই বল, আর ভগবানই বল—একই, বিগ্রহের কান্তি, কান্তির—বিগ্রহ স্বরূপ। যাহার যাহাতে রাগ, সে তাহাতেই আত্ম-সমর্পন করুক—অন্যের তাহাতে কি? তবে জ্ঞানী ইহাতে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, প্রেমিক আত্মস্বভাবে জ্ঞানীকে, ভক্তি-সুখে সুখী দেখিতে চান বলিয়া যে প্রসঙ্গ তুলেন, তাহাতে জড় অহং-কার না থাকায়, জ্ঞানী তাহা না লইলেও, কখনই বিরোধ ঘটে না, কিন্তু ভাক্তধর্ম্মীর জড় অহংকারে, তাহাতে বিরোধই ঘটে।

এ জন্য ইহারা কোন ধর্ম্মের নিন্দাও করেন না, কোন ধর্ম্মের সুখ্যাতিও করেন না, তবে তাঁহাদের সঙ্গও ভালবাসেন না। ইঁহাদের যাহাতে অধিকার, সেই অধিকারেই, সেই সঙ্গই ইঁহারা ভালবাসেন। এ হেতু ইঁহারা সাধারণ সম্পর্কে কম আসিতেন বলিয়াই, এ ধর্ম্ম অদ্যাবধি গুপ্তই রহিয়াছে। কারণ ইঁহারা কোন ধর্ম্মের আশ্রয় প্রার্থীও হন না, কাহারও আশ্রয় দাতা হইতেও ইচ্ছা করেন না। চিৎ সংযোগ ইঁহাদের উদ্দেশ্য হেতু, যতই ইঁহা-দের ভগবানে রাগ বৃদ্ধি, ততই সংসার-রাগের অল্পতায়, ইঁহারা সংসারে সামান্য হইতে, সামান্যের ন্যায় বিচরণ করেন, এ হেতু এ ধর্ম্ম অদ্যাবধি অপ্রকাশ ভাবেই আছে।

চিৎ বস্তু—চিৎ বিদ্যাতেই প্রকাশ পায়, জড়-বিদ্যা তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না জানিয়াই, তাঁহারা জড়-বিদ্যা দ্বারে প্রকাশের কোন চেষ্টাই করেন নাই। আমরা সংসারী—আমাদের

সে চিৎ বিদ্যা কোথায়? জড়-বিদ্যায় প্রকাশে যদি, কোন প্রবন্ধ লেখকের বাদ, প্রতিবাদে পড়িতে হয়, এবং তাহা আমরা জানিতে পারি, তাহা হইলে সে আপত্তির যদি কিছু গুনা থাকে, তাহা জ্ঞাপন করিতে পারি।

ইহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই। এ ধর্ম্ম ভাল—কি মন্দ, সে সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের উদ্দেশ্য, যিনি—যাহা, পরিচিত করিতে হইলে, তাঁহাকে সেই রূপেই পরিচিত করা উচিত। তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়াই—আমাদের এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ।

সংসারে দেখিতে পাই, কেহ—শাস্ত্র, কেহ—ন্যায়, কেহ—যুক্তি, কেহ—শাস্ত্র, যুক্তি ও ন্যায় নির্ভরেই, ধর্ম্মালোচনা করেন। ইঁহারা যখন শাস্ত্র, ন্যায় ও যুক্তিকে লক্ষ্য না করিয়া, কেবল রাগেরই অনুগমন করেন, এবং অন্যের নিকট কিছু ভিক্ষা করেন না, তখন অন্যেরও ইঁহাদের নিকট বাদ, প্রতিবাদের কিছু নাই, এবং ইঁহারাও কাহার সহিত বাদ, প্রতিবাদে প্রস্তুত নহেন।

সে জন্য আমাদের বোধ হয়, এ ধর্ম্মে যাঁহারা ধর্ম্মী, তাঁহারা সংসারে নগণ্য হইলেও, যাঁহারা প্রকৃত মুক্তি বা ভক্তি প্রার্থী, তাঁহারা বাদ, প্রতিবাদে বিরক্ত হেতু, যদি ইহা তাঁহাদের মনাকর্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট ইহা নগণ্য হইবে না, যদি না করিতে পারে, তাহা হইলেও বাদ, প্রতিবাদের জন্য গণ্য হইবে না।

তবে যাঁহারা সংসারে নগণ্য নহেন, যুক্তি, ন্যায়, শাস্ত্র সহায়ে প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী, জানি না তাঁহাদের নিকট, ইহার কি দশা ঘটিবে। তবে যদি ভাগ্য ক্রমে ইহা তাঁহাদের নিকট, তাঁহাদের গণ্ডীর বাহির বলিয়া নগণ্য হয়, তাহা হইলেই আমরা মঙ্গল মনে

করি। কারণ ইহাদের মতে এ ধর্ম্ম—গোপীধর্ম্ম—বেদাতীত, ঐশ্বর্য্য হীন। ঐশ্বর্য্য দ্বারে এ ধর্ম্ম প্রকাশ পায় না, বা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে এ ধর্ম্ম লক্ষ্য হয় না। যদি গোপী-ধর্ম্ম বেদাতীত হয়, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে—বাদ, প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠা ভিন্ন অন্য ফল কি? এ ধর্ম্ম সংসারে অপ্রকাশ হইলেও, এ ধর্ম্ম প্রকাশ আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কারণ এ ধর্ম্মে যাঁহারা ধর্ম্মী, তাঁহাদের মতে এ ধর্ম্ম, অবিদ্যার পাঁজি, পুথি দ্বারে প্রকাশ পায় না। তবে ইহার উল্লেখ ভিন্ন, পিতৃ-দেবের ধর্ম্মজীবনী অসম্পূর্ণ থাকে, এই জন্যই আমাদের এ উল্লেখ মাত্র। নচেৎ আমরা জানি, গোপী-ধর্ম্ম পাঁজি, পুঁথির বিষয়ও নহে, আমরা সে প্রকাশের উপযুক্ত পাত্রও নহি। যদি কেহ উপ-যুক্ত, এ ধর্ম্মে—ধর্ম্মী থাকেন, তাঁহার এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি না থাকাই সম্ভব। সেই হেতুই আমাদের এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ। সে জন্য আমরা যে কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি, গ্রন্থকারের সেই ধর্ম্ম জীবনীতেই, গ্রন্থকারের ধর্ম্মমত প্রকাশিত হইবে। কথায় বলে—

"গুরু কার কেনা নয়, যে ভজে তারি হয়।"

তাই আমরাও বলি—

"ধর্ম্ম কার কেনা নয়, যে ভজে তারি হয়।"

এ হেতু গ্রন্থকারের ধর্ম্মমত অর্থে, তিনি যে ধর্ম্মে—ধর্ম্মী, সেই ধর্ম্মমতই বুঝিতে হইবে। নচেৎ সাধু—গুরুর মত ভিন্ন, তাঁহার যে একটা কল্পনা কল্পিত স্বতন্ত্র নূতন মত ছিল না, ও মনুষ্য কল্পিত মত যে তাঁহাদের নিকট আদর পাইত না, তাহা তাঁহার সঙ্গীত গুলি আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। এবং তাঁহার শ্রীমুখাৎ এরূপ বাক্যও কেহ কখন শুনেন নাই। এই রূপ মন্তব্য আমরা গ্রন্থকারের যে ধর্ম্মজীবনী ও ধর্ম্মমত লিখিতে অগ্রসর হইতেছি, তাহা এই—

৺ নবকিশোর গুপ্তের—

সংক্ষিপ্ত ধর্ম্মজীবনী ও ধর্ম্মমত।

প্রায় একশত আটাইশ বৎসর অতীত হইল, হুগলির আড়পার কুমার হট্ট, বর্ত্তমান হালিসহর গ্রামে, ৺ নবকিশোর গুপ্ত মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন।

তাঁহার নৈতিক জীবনের ইতিহাস কালে লুপ্ত হইলেও, ইহা প্রকাশ যে, তাঁহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; তাহা তাঁহার সঙ্গীতের ভাষাতেই অনেকটা বুঝা যায়, কারণ একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার যে অঙ্গ হানি ছিল, তাহাতে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি না থাকিলে, কখনই সঙ্গীতের এরূপ ভাষা দৃষ্ট হইত না।

কুমার হট্ট বৈদ্যপাড়া নিবাসী ৺ রাম রাম গুপ্তের—পুত্র, ৺ লক্ষ্মণচন্দ্র গুপ্তের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান, ৺ রাজকিশোর গুপ্ত। দ্বিতীয় পক্ষের তিন সন্তান। জ্যেষ্ঠ ৺ কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত, মধ্যম ৺ নবকিশোর গুপ্ত, ও কনিষ্ঠ ৺ ব্রজকিশোর গুপ্ত।

গ্রন্থকারের পিতা ৺ লক্ষ্মণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের অবস্থা বড় ভাল ছিল না, জাতি ব্যবসায়ে যে যৎকিঞ্চিৎ আয় ছিল, তাহাতেই এক প্রকার সংসার চলিত; তবে তখন বিলাতী পদ্ধতি প্রচলিত না থাকায়, সামান্য আয়েই লোকে সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে পারিতেন।

গ্রন্থকার যৌবনে পদার্পণ করিয়া জাতি ব্যবসায়ই অবলম্বন করেন, এবং তাহাতেই তাঁহার সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়।

শৈশব হইতেই তাঁহার যে ভাব অঙ্কুরে ছিল,বিবাহাদির পর হইতে তাঁহার সে ভাব, ধর্ম্মজীবনে প্রকটিত হইতে থাকে। নৈতিক জীবনে আস্থা কমিয়া যাইলেও, তিনি স্বধর্ম্মের অপ্রাপ্তিতে মনক্ষুণ্ণ ভাবেই দিন যাপন করিতে লাগিলেন। অভাব পূরণ ভিন্ন জড়ীর দেহ, মন সুস্থাবস্থায় থাকে না, আবার না থাকিলেও স্বধর্ম্ম চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যায় না, এ হেতু সংসার বা দেহ রক্ষার জন্য যে টুকু না করিলে নয়, তাহাই তাঁহার সংসার-ধর্ম্মের কর্ত্তব্য ছিল।

কিন্তু সে সময়ে হালিসহরের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। শাক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় মদ্যস্রোতে হালিসহর তখন প্লাবিত। দেশের এইরূপ অবস্থায় গ্রন্থকার ক্রমে ক্রমে একা পড়িলেন। কাহারও সহিত মিশিয়া তিনি সুখ পান না, তাঁহার সহিত মিশিয়াও কেহ সুখ পায় না। না পাইলেও যেন তাঁহাকে সুখী করিবার জন্যই সকলে ব্যস্ত হইয়া, তাঁহাকে তাঁহাদের দলে মিশাইবার জন্য নানা চেষ্টা পান। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হওয়ায়, তিনি সকলের অর্থাৎ দেশের অপ্রিয় হইয়া উঠেন। সকলের অপ্রিয় হইলেও, সেই সময়ে তিনটী বন্ধু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ৺ ব্রজকিশোর গুপ্ত মহাশয়. তাঁহার পক্ষ সমর্থনে তাঁহাকে রক্ষা করেন। তাঁহাদের অবলম্বনেই গ্রন্থকার, এক প্রকার নিশ্চিন্ত ভাবে তাঁহাদের লইয়াই ভগবৎ পথের পথিক হইবার জন্য চেষ্টিত হন।

কিন্তু সে পথ—কি?—কোথায়?—কে বলিয়া দিবে? প্রাকৃত সুখে সকলেই অন্ধ। অন্ধ—অন্ধের নিকট অপ্রাকৃত জগৎ গতির কি সন্ধান পাইবে? সে জন্য তিনি ভগবৎ কৃপা লক্ষ্য করিয়া,শাস্ত্র অনুসরণে সে পথের অনুসন্ধান করিতে, চারি বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিলেন যে, শাস্ত্র—পঞ্চ উপাসকের পঞ্চ পথ

নির্দ্দেশ করিলেও, ভগবান এক হেতু—গন্তব্য স্থানও এক, ও লভ্যও এক, কিন্তু যখন কোন সম্প্রদায়েই প্রকৃত গুরুর সন্ধান হইতেছে না, তখন আমরা পাঁচ জনে পাঁচ সম্প্রদায়গত সাধনে, প্রকৃত গুরুর অপেক্ষায় ভগবৎ কৃপার প্রার্থনায় দিন অতিবাহিত করিব, যে দিনে যে সম্প্রদায়গত সাধনে প্রকৃত গুরুর উদয়ে ধর্ম্ম লাভ হইবে, অন্য চারিজন তাহাতেই যোগ দিব।

এই পরামর্শে কুমারহট্টের এক প্রান্তে, ভাগিরথী তীরেই এক নির্জ্জন বনাকীর্ণ স্থানে, এক খানি পর্ণকুটীর স্বহস্তে নির্ম্মিত করিয়া, অতি গুপ্ত ভাবে তথায় সংসারের কর্ত্তব্য পালন অবকাশে, স্ব স্ব সাধনে ব্রতী হইলেন।

এ রূপে ব্রতী হওয়ায়, সকলেই সকলের নিকট ধর্ম্ম-নিয়মে ভেদ হইলেও, ধর্ম্মে অভেদ ভাবেই ব্রতী রহিলেন।

দিনের পর দিন যায়। কেহই কাহাকে নূতন সংবাদ দিতে অগ্রসর হয়েন না। ক্রমে সকলেই এ রূপ অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন যে, অনেক দিন—ভগবৎ লাভে বঞ্চিত হইয়া—ক্রন্দনেই দিন যায়। সে ক্রন্দন—সংসারের জন্য—পরলোকের জন্য নহে—ভগবৎ প্রেম জন্য, তাই তাঁহারা তাহাতেও পদস্খলিত হইলেন না। এই সময়ে গ্রন্থকারের—প্রতিদিন গভীর রাত্রে, একা গঙ্গাতীরে, শিবলিঙ্গের গঠনে, পূজায় ও তাহার বিসর্জ্জনে—প্রায় সমস্ত রাত্রিই অতিবাহিত হইত। ইহা সংসারের বা দেশের কেহই জানিতেন না, তবে প্রতি রাত্রিযোগে এ রূপ ক্রিয়ায়, স্ত্রীর নিকট তাহা লুক্কায়িত রাখিতে পারেন নাই। তাই অনেক পরে তাঁহার দেহ-অবসানে তাহা প্রকাশ পায়।

কিন্তু পাঁচ জনেই এ পঞ্চ সাধনে—ভগবৎ প্রাপ্তির অলাভে—

বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিলেন। কর্ম্মে যতই বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের হৃদয়ে বৈধীভক্তির উদয় হইতে লাগিল। সে সাধনে যে বিভূতির উদয়, তাহাও তাঁহাদের মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না। তাহাও মায়িক জ্ঞানে, তাঁহারা তাহাতেও বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিলেন; তখন তাঁহাদের কোন বস্তুই আর প্রিয় রহিল না! এমন কি জ্ঞান-সাধ্য ব্রহ্ম বা যোগ-সাধ্য পরমাত্ম-নির্ব্বাণেও তাঁহাদের আস্থা রহিল না।

এই সময়ে ঐ পঞ্চ জনের, একজন অকস্মাৎ কয় দিন নিরুদ্দেশ রহিলেন। পরে তাঁহার উদ্দেশ হইল বটে, কিন্তু তিনি আর তাঁহাদের সহিত যোগ দেন না। তিনি যেন আর সে তিনি নাই—বিষয় সমাসক্ত। সে ভাবে তাঁহারা চারিজনে তাঁহার সহবাস হইতে দূরে রহিলেন বটে, কিন্তু এরূপ অবস্থায়—জীবের এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তনে, তাঁহাদের মনে কেমন একটা সন্দেহের বীজ উদয় হইল—হইলেও কোন তথ্যেই, তাহার প্রকৃত তথ্য নিরাকরণ করিতে পারিলেন না।

এইরূপে নীরাশ ভাবে দিন যায়, আবার ঐ চারি জনের মধ্যে এক জন, ঐ ভাবেই তাঁহাদের সংসর্গ ত্যাগ করিলেন। ইহাতে অন্য তিন জনের সে সন্দেহ বীজ, ক্রমে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। লাগিল বটে, কিন্তু প্রথম বারের ন্যায় এবারেও তাহার কোন তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিলেন না।

অল্প দিন মধ্যেই আবার ঐ তিন জনের মধ্যে এক জন, ঐ ভাবেই দলচ্যুত হইলেন। তাহাতে গ্রন্থকার ও তৎকনিষ্ঠ, ৮ ব্রজকিশোর গুপ্ত মহাশয়, বড়ই নীরাশ ভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এ দিকে অনুসন্ধানে কোন ফল নাই, ওদিকে হৃদয় ভগবৎ প্রাপ্তি আশায় অধৈর্য্য—

অদম্য হইয়া উঠিল, কি করেন—কিছুই স্থির করিতে পারেন না। হৃদয় আবেগে গ্রন্থকার—গুরু বিনা ধর্ম্ম প্রাপ্তি হইবার নহে জানিয়া—অতি গুপ্ত ভাবে তাঁহাদেরই গতিবিধি পরিদর্শনে ব্রতী হইলেন। কারণ, সাক্ষাতে যে কোন অনুসন্ধান হইবে, অনেক চেষ্টায় তাহাতে, তাঁহার সে বিশ্বাস আর ছিল না। একের পর একের গতি দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এ পরিবর্ত্তন সামান্য মায়িক নহে, হইলে একের পর একে, তিন জনেই সে পথ অনুসরণ করিতেন না; আর যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে এ প্রফুল্ল মুখসৌন্দর্য্য কোথা হইতে আসিল? তাহাত সংসারের হাবভাবে লুক্কায়িত থাকে না, তাই তাঁহারা তাঁহাদের গতি লুক্কায়িত রাখিতে গিয়াও, লুক্কায়িত রাখিতে পারিতেছেন না।

সে সৌন্দর্য্য যেন মায়াহীন, তাই সে সৌন্দর্য্যে তাঁহার লোভ জন্মিল। সে লোভে তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, আহার নিদ্রা ভুলিয়া গুপ্ত ভাবে তাঁহাদের কার্য্য-কলাপে ও গতিবিধিতে লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন।

প্রথম পরামর্শে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যিনি যে পথেই সত্য ধর্ম্ম লাভ করুন না, অন্য চারিজনকে তাঁহার সে সংবাদ দিতে হইবে, এবং তাঁহারা তাঁহার যোগে তৎসাধনে ব্রতী হইবেন।

কিন্তু ফলে তাহা না ঘটায়—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে, তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, যদি সত্য ধর্ম্ম লাভে, সত্যই এ পরিবর্ত্তন উন্নতির জন্য হয়, তবে তাহাতে সত্য পালন লক্ষণ না দেখি কেন? কিন্তু দ্বিতীয়ের ব্যবহারে, তাঁহার সে সন্দেহ আপনিই ভঙ্গ হয়, এবং সন্দেহের পরিবর্ত্তে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। তিনি

বুঝিলেন—পরামর্শে যে প্রতিজ্ঞা, তাহা মায়াগত—মায়িক সৌহার্দ্দ্য বা জ্ঞান—তাহার মূল। মায়াগত বিধায় অপ্রাকৃত ধর্ম্মে তাহাও—ত্যাগের। মায়ার জ্ঞান, যদি সত্যজ্ঞান হইত, তবে সত্য লাভ হয় না কেন? সত্য নহে বলিয়াই, সে জ্ঞান ত্যাগে—যে অপ্রাকৃত জ্ঞান, তাহাতে সে প্রতিজ্ঞার স্থান কোথায়? অপ্রাকৃত জ্ঞানে কি প্রাকৃত জ্ঞান স্থান পায়? স্থান পায় না বলিয়াই তাঁহারা সে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়াছেন। তদুত্তরে কনিষ্ঠ ৶ ব্রজকিশোর গুপ্ত মহাশয় বলেন যে, যদি তাহাই হয়. হইলেও যখন ধর্ম্ম সাধনে বাহে আহার বিহার ইত্যাদি চলিতে পারে, তখন সে প্রতিজ্ঞা না রক্ষা করা হয় কেন? তাহাতে গ্রন্থকার হইতেই তাঁহার সে সন্দেহ ভঞ্জন হয়। গ্রন্থকার বলেন—সাধু—ভগবৎ-বসতি-মন্দির,—অধিষ্ঠান শক্তি মাত্র। শক্তিমান-ইচ্ছাতেই শক্তির কার্য্য, আমাদের সময় না হইলে, ভগবৎ ইচ্ছা না হইলে, সাধু কাহার ইচ্ছায় আহ্বান রূপ ক্রিয়া দেখাইবে? ভাগবৎ সেবাতেই ভগবৎ সেবা হয়, সে আহার বিহার ভগবানেরই—ভাগবতের নহে। যাহা ভগবানের নহে, তাহা ভাগবতেরও নহে—বদ্ধ জীবের, বদ্ধ জীবের আহ্বানে ফল কি?•

যাহা হউক তিনি সেই সময় হইতে লক্ষ্যে লক্ষ্যে থাকিয়া, নানা চেষ্টাতেও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন উহার মধ্যে একের অনুসরণেই ধাবিত হইয়া দিবারাত্রি তাঁহার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। দিনের কার্য্যান্তে রাত্রিতে তাঁহার বাটীর সম্মুখে—অনতি দূরে একটী বটবৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক, নিত্য নিশি যাপন করিতে লাগিলেন, উদ্দেশ্য—যদি রাত্রি যোগেও তিনি কোথাও বাহির হন, যদি তাহাতেও কোন তথ্য মিলে। কিন্তু

তাহাতেও কয় দিন বিফল মনোরথ হইয়া, একদিন দেখিলেন—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর তিনি বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া,সেই পল্লীগ্রামের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া,উত্তরাভিমুখে চলিলেন। গ্রন্থকারও তখন ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে নামিয়া নিঃশব্দে তাঁহার পদানুসরণ করিলেন।

হালিসহর এবং কাঁচড়াপাড়ার মধ্যবর্ত্তী বাঘের খাল। কিয়ৎদূর যাইয়া দেখিলেন—তিনি বাঘের খাল পার হইয়া উত্তরাভিমুখেই চলিতেছেন। কিন্তু গ্রন্থকার সে খাল পার হইয়া, সে দিন আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। বিফল মনোরথ হইয়া বাটী ফিরিলেন বটে, কিন্তু পুনরপি রাত্রে, সেই বৃক্ষে আরোহণে, তাঁহার গতি অপেক্ষায় রহিলেন; কিন্তু দুই পাঁচ দিন অপেক্ষায় থাকিয়াও তাঁহার সে সুবিধা আর ঘটিল না। না ঘটিলেও তিনি কর্ত্তব্যে পশ্চাৎগামী হইলেন না। এক দিন ঐ সুযোগে তিনি তাঁহার পশ্চাৎগামী হইয়া বাঘের খাল উত্তীর্ণে, তাঁহার পদানুসরণ করিতেছেন, এমন সময়ে দুইটা বৃহৎকায় ষাঁড় তাঁহার গতিরোধ করায়, সে দিনও তাঁহার ব্যর্থ হইল। এইরূপে অন্য দিন এক মহিষ, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে বাদী হওয়ায়, তিনি এ রূপ কঠিন আঘাত পান যে, তাহাতে তাঁহাকে মাসাবধি শয্যাগত থাকিতে হয়।

এত বাধা বিপত্তিতেও তাঁহার অনুরাগ শ্লথ হইল না। আরোগ্য হইতে না হইতেই, আবার সেই রূপে তাঁহার পদানুসরণে একদিন তিনি, এক বৃহৎ শ্যামল শস্যক্ষেত্রে উপনীত হইলেন; কিন্তু যাঁহার অনুসরণে আসিতেছিলেন, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। লোকালয় শূন্য—সেই বন শূন্য—সেই ফাকামাঠে তিনি কোথায় যাইলেন, এ অনুসন্ধানে সেই বিস্তীর্ণ ময়দান তিনি

তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন,অবশেষে দেখিলেন—দুইটী তালবৃক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র একখানি—পর্ণকুটীর। কিন্তু সে পর্ণ কুটীরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। কুটীরের মধ্যে কেহ আছেন কি না, বাহির হইতে অনেক অনুসন্ধানেও তাহা জ্ঞাত হইতে পারিলেন না। না পারিলেও, তিনি সেই কুটীর দ্বারে সে দিন অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিলেন।

প্রাতে এক মুণ্ডিত কেশ, মাল্য শোভিত শিখাধারী বৃদ্ধ, কমণ্ডলু হস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কে তুমি? কতক্ষণ এখানে? আবশ্যকই বা কি?" গ্রন্থকার মহাশয় তখন যথাযথ উত্তরে যে ব্যক্তির অনুসরণে আসিয়াছিলেন, তাহা জানাইলেন। তাহাতে বৃদ্ধ বলিলেন, "হাঁ তিনি এই কুটীরেই আছেন, আবশ্যক হইলে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারেন।" এই বলিয়া তিনি গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন।

গ্রন্থকার মহাশয় সেই কথা নির্ভরে কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বোক্ত তিন ব্যক্তিই, অন্য দুই এক জন লোকের সহিত উপবেশন করিয়া আছেন বটে,কিন্তু কাহারও মুখে বাক্য নাই। এমন কি তাঁহারা যেন আজ গ্রন্থকারের নিকট অপরিচিত। বারেকের জন্য কেহই গ্রন্থকারকে অভ্যর্থনা অবধি করিলেন না, কেবল এ ইহার পানে, ও উহার পানে চাহিয়া, মৃদু মন্দ হাস্যধ্বনিতে, যেন স্ব স্ব হৃদয় ব্যক্ত করিলেন। গ্রন্থকারও তাঁহাদের ভাবে, তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে বা কোন আলাপ করিতে সাহসী হইলেন না।

এইরূপে বহুক্ষণ কাটিলে, তখন সেই শিখাধারী বৃদ্ধ আবার কুটীর মধ্যে দেখা দিলেন। গ্রন্থকারের মুখ নিরীক্ষণে অনেক ক্ষণ

সে ব্যক্তি, কি যেন অপেক্ষা করিতেছিলেন, গ্রন্থকারও তাঁহার ভাব লক্ষ্যে, তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। চাহিতে চাহিতে তাঁহার হৃদয় যেন কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি কিছু বুঝিতে না পারিয়াও, হৃদয় বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তখন বৃদ্ধ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া, সে দিন বাটী যাইতে বলিলেন।

গ্রন্থকার উঠিলে, হালিসহর নিবাসী সে তিন ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে গ্রন্থকারও তাঁহাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, তাঁহারাও কোন কথা উত্থাপন করিলেন না।

এ পাড়ায় ও পাড়ায় বাড়ী হইলেও, সে দিন গ্রন্থকার তাঁহাদের বাটী গিয়া, তাঁহাদেরও সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, কনিষ্ঠ ৺ ব্রজকিশোর গুপ্ত মহাশয়কেও কিছু বলিলেন না। পুনরপি রাত্রে সেই কুটীর দ্বারে গিয়া বসিয়া রহিলেন।

রাত্রি প্রায় একটা হইতে চলিল, তখনও কাহারও দেখা নাই। পরে দুই একটি করিয়া চারি পাঁচটি ব্যক্তি, পূর্ব্বোক্ত তিনটী হালিসহরবাসী সমেত, সেই দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে প্রবেশ করিতে বলিলেন না, বা তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন না। এই রূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইল।

সমস্ত রাত্রি বায়, কুটীরে কোন কোন দিন কোন সাড়া শব্দই থাকে না, কোন কোন দিন মৃদু মন্দ আনন্দধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হয় মাত্র।

সেই আনন্দ ধ্বনিতে, তাঁহার কিন্তু যেন দিন দিন চিত্ত বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। ভগবৎ অপ্রাপ্তিতে এত দিন তাঁহার হৃদয়

যেন নীরস শুষ্ক বোধ হইতেছিল, সেই হৃদয় যেন এখন আর্দ্র হইতে বসিয়াছে। সে আর্দ্রতায় জগৎ যেন স্নেহময় বোধ হইতেছে। আপাদ মস্তক যেন কি এক স্নেহ-মলয়ে সঞ্চালিত, তাহার তুলনা নাই! এই রূপ ভাবে বিভোর হওয়ায়, তিনি যেন দিন দিন তাঁহার সংসার জ্ঞানের ধর্ম্ম—ভগবান ভুলিতে বসিয়া, সেই শিখাধারী বৃদ্ধের ধ্যানেই মগ্ন হইতে লাগিলেন।

মদ্য পানে যেমন নেশা হয়, তাহাতেও যেন সেই রূপ একটা নেশা জন্মিল। সে নেশায় বিভোর হইয়া এক দিন সেই কুটীরের দ্বারে তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কুটীর মধ্য হইতে কি এক আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল; যাহা—তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রবেশ করিয়া—তাঁহাকে এমনি ব্যথিত করিল যে,সে ব্যথায় তিনি জগৎ জ্ঞান ভুলিলেন, আত্মহারা ভাবে গৃহে প্রবেশ করতঃ বৃদ্ধের পদতলে পড়িলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিলেন—"কি হইয়াছে বল, তোমার কি চাই?" গ্রন্থকারের কোন উত্তর নাই, কেবল যোড়হস্ত এবং দুই চক্ষে ধারা। সে ভাব দর্শনে তখন সকলেই আনন্দ ধ্বনিতে মাতিয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন, "বুঝিয়াছি, যাহা চাহ—তাহা আমার নহে. যাহার—সে, জীবন মূল্য লইয়াই—সে অমূল্য ধন বিতরণ করে। সামান্য জীব-জীবন—সে অমূল্য ধনের মূল্য হইতে পারে না, কিন্তু জীবের—জীবন অপেক্ষা আর ধন নাই, যদি তাহার জন্য জীব, সে ধনও সমর্পণে কাতর না হয়, তাহার সুখে আত্মসুখ ভুলিতে পারে, তবে তাহাকে দিবার হুকুম আছে, তাহা পারিবে কি? কিন্তু জীবের জীবনধনও—জীবের নহে, জীব তাহা বিক্রয়ে, আত্মীয়ের জীবন ক্রয় বিনিময়ে, আত্মহারা

হইয়া বসিয়া আছে, যদি তুমি সংসার হইতে বিনা বিবাদে জীবন ফিরাইয়া লইয়া আসিতে পার, আসিয়া যদি তাহা পণ রাখিতে পার, তাহা হইলে তুমি খরিদ্দার বটে।”

গ্রন্থকার বলিলেন—“আমার প্রতি যে রূপ হুকুম হইবে, আমি তাহাতেই প্রস্তুত। প্রস্তুত না হইলেও প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। জীবের এমন কি সাধ্য—তোমার সেবায় উপযুক্ত হইবে—তোমার কৃপা বিনা প্রস্তুত হইতে পারে?”

সে দিন সেই ভাবেই গেল। পর রাত্রে তিনি আর দ্বারে অপেক্ষা করিলেন না, গৃহ প্রবেশে তাঁহার যেন বল হইল। তিনি একেবারেই বৃদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত।

বৃদ্ধ বলিলেন, “সংসারে যে যে ধন লইতে, যাহাকে যাহাকে আত্মা বিক্রয় করিয়াছ, তাহাকে তাহাকে, সেই সেই ধন ফিরাইয়া দিয়া, আত্মাকে ফিরাইয়া লইয়া আইস। যদি ফিরাইয়া লইয়া না আসিতে পার, তবে আর এখানে আসিও না। যদি তাহা ফিরাইয়া দিতে কেহ আপত্তি করে, তবে যখন আর সে আপত্তি করিবে না, সেই সময়ে আসিও।”

বিনা বিচারে, বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রন্থকার উঠিলেন। পথে আসিতে আসিতে ভাবিলেন—ভগবন্! সবই তোমার খেলা, আমি চির অপরাধী, তাই তোমার মায়াই—পিতা, মাতা রূপে, ভার্য্যা রূপে, সন্তান, সন্ততি রূপে, বন্ধু রূপে আমায় ক্রয় করিয়াছে; যদি তোমার কৃপা হয়, তাহারা বিনা আপত্তিতে ফিরাইয়া দিবে, যদি না দেয়, সে তোমার দোষ নহে—আমারই কর্ম্মফল; কারণ তোমার দয়া নিত্য, মনের দয়া হয় না বলিয়াই, মনেতে মিশিয়া আমি—তোমার নিত্য দয়া দেখিতে পাই না। দেখি না বলিয়াই, মায়া ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহে না।

তখন বাঘের খালে মধ্যে মধ্যে বাণ আসিত, সে বাণ এত তড়িত আসিত যে, অকস্মাৎ দুই পাঁচ মিনিটেই খাল ভাসিয়া যাইত, আবার দুই পাঁচ মিনিটেই খাল, শুষ্ক হইত। এ বাণের সময়, অসময়ও ছিল না।

গ্রন্থকার পল্লীগ্রামে বাস করিয়াও সন্তরণ শিখেন নাই। যখন বাঘের খালে নামিয়া সে জলে, কটী অবধি ডুবাইয়াছেন, তখন বাণ ডাকিয়া উঠিল। সে বাণের গর্জ্জনে তাঁহার জীবনের জন্য হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল না, তিনি মনে মনে বলিলেন—ভগবন! ভাগ্য দোষে অভাগা তোমার আজ্ঞা পালনে বুঝি এবার কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, ক্রমশঃই জল বাড়িতেছে, আর আমি দেহ ঠিক রাখিতে পারিতেছি না, পর পারে যাইবার অগ্রেই আমায় নদী জলে ডুবিতে হইল, এত দিন—যে দেহ বহিয়া মরিলাম, যদি তাহা তোমার সেবায় না লাগিল, তবে সে বহন বৃথা; ভাবিয়াছিলাম—আজ বুঝি সার্থক দেহ ধারণ—কিন্তু কই—বুঝিবা এ জন্ম বৃথায় গেল!

জলস্রোতে দেহ আর ঠিক থাকে না, হস্ত পদ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, জগৎ ভ্রম হইতে লাগিল, কেবল সেই মুখ, যে মুখের আদেশ পালন হইল না—সেই মুখ খানি হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। যখন আদেশ পালন হইল না—এ জ্ঞানও আর রহিল না, তখন কুল হইতে কে যেন ডাকিল, "নবকিশোর!" সে স্বরে তাহার যেন চেতনা আসিল, সে চেতনা আবেগে তাহার দেহ যেন তীরবেগে তীরের নিকটে আসিয়া পড়িল।

আগন্তুক বলিলেন—"আইস—তোমায় ডাকিতেছেন।"

গ্রন্থকার বলিলেন, "কথা কহিবার আর যে আমার সাধ্য নাই, আমার—হস্ত, পদ, দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—জল-

স্রোতে আমি ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছি, আমি যে পূর্ব্ব আজ্ঞা-পালনে অক্ষম—অপরাধী, পুনরপি তিনি ডাকিতেছেন, কিন্তু আমি যে তাহাতেও অপরাধী হইলাম! আমার যে গমনে সাধ্য নাই। ভাই—আশীর্ব্বাদ কর—মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা পালনে যেন সময় পাই।"

আ। কি বকিতেছ? কোথায় জল? চাহিয়া দেখ—বাণ চলিয়া গিয়াছে—উঠ।

এই বলিয়া তিনি জলে নামিয়া তাঁহার হস্ত ধরিলেন, গ্রন্থকার অনেক কষ্টে চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন—জল অনেক কমিয়াছে এবং হু হু করিয়া কমিতেছে। তীরে উঠিয়া গ্রন্থকার বলিলেন, "ভাই! পূর্ব্ব আজ্ঞা রদ হইল কেন?"

আ। তুমি—তোমার জীবন আজও কাহারও নিকট বিক্রয় কর নাই, যদি করিতে, তাহা হইলে ক্রেতার মুখ তোমার হৃদয়ে উদিত হইয়া, ভগবৎ মুখ আবরণ করিত, যখন করে নাই, তখন তোমার আজ্ঞা পালন সিদ্ধ হইয়াছে।

তখন দ্রুতপদে উভয়েই গন্তব্য স্থানে পঁহুছিলেন। বৃদ্ধ, গ্রন্থকারকে বসিতে আজ্ঞা দিলেন।

তাহার পর—দিনের পর দিনে—দীক্ষা, শিক্ষা, সাধন, ভাব, প্রেম লাভে তিনি, ধর্ম্মজগতে বাল্যের পর যুবা, যুবার পর প্রবীণ হইলে, একে একে তাঁহার সঙ্গীগুলি সকলেই স্বধামে গমন করিলেন।

কনিষ্ঠ ৺ ব্রজকিশোর গুপ্ত মহাশয়, তাঁহার সাহায্যেই বিনা কষ্টে দীক্ষিত হন ও তাঁহার নিকটেই সাধন লাভে জনম সফল করতঃ, অনেক ভক্তের রাগ-সাধনের শিক্ষা-গুরুরূপে বরিত হন৷

একে একে সকলগুলির তিরোভাবে, সঙ্গ অভাবে ভগবৎ

প্রেম উৎকর্ষতা পাইতে বিঘ্ন পায় দেখিয়া, তিনি হৃদয়ে ভগবৎ রসের বাজার খুলিলেন। প্রথম বাজারে যে সব খরিদ্দার জুটিল, তাহারা ভাগ্যবান, তাহারাই আত্ম সমর্পণে ভাল ভাল দ্রব্য ক্রয় করিল, পরে ভাঙ্গা হাটে চেটুক পেটুকের আমদানীতে, সকল মালের খরিদ্দার না থাকায়, সে আমদানী বন্ধ হইল।

তাহার পর ভাগ্যবানেরাও ক্রমে ক্রমে দেহ রাখিলেন। শুনিয়াছি—তাহাদের দর্শনেই লোকের ভগবন্নামে মতি হইত, বাদ বিচারের আবশ্যক হইত না।

শাক বর্জ্জে খাব কি? সে ভাঙ্গা বাজারে মানুষ কোথা? চেটুক পেটুক হইলেও তাহাদের মুখেই হরিনাম ভিন্ন, অন্য কোথাও, এই কলিকালে হরিনামের স্থান নাই, এই জন্যই ভাঙ্গা হাটে এক দিন চেটুক, পেটুকেরও স্থান হইয়াছিল। তাহারাও পুর্ব্ব জন্ম জন্মান্তরীণ ভাগ্যফলে, এক এক দিন সে ভাঙ্গা হাটেও রাজভোগের আস্বাদ পাইত। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, রৌদ্র কখন ধরিয়া রাখা যায় না, সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা চলিয়া যায়। হইলও তাহাই, গ্রন্থকারের তিরোভাবেই যেন রৌদ্রও আর দেখা যায় না। দেখা না যাইলেও এ স্রোত নিত্য। দরদী অবশ্যই কাল বুঝিয়া এ স্রোতকে গুপ্ত রাখিয়াছেন।

তখন অনাহারে চেটুক পেটুকের দল, গ্রন্থকার মুখ নির্গত প্রসঙ্গের ছিবড়াগুলি এরূপ সাধন-মুদ্রার ভাণে, হাটের সুবুদ্ধি খুড়াদের সম্মুখে ধরিল যে, তাহারা তাহাই পরম খাদ্য বলিয়া ভক্ষকে যোগ দেওয়ায়—যেমন নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোভাবের পর, বীরভদ্রের থাক—নেড়ানেড়ী, বাউল, সাঁই, দরবেশের উদয়, তদ্রূপ —দুই একটী "মানুষভজা", "গুরুভজা"র দল দেখা যায় মাত্র।

অতি স্বচ্ছ ভাবে এই স্রোত সংসারে প্রবাহিত হওয়ায়,

সাধারণ চক্ষু ইহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। অর্থাৎ অতি শুভ্র কাচ যেমন, বস্তুতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রকাশ করে না, তদ্রূপ প্রকাশ না করায়, সাধারণ ইহাঁতে প্রাকৃত নাম যোগ করিতে পারে নাই। এমন কি যাঁহারা এই ধর্ম্মে—ধর্ম্মী, তাঁহারাও ইহাতে—প্রাকৃত নাম যোগ করেন নাই।

শুনিয়াছি—এক ব্রাহ্মণ, গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ ধর্ম্মের নাম কি? গ্রন্থকার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া উত্তর করেন যে, অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত নামে লক্ষ্য হয় না, সে জন্য আমরা ইহাতে কোন প্রাকৃত নাম যোগ করি না, তবে যদি আপনি নাম চাহেন, "সনাতন ধর্ম্ম" বলিয়াই জানিবেন।

এই ধর্ম্মে—বক্তৃতা, ধর্ম্মব্যাখ্যা, শাস্ত্রপাঠ, মৃণ্ময় বিগ্রহ পূজা, সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণ, ভজনের কালাকাল, চাতুর্মাস্যাদি ব্রত—এ সকল কিছুই দেখা যায় না।

এই ধর্ম্মেরই উপশাখারূপে কর্ত্তাভজা দলের সৃষ্টি। সে জন্য অনেকে ইঁহাদের কর্ত্তাভজা সন্দেহে, কর্ত্তাভজা দলভূক্ত মনে করিতেন, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃষ্ট রূপে দেখিতে গিয়াছেন, তাঁহাদের এ সন্দেহ স্থান পায় নাই। শ্রদ্ধেয় ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়, তাঁহার "ভারৎবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থে, ইহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

ইহারা কর্ত্তাভজা বলিলেও রাগ করিতেন না, বলিতেন—কর্ত্তা বলিতে একমাত্র ভগবান কৃষ্ণকেই বুঝায়, তিনি যদি ভজন স্বীকারে কর্ত্তাভজা করেন, তাহা হইলে যেন কর্ত্তাভজা গালিতে আমাদের আনন্দ হয়।

শুনিয়াছি—দুই একটী খৃষ্টান, মুসলমানও এ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন। ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও কিন্তু ইঁহারা সমাজকে

মান্য করিয়া চলিতেন। আশ্রিত খৃষ্টান, মুসলমানকেও স্ব স্ব সমাজ বন্ধনেই থাকিতে হইয়াছিল। কারণ ইঁহারা সংসারের কোন বিধিই অমান্য করিতেন না।

ইহাঁদের আচার ব্যবহার—ক্রিয়া কলাপ, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুসারেই দেখা যায়। সে বৈষ্ণব ধর্ম্মও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অনুসারেই বোধ হয়, কারণ—মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্যেই ইঁহাদের প্রগাঢ় সম্বন্ধ—মহাপ্রভুই এ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

ইঁহারা মহাপ্রভুর তিরোধান স্বীকার করেন না। ইঁহারা বলেন—

"অদ্যাবধি নিত্য লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

ইহারা কৃষ্ণ, কৃষ্ণচৈতন্যে ভেদ দেখেন না। বলেন—কৃষ্ণ বলিলেই চৈতন্য, চৈতন্য বলিলেই কৃষ্ণ বলা হয়। কৃষ্ণচৈতন্যই ইঁহাদের ভগবান। বিষ্ণু, শিবই ইঁহাদের—চৈত্য ও মহান্ত গুরু।

ইঁহারা মহাপ্রভু সম্বন্ধে এই রূপ বলেন ;—

মহাপ্রভু যখন শুনিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়াছেন :—

"আউলকে বলিও বাউল,
হাটে না বিকাল চাউল।"

অমনি মহাপ্রভু আউল, বাউল হইলেন। এ আউল বাউল ভাব—কেন ?

মহাপ্রভু বাজার বসাইলেন, কিন্তু খরিদ্দার জুটিল না। কেহ তাঁহাকে লইতে চাহিল না—লইল না।

লয় নাই কি ? নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপদামোদর, শিখি-মাইতি, রামানন্দ, শিখিমাইতির ভগ্নী ইত্যাদি—লন নাই কি ? লইয়াছিলেন বই কি! কিন্তু তাঁহারা তাঁহার নিত্য সঙ্গী,

তাঁহারাত তাঁহাকে নিত্যই লইয়া আছেন, নূতন করিয়া কি লইবেন ?

তাই মহাপ্রভু নূতন খরিদ্দারের জন্য আউল থাউল হইলেন। যদি কেহ নাই লইল, তবে কাহার জন্য, কিসের জন্য আগমন--অবস্থান ? যদি কেহ না লইল, কিরূপে তাহারা লইবে ? তাই প্রভু ভাবিতে ভাবিতে আউল থাউল হইলেন।

হরি হরি ! দয়ার অবতার হরি ! তোমার দয়া প্রচুর, তোমায় কোটী, কোটী, কোটী প্রণাম। যাহারা তোমায় চাহে না, চাহিল না, তাহাদের জন্য তুমি ভাবিয়া আউল থাউল ! তাহাদের জন্য তুমি ব্রহ্মার দুর্লভ খাদ্য আনিয়া, তাহাদেরই দ্বারে উপস্থিত। কেহ তোমায় দেখিল না, লইল না, ডাকিল না, তবুও তুমি তাহাদের জন্য ভাবিয়াই—আউল থাউল, তোমায় কোটী, কোটী, কোটী নমস্কার।

তোমায় কেহ ভালবাসিল না। তোমায় নমস্কার করিল, প্রণাম করিল, হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ভাবিল, স্ব সুখের জন্য তোমার সঙ্গ লইল, কিন্তু তোমায় কেহ চাহিল না, লইল না। সত্য বটে তোমার জন্য—সন্তান মরে—ভাবিল'না, রাজকর্ম্ম যায় —ফিরিয়া তাকাইল না, কন্থা সার হয়—দেখিল না, তবুও কিন্তু তোমায় ভালবাসিতে পারিল না। তুমি সুখময়, সেই সুখের আস্বাদেই তোমায় লইল, ভক্তি করিল, বিভোর হইল, প্রণাম করিল, কিন্তু ভালবাসিতে পারিল না, ভালবাসিলে—কেহত তোমায় একদিন একটা এঁট ফলও খাওয়াইত ! একদিনও ত কেহ তোমার স্কন্ধে চড়িত ! কই তাহাত শুনিলাম না ! তোমার রাখাল রূপে যাহা ঘটিয়াছে, তোমার পণ্ডিত রূপে তাহাওত দেখিলাম না ! তাই বলিতেছি—তোমায় কেহ লইল না।

লইল না বলিয়াই তুমি, সেই ভালবাসার জন্য ভিখারী হইলে, পাণ্ডিত্য ছাড়িলে, বহির্বাস লইলে। তবুও তোমায় কেহ লইল না। যাহারা লইল—তাহারাত নূতন নহে, তাহারাত নিত্য পরিকর, তাই বলিতেছি—তোমায় কেহ লইল না।

লইল না বলিতেছি কেন? অনেকেত লইয়াছিল! লইয়াছিল তোমার—রূপ, লইয়াছিল তোমার—গুণ, লইয়াছিল তোমার—ধর্ম্ম, লইয়াছিল তোমার—সৃষ্টাদি লীলা, লইযাছিল তোমার—অসুরাদি মারণ, লইয়াছিল তোমার—অলৌকিক লীলা; কিন্তু তোমায় কেহ লইতে পারে নাই, তোমায় কেহ বাঁধিতে পারে নাই। তোমায় বাঁধিতে পারিলে সে, তুমি ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইত না, দেখিয়াছিল বলিয়াইত তোমায় শিক্ষা দিয়াছিল, পাছে তোমায় কেহ নিন্দা করে, যোষিৎ সঙ্গী মনে করে, পাছে তোমায় কেহ ভগবান মনে না করে, তাই তোমায় শিক্ষা দিয়াছিল। তাই তুমি তাহার মুখ তাকাইয়া—জগতের মুখ তাকাইয়া—তাহাদের নিকটই উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলে, এমনিই তোমার দয়া!

তাই বলিতেছিলাম—তোমায় কেহ লইল না। গোপবেশে, রাজবেশে, গৃহস্থবেশে, যাহা দিতে বসিয়াও খরিদ্দার অভাবে দিতে পার নাই, যদি সন্ন্যাসী বেশেও তাহা দিতে পার, তাই তুমি তাহাদের সেবক হইলে, তাহাদেরই ভিখারী হইলে, কিন্তু তাহাতেও তাহারা তোমায় লইতে পারিল না। ভক্তি করিল, মান্য করিল, দূরে রহিল, যোড়হস্ত হইল, হৃদয়ে লইতে পারিল না, বাঁধিতে পারিল না, মারিতে পারিল না, তাই তোমায় কেহ লইতে পারিল না। কেবল গোল করিল, আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া, তোমার সহজ স্বরূপে বেদরদী হইয়া, তোমার ব্যথা

না তাকাইয়া, তোমার দেবজন দুর্ল্লভ নাম যথাতথা বিলাইতে ব্যস্ত হইল, জীব তরাইতে গুরু হইল, আত্মসমর্পণ ভুলিয়া স্বমুখে হরি হরি বলিল, খোল বাজাইল, নৃত্য করিল—তোমার মুখ কেহ তাকাইল না, তোমার ব্যথা কেহ দেখিল না। দেখিল না বলিয়াই—কেহ তোমায় এক দিন আনন্দ দিতে পারিল না, সেবা করিতে পারিল না। তুমি যাহার জন্য লালায়িত, তাহা কেহ বুঝিলও না, বুঝিতে চেষ্টাও করিল না। তবুও তোমার দয়ার সীমা নাই, তবুও তাহাদের জন্যই তুমি—আউল থাউল।

সে আউল থাউল ভাব দেখিয়া সকলেই উদ্বেলিত। নিত্য সঙ্গী যাহারা, তাঁহারা বুঝিলেন—এ আউল থাউলের পরিণাম কি, তাই তাঁহারা আকুল হইলেন।

ভাবিলেন—যদি অপ্রকটই ইচ্ছা, তবে আমাদের আবার সংসারী করিলে কেন? আমরাত সংসার ছাড়িয়াছিলাম, তোমার সংসারীর প্রতি দয়া প্রচুর বলিয়াই, তোমার সেবা হেতু, তোমার সংসার মাঝে, আমরা আবার তোমার প্রয়োজনেই সংসারী হইলাম, তবে তুমি সংসার ছাড় কেন? তুমি যেখানে, আমরা সেখানে, তুমি না থাকিলে আমরা কিরূপে থাকিব? তবে আবার সংসার পাতাইলে কেন?

অনন্ত হৃদ্ দর্পণ, যে হৃদ্ দর্পণের ছায়ামাত্র, অমনি সে দর্পণে ভক্ত হৃদয়ের এ ছায়া পড়িল, তাই ভগবান স্বপরিকরকে বলিলেন—"এ বেশ আর রাখিব না। যে বেশ—সংসারের তুচ্ছ, বিদ্যায় হীন, বর্ণে হীন, অর্থে হীন, সেই বেশে তাহাদের হইক, তবে তাহারা আপন করিতে পারিবে, মান্য ভুলিতে পারিবে," হীন জ্ঞান করিতে পারিবে, ভৎর্সনা করিতে পারিবে, সুম

হইতে পারিবে, হস্ত জোড় করিতে ভুলিবে, তবে তাহারা ভালবাসিতে পারিবে। তোমরাও চল, আর এ বেশে কাজ নাই, কেহ লইতে পারিবে না, ভালবাসিতে পারিবে না। পাণ্ডিত্য ছাড়—মূর্খ হও—আমার সঙ্গে চল।”

এই সময়ে ভগবান এক দিন শ্রীক্ষেত্রে গোপীনাথ মন্দিরে আত্ম গোপন করিলেন। হাহাকার পড়িল বটে, কিন্তু কেহই তাহাতে টলিল না, পূর্ব্বাপেক্ষা হৃদয় আরও দৃঢ় করিল। তাঁহার সেবায় ভাগ্যবান সংসারীকে ভাগ্যবান করিয়া, তিরোভাবে জগতের চক্ষু ছাপাইয়া, মহাপ্রভুর পুনরপি উদয়ের পূর্ব্বেই, তাঁহারা মহাপ্রভুর জন্য অন্যত্রে অপেক্ষায় রহিলেন, ইহা কিন্তু নিত্য পরিকর ভিন্ন, অন্য কেহ জানিল না।

আত্ম গোপনের কিছুকাল পরে, আবার ভগবান লোক চক্ষে সম্মুখীন হইলেন। ঠাকুর এবার ফকীর—ভিখারী। সে গেরুয়া নাই, সে কমণ্ডলু নাই, ভিখারী ফকীর—ভিখারী মাত্র। সন্ন্যাসী নহে, সাধু নহে, গুরু নহে, ভগবান নহে, ভক্ত নহে. ভিখারী ফকীর—রাস্তার ভিখারী মাত্র।

ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুর—ফকীর, কুমারহট্টের ভাগীরথী তীরে রোহিনী ছুতারের ঘাটে, পারের জন্য উপস্থিত। সে উপস্থিতে, গঙ্গার তরতর বেগ কমিল, ভাগীরথীর বিশাল কলেবর সঙ্কুচিত হইল, অমনি ফকীর—ঠাকুর, পর পারে পা দিলেন।

ঘাটে নৌকার ভিতর বসিয়া রামচন্দ্র পাটনী তাহা দেখিয়াছিল। ভাগ্যবান পাটনী, ইহা যোগ বিভূতি মনে করিল না, সে এ বিভুতি চাহিল না, সে দ্রুতপদে আসিয়া ভগবানের পদতলে পঁড়িতে চায়, ভগবানকেই চাহে, বলিল—“এতদিন তোমার অপেক্ষাই করিতেছিলাম, আজ তুমি সম্মুখে, আমিও তোমার

সম্মুখে, আর আমার কোন কাজ নাই। যতদিন তোমায় সম্মুখে পাই নাই, ততদিন আমার কাজ ছিল, আজ আমার কাজ শেষ হইল।"

ফকীর—ঠাকুর বলিলেন,—"স্পর্শ করিও না, এবারে নহে, তৃতীয় বারে—তৃতীয় জন্মে।"

ভাগ্যবান পাটনী সে কথায় কোন উত্তর করিল না, ব্যস্ত হইল না, দুঃখ জানাইল না, ব্যথা জানাইল না।

ফকীর—ঠাকুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। সে দেখিল মাত্র, কিছু বলিল না, ডাকিল না, সেবার জন্য দুঃখ করিল না। এই রামচন্দ্র পাটনীই, দ্বিতীয় জন্মে কালী-ভক্ত রামপ্রসাদ সেন, তৃতীয় জন্মে কাঁচড়াপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়া রামপ্রসাদ কবিরাজ রূপে গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী হন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে পানের ব্যবসায়ে ৺ কৃষ্ণ পান্তি—ধন কুবের। তাঁহার একটী বিশ্বাসী ভৃত্যের আবশ্যক হওয়ায়, জনৈক ব্যক্তি, এই ঠাকুর—ফকীরকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন।

যে দিন হইতে ফকীর তাঁহার দাসত্বে নিয়োজিত হইলেন, কৃষ্ণ পান্তির ব্যবসায় আরও যেন শ্রীবৃদ্ধি হইতে ল[illegible]। সন্তুষ্টে কৃষ্ণ পান্তি, ফকীরকে বড়ই ভালবাসিতে ল[illegible]। এইরূপে কয়েক বৎসর গেল কিন্তু, ফকীর তাঁহা[illegible] নিকট মাহিনার স্বরূপ যাহা চান, কৃষ্ণ পান্তি তাহা দিতে পারিলেন না, তিনি যাহা দিতে চান—ফকীরের তাহা প্রয়োজন না থাকায়, ফকীর সে স্থানে আর রহিলেন না।

তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে কাঁচড়াপাড়ায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে না, ডাকে না, বসিতে

বলে না। পাগল বলে, হাসে, ঢিল মারে, তুচ্ছ করে। তিনিও তাহাদের সহিত পাগ্‌লামী করেন, নৃত্য করেন। অর্থ শূন্য বাক্য বলেন। কাহাকেও অন্য মনস্কে যাইতে দেখিলে, হয়ত তাহাকে বলেন,—"তুই কি আমার কিছু ধারিস্?" এ কথায় সে বিরক্ত হয়, গালি দেয়, কেহ বা পাগল বলিয়া ক্ষমা করে।

কিন্তু ইহাই ফকীরের পাগলামী হইল। প্রায়ই লোককে একটু চিন্তিত দেখিলেই, তিনি তাঁহাকে এই কথাই বলেন। অনেক সময়ে জোরও করেন। ইহাতে অনেক সময় তাঁহাকে প্রহারও সহ্য করিতে হইয়াছিল।

একদিন কাঁচড়াপাড়া নিবাসী ৺ রামশরণ পাল মহাশয়, ধান্য বিক্রয় হেতু গো-পৃষ্ঠে ছালায় ধান্য লইয়া হাটে যাইতেছেন, এমন সময়ে কোথা হইতে ফকীর আসিয়া, গাত্র-মার্জ্জনীর দ্বারায় তাঁহার গলদেশ বদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"তুই কি আমার কিছু ধারিস?"

রামশরণ পাল অতি নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন। অর্থে, বলে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে—হীন রামশরণ, স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়াই সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। সাহেব দেখিলে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া স্ত্রীকে, সাহেবের সহিত কথা কহিতে পাঠাইতেন। সেই রাম শরণ পাল এবম্বিধ অবস্থায় হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন,—"বোধ হয় ধারি।" ফকীর বলিলেন,—"তবে দিয়া অন্যত্র যাও।"

এই বলিয়া ফকীর তাঁহাকে গ্রামের প্রান্ত ভাগে, এক লোকালয় শূন্য স্থানে লইয়া গিয়া, এক বৃক্ষ তলে উভয়ে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"কি ধারিস্ ভাবিয়া বল দেখি?"

রামশরণ ভাবিতে বসিলেন। ভাবিতে বসিয়া তিনি আত্মহারা হইলেন। ধান বিক্রয় করিয়া লইয়া গেলে, তবে

তাঁহার ঘরের চাল আসিবে, দাল আসিবে, উমুন জ্বলিবে। রামশরণ তাহা ভুলিলেন, সহধর্ম্মিণীর সে প্রখর তাড়নাও ভুলিলেন, পুত্র, কন্যার উদর জ্বালায় সে কাতর মুখও ভুলিলেন। সেই আত্মহারা ভাবেই সে দিন কাটিয়া গেল, সে রাতও কাটিল।

সমস্ত দিন অনুসন্ধানে স্বাধ্বী পত্নী পাগলিনী প্রায় হইয়া পরদিন প্রাতে সেই বৃক্ষ তলেই উপস্থিত। ফকীর বলিলেন, "কে তুমি মা !"

তখন স্বাধ্বী সকল কথা বলিলেন। সে বাক্যে রাম-শরণের যাতনা আসিল, তিনি বলিলেন,—"ধান বিক্রয় করিতে পারি নাই, তোমাদের হয়ত আহার অবধি বন্ধ হইয়াছে, আমি শীঘ্রই ধান বিক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছি—তুমি চল।"

ফকীর বলিলেন,—"আমি সামান্য ধান বিক্রয় করিয়া টাকা, ওই ছালার ভিতরেই রাখিয়াছি, লইয়া যাও। বাকী ধান বিক্রয় হয় নাই।"

তখন স্বাধ্বী দেখিলেন—দূরে সেই গরু, ছালা নামাইয়া তৃণ ভক্ষণে ব্যস্ত। তিনি যেন কি বুঝিলেন, বুঝিয়া আর পতিকে বিরক্ত করিলেন না, ডাকিলেন না, ভৎর্সনা করিতে আসিয়া, এমন সুবিধা পাইয়াও ভৎর্সনা করিতে পারিলেন না। তিনি ছালা খুলিয়া দেখিলেন—অনেক মোহর। মোহর দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন না। ছালা টানিয়া মোহর লইয়া আসিলেন, ফকীরের সম্মুখে ফেলিলেন, বলিলেন,—"মোহর দেখাইয়া ভুলা-ইলে ভুলিব না, মোহর তুমি লও, আমরা খাইতে পাই না সত্য, কিন্তু তোমার নিকট এ সামান্য দ্রব্য লইব না। যদি দিতে ইচ্ছা হয় তবে, যাহা দিতে আসিয়াছ, তাহাই দিবে। কোন

কোন দ্রব্য উৎকৃষ্ট, আমরা দরিদ্র, তাহা জানি না। তুমি ধনী, উৎকৃষ্ট বলিয়া যাহা তোমার জ্ঞান—তাহাই দিবে। দরিদ্র যাহা খায় নাই—তাহা খাইবে।"

ফকীর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন মাত্র। তিনি পতিকে না সঙ্গে লইয়াই—আপনি গৃহাভিমুখিনী হইলেন. বলিয়া গেলেন,—"স্ত্রীজাতি করিয়াছ—তোমারই আজ্ঞাপালন, এ হেতুই গৃহে চলিলাম।"

তদ্দৃষ্টে ফকীর রামশরণকে বলিলেন,—"ভাবিতেছ কি? হারাইবে না—ভয় নাই। যাহা হৃদয়ে পাইয়াছ—তাহা হৃদয়েই থাকিবে, অন্তর করিও না—অন্তরে রাখিও। তুমিও উঁহার সহিত বাড়ী যাও, পুত্র, কন্যা কষ্ট পাইতেছে, এইখানেই আবার দেখা হইবে।"

তখন রামশরণ, সাধ্বী সঙ্গে গৃহাভিমুখী হইলেন, ফকীরও অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

দিনে দিনে ঠাকুর—ফকীরের সহিত, রামশরণ পাল মহাশয়ের বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মিল। পাল মহাশয় ফকীরের নিকট থাকেন, সংসার আর ভাল করিয়া দেখিতে পারেন না। পাল মহাশয়ের স্ত্রী, সে জন্য ফকীরকে বাড়ী আনিতে বলিলেন। ফকীর কিছুতেই সম্মত হন না, শেষ পাল মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে বলিলেন,—"যাইতে পারি, যদি কেহও আমাকে না জানিতে পারে, এরূপ করিয়া রাখিতে পার। কিন্তু যে দিন টের পাইবে, সে দিন আমি আর থাকিব না। যাহার আগ্রহ জানাইতেছ, জানিয়া রাখ—কলা গাছে সার হয় না।"

পাল মহাশয় তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে বাড়ী আনিলেন। ফকীর গোয়াল ঘরেই স্থান লইলেন, কাহার

সহিত দেখা করেন না। সংসারের কার্য্যান্তে পাল মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী—শচীদেবী, তাঁহার নিকটেই অবস্থান করেন। শচীদেবীর ভক্তি দেখিয়া ফকীর নিত্য রন্ধন-গৃহে মল ত্যাগ আরম্ভ করিলেন। শচীদেবীর মুখে এ কথা শুনিয়া পাল মহাশয় বলিলেন,—"এগুলি পরীক্ষা মাত্র, যদি তুমি ইহাতে বিরক্ত হও, ভক্তিচ্যুত হইবে।" নিত্য সেই মল পরিষ্কারে শচী দেবী উপরে কিছু প্রকাশ না করিলেও, তাঁহার অন্তরে কি হইয়াছিল—জানি না, কিন্তু ফকীর সে স্থান ত্যাগ সঙ্কল্পেই রহিলেন।

এইরূপে কিছুদিন যায়, অতি অপ্রকাশ ভাবে থাকিলেও অন্য দুই একটী সঙ্গীও জুটিল। সেই কয়টীতে একত্র তাঁহারা রাত্রিযোগে ভজনে যোগ দেন। যদি কোন দিন, কোন সেবার আয়োজন হয়, তাহা হইলে গভীর রাত্রিতেই পাক ইত্যাদি সেবা নিষ্পন্নের পর—পাত্রাবশিষ্ট, গৃহতল খনন পূর্ব্বক মৃত্তিকা মধ্যেই প্রোথিত করা হয়, পাছে সাধারণ টের পান।

যাহা হউক এইরূপে কিছু দিন যায়, পাল মহাশয়ের এক কন্যার বিবাহে, স্ত্রী আচারের সময় ফকীর উলঙ্গ ভাবে, সেই স্ত্রী সমাজে গিয়া নৃত্য আরম্ভ করেন। নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকেরা ফকীর—ঠাকুরের বিষয় অজ্ঞাত, কোথা হইতে এ ক্ষ্যাপা আসিল, কেহই জানিতে পারিল না। তখন পাল মহাশয়কে ডাকিয়া তাঁহারা ক্ষ্যাপাকে লইয়া যাইতে বলিলেন।

পাল মহাশয় স্ত্রীলোকদিগের নিকট ভৎসিত হইয়াই বোধ হয়—সম্পূর্ণ বহির্ম্মুখ ভাবেই—তাঁহাদের সম্মুখেই ফকীরকে বলিলেন,—"তুমি কি সংসার করিতে দিবে না? বস্ত্র কি নাই? উলঙ্গ থাকিতেই দেখি কেন? মেয়ে ছেলেদের মধ্যে তোমার এরূপে থাকাই বা কিরূপে হয়?"

সে দিন ফকীর অন্যত্র গেলেন। অন্য দিন পাল মহাশয়কে বলিলেন,—"আমার মল পরিষ্কারে তোমরা বিরক্ত, আমি চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম, তোমরা যাইতে দাও নাই; কিন্তু আরত আমার থাকা হয় না। প্রকাশ হইলে আমি থাকিব না—আমার প্রতিজ্ঞা, সে দিন বিবাহ রাত্রে তাহা ভুলিয়াছ, আরত আমার এখানে থাকা হয় না?"

পাল মহাশয় তখন অন্তর্ম্মুখে অপরাধ স্বীকার করিলেন। অপরাধ দৃষ্টি হইল—চেতনা জন্মিল। সে মুখ দেখিয়া ফকীর, পাল মহাশয়কে ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

সেই দিন হইতে ফকীর, পথে ঘাটে এক আধ বার বাহির হইতে আরম্ভ করিলেন, পরিধান বস্ত্রে গাত্রও আবৃত রাখিতে আরম্ভ করিলেন।

এক দিন পথে, পাল মহাশয়ের সন্তান—দুলালের সঙ্গে, ফকীর কি খেলা করিতেছিলেন। কথায় কথায় ফকীরের কিরূপ রাগ হইল, সেই রাগে তিনি দুলালকে এরূপ প্রহার আরম্ভ করিলেন যে, সে সংবাদে পল্লীর দুই এক জন আসিতে না আসিতে দুলাল মরিল।

তখন পাল মহাশয় বাড়ী ছিলেন না। সে সংবাদে শচীদেবী আসিয়া ফকীরকে ভৎর্সনা করিলে, ফকীর বলিলেন,—"তবেত আর আমার এখানে থাকা হয় না।" এই বলিয়া তিনি যেমন গমনে উদ্যত, অমনি শচীদেবীর ইঙ্গিতে দুই এক ব্যক্তি ফকীরকে ধরিয়া রাখিলেন। ফকীর নিস্তব্ধেই বসিয়া রহিলেন।

সে সংবাদে পাল মহাশয়ও তখন উপস্থিত হইলেন। তিনি কাহারও কোন কথা শুনিবার অগ্রেই বলিলেন,—"মরিয়াছে!

আমার মারটা তবে বড়ই অধিক হইয়াছিল—দেখিতেছি, আমিই বাটী হইতে বহির্গত হইবার সময়ে দুলালকে মারি, ফকীরত মারে নাই! উহার নামে দোষারোপ কেন?"

পল্লীর লোকেরা তখন ফাঁড়িদারকে সংবাদ দিল। ফাঁড়িদার আসিলে, পল্লীর লোকেরা ফকীরকে দোষী সাব্যস্ত করিল, পাল মহাশয় তাহাতে আপত্তি করিলেন, বলিলেন—"দোষ আমারই, আমিই মারিয়াছি।"

এইরূপ গোলমালে লাস চালান দেওয়া হইল। পাল মহাশয় এবং ফকীর ঠাকুরও পরে সে স্থানে পঁহুছিলেন। কাজি বিচারে বসিয়াছেন। পাল মহাশয় বলিতেছেন,—"আমার প্রহারেই বালক মরিয়াছে, অন্য কেহ তাহাকে মারে নাই—ফকীর মারে নাই, খুনের শাস্তি লইতে আমি প্রস্তুত, আমিই মারিয়াছি, আমার প্রহারেই সে মরিয়াছে।"

এমন সময়ে ফকীর পাল মহাশয়কে বলিলেন,—"তুমি বলিতেছ,—তুমি মারিয়াছ, সে মরিয়াছে, কিন্তু দেখিয়াছ কি—সে মরিয়াছে কি—না?"

তখন সকলেই ক্ষ্যাপার বাক্যে হাস্য করিয়া উঠিল, সকলেই বলিল,—"আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি—সে মরিয়াছে।"

ফকীর সে কথায় কাণ দিলেন না। আবার পাল মহাশয়কে বলিলেন,—"তুমি বলিতেছ, সে মরিয়াছে, মরিয়াছে কি না—দেখিয়াছ কি?"

তখন পাল মহাশয় বলিলেন,—"তুমি বলিতেছ—মরিয়াছে, তাই আমিও বলিতেছি—মরিয়াছে, তুমি যদি মরে নাই বল,—তবে উহার সাধ্য কি—যে মরে?"

ফকীর বলিলেন, "মরে নাই—উহাকে উঠিতে বল। বল—খেলিতে খেলিতে এ ধাষ্টম কি ভাল ?"

এ কথা শুনিয়াই পাল মহাশয় লম্ফে, সে লাসের নিকট উপস্থিত হইয়াই বিনা বাক্য ব্যয়ে, সেই লাসে সজোরে পদাঘাত করিলেন, সে পদাঘাতে লাস যেন একটু নড়িয়া উঠিল, অমনি সে স্থলে হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

তখন পাল মহাশয় আবার পদাঘাতে বলিলেন,—"ওঠ, কেবল দুষ্টুমি ? ফকীর বলিতেছে—মরিস নাই, মরিবি কেমন করিয়া ? লোকে যে বলিতেছে—ফকীর মারিয়াছে ! উঠিয়া বল্,—ফকীর মারে নাই।"

সত্য সত্যই এবার দুলাল উঠিয়া বসিল, বলিল,—"ফকীরত মারে নাই, আমার খেলিতে খেলিতে ঘুম আসিতেছিল, আমি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম,—ফকীর চলিয়া গিয়াছে, তুমি কাঁদিতেছ। এইত ফকীর রহিয়াছে—তবে তুমি কাঁদিতেছ কেন ?"

পাল মহাশয় আর আবরণে থাকিতে পারেন না। ফুটিলেও কেহ লইতে পারিবে না, না ফুটিলেও প্রাণ যায়, আর তিনি আপনাকে ধারণ করিতে পারিলেন না—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। লোকে বুঝিল সন্তান শোকে বুড়া পালজী আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল, ক্রন্দন করিতে পারে নাই, তাই বালককে জীবিত দেখিয়া হৃদয় বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না।

তখন বিচার বন্ধ হইল। কাজি সাহেব বাটী গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে যে যাহার বাটীতে আসিল। শচীদেবী পুত্র-মুখ চুম্বন করিলেন, কিন্তু ফকীরকে আর দেখা গেল না।

ফকীরের কথা সকলে ভুলিল, ভুলিল না কেবল—পাল

মহাশয়—আর শচীদেবী। অনেক কাতরতায়, পাল মহাশয় ফকীরের আবার দেখা পাইয়াছিলেন, কিন্তু শচীদেবীর ভাগ্যে আর ঘটে নাই।

ফকীর পলাইয়া এক জঙ্গলে মৃতের ন্যায় শুইয়াছিলেন। আর এক ফকীর আসিয়া সেবা শুশ্রূষায় তাঁহাকে জঙ্গল হইতে লইয়া, লোকালয় শূন্য এক ফাঁকা মাঠে, একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাখিলেন।

সেই ফকীরের পূর্ব্ব নিবাস কাঁচড়াপাড়া। নাম—কানাইলাল ঘোষ। বাল্য হইতেই তাঁহার সন্ন্যাসী ভাব। মাতা, পিতার আগ্রহে বিবাহও করিয়াছিলেন, সন্তানও হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী গত। গত হইলেও তিনি সংসারে ছিলেন। পুত্র—বিশ্বম্ভর, বড়ই দুর্দ্দান্ত—মদ্যপায়ী, ঈশ্বর অবিশ্বাসী। ইহাতে তাঁহার সংসার ভাল লাগিল না। তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন, ফকীরি লইলেন। ফকীরির পনের, কুড়ি বৎসর পরে, তাঁহার এই প্রথম স্বদেশে আগমন। আগমনেই ফকীরের সেবা, সে সেবায় তিনি একদিনও সন্তানের মুখ নিরীক্ষণে সময় পান নাই। উভয়ের প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের বিনিময় ঘটে. সে বিনিময়ে উভয়েই উভয়কে চিনিয়া লন।

একদিন ফকীর বলিলেন,—"কানাই! আবার সংসার করিতে হইবে। এবার সংসার রাখিয়া ধর্ম্ম। সংসারে ধর্ম্ম না রাখিলে, জীব অগ্রসর হইতে পারে না। যাহাতে সহজে জীব ভগবৎ মুখ তাকাইতে পারে, তাহাই করা চাই। জীব ভগবৎ মুখ না তাকাইয়া—বর্ণশ্রেষ্ঠে, রূপে, গুণে, বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে, সন্ন্যাসে, অলৌকিক ধর্ম্মে মুগ্ধ হয়, হইয়া ভাবে—ভগবানকে ভালবাসিতেছি, তাই নদীয়ায় চাউল বিকায়

নাই, খরিদ্দার মিলে নাই, আর সে বেশে ধর্ম্ম স্থাপন হইবে না।"

ঘোষ মহাশয়ের পুনরপি' সংসারের প্রয়োজনাভাব। কিন্তু ভগবদাজ্ঞা—বলিলেন,—"এ বৃদ্ধ বয়সে আমায় কে কন্যা সমর্পণ করিবে ?"

ফ। সংসারে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন বলিয়াই ভগবান, আত্ম গোপনের পূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে, পুনরপি সংসারী করেন। সংসারে ধর্ম্ম না রাখিলে সংসারীর ধর্ম্ম লাভ হয় না। সংসার শ্রেষ্ঠ আশ্রম, ইহাতে সংসারী, অসংসারী উভয়ের মিলন। তবে যুতের হইলেই, সে সংসার—ধর্ম্মের, কৃষ্ণের। অযুতের হইলে—ত্যাগের, ইহাই ভগবৎ ইচ্ছা। সন্ন্যাসেও বিঘ্ন আছে, কিন্তু যুতের সংসারে নিরপেক্ষ ধর্ম্মলাভ, ভগবৎ আজ্ঞাতেই সহজ হইবে।

ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—"তোমার জন্যই ধর্ম্ম, তোমার জন্যই কর্ম্ম, তোমার জন্যই সংসার, তোমার জন্যই অসংসার—সন্ন্যাস। আমার প্রয়োজন না থাকিলেও, তোমার প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন। তোমার আজ্ঞা—তোমার প্রয়োজনই—আমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সংসার, অসংসার। তোমার আজ্ঞা, তোমার প্রয়োজন পালনই—আমার আহ্লাদ, প্রেম, ভাব, মহাভাব। তুমি যা বলিবে, তাহাই হইবে, কে তাহার অন্যথা করিবে ?"

ফ। আমি জীব—কৃষ্ণদাস, তুমি আমার—ভগবান বলিয়া—অহঙ্কার বাড়াইতেছ কেন ?

কা। অন্য ভগবানকে দেখি নাই, কিন্তু তোমা ছাড়া ভগবান আর আছে কি ? তুমি সেবার কৃষ্ণ নামে বিকাইয়াছিলে, তোমার ভক্তেরা তোমায় চিনাইতে পারে নাই। সেই কৃষ্ণই—এই কৃষ্ণ চৈতন্য বলিয়া, পুঁথি ধরিয়া চিনাইয়াছিল

বলিয়াই—কেহ তোমায় লইতে পারে নাই। কই ব্যাসদেবত কাহার নাম করিয়া কৃষ্ণকে চিনাইতে যান নাই? এবার তোমাকে, তোমার শক্তি দিয়াই চিনাইব। হীন আমরা, মূর্খ আমরা, সংসারী আমরা—আমাদের এমন কি গুণ আছে, যাহাতে শাস্ত্র আলোড়নে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া, সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধরিয়া, পুস্তক লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া, টাটের বিগ্রহ সেবা করাইয়া—তোমায় চিনাইব। আমাদের বৃন্দাবন নাই, মথুরা নাই, দ্বারকা নাই, শ্বেতদ্বীপ নাই, ধর্ম্মের কিছুই নাই,—কি দিয়া তোমায় চিনাইব? এবার তুমি ফকীর—ভিখারী, তোমার এমন কি গুণ আছে যে, তাহা দেখিয়া লোকে তোমায় রূপে মুগ্ধ হইবে, গুণে মুগ্ধ হইবে, পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইবে, সন্ন্যাসে মুগ্ধ হইবে? আমরা তোমাকে—তোমার মায়াতীত শক্তি দিয়াই—প্রেমের ভিখারী—ফকীর বলিয়াই চিনাইব। যাহারা চিনিবে, তাহারা আর সেই কৃষ্ণই—এই ফকীর বলিয়া জানিবে না, এই ফকীরই—সেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিবে, তবে তোমায় ভালবাসিতে পারিবে। তাই তাহারা সাক্ষাতে পাইয়াও তোমায় ভালবাসিতে পারে নাই, মানসে কৃষ্ণকেই ভালবাসিয়াছিল। তাই তাহাদের ধর্ম্ম পরকেলে হইয়াছিল, আমাদের ধর্ম্ম নগদ হইবে। নগদ বলিয়া তোমার মধ্যেই—এই হৃদয় মধ্যেই—নিত্য বৃন্দাবন, নিত্য মথুরা, নিত্য দ্বারকা, নিত্য শ্বেতদ্বীপ দেখিবে। হৃদয়ে সে বৃন্দাবন, সে দ্বারকা, সে মথুরা, সে শ্বেতদ্বীপ না দেখিলে,—এ বৃন্দাবন, এ মথুরা, এ দ্বারকা, এ শ্বেতদ্বীপে,—সে নিত্য বৃন্দাবন, নিত্য মথুরা, নিত্য দ্বারকা, নিত্য শ্বেতদ্বীপ দেখিতে পাইবে না। তাই বলিতেছিলাম—তাহাদের ধর্ম্ম পরকেলে—আমাদের ধর্ম্ম নগদ হইবে।

"কিন্তু সে বার তুমি মুক্তহস্ত হইয়া ঠকিয়াছ, বুঝিয়াছ—তুমি নিত্য যাহার, ভক্তিতে সে তোমার নিত্য নহে। নিত্য নহে বলিয়াই তুমি মুক্তহস্ত হইলেও ফল হয় নাই। এবার তোমার শক্তিতেই তাহাদের ঋণী করিব, ঋণের দায়ে যাহাদের জ্বালা ধরিবে, কেবল তাহাদের নিকটেই মুক্তহস্ত হইও, তবে তাহারা তোমায় ভালবাসিবে, তোমায় লইতে শিখিবে। তাই এবার রুদ্ধহস্ত হও, গুপ্তভাবেরও। তৃষ্ণা না থাকিলে, জলের আদর কোথায় ? যাহার তৃষ্ণা, জল যেখানেই থাকুক, সে জল খাইবে। এ বিধিত তোমারই, তবুও আমার মুখে তোমার শুনিবার ইচ্ছা, আমার মুখে —তোমার মনের ইচ্ছা প্রকাশ। জানি আমি—যাহা বলিতেছি, তাহা তোমারই ইচ্ছা, কিন্তু ঠাকুর! যাহা বলাইলে—তাহা দেখিয়া যেন কৃতার্থ হই।"

ফকীর উঠিতে চাহেন, ঘোষ মহাশয়ের কথা আর তিনি শুনিবেন না। কানাই ঘোষ শেষ বলিলেন,—"পলাইবে কোথা ? কথা দিয়া বাঁধা পড়িয়াছ, ঋণ পরিশোধের জ্বালা তুমি ভালই জান, পরিশোধ কর, তার পর পলাইও।"

এইরূপে বাজার বসাইতে ক্রমে ক্রমে ঘোষ মহাশয়ের ষোল সতেরটী অংশীদার জুটিল। এই সময় রাম শরণ পাল মহাশয়, পূর্ব্বের চার পাঁচটী সঙ্গী লইয়া যোগ দেন। ইতি মধ্যেই ঘোষ মহাশয় দ্বিতীয় বার দ্বার পরিগ্রহ করেন ও তাঁহার এক পুত্র হয়, সেই পুত্রই—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ।

এইরূপে এক দিন এ সংসারে "বাইশ ফকীরের হাট" বসে। ইহার মধ্যে বিশ জন—অসংসারী, দুই জন মাত্র—সংসারী ছিলেন। স্ত্রীলোক ছিল না। এই বাইশ ফকীরেরই এক জন, গ্রন্থকারের—কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম দাতা—মহান্ত গুরু।

বাইশ ফকীরের ইতিহাসে জানা যায় যে, ইঁহারা—ফকীর ঠাকুরকেই—মহাপ্রভু বলিয়া স্বীকার করেন। মহাপ্রভুই যে ফকীর ঠাকুর, ইহা বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্বীকার করেন না—বা করিবেন না। না করিলেও ইঁহারা তাহাতে ক্ষতি বোধ করেন না, এবং তর্কাদি বিস্তারে স্বীকার করাইতেও এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েন নাই। কারণ ইঁহারা বলেন যে, অবিদ্যা-জ্ঞানে—তর্কাদিতে যেমন ভগবান সিদ্ধ নহেন, তদ্রূপ অবিদ্যা জ্ঞানের বাদ বিবাদে—মহাপ্রভুই যে ফকীর ঠাকুর—তাহা জীব বুঝিতে অক্ষম। ভক্তিতে যেমন ভগবান সিদ্ধ, তদ্রূপ ফকীর ঠাকুরও সিদ্ধ, কারণ ফকীর ঠাকুরই—ভগবান।

কথা হইতেছে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভিধেয়ই—ভক্তি। যদি ভক্তিতে—ফকীর ঠাকুর, মহাপ্রভুরূপে—সিদ্ধ, তবে বৈষ্ণব সম্প্রদায় না স্বীকার করেন কেন?

ইঁহারা বলেন—রাগভক্তিতেই ভগবান সিদ্ধ। রাগানুগ-ভক্ত এখন বিরল। বৈধীর মহীম জ্ঞানে, জীব-ব্রহ্মাও একদিন কৃষ্ণকে চিনিতে না পারিয়া—গো, বৎস হরণ করেন। বৈধী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অপরাধ কি?

বাইশ ফকীরের তত্ত্ব সিদ্ধান্ত।

ইঁহাদের মতে কৃষ্ণই—ভগবান। ভগবান—শক্তি, শক্তিমান। তাঁহার শক্তির তিনটী ভাব—সন্ধিনী, সম্বিৎ, এবং হ্লাদিনী। এই তিন ভাবে ভগবান, সৎ—চিৎ—আনন্দ স্বরূপে উপলব্ধ।

শক্তি এই তিন ভাব সাম্যে ভগবানে অন্বিত, এবং এই তিন ভাবের এক এক ভাব প্রধানে শক্তির—তিনটী প্রভাব, অর্থাৎ হ্লাদিনী প্রধানে—হ্লাদিনী প্রভাব, সম্বিৎ প্রধানে—সম্বিৎ

প্রভাব, এবং সন্ধিনী প্রধানে—সন্ধিনী প্রভাব। এই তিন প্রভাবে শক্তি, ভগবান হইতে পৃথক্ ভাবে ভগবৎ লীলার সহায়।

ভগবানে যেমন শক্তি অন্বিত থাকিলেও, তাহা শক্তিমান স্বরূপে উপলব্ধ, তদ্রূপ শক্তিতেও ভগবান অন্বিত থাকিলেও, শক্তি স্বরূপেই উপলব্ধ। এই শক্তি স্বরূপই—পরাক্রম রূপা —স্বরূপশক্তি।

এ হেতু শক্তির দুই বৃত্তি—পরাক্রম, এবং ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য—সত্ব রূপা প্রকৃতি।

হ্লাদিনী প্রভাবেই এই পরাক্রমের প্রভূত প্রকাশ, সম্বিৎ প্রভাবে মধ্যম, এবং সন্ধিনী প্রভাবে তাহার কনিষ্ঠ প্রকাশ।

পরাক্রমের তিন বৃত্তি—ক্রিয়া, জ্ঞান, বল। হ্লাদিনী প্রভাবে—ক্রিয়া, সম্বিৎ প্রভাবে—জ্ঞান, সন্ধিনী প্রভাবে—বল। এই তিন সাম্য ভাবে—স্বরূপ বৃত্তি। ক্রিয়া প্রধানে—কালশক্তি, জ্ঞান প্রধানে—যোনিশক্তি, এবং বল প্রধানে—আধারশক্তি।

স্বরূপবৃত্তি—হ্লাদিনী প্রভাব গত শুদ্ধসত্বে—ভক্তিশক্তি। স্বরূপবৃত্তি—সম্বিৎ প্রভাব গত শুদ্ধসত্বে—নিমিত্তশক্তি। স্বরূপ বৃত্তি—সন্ধিনী প্রভাবগত শুদ্ধসত্বে—উপাদানশক্তি।

স্বরূপশক্তি—ভক্তিশক্তিতে—রাধা। স্বরূপশক্তি—নিমিত্ত শক্তিতে—রমা। স্বরূপ শক্তি—উপাদান শক্তিতে—মন্ত্রদুর্গা।

এই স্বরূপশক্তি—সত্ব, রজ, তম এবং অর্দ্ধ—প্রকৃতি; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও অর্দ্ধ—অবিদ্যা, এই সার্দ্ধ ত্রিকুণ্ডলে নিত্য আবৃতা হেতু—ইহারা ইঁহাকে কুণ্ডলিনী বলেন। এ হেতু কুণ্ডলিনীই—রাধা, কুণ্ডলিনীই—রমা, কুণ্ডলিনীই—মন্ত্রদুর্গা।

রাধা—বিলাসে মহালক্ষ্মী, সম্বিৎ বিলাসে মহাসরস্বতী।

রমা—বিলাসে—লক্ষ্মী, সম্বিৎবিলাসে—সরস্বতী। মন্ত্রদুর্গা—বিলাসে—যোগমায়া, সম্বিৎ বিলাসে—যোগনিদ্রা।

কৃষ্ণে—স্বরূপশক্তি—রাধা। কৃষ্ণই—লীলাধামাদির নিমিত্ত, উপাদান বিলাস রূপে—পুরুষ, প্রকৃত্যাত্মক—বলদেব, গোপেশ্বর। বলদেবে স্বরূপশক্তি—রমা, গোপেশ্বরে স্বরূপশক্তি—মন্ত্রদুর্গা। এইরূপে ভগবান এক হইয়াও—বহু, বহু হইয়াও—এক।

ঐশ্বর্য্য দ্বিবিধ—পরা এবং অপরা। পরা দ্বিবিধ—চিৎ এবং জীব। চিৎ দ্বিবিধ—শুদ্ধসত্ত্ব এবং পরসত্ত্ব। আত্মমায়ার হ্লাদিনী, সম্বিৎ, সন্ধিনী প্রভাবগত—ত্রিবিধ সত্ত্বই—শুদ্ধসত্ত্ব, পরাশক্তি গত ত্রিবিধ সত্ত্বই—পরসত্ত্ব। জীবশক্তিগত সত্ত্বই—জীবসত্ত্ব, এবং অপরা শক্তিগত সত্ত্বই—অপরসত্ত্ব।

ভক্তিশক্তি—ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য প্রেমস্বরূপা। নিমিত্ত শক্তি—সঙ্কল্প বা জ্ঞান স্বরূপা। উপাদানশক্তি—অহংকার স্বরূপা।

উপাদানশক্তির দুই বৃত্তি—নিমিত্ত, উপাদান। নিমিত্ত—যোগমায়া, উপাদান—যোগনিদ্রা। যোগমায়া—ভগবৎ অহংকার স্বরূপা—লীলাশক্তি। যোগনিদ্রা—ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য সত্ত্ব অহংকার স্বরূপা।

যোগনিদ্রার আবার দ্বিবিধ বৃত্তি—নিমিত্ত, উপাদান। নিমিত্ত—আত্মমায়া, উপাদান—জীবমায়া। যাহা ভগবানের আত্মলীলা হেতু—তাহাই আত্মমায়া, যাহা জীব-জড়-লীলা হেতু—তাহাই জীব মায়া। কুণ্ডলিনী অধিষ্ঠাত্রী রূপে, যোগমায়ায়—যোগমায়া বা মন্ত্র দুর্গা, আত্মমায়ায়—যোগনিদ্রামহাদুর্গা, জীবমায়ায়—যোগনিদ্রা দুর্গা।

আত্মমায়া বা চিৎ প্রকৃতি।

আত্মমায়ার আবার দ্বিবিধ বৃত্তি—নিমিত্ত, উপাদান। নিমিত্ত—চিৎ শক্তি, উপাদান—চিৎ প্রকৃতি বা ঐশ্বর্য্য। চিৎ শক্তির আবার দুই বৃত্তি—নিমিত্ত, উপাদান। নিমিত্ত—মাধুর্য্যপরা,

উপাদান—ঐশ্বর্য্যপরা। চিৎ প্রকৃতির আবার দুই বৃত্তি—নিমিত্ত, উপাদান। নিমিত্ত—চিন্তামণি, উপাদান—শুদ্ধসত্ত্ব। ত্রিভাব সাম্যে—চিন্তামণি, অসাম্যে—শুদ্ধসত্ত্ব। এই চিৎ শক্তি এবং চিৎ প্রকৃতি যোগে—আত্মমায়া।

আত্মমায়ায় কৃষ্ণের—বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা সমন্বিত—অসংখ্য চিজ্জগৎ বা পরব্যোম। কৃষ্ণই—বৃন্দাবনে স্বয়ং রূপে—নন্দ-নন্দন, মথুরা, দ্বারকায় বিলাসে—বাসুদেব, নারায়ণ। চিজ্জগতে—বলদেব, গোপেশ্বর—ধাম বিশেষে, বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত।

জীবমায়ায়—ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডে—নিমিত্ত, উপাদানশক্তিতে বলদেব অংশে—সঙ্কর্ষণ, গোপেশ্বর অংশে—সদাশিব।

জীবমায়া বা চিদচিৎ প্রকৃতি।

জীব, জড়লীলা হেতু জীবমায়ার দুই বৃত্তি—নিমিত্ত, উপাদান। নিমিত্ত—চিৎ, উপাদান—নিদ্রিত চিৎ বা অচিৎ। চিৎকে পর, উৎকৃষ্ট—পরা, এবং অচিৎকে অপর, নিকৃষ্ট—অপরা বলা হয়। পরাশক্তিকে—অন্তরঙ্গশক্তি বা প্রত্যকস্রোত বা অন্তর্ম্মুখশক্তি, এবং অপরাশক্তিকে—বহিরঙ্গশক্তি বা পরাকস্রোত বা বহির্ম্মুখশক্তিও বলা হয়। এ জন্য জীবমায়াকে চিদচিৎ শক্তি বলা হইলেও, জীবমায়া—চিৎ শক্তি, তাহার বৃত্তিও চিৎ। ত্রিগুণ জড় হেতু, জড় প্রকটে তাহার চিৎ উপাদান বৃত্তি, জড় ভাবাপন্ন অর্থাৎ স্বরূপে নিদ্রিত হয় মাত্র। এই জড়ভাব বৃত্তিকেই—অপরা বা মায়াশক্তি বলা হয়। এ হেতু জীবমায়ার উপাদান বৃত্তিই, মহামায়ার—নিমিত্তবৃত্তি। এই পরা, অপরার অধিষ্ঠাত্রী উমা, পরা অপরাময়ীরূপে, পরায়—চিৎশক্তি, এবং অপরায়—মায়াশক্তি নামে অভিহিত হন। আত্মমায়ার যে যে বিশেষ, জীবমায়ারও সেই সেই বিশেষহেতু, পরা, অপরা শক্তিরও সেই সেই বিশেষ।

পরার—নিমিত্ত, উপাদানে উমা—যোগমায়া, যোগনিদ্রা স্বরূপিণী। এহেতু পরায় যে—কাল, যোনি, আধারশক্তি, তাহা—চিৎ। নিমিত্তশক্তি অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ, রমা সহিত পরার—নিমিত্ত, উপাদান বৃত্তিতে আবির্ভূত।

পরাগত অর্ণব হইতেই জগৎ-কারণ—অপরার প্রকট; এ হেতু ঐ অর্ণবকে—কারণার্ণব বলে। পরা রজ শূন্যা হেতু, ঐ কারণার্ণবকে—বিরজাও বলা হয়। বিরজার নিমিত্বাংশে সঙ্কর্ষণ, সদাশিবের অধিষ্ঠান। উপাদান অংশে সঙ্কর্ষণ—মহাবিষ্ণু, সদাশিব—শম্ভু।

পরা, অপরায়—ব্রহ্মাণ্ড, এহেতু কারণার্ণব—চিজ্জগৎ এবং চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যবর্ত্তী।

এই কারণার্ণবই অংশে—মহতত্ব গর্ভে—গর্ভোদক। গর্ভোদকে মহাবিষ্ণু—প্রদ্যুম্ন, শম্ভু—মহেশ্বর। গর্ভোদকই অংশে—চতুর্দ্দশ ভুবনে—ক্ষীরোদক। ক্ষীরোদকে প্রদ্যুম্ন—অনিরুদ্ধরূপী বিষ্ণু। শিব-লোকে—মহেশ্বর—শিব।

এই ক্ষীরোদকেই—পরাগত বিষ্ণুধাম। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এই বিষ্ণুধামকে—মায়িক বৈকুণ্ঠ বলা হয়, এবং এই পরাগত হ্লাদিনী, সম্বিৎ, সন্ধিনী প্রভাবই—ভৌম বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকায় উচ্ছলিত ভাবে—নিত্য বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা। এ হেতু ধরায় প্রকটিত যে—বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, তাহাও নিত্য, এবং গোলকস্থ বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকায় অভেদ।

নিমিত্ত মায়াশক্তি।

মহামায়া—নিমিত্ত, উপাদান ভেদে দ্বিবিধ। নিমিত্ত—নিমিত্ত বা অপরামায়া, উপাদান—ত্রিগুণা প্রকৃতি বা প্রধান।

নিমিত্ত বা অপরামায়া আবার—নিমিত্ত, উপাদান ভেদে দ্বিবিধ। নিমিত্ত—বিদ্যা এবং উপাদান—অবিদ্যা।

এই বিদ্যা, অবিদ্যা অধিষ্ঠাত্রীরূপে উমা—ছায়াদুর্গা। কারণ অপরা—ত্রিগুণা নহে, না হইলেও নিদ্রাভাবে তিনি—চিদাভাস স্বরূপা। চিদাভাসে দুর্গা, ছায়া—চিদাভাস স্বরূপে দৃষ্ট হইলেও, তিনি স্বরূপে—স্বরূপশক্তি। ছায়াদুর্গায়, সদাশিব—শম্ভু। ছায়াদুর্গা—শম্ভুতে, সঙ্কর্ষণ—মহাবিষ্ণুরূপে আবির্ভূত।

অপরাকেই—নিমিত্ত মায়া বলা হয়, এ হেতু মায়া অধিষ্ঠাত্রী ছায়াদুর্গাকেও—মায়া বলা হয়। আবার ইনিই পরা অধিষ্টাত্রীরূপে —চিৎশক্তি। এহেতু বদ্ধজীব ইহাকে মায়া দেখে, এবং মুক্ত জীব, চিৎশক্তিতে—চিৎশক্তি দেখে। এ হেতু ভগবানের নিকট ইনিই—যোগমায়া, যোগনিদ্রা স্বরূপা। কারণ ইনি চিৎ উপাদান অধিষ্ঠাত্রী হইয়াও, জড় লীলার নিমিত্ত মাত্র।

অপরা জড়া হেতু, তৎগত কাল, যোনি, এবং আধারশক্তিও —জড়া। জড়া হইলেও ত্রিগুণা নহে।

ক্রিয়া, জ্ঞান, বল, সাম্য চিৎ ভাবে—পরা এবং জড়ভাবেই —অপরা। অতএব অপরাও—ক্রিয়া, জ্ঞান, এবং বলরূপা। এই ক্রিয়া, জ্ঞান, বলই, আবার জড়ে পৃথক ভাবে, নিমিত্ত—বিদ্যা, এবং অন্বিত ভাবে উপাদান—অবিদ্যা।

এই অবিদ্যা জড়া হেতু, জড় আবরণে ত্রিবিধ ভাবে উপলব্ধ। সত্ত্বে—জ্ঞান, রজে—ক্রিয়া, এবং তমে—বল। কিন্তু চিৎ সত্ত্বে—একীভাবেই দৃষ্ট। কারণ, যেমন হ্লাদিনী এবং সম্বিৎ—সন্ধিনীরই বৃত্তি বিশেষ, তদ্রূপ ক্রিয়া এবং জ্ঞান —বলেরই বৃত্তি বিশেষ। সন্ধিনী চিৎ হেতু, বৃত্তিদ্বয়ের সম্মিলনে একীভাবই ধারণ করে, কিন্তু তম আবরক হেতু,

সে সম্মিলন আবরিত হওয়ায়, তৎগত ক্রিয়া, জ্ঞান, বলও পৃথক রূপে দৃষ্ট হয়।

জড়ে অবিদ্যা—ত্রিগুণ সত্বে—মুখ্য জ্ঞান, ত্রিগুণ রজে—মুখ্য প্রাণ বা কর্ম্ম বা বিক্ষেপ শক্তি, এবং ত্রিগুণ তমে—মুখ্য বল বা আবরণ শক্তি।

এই মুখ্য জ্ঞানই, অহংতত্বে ত্রিবিধ—স্বাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। সত্ব প্রধান ত্রিগুণে—স্বাত্বিক, রজপ্রধানে—রাজসিক, এবং তম প্রধানে--তামসিক।

মুখ্যপ্রাণ রূপা কর্ম্মশক্তি অহংতত্বে ত্রিবিধ—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় শক্তি। রজ প্রধান ত্রিগুণে—সৃষ্টি, সত্ব প্রধানে—স্থিতি, এবং তম প্রধানে—লয়শক্তি। মুখ্যপ্রাণই—প্রাণাদি বায়ুর এবং ইন্দ্রিয়াদির—প্রাণ স্বরূপা।

পরার উপাদান—অপরা, অপরার উপাদান—অবিদ্যা, এবং অবিদ্যারই রূপান্তর কর্ম্মশক্তি হেতু, অবিদ্যা ও কর্ম্ম শক্তি—অনাদি।

মুখ্য আবরণ শক্তিও অহঙ্কারে ত্রিবিধ—তম, মোহ, মহা-মোহ। সত্ব প্রধানে—তম, রজ প্রধানে—মোহ, তম প্রধানে—মহামোহ।

জড়ের আবার জ্ঞান, ক্রিয়া শক্তি কি? যেমন জড়ের সচ্ছতা, মলিনতা, উভয়ই সম হইলেও, আত্মার নিকট সেই সচ্ছতা, মলিনতা ভিন্নরূপে কার্য্যের সহায় হয়, তদ্রূপ যাহাতে আত্মার জড়-জ্ঞান, ক্রিয়া, ও আবরণ সাধিত হয়, তাহাই জড়ের জ্ঞান, ক্রিয়া, আবরণ শক্তি।

অবিদ্যার ন্যায়, বিদ্যার যে জ্ঞানবৃত্তি—তাহাই বিদ্যা, এবং ক্রিয়া বৃত্তিই--স্বাধ্যায়, ব্রতাদিতে—তপঃ, ভগবৎ সেবায়—ভক্তিশক্তি

তপঃগত জ্ঞানই—যোগশক্তি। বল—জড় নিবৃত্তি মুখে—বৈরাগ্য। অর্থাৎ যে ক্রিয়া ভগবৎ সেবার জন্য—তাহাই ভক্তি, এবং যে ক্রিয়া, জ্ঞান আত্ম-মুক্তি হেতু—তাহাই তপঃ ও যোগবৃত্তি। এই ভাবে বিস্তার পঞ্চ বৃত্তি—জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য, তপঃ।

এই জ্ঞান বৃত্তিতে—জ্ঞান-যোগ, যোগ বৃত্তিতে—যোগ-যোগ, ভক্তি বৃত্তিতে—ভক্তিযোগ। এহেতু জ্ঞানযোগ, এবং যোগ-যোগের, বৈরাগ্য এবং তপঃ সহচর হইলেও, ভক্তিযোগের সহিত বৈরাগ্য, তপেঃর—দূর সম্বন্ধ। কারণ তপঃ, মুক্তি লক্ষ্যে ভক্তিযোগের বিরোধী, যে হেতু তাহার লক্ষ্য মুক্তি—ভগবান নহে। যতই ভগবৎ সেবা, ততই জড় সেবার ত্রুটী হেতু, ভক্তি যোগের অবান্তর ফল—বৈরাগ্য, এ হেতু ভক্তিযোগে, বৈরাগ্য সাধনীয় নহে।

জীবশক্তি।

পরা, অপরা মধ্যবর্ত্তী—তটস্থ শক্তিই—জীবশক্তি। যে শক্তি স্বাধীন নহে, অন্য শক্তির আশ্রয়ে তৎভাবে নিজের জীবত্ব অনুভব করে, তাহাকে তটস্থা বলা হয়।

অপরা শক্তি হইতে যেমন অপর—জড় উপাদান ত্রিগুণের প্রকট, তটস্থ জীবশক্তি হইতে তেমনি, তটস্থ অনন্ত জীবের প্রকট।

জীবশক্তি, চিৎ উপাদান শক্তিরই কিরণ স্থানীয়া হেতু, জীব শক্তিতে যে ক্রিয়া, জ্ঞান, বল, তাহাও ক্ষীণা। ক্ষীণা হইলেও তৎগত সন্ধিনীতে তাহার—বল, সম্বিতে তাহার—জ্ঞান, এবং হ্লাদিনীতে তাহার—ক্রিয়া শক্তি।

এই অনু ক্রিয়া, জ্ঞান, বল—জীবস্বরূপে, একীভাবে স্থিতি করিলেও, মায়ায় তাহাই কারণশরীর রূপে উদিত হইলেই, পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ পায়। জীবের সেই অনু ক্রিয়া, জ্ঞানশক্তি রূপ—কারণশরীর, প্রকৃতিগত সূক্ষ্মশরীরের জ্ঞান, ক্রিয়ার সহিত মিলিত হয়। এই মিলিত জ্ঞান, ক্রিয়া, বল শক্তিই জীবের—জ্ঞান, কর্ম্ম, বল শক্তিরূপ—সূক্ষ্ম শরীর।

কারণশরীর গত অনু ক্রিয়া, জ্ঞান, শক্তিই—বদ্ধ জীবের স্বগত জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, তপ, বৈরাগ্যশক্তি। ইহাই বিরাট ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরের সহিত কার্য্য করে।

জীবশক্তি ক্ষীণা, কিরণ সাদৃশ্যা হেতু—ইহাতে ধামাদির প্রকট হয় না। চিৎ কিরণ স্থানীয়া হেতু, চিৎ শক্তির ন্যায় ইহাও সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনী ভাব সম্পন্না। এ হেতু জীব স্বরূপে, ত্রিগুণের লেশ মাত্র নাই। তবে জীবশক্তি ক্ষীণা হেতু, তৎ প্রকটিত জীবও—ক্ষীণা এবং তটস্থ স্বভাবা।

ইঁহাদের মতে জীব—নিত্য কৃষ্ণদাস। তটস্থশক্তি দ্বারা জীবের প্রকট। চিৎ-কণ হেতু আবরণ যোগ্য। জড়াবরণে তটস্থ স্বভাবে জড়-অহঙ্কারে জীব—বদ্ধ। নচেৎ স্বরূপে জীব জড় নহে, জড় অহংকারে জড় স্বরূপ হয় মাত্র।

প্রলয়ে কারণমায়ায় ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইলে, বদ্ধ জীবও কারণমায়ায় অবস্থিতি করে, পরে কারণমায়া হইতে পুনঃ সৃষ্টি কালে, জীবও সৃষ্টি মধ্যে নীত হয়।

জীব অপরাধী হইলেই মায়ায় নীত হয়। চুম্বুক লৌহে যেরূপ আকর্ষণ—স্বভাব সিদ্ধ, অপরাধী জীব এবং অবিদ্যার আকর্ষণও তেমনি স্বভাব সিদ্ধ।

যাহারা অপরাধী নহে, ভগবৎ ইচ্ছায় ভগবৎ কার্য্যহেতু

মায়ায় আগমন করে—মায়া তাহাদের আকর্ষণ করিতে পারে না।

জীব নিত্য হেতু তাঁহার স্বরূপও নিত্য। সেই স্বরূপ গত সন্ধিনীতে তাহার স্বরূপ—সম্বিতে তাহার—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এবং হ্লাদিনীতে—তৎগত আনন্দ।

অপরাধী জীব, মায়া আকর্ষণে শম্ভু দ্বারে জড়ে প্রকট হইলেই, তাহার ঐ যে স্বরূপ গত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, তাহা জড়গত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, প্রতিভাসে—জড় স্বরূপ হয়। এই জড় স্বরূপ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্তই তাহার কারণশরীর। এই কারণশরীরের অহঙ্কারেই জীব—বদ্ধ। অর্থাৎ সেই কারণশরীর গত জ্ঞানে জীব, প্রকৃতির সূক্ষ্মশরীরকে, স্বশরীর মনে করতঃ, তাহাতেই অস্মিতা ভাবে, তাহাকেই নিজত্বে বরণ করে। সূক্ষ্মশরীর তখন জীব সাহায্যে, স্থূলশরীর সংগ্রহ করে। এই স্থূলশরীর যোগাযোগে জীব, বার বার জন্ম, মৃত্যুতে স্বরূপ সংবাদে একবারে বিস্মৃত।

জীব, মায়ায় নীত হইয়া জন্মের পর জন্মে—ক্রমোন্নতিতে, জরায়ুজ শরীর প্রাপ্ত হয়, কারণ মানব শরীরই ধর্ম্মলাভের উপযুক্ত। জীবকে সংশোধন করিয়া ভগবৎ উন্মুখী করাই —মায়ার কার্য্য। তবে যে বোধ হয়, মায়া জীবকে পাপ পঙ্কেই নিক্ষেপ করেন, তাহা স্থূল দৃষ্টি মাত্র।

মায়াই জীবকে দুঃখে নিক্ষেপ করিয়া—ভগবৎ স্মরণ করাইতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টার মধ্যে, জীবকে জড়গত সুখের প্রলোভন না দেখাইলে, জীব আর অগ্রসর হইতে চাহে না, —এই জন্যই মায়া—কাম্য ফলদাত্রী হন। জীব যতই কাম্য ফল লোভে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে অধিক দুঃখে নিপতিত

হয়, তখন তাহার জড়-সুখেও আর প্রবৃত্তি থাকে না। তখন সে বুঝিতে পারে, জড়-সুখই—দুঃখের কারণ। তখন সে অনিত্য সুখ, দুঃখে বীতরাগী হইয়া জীব, নিত্যসুখ অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। এই হইতেই জীবের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়।

উপাদানমায়া বা প্রধান।

ইনিই জগৎ প্রকৃতি—প্রকৃতির দুই বৃত্তি—নিমিত্ত, উপাদান।

চিৎ প্রকৃতির যেমন সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনী ভাব, জড় প্রকৃতির তেমনি—সত্ত্ব, রজ, তম ভাব। এই তিন ভাবে সাম্য অবস্থায় ইনিই—নিমিত্ত বা অব্যক্ত, এবং রজপ্রধানে ইনিই উপাদান—প্রধান।

অপরা যোগে প্রকৃতি—মহামায়া। মহামায়ার দুই বৃত্তি—নিমিত্ত, উপাদান। নিমিত্ত—অবিদ্যা এবং উপাদান—প্রধান।

এই জড় প্রধানই—প্রকৃতি। প্রকৃতি বা ত্রিগুণ, শম্ভুদ্বারে প্রকট কালে বিদ্যায় মণ্ডিত হইয়া—মহতত্ত্ব। অবিদ্যায় মণ্ডিত হইলে—অহংতত্ত্বরূপে প্রকটিত হন।

অবিদ্যা গত স্বাত্বিক অহংতত্ব হইতে—মন, বুদ্ধি, রাজসিক অহংতত্ব হইতে—ইন্দ্রিয়াদি এবং প্রাণ, এবং তামসিক অহংতত্ত্ব হইতে—পঞ্চভূতের উদয়।

ত্রিবৃৎ এবং পঞ্চিকৃত ভূত হইতে—চতুর্দ্দশ ভুবনের উদয়, এবং তাহাতে ঐ মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্তের—অনু প্রবেশ।

এই চতুর্দ্দশ ভুবনের ব্যষ্টি—জীবশরীর। এ হেতু ব্যষ্টি জীব শরীরে, বিরাট—মন, বুদ্ধি, অহংকার চিত্তের, ব্যষ্টি—মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্তের স্থিতি। এ হেতু জীবের—মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ও—অবিদ্যাগত, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্তের উপা-

দান কেবল ত্রিগুণ নহে। অবিদ্যা চিদাভাস এবং সত্ত্ব, রজ সূক্ষ্ম হেতু, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত—স্থূল চক্ষের দর্শনীয় নহে।

অবিদ্যা জড়া হেতু—জড় প্রতিভাসের যোগ্য। সূক্ষ্ম প্রতিভাস দৃষ্ট না হইলেও, স্থূল প্রতিভাসেই জীব অস্মিতায়—মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্তরূপ সূক্ষ্মশরীরে—বদ্ধ।

ব্রহ্মাণ্ডে—যেমন বিরাট মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত হইতেই—চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি, তদ্রূপ জীবগত সূক্ষ্মশরীর হইতেই—স্থূল শরীরের প্রকট। এহেতু মরণেও পুনর্জন্ম খণ্ডন হয় না, কারণ স্থূলশরীর ত্যাগই—মরণ, সূক্ষ্মশরীর ত্যাগই—মুক্তি, এ হেতু মুক্তিতে পুনর্জন্ম নিষেধ হয়।

এই রূপে কৃষ্ণের ত্রিবিধ শক্তি—চিৎ, জীব, মায়া। চিৎ কৃষ্ণে অদ্বয় ভাবে ব্রহ্মরূপে—ব্রহ্মশক্তি, লীলা হেতু প্রভাবে—আত্মমায়া এবং জীবমায়া। অদ্বয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মশক্তিতে, কৃষ্ণ—পরব্রহ্ম, আত্মমায়ায়—ভগবান, এবং জীবমায়ায়—পরমাত্মা।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে তিনি—বিভু, সবিশেষ আত্মমায়ায় মধ্যম, জীবমায়ার জড় আবরণে তিনি, দুর্জ্ঞেয় ভাবে—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র।

অতএব বাইশ ফকীরের মতে—প্রমেয় তিনটী :—ভগবান, মায়া, জীব। কাল, কর্ম্ম, প্রকৃতি ইত্যাদি মায়ারই অন্তর্গত।

ভগবান শুদ্ধসত্ত্ব বিগ্রহ। পর, অপরসত্ত্ব—গুণাতীত। এ হেতু ভগবান—চিদাত্মক, শক্ত্যাত্মক, এবং ঐশ্বর্য্যাত্মক। স্বরূপ শক্তিতে তিনি—চিদাত্মক, নিমিত্তশক্তিতে—শক্ত্যাত্মক, এবং উপাদান শক্তিতে—ঐশ্বর্য্যাত্মক।

জীবের ন্যায় ভগবানে দেহ—দেহী ভেদ নাই। জীবের যেমন দেহ অচিৎ—দেহী চিৎ, ভগবানে উভয়ই চিৎ হেতু, দেহদেহী অভেদ। এ হেতু চিজ্জগতে ধাম—ধামী ভেদ নাই,

ধাম—চিৎগত, চিৎ ভগবৎ প্রকাশিকা হেতু, ভগবানই দর্শনীয়—ভেদ কোথায়?

চিৎই—বস্তু, বস্তুতেই—বিগ্রহ। ভগবান চিদঙ্গ বিগ্রহে নিত্য—সাকার, মায়াতীত হেতু, মায়া আকার হীন—নিরাকার।

ভগবানে কোন শক্তিরই বিরোধ নাই, কারণ সর্ব্ব শক্তিরই আশ্রয়—ভগবান। ভগবান সর্ব্বের আশ্রয় হইয়াও সর্ব্বাতীত হেতু, কোন শক্তিই তাঁহাতে ক্রিয়া করিতে পারে না। না পারিলেও, তিনি সর্ব্বশক্তি দৃষ্টি করিতেছেন, এ হেতু তিনি—সর্ব্বজ্ঞ। ভগবানে স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত ভেদ নাই, কারণ তিনি—আনন্দ স্বরূপ। এ কারণ—বৃক্ষ এবং প্রস্তরে যে ভেদ, আম্রবৃক্ষে ও পণসবৃক্ষে যে ভেদ, এবং প্রত্যঙ্গে ও অঙ্গে যে ভেদ, তাহা ভগবৎ বিগ্রহে দৃষ্ট হয় না।

তাঁহার চিজ্জগৎ নিত্য—অসৃজ্য। অসৃজ্য হইলেও, মথুরা, দ্বারকার প্রকটাপ্রকট ভাব আছে, কিন্তু বৃন্দাবন নিত্য প্রকট। নিত্য প্রকট হইলেও, এ তিনই—মায়ায় নিত্য অপ্রকট ভাবেই স্থিত। সে হেতু, ব্রহ্মাণ্ডে যে বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা লীলা—তাহা ভক্তেরই দর্শনীয়।

তবে যে চিজ্জগতে—উপাদান আত্মমায়া, এবং ব্রহ্মাণ্ডে—উপাদান জীবমায়ার স্থিতি, তাহা চিৎ বৈচিত্র্য মাত্র—জড়ের নিমিত্ত বীজরূপিণী।

কারণ ভগবানই—পুরুষ, প্রকৃত্যাত্মক হইয়া—পুরুষ বিষ্ণু রূপে, পরাখ্য শক্তি দ্বারায় বিশ্বের নিমিত্ত কারণ, এবং প্রকৃতি—শিব রূপে, মায়া ও জীব শক্তির দ্বারায় বিশ্বের উপাদান কারণ।

বাইশ ফকীরের মতে তর্কাদির প্রতিষ্ঠা নাই। কারণ, প্রত্যক্ষাদি

প্রমাণই তর্কের জীবন, সেই প্রমাণই অপরা বা মায়াগত। নিদ্রিত ব্যক্তি কখন জাগ্রতের সন্ধান লইতে বা দিতে পারে না।

এ জন্য ইঁহাদের মতে শাস্ত্রও—নিমিত্ত, উপাদানে দ্বিবিধ। নিমিত্ত যেমন দুইটী—একটী চিৎ এবং একটী অচিৎ, তেমনি শাস্ত্রেরও নিমিত্ত—দুইটী, একটী চিৎ একটী অচিৎ। চিৎগত নিমিত্ত—ভগবান বা ভাগবৎ রসপাত্র, অচিৎ গত নিমিত্ত—বৈধীভক্ত, জ্ঞানী, যোগী; এবং উপাদান—জড় পুঁথি শাস্ত্র।

যাহা অপরাগত, তাহা ভাগবৎ রসপাত্রকেই পরার সংবাদ জানাইতে পারে, অন্যকে পারে না, এবং পরা লাভ করাইতে পারে না। অর্থাৎ যেমন ভক্তই জড়ে ভগবৎ দর্শন করে, অন্যের সে দর্শন ঘটে না, কিন্তু জড় কখন চিৎ লাভ করাইতে পারে না। ভাগবৎ রসপাত্র চিৎগত হেতু, ভাগবৎ রসপাত্রই চিৎ লাভ করাইতে পারেন, কারণ তিনি জড় হইতে পৃথক্ ভাবেই স্থিত, কিন্তু জড় নিমিত্ত, জড় পুঁথি শাস্ত্রে অন্বিত ভাবে—জড়া।

অচিৎ নিমিত্ত গত শব্দ—জড়ে অন্বিত হেতু, তাহা জড়াতীত ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারে না, ভাগবৎ রসপাত্রই জড়ে নির্লিপ্ত হেতু —ভগবৎ রস আস্বাদন করে, এ হেতু দীক্ষার প্রয়োজন।

কর্ম্মী, যোগী, জ্ঞানী, বৈধীভক্ত শাস্ত্রের নিমিত্ত হইলেও—সকলই জড়া। সে হেতু ইঁহাদের মতে রাগানুগা ভাগবৎ রসপাত্রই এবং ভগবানই শাস্ত্রের—নিমিত্ত, এবং উপাদান—পুঁথি শাস্ত্র।

অদ্যাবধি পুঁথিশাস্ত্র, কাহাকেও ভগবৎ লাভ করাইতে পারে নাই, কারণ জড়ের ক্রিয়া, জ্ঞান—যেমন জড়, শাস্ত্রের ভগবৎ উপদেশ—তেমনি জড়। জড়ের ক্রিয়া, জ্ঞান যেমন জড় হইলেও, আত্মা তদ্দ্বারে জ্ঞান, ক্রিয়ায় অগ্রসর হয়, তদ্রূপ ভক্তই শাস্ত্র উপদেশে অগ্রসর হইতে পারে, অন্যে হইতে পারে না; এ হেতু ভাগবৎ রসপাত্রই

—শাস্ত্র, এবং সেই শাস্ত্রেরই অনুশীলন কর্ত্তব্য। এই জন্যই গ্রন্থকার গাহিয়াছেন ;—

অধরে অধর সুধা পান কর মন।
খাইতে খাইতে ক্ষুধা হবে নিবারণ।
পিয় মনের অনুরাগে, মুক্তি পাবে সর্ব্বরোগে,
বর্ত্তমানে কোন খানে লাগে, শাস্ত্রের বচন।
ভগবৎ বচন বিনে, কি হবে ভাগবৎ শুনে,
শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে, পণ্ডিত বিচক্ষণ॥
গীতা সে পিতার কথা, পুরাতন পুষ্প যথা,
মধুপ না করে তথা, মধুর আকিঞ্চন॥
সদ্‌গুরু বদন ইন্দু, অমিয় প্রেমের সিন্ধু,
দেখিয়ে সব ভক্ত বিন্দু, ডুবলো শ্রীচরণ॥

এই নিমিত্তশাস্ত্র রূপেই ভগবান—শাস্ত্রযোনি। ভগবান সর্ব্ব উপাদান, সেই উপাদানই পুরুষ, প্রকৃতি রূপ নিমিত্ত, উপাদান ভেদ ভাবে, নিমিত্তে—চৈত্য, এবং উপাদানে—মহান্তগুরু। বিরাটে সেই চৈত্যই—বিষ্ণু, মহান্তই—শিব। ব্যষ্টি ভাবে বিষ্ণুই প্রতি জীবে —অধিযজ্ঞ, এবং শিব—প্রকৃতি ব্যষ্টি দেহে, চিৎ অহংকারে ভক্ত ভাবে, ভাগবৎ রস পাত্র—মহান্ত গুরু। এই শিব ভাবে জীব, শিবে অভেদ ভাবে—দীক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু শক্তি মাত্র, ভগবানই— পরম গুরু। শক্তি, শক্তিমান অভেদ হেতু গুরু, পরমগুরু— অভেদ। এই দীক্ষাগুরু বা ভক্তদ্বারে ভগবান পরম গুরুই—শিক্ষা গুরু।

ইহারা বৈধীবৈষ্ণবের ন্যায় সঙ্কর্ষণ, সদাশিবে ভেদ দেখেন না। ইহারা বলেন—জীবমায়ায় কৃষ্ণের, পরমেশ্বর রূপ অভেদাত্মক প্রতী-

তিই—পরমাত্মা, এবং সেই অভেদাত্মক প্রতীতির নিমিত্ত, উপাদানে ভেদ প্রতীতিই—সঙ্কর্ষণ, সদাশিব। বৈধী সম্প্রদায়ের এ ভেদ দৃষ্টি অসঙ্গত নহে, পরা প্রকৃতির উপাদান—অপরা প্রকৃতি, সদাশিবকে—শম্ভুরূপে দৃষ্টি করায়, বৈধী জড়চক্ষে তাঁহার স্বরূপ দৃষ্টি করিতে পারে না, তাই ভিন্ন দেখে। রাগোদয়ে অপরা—পরায় নীত হওয়ায়, সে ভেদ দৃষ্টি আর থাকে না। ভগবৎ অংশ যেখানেই থাকুন না, এবং যে রূপেই দৃষ্ট হউন না, তিনি ভগবানে অভেদ ভাবেই থাকেন। ভগবৎ অংশের কথা দূরে থাকুক, জীব—রাগোদয়ে মায়ায় স্থিতি করিয়াও, মায়া পারেই থাকেন।

এই পরমাত্মাই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হেতু—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর। এ হেতু তিনেই এক—একেই তিন। এক এক আবেশে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইলেও, ভিন্ন নহে। ভগবানের জীব, জড় লীলা হেতু, এ ভেদ প্রতীতি মাত্র, মায়াগ্রাসে এ ভেদ প্রতীতি নহে।

এ হেতু শাস্ত্র—কখন বিষ্ণুকে, কখন শিবকে, কখন ব্রহ্মাকে, ভগবান বলিয়াছেন। আবার কখন শিব, ব্রহ্মাকে ভগবান বলেন নাই। কারণ ব্রহ্মা বা শিব, ভগবৎ লীলায় যে রূপে স্থিত, তাহা ভগবৎ স্বরূপ নহে, কারণ ভগবান স্বরূপে গুণাতীত, সেই গুণাতীত স্বরূপে বিষ্ণু নিমিত্তে উদিত, সে হেতু বিষ্ণুকেই ভগবান বলিলেও, অভিনয়ে রাম—শ্যাম রূপে অভিনয় করিলেও, শ্যাম—রামই। সে হেতু ঈশ্বর কোটী ব্রহ্মা, শিব—ভগবানই। অতএব বিষ্ণু বড়, কি শিব বড়, কি ব্রহ্মা বড়—এ বিচার মায়িক। মায়ার বিচারে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর ভিন্ন হইলেও, স্বরূপে কেহই ভিন্ন নহে। কারণ ভগবান বা ভগবৎ অংশ নিত্য মায়াজীত, যাহা মায়াজীত, তাহা লীলা হেতু মায়া দ্বারায় ভেদ দেখাইলেও—অভেদ। অভেদ হেতু ভগবান্ তিন নহে,

দুই নহে—এক। এক হইলেও যেমন অংশীর স্বীকারে অংশের স্বীকার হয়, তদ্রূপ পরমাত্মাই—পরমেশ্বর। তবে জীবকোটী ব্রহ্মা, শিবে—এ ভেদ নিত্য—সত্য। তবে যে বিষ্ণুকেই বড় বলা হয়, ভগবান বলা হয়, তাহার কারণ, প্রলয়ে বিষ্ণুই বর্ত্তমান থাকেন,—শম্ভু, ব্রহ্মা কেহই থাকেন না।

তবে কি শম্ভু, ব্রহ্মা—অনিত্য? যখন জীবও অনিত্য নহে, তখন ভগবৎ অংশ কি অনিত্য হইতে পারেন?

তাঁহাদের অভিনয় মূর্ত্তিই অনিত্য, সেই অভিনয় মূর্ত্তিই থাকে না, স্বরূপে তাঁহারা থাকেন। স্বরূপে তাঁহারা নিত্য। শিবের সেই স্বরূপই—সদাশিব, ব্রহ্মাও প্রদ্যুম্ন স্বরূপেই লীন থাকেন।

কারণ জড় অহংকার রূপ অবিদ্যায় সদাশিবই—শম্ভুরূপে উদিত, প্রলয়ে সে অহংকারের প্রয়োজন না থাকায়, তাহা অব্যক্তই থাকে।

রামের বর্ণ শুভ্র। নীল বর্ণের কাচে সেই রাম, নীল বর্ণে দৃষ্ট হইলেও, রামের বর্ণ—নীল নহে। সৃষ্টিতে অবিদ্যারূপ জড় অহংকারে সদাশিব—শম্ভু রূপে দৃষ্ট মাত্র। প্রলয়ে অবিদ্যা অব্যক্ত হওয়ায়, সে শম্ভু রূপ না থাকিলেও, শম্ভু, সদাশিব অভেদ হেতু—শম্ভু, সদাশিব রূপেই স্থিত।

এইরূপে গোপেশ্বর, ভগবৎ লীলায় বৃন্দাবনে, মাধুর্য্য অহংকারে—গোপেশ্বর, দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য অহংকারে—মহাশিব, এবং মথুরায় ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যরূপ মিশ্র অহংকারে—মূলশিব রূপে উদিত।

জীব, জড় লীলা ভগবানের—ঐশ্বর্য্য লীলা, সে হেতু পরাশক্তির যোগনিদ্রা উপাদানে, মহাশিবই—সদাশিব। সেই সদাশিবই বিরজার উপাদান অংশে—শম্ভু, শম্ভুই মহত্তত্ত্বে—মহেশ্বর, মহেশ্বরই চতুর্দ্দশ ভুবন রূপ আবরণে—শিব রূপে দৃষ্ট। কিন্তু বিষ্ণু নিমিত্ত অধিষ্ঠাতা হেতু, তাঁহার এ আবরণ নাই।

ভগবৎ অংশ মাত্রই সত্ত্বতনু হইলেও, এই জন্য বিষ্ণুকে সত্ত্বতনু বলা হয়, কারণ বিষ্ণু সত্ত্বতনু মূর্ত্তিতেই নিত্য দৃষ্ট। শিব, ব্রহ্মার অভিনয় মূর্ত্তিতে সত্ত্বতনু জড় আবরণে অদৃষ্ট, সে হেতু বিষ্ণু নিমিত্ত শক্তিতে নিত্য মায়াতীত। শিব, ব্রহ্মার সত্ত্বতনু মায়া আবরণে অদৃষ্ট, সে হেতু রাগভক্ত, চিৎ শক্তিতে মায়া ভেদেও, সে সত্ত্বতনু দৃষ্ট করেন বলিয়া, তিনেই এক দেখেন, বৈধীভক্ত বিদ্যা বা অবিদ্যায় তাহা না দেখিয়া—তিনে ভেদ দেখেন।

এই পরমাত্মাই—জীব হেতু জগৎ নির্ম্মাণে, জড় অহংকার দানে, কাম্য প্রদানে, অপরাধী বদ্ধ জীব পক্ষে পরমেশ্বর—পিতা ; আবার ইনিই মুক্তি দানে, জড় অহংকার মোচনে, দাস অহংকার দানে, মায়াতীতে—জগৎ গুরু।

সর্ব্বাংশী কৃষ্ণ—মায়াতীত নিত্য। তিনি কাহারও, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কর্ত্তা পরমেশ্বর নহেন, পিতাও নহেন। তাঁহার সে চিদঙ্গ বিগ্রহে মায়ার ছায়া মাত্র নাই, কে তাঁহাকে পরমেশ্বর—জগৎকর্ত্তা দেখিবে? সে নিত্যের সবই নিত্য। সে নিত্যের ধামও নিত্য—অসৃজ্য, লীলাও নিত্য—অপ্রতিরুদ্ধ। সেখানে আছে সবই, কিন্তু সবই নিত্য। সে নিত্য অহংকারে রতিভেদে, তাঁহার মাতা আছে, পিতা আছে, ভাই আছে, বন্ধু আছে, দাস আছে, কিন্তু সকলই নিত্য। সে দেশে এরূপ অনিত্য অহংকারের জন্মগত মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু নাই। সে দেশ নিত্য হেতু, পরমেশ্বর, পারমেশ্বরী পিতা, মাতাও নাই, এ রূপ পরমেশ্বর দৃষ্টির অবিদ্যা জ্ঞানও নাই।

অভিধেয় নির্দ্দেশ।

জীব, অপরাধী হইয়াই মায়ায় নীত হয়,—সেই অপরাধ কি ? সে অপরাধ, ভগবৎ বিস্মরণ। যদি বল—জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস, নিত্য কৃষ্ণ দাসের এ বিস্মরণ ঘটে কেন ? সে ঘটনার কারণ এই—জীব শক্তি, পরা এবং অপরার মধ্যবর্ত্তী হেতু—তটস্থ, এই তটস্থ স্বভাবে জীবের প্রকট হেতু, জীবে এ তটস্থ ভাব থাকায়, প্রকটে সে পরা, অপরা অধিষ্ঠাত্রী আকর্ষণে আকর্ষিত হয়। যে জীব অপরা বরণ করেন, তিনিই অপরাধী। যদি বল—একজন পরা, একজন অপরাই বা বরণ করে কেন ?

তাহার কারণ, জীবশক্তি—অণু, ক্ষীণা হইলেও, তদ্বারে ধাম্মাদির প্রকট না হইলেও, তৎগত জীবের যে স্বরূপ, তাহাতে মন, বুদ্ধি ইত্যাদি বিশেষ ভাবেই থাকে, তবে তাহা অণু—ক্ষীণা মাত্র। অণু—ক্ষীণা হইলেও, কিরণ স্থানীয়া হেতু, সূর্য্যের ভাব বিশেষে যেমন কিরণের ভাব পরিবর্ত্তন ঘটে, তদ্রূপ ভগবৎ রমণে চিৎ সত্বের ভাব পরিবর্ত্তনে, জীবশক্তির যে ভাব পরিবর্ত্তন ঘটে, সেই ঘটনায় যে জীব আত্মতত্ব ভুলিয়া অর্থাৎ সে—যে, শক্তিগত তাহা ভুলিয়া, অহংকর্ত্তা অভিমানে অপরাধী হয়, প্রকটে সেই, আত্ম ভোগ হেতু—মায়া বরণে অগ্রসর হয় ; এবং যে জীব, অহংদাস অভিমানে অপরাধী হয় না, সে প্রকটে মায়াকে তুচ্ছ করত পরাদেশে নীত হয়।

কারণ, ভগবৎ রমণে চিৎ, ভগবানে অদ্বয় হইলেও, সে অদ্বয় ভাব যে, ভগবৎ দান স্বরূপ, সে তাহা জানে বা ভুলে না। এ জন্য চিৎ নিত্য অপরাধ শূন্যা, কিন্তু ক্ষীণা হেতু যে জীব, তাহা ধারণ না করিতে পারে—সেই অপরাধী হয় ; যে জীব তাহা ধারণ করিতে পারে, উভয়ের অপরাধ খণ্ডন, এবং পুরস্কার হেতু, ভগবান এককে মায়ায়, এককে পরায় নীত করেন। যদি বল—তাহা হইলে ত জীব মুক্ত

হইয়াও আবার বদ্ধ হইতে পারে?—না, কারণ অপরাধ জ্ঞাত হইলে চিৎ পুষ্টিতে আর তাহার সে ভ্রম হয় না।]

এ হেতু জীব দ্বিবিধ—এক নিত্যবদ্ধ, এক নিত্যমুক্ত। অপরাধী জীবই—নিত্যবদ্ধ, অপরাধ শূন্য জীবই—নিত্যমুক্ত।

যে জীব, নিত্যমুক্ত বা চিৎ—প্রকাশ শক্তি যুক্ত, তাহাকেই—নিত্যমুক্ত জীব, এবং যে জীব নিত্যবন্ধনস্বরূপা মায়াশক্তি যুক্ত, তাহাকেই—নিত্যবদ্ধ জীব বলা হয়। কারণ জীব, কিরণ স্থানীয়া, ও ক্ষীণা হেতু তটস্থ স্বভাবে, না হয় পরা—না হয় অপরাশক্তিতেই প্রকট হয়।

জীবের উন্নতি বিধানেই ভগবানের জীব, জড় লীলা। কারণ জীব, প্রলয়েও মায়ার কারণশরীরে বদ্ধ থাকে, এবং সৃষ্টিতে, মরণেও—সূক্ষ্মশরীর ত্যাগ হয় না। সে হেতু সূক্ষ্মশরীরের—সংগ্রহ রূপ কার্য্যও—নিষেধ হয় না। সূক্ষ্ম, কারণশরীর—ত্যাগেই মুক্তি, মুক্তিতে—জড় পরিহার, জড় পরিহারে জড়গত সুখ, দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ।

সাধনেই জীবের উন্নতি, সাধন—জ্ঞান সাধ্য। জ্ঞান ত্রিবিধ হইলেও নির্দ্দেশে পঞ্চবিধ—ত্রিবিধ অবিদ্যা জ্ঞান, বিদ্যা জ্ঞান এবং ভক্তি। এই ত্রিবিধ জ্ঞানে শাস্ত্রও ত্রিবিধ—অপ্রাকৃত, আধ্যাত্মিক, এবং প্রাকৃত শাস্ত্র। ভক্তিতে—অপ্রাকৃত শাস্ত্র, বিদ্যা জ্ঞানে—আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, এবং অবিদ্যা জ্ঞানে—প্রাকৃত শাস্ত্র। কাম্যশাস্ত্র, জড়ীয় বিজ্ঞান, ভৈষজ্য, মনদর্শন ইত্যাদি—প্রাকৃত শাস্ত্র, নিত্যানিত্য বিবেক দর্শনই—আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, এবং নিত্যদর্শনই—অপ্রাকৃত শাস্ত্র।

কাম্যশাস্ত্রে অপরা অধিষ্ঠানে কুণ্ডলিনীই—কালী, দুর্গা রূপা,

জাগ্রত বিদ্যায়—মহাবিদ্যা, অবিদ্যায়—মহামায়া। বিদ্যায় জড় জ্ঞানের নিষেধ হয় বটে, কিন্তু ভক্তি ভিন্ন—চিৎ জ্ঞানের উদয় হয় না। না হওয়ায় জীব—ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় নির্ব্বাণ পায়।

সাধন—জ্ঞান সাধ্য বলিয়াই প্রলয়ে জীব, কারণশরীরে জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে। কারণ, মায়ার কারণশরীর—নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিশেষে জীবও—নির্ব্বিশেষ থাকে। সাধন ভিন্ন মুক্তি অসম্ভব হেতু, ভগবান জীবকে সৃষ্টিতে নীত করেন।

জড়সত্ত্বে অবিদ্যার জ্ঞান বৃত্তির যে স্ফূর্ত্তি—তদ্দ্বারেই জীব—জড়-জ্ঞানী হয়। জীব—চিৎ অণু বটে, কিন্তু সে চিৎ অণু এত সূক্ষ্ম যে, সে সূক্ষ্ম জ্ঞান, নিজ সত্ত্বায় আত্মহারা ভাবেই থাকে। অবিদ্যার জ্ঞান বৃত্তির স্ফূর্ত্তিতেই, সে—জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া নিজ সত্ত্বা অনুভব করে। অবিদ্যা জ্ঞানে সে, নিজ সত্ত্বা অনুভব করে বলিয়াই, সে—তাহার চিৎ স্বরূপ দৃষ্টি করিতে পারে না। না পারিলেও, সেই জ্ঞানে যদি সে—মুক্তি বা ভগবৎ সেবার জন্য—জড় পরিহারে ব্রতী হইয়া বিদ্যায় উপনীত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারে সে মুক্ত বা ভক্ত হইতে পারে।

বদ্ধজীবের শরীর বা আবরণ দুইটী—স্থূল এবং সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম দ্বিবিধ—কারণ এবং লিঙ্গ। জীবের স্থূলশরীরই—পঞ্চভূতগত। সূক্ষ্মশরীর—পঞ্চভূতগত না হইলেও—লিঙ্গ—রজ, এবং কারণ—সত্ত্বগত।

সূক্ষ্মশরীর—নিমিত্ত, উপাদানে দ্বিবিধ। নিমিত্ত—অবিদ্যা এবং উপাদান—ওই রজ এবং সত্ব। জীব যখন দেহ ছাড়িয়া যায়, তখন সূক্ষ্মের, ওই নিমিত্ত অংশ লইয়াই যায়। বায়ু যেমন পুষ্পের গন্ধ লইয়া যায়, তদ্রূপ অবিদ্যা—উপাদান অংশের সংস্কার বীজ লইয়া যায়, যাহাতে জীব পুনর্জ্জন্মে, ওই সংস্কার অনুসারেই ভোগ প্রাপ্ত হয়।

এই অবিদ্যাগত সূক্ষ্মশরীরের যে ক্রিয়াশক্তি, জীব তাহাতে

অস্মিতায়, স্বস্বরূপ গত অণু ক্রিয়াশক্তিকে পৃথক না দেখায়, সূক্ষ্মশরীর গত ক্রিয়াশক্তির চালনায়, স্বচালনা মনে করে। মনে করে বলিয়াই সূক্ষ্মশরীরের ক্রিয়াশক্তি যোগে, স্ব কারণশরীর গত ক্রিয়াশক্তির দ্বারায় সে যাহা করে, সকলই—অবিদ্যাগত। অবিদ্যাগত হেতু, কর্ম্ম—ভগবৎ প্রাপক নহে। কারণ অবিদ্যা জ্ঞানে জীব, অবিদ্যাগত সুখেরই কল্পনা করে। সে হেতু কর্ম্মী, নামী, ধামী, ভুক্তির ভগবৎ লাভ ত হয়ই না, মুক্তি ও হয় না। কারণ মুক্তি অর্থাৎ জড় পরিহার। স্বর্গাদি ভুক্তি, এবং জড় ঐশ্বর্য্যে নামী, ধামী, অবস্থা—জড়ান্তর্গত বিধায়, তাহাই মুক্তির বিরোধী হয়। এমন কি আধিকারিক দেব-দেবীতে লয়, বা তাঁহাদের সেবক হওয়ার বাঞ্ছাও—মুক্তির বিরোধী, কারণ আধিকারিক দেবদেবী, জড় অধিষ্ঠাত্রীরূপে জড়াবরণে স্বরূপ গোপন রাখায়, সে বিগ্রহে স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশ থাকে না, মায়িক ঐশী শক্তিরই প্রকাশ থাকে, সেই প্রকাশে যে লয়, বা সেবক হইবার বাঞ্ছা—তাহাও জড়ান্তর্গত। তাঁহাদের স্বরূপ কৃপায়—মুক্তি বা ভগবৎ ভক্তি—লভ্য।

অতএব অবিদ্যার জ্ঞান বা কর্ম্ম, মুক্তি বা ভক্তির বিরোধী। বিদ্যাগত জ্ঞান, যোগ, তপঃ, বৈরাগ্যই মুক্তির সোপান, এবং ভক্তিই ভগবৎ লাভের সম্বন্ধ সূত্র।

এই বিদ্যা লাভ হয় কি—সে? বিদ্যা এবং অবিদ্যা পৃথক্ বস্তু নহে। যেমন এক স্ত্রীই সহজ, এবং রজস্বলা ভেদে দ্বিবিধ, তদ্রূপ এক অপরাশক্তিই সহজ রূপে—বিদ্যা, এবং জড় প্রকাশে—অবিদ্যা। যদি তুমি জড়ে বীতশ্রদ্ধ হও, তাহা হইলে অবিদ্যাগত মন, আর জড় লইয়া ব্যস্ত না হওয়ায়, ক্রমশঃই মনে জড় প্রতিভাসের অল্পতা হেতু, চিত্ত শুদ্ধ হইতে থাকে, ক্রমশঃ শুদ্ধতায় যখন চিত্ত নির্ম্মল হয়, সেই

নির্ম্মল চিত্তই—বিদ্যা। কারণ মন যেমন সমষ্টি অবিদ্যার, ব্যষ্টি নিমিত্তাংশ—তেমনি সেই নির্ম্মল চিত্তও, সমষ্টি বিদ্যার, ব্যষ্টি নিমিত্তাংশ মাত্র।

জ্ঞানের দ্বিবিধ ভাব—বিচার জ্ঞান, এবং তপঃ গত জ্ঞান। বিদ্যার যে জ্ঞান বৃত্তি, তাহাই—বিচার গত জ্ঞান, এবং বিদ্যার যে যোগ বৃত্তি তাহাই—তপঃগত জ্ঞান। অবিদ্যার যাহা—কর্ম্মশক্তি, বিদ্যার তাহাই—তপঃশক্তি।

জড় কখন চিৎকে বন্ধন করিতে পারে না, কারণ জড়ে যে জ্ঞান, ক্রিয়াশক্তি—তাহাও জড়া। তুলা কখন অগ্নিকে আবরণ করিতে পারে না। জীব স্বরূপত চিৎ হেতু, সে নিত্য মুক্ত হইলেও, জড়ে অস্মিতায় সে—জড়ে বদ্ধ। অর্থাৎ তাহার এ বন্ধন আহংকারিক মাত্র। জড় অহংকারে সে জড় স্বরূপকেই স্বস্বরূপ মনে করত, বদ্ধের ন্যায় স্থিত। অর্থাৎ উন্মত্তের অহংকার যেমন উন্মত্তকে, মুক্তাবস্থাতেও বদ্ধ মনে করায়, তদ্রূপ জীব জড়ে বদ্ধ। উন্মত্তের অহংকারে যেমন তাহার সুস্থ অহংকার দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ জীবের স্বরূপ অহংকার দৃষ্ট হয় না। উন্মত্তের, উন্মত্ত অহংকার অপগমেই যেমন তাহার সুস্থ অহংকারের প্রকাশ, এবং সে প্রকাশে যেমন সে, উন্মত্ত অহংকার হইতে মুক্ত, এবং সে মুক্তি হেতু, উন্মত্ত অহংকার গত যে বৈচিত্র্য দর্শন, তাহাতেও আর তাহার রাগ থাকে না, তদ্রূপ বদ্ধ জীবের জড় অহংকার অপগমেই, তাহার স্বরূপ—কৃষ্ণ দাস অহংকারের—প্রকাশ, এবং সে প্রকাশে জড় অহংকার হইতে সে—মুক্ত। সে মুক্তি হেতু, জড় অহংকার গত যে সংসার দর্শন, তাহাতেও আর তাহার সে রাগ থাকে না।

এই জড় অহংকারের অপগম হয় কি—সে? সে জন্য মহাত্মা কপিল—সাংখ্য দর্শনে, কনাদ—বৈশেষিকে, গৌতম—ন্যায় দর্শনে,

জৈমিনী—উত্তর মীমাংসায় যে উপায় দর্শাইয়াছেন, তাহা প্রকৃষ্ট নহে। কারণ জীব, নিত্য সুখের জন্যই মুক্তি চাহে। জীবত্ব থাকিলে তবে সুখভোগ হয়, নচেৎ কে—সে সুখ ভোগ করিবে? কিন্তু কেবল জড় মুক্তিতে জীব—অণু হেতু, স্বরূপে জীবত্ব অনুভবই করিতে পারে না। না পারায়, আত্মা যে সুখ-স্বরূপ, তাহা তাহার বোধই হয় না। এ হেতু, সে ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় অন্বিত অর্থাৎ আত্মনির্ব্বাণ মনে করে।

অতএব ব্রহ্ম, পরমাত্ম লয়—প্রকৃত মুক্তি নহে—আত্মনাশ মাত্র। প্রকৃত মুক্তি তাহাই—যখন আত্মা জড় প্রতিবন্ধকে যে নিত্য সুখ-ভোগ করিতে পারিতেছিল না—তাহাই ভোগ করিবে।

জড় প্রতিবন্ধকে আত্মা—কি ভোগ করিতে পাইতেছেন না? স্বাত্ম ভোগ—না—ভগবৎ ভোগ? উভয়ই বটে, কিন্তু ভগবৎ ভোগই বলিতে হইবে। কারণ ভগবৎ ভোগ বিনা স্বাত্ম ভোগও অসম্ভব। সূর্য্য সম্বন্ধ ভিন্ন, চক্ষু থাকিলেও—না থাকার সমান হয়। তদ্রূপ ভগবৎ সম্বন্ধ ভিন্ন মুক্ত, মুক্ত হইয়াও অমুক্তের ন্যায়ই থাকেন, ভগবৎ সুখত ঘটে না, আত্ম সুখও ঘটে না। কারণ সূর্য্য সম্বন্ধ বিনা চক্ষু যেমন দীপ্তিহীন, তেমনি ভগবৎ সম্বন্ধ বিনা জীব—জড়। এ হেতু কপিল ঈশ্বর অবিশ্বাসী হইলেও, তাঁহার মতে যে মুক্তি—তাহা জৈমিনী, কনাদ, গৌতম, পতঞ্জল মতের মুক্তি হইতে—ভিন্ন নহে। সাধনে ভিন্ন হইলেও, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এইরূপ মুক্তির পথই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ, তাঁহার মতে মায়া মিথ্যা—অলীক হইলেও, ব্যবহারিক সত্য।

এ হেতু ভগবান বেদব্যাস, উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তদর্শনে যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃষ্ট। কারণ মায়াশক্তিতে মায়া ধৌত হইবার নহে, চিৎ শক্তির উদয়েই, অন্ধকার যেমন আলোকের উদয়ে পলায়, তেমনি মায়া দূর হয়। চিৎ শক্তিতেই জড় পরি-

হার, জড় পরিহারে মুক্তি, এবং চিৎ পুষ্টিতে জীবের মায়াতীত স্ব স্বরূপের প্রকাশ, এবং সে প্রকাশে ভগবৎ ও আত্ম দর্শন, সে দর্শনে নিত্য সুখ লাভ ঘটে।

মায়াবাদীরা চিৎ বৈচিত্র্যকে মায়া বলেন, কারণ মায়াই পরিণামে বৈচিত্র্য রূপা। চিৎ মায়াতীত হেতু, তাহাতে যে বৈচিত্র্য, তাহা মায়া গত নহে, এবং নিত্য। জড় পরিণাম অনিত্য। যাহা অনিত্য তাহাই দুঃখকর, যাহা নিত্য, তাহাই সত্য। যাহা সত্য, তাহাই জ্ঞানানন্দ জননী। যাহা জ্ঞানানন্দ জননী, তাহাই বৈচিত্র্য রূপা, এ হেতু চিৎ বৈচিত্র্য—নিত্য। জড় তমময়ী—এ হেতু অব্যক্ত চিৎ শক্তিই তাহা ব্যক্তে পরিণামে প্রকট করেন। অতএব তাহার অনিত্য পরিণাম দর্শনে, চিৎ বৈচিত্রে বীতরাগ, মায়ার খেলা মাত্র। মায়াবাদীরা ভগবানের চিৎ শক্তি স্বীকার করেন না, সে হেতু তাঁহাদের মতে ভগবান নির্ব্বিশেষ। যাহা নিত্য নির্ব্বিশেষ, তাহা মায়ার বিশেষে বিশেষ হইতে পারে না, কারণ চিৎ এবং মায়া ভিন্ন ধর্ম্মা। মায়া জড়া হেতু, জড় চিৎকে গ্রাস করিতে পারে না। মায়া—শক্তিস্বরূপা, চিৎ—শক্তিমান স্বরূপ। শক্তিমান নির্ব্বিশেষ হইলে, শক্তিকেও নির্ব্বিশেষ থাকিতে হয়, কারণ শক্তি নিত্য পরতন্ত্র।

অব্যক্ত মায়ার সবিশেষ ভাবে জানা যায়, ভগবান নিত্য সবিশেষ, সে হেতু চিৎ স্বরূপ ভগবান চিৎ শক্তি যুক্ত, কারণ শক্তি ভিন্ন বস্তু সবিশেষ হইতে পারে না; এবং মায়া জড়া হেতু, তৎ পরিণামেও জানা যায়, যে ভগবৎ শক্তি ভিন্ন মায়া, সবিশেষ পরিণামে নীত হইতে পারেন না। অতএব চিৎ বৈচিত্র্য মায়াগত নহে, এবং জীব সেই পুষ্টিতেই জড় পরিহারে মুক্ত স্বভাবে, নিত্য ভগবৎ দাস স্বরূপে স্থিত হয়। নির্ব্বাণে আত্মলয় সাধিত হয় মাত্র। আত্মলয় কখন প্রকৃত মুক্তি হইতে পারে না!

স্বকাম কর্ম্ম মুক্তির বিরোধী হইলেও, নিষ্কাম কর্ম্ম মুক্তির বিরোধী নহে, বরং সোপান বিশেষ। কারণ নিষ্কাম কর্ম্মেই জ্ঞান পরিপক্ক হয়।

কর্ম্ম ফল ত্যাগই—সন্ন্যাস। কর্ম্মত্যাগে সন্ন্যাস হইতে পারে না। কারণ, কর্ম্ম শূন্যে জীবের স্থিতি নাই। সূক্ষ্মশরীর প্রকৃতির নিয়মে পরিচালিত হেতু, বদ্ধ জীব তৎবশেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত। অতএব কর্ম্ম ত্যাগও হয় না, কর্ম্মত্যাগে সন্ন্যাসও হয় না।

নিষ্কাম কর্ম্মে—সন্ন্যাসে যে, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের উদয়, সেই জ্ঞানে চিত্তের প্রকৃতি লয়ে, ব্রহ্ম আত্ম স্বরূপের যোগে, বদ্ধ আত্মার যে জড় মুক্তি—তাহাই জ্ঞানযোগ। তপঃদ্বারে যে যোগশক্তি রূপ জ্ঞানের উদয়, তদ্বারে চিত্তের প্রকৃতি লয়ে, পরমাত্ম আত্ম স্বরূপের যোগে, বদ্ধ আত্মার যে জড় মুক্তি—তাহাই যোগযোগ। অতএব যোগ কাহাকে বলে? জড়রাগে জীব, চিৎ রাগ হইতে বিচ্ছিন্ন, জড়রাগকে—চিৎরাগে, যোগ করার নামই—যোগ। একদিকে যেমন জীব-রাগ ও চিৎরাগে যোগ, অন্য দিকে তেমনি চিত্তকে, প্রকৃতিতে যোগ করাই—যোগ, অর্থাৎ চিত্তই ভগবান ও জীবের ব্যবধানে ক্রিয়া করায়, জীবের জড়রাগ। যদি চিত্তকে, প্রকৃতিতে লীন করা হয়, তাহা হইলেই জীব-রাগ, চিৎ রাগে যুক্ত হয়।

তপঃও—নিষ্কাম কর্ম্ম। তবে জ্ঞানযোগে এবং যোগযোগে প্রভেদ কি? নিষ্কাম কর্ম্ম—সন্ন্যাস, এবং তপে প্রভেদ এই, তপে—কর্ম্মের আধিক্য, এবং সন্ন্যাসে—জ্ঞানের আধিক্য। জ্ঞানাধিক্যে জ্ঞান যোগের ফল—সদ্য মুক্তিতে, ব্রহ্ম নির্ব্বাণ, এবং তপাধিক্যে যোগ-যোগের ফল—ক্রম মুক্তিতে, পরমাত্ম নির্ব্বাণ। জ্ঞানযোগ এবং যোগ-যোগ উভয়ই জ্ঞানাশ্রিত হইলেও, যেমন জ্ঞানের ইতর বিশেষে ভিন্ন, তদ্রূপ ফলেও ভিন্ন। কারণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা এক বস্তু হইলেও, ব্রহ্ম—নির্ব্বিশেষ এবং পরমাত্মা শক্তি স্বরূপে—বিশেষ। কিন্তু মুক্তিতে জীব

নির্ব্বাণ প্রাপ্তে সে নির্ব্বিশেষ,বিশেষের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে না। না পারিলেও—ব্রহ্ম নির্ব্বাণই প্রশস্ত, কারণ পরমাত্মা জড়াতীত হইলেও তিনিই জড়ের আশ্রয়, কিন্তু ব্রহ্ম জড় সম্বন্ধ হীন হওয়ায় জীব, পরমাত্মা নির্ব্বাণে, কচিৎ জড় সম্পর্কে আবার জড়ে নীত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম নির্ব্বাণে তাহা অসম্ভব।

জ্ঞানযোগে, যোগযোগে যেমন নিষ্কাম কর্ম্ম সোপান স্বরূপ, তদ্রূপ, ভক্তিযোগেও নিষ্কামকর্ম্ম সোপান স্বরূপ হইলেও, লক্ষ্য ভেদে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বিবিধ। জড় পরিহারে মুক্তি হেতু যে নিষ্কাম কর্ম্ম—তাহাই সন্ন্যাস, এবং ভক্তি হেতু যে নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহা ভক্তিই। এ কারণ ভক্তিযোগের ভক্তিই সোপান, ভক্তিই ভগবৎ প্রাসাদ। কারণ অবি-দ্যায় যাহা কর্ম্ম শক্তি, তাহাই বিদ্যায় মুক্তিপক্ষে নিষ্কাম কর্ম্ম—তপঃ, এবং ভক্তি পক্ষে—ভক্তিশক্তি।

এই ভক্তিতে যে চিৎ জ্ঞানের উদয়, সেই চিৎ জ্ঞানে চিত্তের প্রকৃতি লয়ে, আত্মায় ভগবৎ স্বরূপের যোগে, বদ্ধ আত্মার যে জড় মুক্তি, এবং ভগবৎ রস আস্বাদনে, আত্মস্বরূপের যে পুষ্টি—তাহাই ভক্তিযোগ।

এ হেতু শাস্ত্র মুক্তি এবং ভক্তি লাভ হেতু, এই তিনটী যোগপথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র।

জ্ঞান যোগ দ্বিবিধ—এক শাস্ত্রীয়, এক অশাস্ত্রীয়। শাস্ত্রীয় আবার দ্বিবিধ, এক নির্ব্বিশেষ, এক সবিশেষ। বৌদ্ধমত নিরশনের জন্যই শিব অবতার—শঙ্করাচার্য্যই নির্ব্বিশেষ বাদ প্রচার করেন, সবিশেষ জ্ঞান বাদ বা ভক্তিবাদ সাধারণের বোধগম্য নহে, এবং ভগবৎ অবিশ্বাসী ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদী, বৌদ্ধের তাহা লভ্য নহে, এ হেতু নির্ব্বিশেষ বাদেই বৌদ্ধমত খণ্ডন তাহার উদ্দেশ্য।

সবিশেষ জ্ঞানবাদই—ভক্তিযোগ। কারণ বৃত্তি রূপা ক্রিয়াতেই,

বস্তু—বিশেষ, এবং বস্তুর জ্ঞান বৃত্তি, সেই বিশেষেই বৈচিত্র্যে অভেদ ভাবে—ভক্তি রূপা।

বুদ্ধদেব হইতেই অশাস্ত্রীয় জ্ঞানবাদের প্রচার। ইহাও ভগবানের লীলা। ভগবান বুদ্ধরূপে দেখাইয়াছেন যে, এরূপ জ্ঞানবাদের ফল কি ?

বৌদ্ধমত, নিরীশ্বরবাদী চার্ব্বাক মতেরই রূপান্তর। চার্ব্বাক বলেন, যেমন হরিদ্রার—হরিদ্রাবর্ণ ও চূর্ণের—শুক্লবর্ণ, এক যোগে রক্ত বর্ণের উদয় করে, তদ্রূপ এই দেহ অচেতন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইলেও, তাহাতে চৈতন্য গুণের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। মরণে এই গুণের বা আত্মার ধ্বংশ। অতএব বেদাদি ধর্ম্মের প্রয়োজন কি ?

বুদ্ধদেব এইরূপ আত্মার স্বীকারে মরণেই যে আত্মার লয়, তাহা স্বীকার করেন না। তিনি মরণে পুনর্জন্ম স্বীকারে, মুক্তিতে আত্ম লয় উপদেশ দেন। চার্ব্বাক মতের ধ্বংশই, তাঁহার মতে মুক্তি বা মোক্ষ, তবে ধ্বংশের জন্য চার্ব্বাক সাধনের স্বীকার করেন না, বৌদ্ধ মত স্বীকার করেন, এই প্রভেদ। এই প্রভেদেই চার্ব্বাক যেমন বলেন—ঋণ করিয়াও ঘৃত খাও, কামিনী সম্ভোগ কর, ইহাই পুরুষের পুরুষার্থ, বৌদ্ধেরা তাহা বলেন না, বলিতে পারেন না। কারণ বৌদ্ধেরা পুনর্জন্ম স্বীকার করেন।

বুদ্ধ, বৌদ্ধ মতের প্রবর্ত্তক হইলেও, শিষ্যদিগের মত ভেদে বৌদ্ধেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। সকল বৌদ্ধই ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদী, চার্ব্বাক মতানুযায়ী, আত্ম নিত্যতার অপলাপী এবং নিরীশ্বর বাদী।

এই মতে কিছুই কিছু নহে, সবই শূন্য। শূন্য হইতেই কিছু, কিছু হইতেই শূন্য, শূন্যই মোক্ষ। অতএব জীবও শূন্য—অনিত্য।

শঙ্করের জ্ঞানবাদে—মোক্ষ স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম নিত্য, সৎ চিৎ আনন্দ

স্বরূপ। ব্রহ্মই—অবিদ্যায় জীব, মায়ায় ঈশ্বর রূপে দৃষ্ট, জীব—ব্রহ্মে ঐক্যই—মোক্ষ। এ হেতু বৌদ্ধ নির্ব্বাণ, এবং শঙ্করাচার্য্যের মোক্ষ বা নির্ব্বাণ—একার্থক নহে।

বৌদ্ধমতে আত্মা—ক্ষণিক, শঙ্করাচার্য্য মতে আত্মা—নিত্য। বৌদ্ধ মতে ক্ষণিক আত্মার একান্ত ধ্বংশই মোক্ষ বা নির্ব্বাণ, শাঙ্কর মতে জীবের অবিদ্যা শূন্যে, জীব—ব্রহ্মে ঐক্যতাই মোক্ষ। ব্রহ্ম নিত্য, জীবই অবিদ্যা শূন্যে—ব্রহ্ম।

যোগশক্তিগত যোগ চতুর্ব্বিধ—হটযোগ, মন্ত্রযোগ, রাজযোগ, এবং লয়যোগ। হটযোগে—স্থূলদেহ শুদ্ধি; মন্ত্রযোগে—সূক্ষ্মদেহ শুদ্ধি; রাজযোগে—ঈড়া-পিঙ্গলাদি পঞ্চতত্ত্ব শুদ্ধি; এবং লয়যোগে—সুষুম্নাদি ষটচক্র শুদ্ধি।

হটযোগের লক্ষ্য—মায়িক। মন্ত্রযোগ সকামে—মায়িক, নিষ্কামে—রাজযোগান্তবর্ত্তী। রাজযোগের লক্ষ্য—বিরাটরূপী ভগবান বিষ্ণু, এবং লয়যোগের লক্ষ—দেহশিরে সহস্রদলে দিব্য মালা শোভিত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ পরমাত্মা। ভগবান বেদব্যাস এই লয় যোগে সিদ্ধ শুনা যায়।

লয়যোগে—মনের লয় সাধিত হয়। সাধনে—অধঃশক্তি অবিদ্যাকে আকুঞ্চন করত, মধ্যশক্তি জাগ্রত বিদ্যাদ্বারে, উর্দ্ধশক্তি রূপ চিৎ বা পরাশক্তিকে উদ্বোধন করিলে, তবে চক্রাদি ভেদে আজ্ঞাচক্রে মনের লয় সাধিত হয়।

এই তিনটী পথ নির্দ্দেশ করিলেও, ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহাতেই প্রকৃত মুক্তি। জ্ঞানের মুক্তি—নামে মুক্তি হইলেও—ফলে আত্মনির্ব্বাণ মাত্র। এ হেতু জড় পরিহারে, স্বরূপ দর্শনে, এবং ভগবৎ রস আস্বাদনের এক মাত্র অভিধেয়ই—ভক্তি।

অভিধেয়—ভক্তি।

ভক্তি দ্বিবিধ—পরাভক্তি, এবং অপরাভক্তি। অপরাভক্তি আবার—স্বকাম, নিষ্কাম ভেদে দ্বিবিধ। স্বকাম ভক্তিকে—গুণীভূতা, এবং নিষ্কাম ভক্তিকে—প্রধানীভুতা বলা হয়। অবিদ্যার জ্ঞান, কর্ম্ম প্রধানে যে ভক্তি, মুক্তি বা আত্মস্বরূপ না লক্ষ্য করিয়া, দেবদেবী আরাধনায় জড়গত সুখ লক্ষ্য করে, সেই ভক্তিই—সকামভক্তি। আর যে ভক্তি জ্ঞান, কর্ম্মে যুক্তা হইয়াও জ্ঞান, কর্ম্ম ত্যাগ মানসে ভগবানেই কর্ম্ম ফল সমর্পণে উদিত—তাহাই নিষ্কাম ভক্তি।

সকাম বা নিষ্কাম ভক্তির বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার নাই। যাঁহার যাহাতে অধিকার, তিনি তাহাতেই ব্রতী হইবেন—ইহাই উত্তম। এ বিধায় বৈধীভক্তি পক্ষেও আমাদের কোন কথাই নাই, কোন বিরোধও নাই, তবে রাগভক্তিতে ইহাদের অপ্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশে, যদি কোন স্থানে কিছু বলা হয়, তাহা রাগভক্তি পক্ষেই বুঝিতে হইবে।

নিষ্কাম ভক্তি আবার—সাত্ত্বিকী এবং বৈধী ভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞান কর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ জীবের যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা জ্ঞানে আত্মশ্রদ্ধা, তাহাই —সাত্ত্বিকী ভক্তি, এবং শাস্ত্র বাক্য রূপ বিধি অনুসরণে জীবের যে ভগবৎ বিগ্রহে শ্রদ্ধা—তাহাই বৈধীভক্তি।

অতএব ভক্তি ভিন্ন কোন যোগই সিদ্ধ হয় না।

সাত্ত্বিকী ভক্তি আবার—জ্ঞানমিশ্রা ও কর্ম্ম মিশ্রা ভেদে দ্বিবিধ। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিতে—কর্ম্মফল, ব্রহ্ম পরমাত্মে সমর্পণ, এবং জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিতে—ব্রহ্ম বা পরমাত্মা জ্ঞানানুশীলন। এই ব্রহ্ম জ্ঞানানুশীলনে ব্রহ্ম বা জ্ঞানযোগ, এবং পরমাত্মা জ্ঞানানুশীলনে পরমাত্ম, বা যোগ-যোগ সিদ্ধ হয়। এ উভয়েরই ফল নির্ব্বাণ মোক্ষ।

———

বৈধীভক্তি।

বৈধীভক্তি আবার—আরোপসিদ্ধা, ও সঙ্গসিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধ।

বৈধীভক্তির শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি জড়া হেতু, পরাভক্তির শ্রবণ, কীর্ত্তনাদির ন্যায় স্বয়ং সিদ্ধা নহে। না হইলেও, পরাভক্তির অনুকরণে আরোপে সিদ্ধ হয় বলিয়াই, তাহাকে আরোপসিদ্ধা বলা হয়।

বৈধীভক্তির পরোক্ষ চিদানুশীলন, পরাভক্তির অপরোক্ষ চিদানুশীলনের ন্যায় স্বয়ং সিদ্ধা না হইলেও, যখন পরাভক্তির সঙ্গেই অর্থাৎ ভগবৎ ভক্ত সঙ্গ গুণে, কালে ইহা চিৎ—পরা ভাবে সিদ্ধ হয়, তখন ইহাকে—সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়।

পরাভক্তি—স্বরূপেই সিদ্ধ অর্থাৎ চিৎ স্বরূপা। এ হেতু পরা ভক্তিকে—স্বরূপসিদ্ধা বলা হয়। আরোপসিদ্ধা ভক্তি বিশুদ্ধ নহে। অবিদ্যা জ্ঞান, কর্ম্মে জড়িত। দীক্ষায়—নাম মহিমায়—সাধু, গুরু সঙ্গে বিদ্যা শুদ্ধ হইলেই, তাহাতে চিৎ শক্তির যে উদয়, তাহাই শক্তিসঞ্চার। সেই শক্তি সঞ্চারে, বিদ্যা নিদ্রিত জড় ভাব ত্যাগে, জাগ্রতে চিৎ শক্তিতে অভেদ হইলে সিদ্ধা ভাবে উদিত হয়। তাহাতে জীবের অনু ভক্তিও শুদ্ধাভাবে উদিত হওয়ায়, তদ্বারে জীব, স্বরূপ সিদ্ধে ভগবানের মহান চিৎ ঐশ্বর্য্যের মহিমজ্ঞান যুক্ত হইয়া, ভোগাবসানে বস্তুসিদ্ধে অর্থাৎ চিৎ সহযোগে, বিদ্যার চিৎ ভাবে, রতি অনুসারে চিৎ জগতে নারায়ণ ধামে নীত হয়।

ইহাতে দেখা যায়, ভগবান নিত্য স্বপ্রকাশ হেতু, ভগবৎ তত্ত্বের সাধন নাই, জীবই আত্ম তত্ত্বে ভ্রান্ত, এ হেতু আত্মতত্ত্বই সাধন।

এ কারণ বৈধী বা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিতে রতি—স্বকীয়া। কারণ মহিম জ্ঞান—চিৎ ঐশ্বর্য্য অহংকার স্বরূপা। সে হেতু বৈধীভক্তের, স্বকীয়া রতিই লাভ হয়। কারণ অনিত্য সুখ, দুঃখে বীতশ্রদ্ধ হইয়া

নিত্য সুখ লাভের জন্যই, বৈধীভক্তের ভগবৎ অনুশীলন। সে অনুশীলনে, ভগবান—নারায়ণ যে একমাত্র সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য পতি বা শক্তিমান, এবং সমস্তই যে তাঁহার শক্তি, এই জ্ঞানে বৈধীভক্ত, পত্নী যেমন পতির উপর স্বজোরে নির্ভর করেন, তদ্রূপ ভগবানে নির্ভর করেন, এ হেতু এ রতিকে—স্বকীয়া রতি বলা হয়।

বৈধীভক্তিতে যে মহিম জ্ঞান লাভ, তাহাও ভক্ত বা সাক্ষাৎ ভগবৎ কৃপা সাপেক্ষ। জীব—ভগবৎ ভজনে অগ্রসর হইলেই চিত্ত ক্রমশঃ শুদ্ধ হইতে থাকে। শুদ্ধচিত্তে ভক্ত বা ভগবানের দৃষ্টি পড়ে, সে দৃষ্টিতে বৈধীভক্ত, ভক্ত বা ভগবৎ কৃপা লাভ করেন।

সে কৃপা লাভে, বৈধীভক্তের আর বিধি শাস্ত্রের অপেক্ষা না থাকিলেও, বৈধীভক্ত কিন্তু বিধি ত্যাগ করেন না। যদিও সে ত্যাগে তখন ভক্তির কোন ত্রুটি হয় না, তত্রাচ লোক হিতার্থে বিধি মধ্যেই বিচরণ করেন। না করিলে, যাঁহাদের সে কৃপা লাভ হয় নাই, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া বিপথগামী হইতে পারেন। হইলে আর সে কৃপা লাভ হইবার নহে। কারণ বৈধীর, বৈধীভক্তিতেই চিত্ত শুদ্ধি, এবং চিত্ত শুদ্ধিতেই ভগবৎ কৃপা লাভ। ভগবৎ কৃপা লাভে সে চিত্ত, আর অশুদ্ধ হয় না। অতএব বিধির অপালনেও ক্ষতি হয় না, না হইলেও এ সংবাদ নিম্নাধিকারীকে দেওয়া হয় না।

রাগভক্তি।

পরাভক্তি রাগময়ী। এ হেতু পরাভক্তিকে রাগভক্তি, বা রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হয়। অর্থাৎ বৈধীভক্তি—জড়া, জড়—রাগ শূন্যা, পরাভক্তি চিৎ স্বরূপা, এ হেতু—রাগময়ী। ইষ্ট আবেশই

রাগ, সেই ইষ্টই—কৃষ্ণ, এ হেতু রাগভক্তি—কৃষ্ণাকর্ষণী। এই রাগ ভক্তির উদয়ে সমস্ত অশুভ দূর হয়, এ হেতু রাগভক্তি—শুভদা। সংসার পক্ষে মোক্ষসুখ শুভ হইলেও, ভক্তি পক্ষে মোক্ষসুখও অশুভ বলিয়া বোধ হয়, এ হেতু ভক্তি—মোক্ষলঘুতাকৃৎ। কৃপা ভিন্ন রাগভক্তি লাভের অন্য উপায় নাই, এবং সে কৃপাও দুর্লভ, এ হেতু রাগভক্তি—সুদুর্লভা। ব্রহ্মানন্দ হইতেও গাঢ় আনন্দ স্বরূপ, এ হেতু রাগভক্তি—সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা। ভক্তি জ্ঞানানন্দ স্বরূপ হেতু, তৎ উদয়ে অবিদ্যা ক্লেশ দূর হয়, এ হেতু রাগভক্তি—ক্লেশঘ্নী।

সম্বিৎ সার সমবেত—হ্লাদিনীসারই রাগাত্মিকা বা রাগভক্তির স্বরূপ। কারণ হ্লাদিনী প্রভাবে যে সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী, তাহা সর্ব্ব সম্বিৎ, এবং সর্ব্ব হ্লাদিনীর সার।

ভক্তি—বৃত্তি বিশেষ। কারণ, স্বরূপ বৃত্তিই হ্লাদিনী প্রভাবে অদ্বয় ভাবে—ভক্তিশক্তি রূপা। হ্লাদিনী প্রভাব গত সন্ধিনীতে, স্বরূপবৃত্তির লঘু প্রকাশ হেতু, ভক্তিস্বরূপে—বল, অপ্রকাশ ভাবেই থাকে। সম্বিৎ, সন্ধিনী প্রভাবে—বলের, প্রকাশের ইতর বিশেষে, ওই স্বরূপবৃত্তিই, সম্বিতে—নিমিত্ত, ও সন্ধিনীতে—উপাদান শক্তি রূপে উদিত। হ্লাদিনী প্রভাবেই বৃন্দাবন—এ হেতু ব্রজবাসীগণই রাগাত্মিকা ভক্তিতে সিদ্ধ। কারণ, সন্ধিনী চিৎ স্বরূপা, সেই চিৎ প্রধান ভক্তিতে, দ্বারকাবাসী ভগবানের মহান ঐশ্বর্য্যে, মহিমজ্ঞান যুক্ত। সম্বিৎ মিশ্র স্বভাবা হেতু, মথুরাবাসী এ উভয় ভাব সমন্বিত।

বৈধীভক্তিতে জীবের চিত্ত শুদ্ধিতে, যেরূপ ভগবান স্বয়ং রূপে বা ভক্ত রূপে উদয় হইয়া, তাহার নিদ্রিত চিত্তকে জাগরিত করায়, হৃদয়ে পরাশক্তি গত ঐশ্বর্য্যশক্তির সঞ্চার হয়, তদ্রূপ গুণ

বান বা ভক্ত অবলম্বনে—সঙ্গে, রাগভক্তের যে চিত্ত শুদ্ধি, তাহাতে ভগবান বা ভক্ত, তাহার নিদ্রিত চিত্তকে জাগরিত করায়, হৃদয়ে পরাশক্তি গত মাধুর্য্যশক্তির উদয় হয়। এই উদয়কেই রাগমার্গের শক্তিসঞ্চার বলে।

এ হেতু রাগ দ্বিবিধ—এক মহিম জ্ঞান যুক্ত, এক কেবলা। বৈধীভক্তি বর্ণনে মহিম জ্ঞান যুক্ত রাগের উল্লেখ করা হইয়াছে, এ স্থলে কেবলারাগেরই উল্লেখ করা হইতেছে।

জীবে বিদ্যা নিদ্রিত ভাবে থাকায়, জীব নিদ্রিত। নিদ্রিত ব্যক্তি কখন আপনাকে বা অপরকে জাগরিত করিতে পারে না। ভক্ত বা গুরুই—জাগ্রত। গুরু কৃপায় বিদ্যা জাগরিত হইলে, তৎ অধিষ্ঠাত্রী যোগনিদ্রা, বা যোগমায়া জাগ্রত স্বরূপে প্রকাশ পান, নচেৎ যোগনিদ্রা বা যোগমায়া জড় ভাবে নিদ্রিতা নহেন। না হইলেও অধিষ্ঠানের নিদ্রা, অনিদ্রায় যেমন অধিষ্ঠাত্রীর জাগ্রত, নিদ্রায় নাম করণ হয়, তদ্রূপ যোগমায়া, যোগনিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী কুণ্ডলিনীর জাগরণ, নিদ্রা কল্পনা করা হয়। নচেৎ কুণ্ডলিনী রূপা স্বরূপশক্তি নিত্য জাগ্রতা, কেবল জীব পক্ষেই তাঁহার সে জাগ্রত, নিদ্রা ভাব মাত্র।

এইরূপে রাগাত্মিকা ভক্তির উদয়ে, জীবের স্বগত অনুভক্তি, তৎ অনুগত হইয়া তৎ স্বরূপা হয়, সে হেতু জীবের ভক্তিকে—রাগানুগা ভক্তি বলা হয়। সে হেতু রাগাত্মিকাভক্তির যে যে বিশেষ, রাগানুগাভক্তিরও সেই সেই বিশেষ দৃষ্ট হয়, এবং রাগাত্মিকা ভক্তিতে ব্রজবাসীগণ ভক্তির যে যে বিশেষে, যে যে রস উপলব্ধি করেন, জীবও তদ্রূপ করেন।

এই দ্বিবিধ রাগভক্তি—প্রেম, ভাব, সাধন ভেদে, ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশিত হইলেও—স্বরূপে এক। অর্থাৎ এক ভক্তিই, বিস্তার

তন্দ্রা ভাবে—সাধনভক্তি রূপে; জাগ্রত ভাবে স্বরূপে—ভাবভক্তি রূপে, এবং জাগ্রত ভাবে স্বরূপ বৈচিত্র্যে, সাধ্য বা প্রেমভক্তি রূপে উদিত হন। ভক্তির আবির্ভাবে বিদ্যার তন্দ্রা কাটে, সেই আবির্ভাব ভজনই—সাধন। সাধনে ভক্তির উদয়, সে উদয়ে ভজন, সে ভজনে বিদ্যার জাগরণ, সে জাগরণে ভক্তি স্বরূপের বিশেষ ভাব দর্শন, সে দর্শনে যে সাধন, তাহাই—ভাব-সাধন। সে দর্শনে বিদ্যার আত্মসমর্পণ, সে সমর্পণে ভক্তির পূর্ণ প্রকাশ, সেই পূর্ণ প্রকাশই —প্রেমভক্তি।

প্রয়োজন—প্রেম।

এই প্রেমই প্রয়োজন। কারণ প্রেমই ঘনীভূতে ভাব, মহা ভাব রূপা। ভগবান এই ভাব, মহাভাব রূপা প্রেম সূত্রেই নিত্য বাঁধা। এ হেতু জীবের প্রেমই—প্রয়োজন।

অপরাধী জীব এবং অবিদ্যার, আকর্ষণ যেমন স্বভাব সিদ্ধ তেমনি ভগবান ও এই মহাভাবের আকর্ষণ, স্বভাব সিদ্ধ—নিত্য। এই মহাভাবে এক মাত্র রাধিকাই—মহাভাব স্বরূপিনী। এ হেতু ভগবান, রাধা কৃষ্ণে নিত্য যুগল। রাধা ভাবে জীব, সাধন সিদ্ধে, রাধারই বৃত্তি বিশেষ হেতু, সাক্ষাৎ ভগবৎ সেবার অধিকারী হন।

প্রেমই প্রয়োজন, ভগবান সেই প্রয়োজনের—স্বরূপ। কারণ ভগবানই শক্তিতে অদ্বয় ভাবে পরাক্রম রূপা, এবং সেই পরাক্রমই বৃত্তিরূপে হ্লাদিনী প্রভাব গত শুদ্ধ সত্বে—ভক্তি স্বরূপিনী। সেই ভক্তিই গাঢ়তায়—প্রেম স্বরূপা। সেই প্রেমে যেমন রাধিকা—প্রেম স্বরূপিনী, তেমনি জীব সেই প্রেমে অভেদ ভাবে, রাধিকার প্রেম বৃত্তি স্বরূপা।

এই প্রেমভক্তি লক্ষ্য ভেদে দ্বিবিধ—কামানুগা, এবং সম্বন্ধানুগা। কাম—প্রেমময় তৃষ্ণারূপা। জড়ে—কাম, জীবকে ভগবৎ বিস্মরণ করায় বলিয়া যে রূপ হেয়, চিৎ তত্ত্বে কাম, ভগবৎ আকর্ষণ করে বলিয়া ততোধিক উপাদেয়।

কামানুগা আবার দ্বিবিধ—সম্ভোগেচ্ছাময়ী, এবং তদ্ভাবেচ্ছাময়ী। সম্বন্ধানুগাও দ্বিবিধ—ভক্ত সম্বন্ধ ও আনুগত্য সম্বন্ধ।

ভক্তির নববিধ স্বরূপ—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চন, দাস্য, পরিচর্য্যা, সখ্য, আত্মনিবেদন।

ভাবের নামান্তর—রতি। রতি দ্বিবিধ—স্থায়ী ও সঞ্চারী। স্থায়ী আবার দ্বিবিধ—প্রেমাঙ্কুর এবং প্রেম। এই প্রেম আবার দ্বিবিধ—মহিম জ্ঞান যুক্ত, এবং কেবলা। মহিম জ্ঞান যুক্ত প্রেমই —ঐশ্বর্য্য গত, এবং কেবলা প্রেমই—মাধুর্য্য গত।

রতি ভেদে ভক্তি রস্ পঞ্চবিধ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর বা উজ্জ্বল।

মধুররতি, ত্রিবিধ—সমর্থা, সমঞ্জসা, সাধারণী। সমর্থা রতিকে ইহারা উৎকর্ষা রতি ও বলেন। রতির গাঢ়ত্বই প্রেম, এবং পরিণত অবস্থাই—স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, এবং ভাব।

অবিচিন্তিত ভাবই—মহাভাব। এই মহাভাবেই শ্রীমতী রাধিকা —কৃষ্ণ বিনোদিনী।

ভক্ত বা সাক্ষাৎ ভগবৎ কৃপাই—রাগভক্তি লাভের এক মাত্র উপায়। বৈধীভক্তির কোন সাধনেই ইহা লাভ হইবার নহে।

উভয় রাগেরই প্রকাশ—দ্বিবিধ। ভাবোত্থ এবং অতিপ্রসাদোত্থ। নিরন্তর রাগভক্তের সঙ্গ গুণে ইহার যে সঞ্চার—তাহাই ভাবোত্থ, এবং সাক্ষাৎ হরি কৃপায় যে সঞ্চার—তাহাই অতিপ্রসাদোত্থ।

বৈধীভক্তিযোগে যে মহিমজ্ঞান লাভ, তাহাও এই কৃপা

সাপেক্ষ। বৈধীভক্তিযোগে—কালে, এই মহীম জ্ঞানই লাভ হয়, —ইহাই মহীমরাগভক্তি স্বরূপা।

রাগভক্তিতে যে চিত্ত-শুদ্ধি, ত'হা—জ্ঞানী, যোগীর চিত্তশুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র। কারণ, রাগানুগভক্তের চিত্ত—জাগ্রতে শুদ্ধ।

আত্মমায়ার যেমন নিমিত্তে—মাধুর্য্যপরা, উপাদানে—ঐশ্বর্য্যপরা রূপে স্থিতি হেতু, শুদ্ধসত্বের মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য ভাব, এবং সম্বিৎ মিশ্রা হেতু—মিশ্র ভাব; তদ্রূপ অপরার—নিমিত্ত, উপাদানে—বিদ্যা এবং অবিদ্যা রূপে স্থিতি হেতু, বিদ্যার নিমিত্ত, উপাদানে —অপরসত্বের যে দুই ভাব, তাহাতেই জীব রাগাত্মিকাভক্তি গত, কেবলারাগ এবং মহীমরাগভক্তির উদ্দেশ পায়।

এ হেতু ঐশ্বর্য্যে যে মাধুর্য্য নাই—তাহা নহে, এবং মাধুর্য্যে যে ঐশ্বর্য্য নাই—তাহা নহে। এক—একের দ্বারায় আবৃত মাত্র। আবৃত হইলেও সম্পূর্ণ আবরিত দেখা যায় না, সে হেতু মাধুর্য্যপরা, ঐশ্বর্য্যপরা এবং উভয় মিশ্রনের—এই মাধুর্য্য, মিশ্র এবং ঐশ্বর্য্যের যে ছায়া, তাহাতেই অপরসত্বেরও—এ তিন ভাব। সেই ভাবে জীবের দেহ অম্বিত হেতু, তাহাতে অম্বিতায় জীবেরও—এ তিন ভাব। কাহার ভগবৎ সত্ব-ঐশ্বর্য্যে—ভগবৎ স্মরণ, কাহার সত্ব-মাধুর্য্যে—ভগবৎ স্মরণ, কাহার বা উভয় ভাবেই—ভগবৎ স্মরণ।

অবিদ্যার ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে, বৈধী যেমন নিত্যানিত্য বিবেকে—শেষ, বিদ্যার উপাদান ভাব জাগরণে—মহীমরাগ ভাবে, ঐশ্বর্য্যাধীপতি নিত্য ভগবান—নারায়ণকে লাভ করেন; তেমনি অবিদ্যার মাধুর্য্য জ্ঞানে, মাধুর্য্য ভাবে ভাবা, আত্মহারা হইয়া—শেষ, বিদ্যার নিমিত্ত ভাব জাগরণে—কেবলারাগ ভাবে, মাধুর্য্যাধীপতি নিত্য প্রেম-স্বরূপ—কৃষ্ণকে লাভ করেন।

ঐশ্বর্য্যে—জ্ঞানের বৃদ্ধি, মাধুর্য্যে—ভাবের বৃদ্ধি। জ্ঞানে—জীব আত্মসমর্থনেই উদিত থাকে, ভাবে—আত্মহারা হয়। উদিত থাকে বলিয়াই, সে যেমন নিত্যানিত্য বিবেকে অগ্রসর হয়, আত্মহারা ভাবে সে, সে রূপ পারে না। না পারিলেও, নিত্য জড়ের অনিত্যতায়, তাহারও আত্মানাত্ম বিবেক জন্মে, এবং চিত্ত-শুদ্ধি হইতে থাকে। এ হেতু সে শুদ্ধি তাহার—সাধন গত নহে, সংসারের ঘাত প্রতিঘাত গত। এই চিত্ত-শুদ্ধি ক্রমে, জ্ঞানে—সাধনে সে, যোগ না দিতে পারিলেও, সে জানে—ভগবানই একমাত্র সেব্য, ভগবানেরই শক্তি বিলাসে—এ জগৎ। কিন্তু সে চিত্ত—মাধুর্য্য গত হেতু, ভগবানের সে ঐশ্বর্য্য স্বীকারেও, তাহাতে সে, জ্ঞানে দৃঢ় থাকিতে পারে না, তত্ত্বের মাধুর্য্যেই, সে ভগবানকেও—সে ভুলে। ভুলিয়া তাহাতেই—তত্ত্বেই, সে আত্মহারা থাকে। উত্তরোত্তর এইরূপ আত্মহারা ভাব বৃদ্ধিতে, যখন সে আত্মহারা হইতে গিয়াও, অবলম্বনের অনিত্যতায়, আত্মহারা হইতে পারে না, অথচ আত্মহারা ভাবের জন্য আকুল হয়, তখন তাহার চিত্ত এত সুন্দর হয় যে, ভগবানের তাহাতে দৃষ্টি পড়ে, সে দৃষ্টিতে ভগবান স্বয়ং বা ভক্তরূপে তাহার অবলম্বন হওয়ায়, সে অবলম্বনে সে আত্মহারা হইয়া, জড়াতীত ভাবে বৈধীরও উচ্চ পদ লাভ করে।

বৈধী, বিধিমার্গে বহু সাধন, ভজনে চিত্ত-শুদ্ধিতে উদিত হইলে, তবে তাহাতে ভগবৎ দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু ভাবীর অনায়াস চিত্ত শুদ্ধিতে, ভগবানের দৃষ্টি পড়ায়, ভগবানকে আপনিই তাহার অবলম্বন হইতে হয়। কারণ সে পরমেশ্বর, মুক্তি ইত্যাদি কোন তত্ত্বই—রাখে না, বা চাহে না। যাহা চাহে, তাহা কিন্তু প্রেমস্বরূপ —ভগবানই। ভগবৎ অবলম্বনে তৎ মাধুর্য্যে, ভক্তের যে তৎ মাধুর্য্যে লোভ জন্মে, সেই লোভে তৎ অনুগমনেই সে ভজন,

সাধন শূন্য হইয়াও, ভগবৎ ক্ষেত্র হইতে যে রাগভক্তি লাভ করে, তাহাতে বৈধীর প্রাপ্যও সে তুচ্ছ করে।

এ হেতু কেবলা রাগানুগভক্ত শাস্ত্রের অনুগমন করেন না, ভগবান বা ভক্তেরই অনুগমন করেন।

প্রেমিক যেমন অবলম্বনের কর্ত্তাকে স্বীকার করিয়াও, অবলম্বনেই আত্মহারা হন, এবং অপ্রেমিক যেমন অবলম্বন স্বীকারেও, অবলম্বন কর্ত্তাকেই দৃষ্টি করেন, তদ্রূপ প্রেমিক, অবলম্বনে আত্মহারা হওয়ায়, অবলম্বনে যে ভগবৎ অধিষ্ঠান, তাহাতেও আত্মহারা হন। জ্ঞানী, নিত্যানিত্য বিবেক সাধনে ভগবৎ জ্ঞানে—জ্ঞানী হন মাত্র।

এই জন্যই কেবলা রাগানুগভক্ত, বিধির কোন বিধিই পালন করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন, বিধির কোন বিধিই, সে প্রেম স্বরূপকে বদ্ধ করিতে পারে না। না পারিলেও, তাহা ভগবৎ বিধি হেতু, তাঁহারা বিধিকে মান্যই দিয়া থাকেন।

এই জন্যই কেবলা রাগানুগভক্ত, সেই প্রেমস্বরূপের মহান ঐশ্বর্য্য জ্ঞাত হইলেও, সে ঐশ্বর্য্যরাগে জ্ঞান, দৃঢ় রাখিতে পারেন না, প্রেম-স্বরূপেই আত্মহারা থাকিতে চান।

এই জন্যই কেবলা রাগানুগভক্তের রতি—পরকীয়া। কেবলা রাগানুগভক্ত, ঐশ্বর্য্যাধীপতি নারায়ণকে পতি জানিয়াও, প্রেম স্বরূপ কৃষ্ণকেই পরকীয় ভাবে বরণ করেন। সে আত্মহারা ভাবে শক্তিমান—স্বামী ইত্যাদি জ্ঞানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়।

এই জন্য কেবলা রাগানুগভক্ত, ঐশ্বর্য্য মার্গের—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,—পরমেশ্বরের ধারই ধারেন না। যেখানে রাগাত্মিকা ভক্তির উদয়, সেই আধারই নিজ প্রিয়তম জ্ঞানে—আত্মহারা, অন্যে আর দেখিবে কে ?

এ জন্য ইঁহারা সেই ফকীর—ভিকারী—ঠাকুরকেই, জীবন জীবন ভাবিয়া, তাঁহার কৃপায় কৃত কৃতার্থ।

ইঁহারা বলেন—ব্রহ্মাণ্ড অভিনয়ের দুষ্টের—দমন ও শিষ্টের—পালন কর্ত্তা, ধর্ম্মীর—ধর্ম্ম, যোগীর—পরমাত্মা, জ্ঞানীর—ব্রহ্ম, বৈধীর—ভগবান, আমাদের কাজ নাই। যাঁহাদের তাহাতে কাজ আছে, তাঁহারা ভাগ্যবান, আমাদের সে ভাগ্যে প্রয়োজন নাই। এই—এই প্রেমের ফকীর—ভিকারী—সহজ মানুষই, আমাদের প্রয়োজন, আর আমরা কিছু চাহি না।

এই জন্যই গ্রন্থকার গাহিয়াছিলেন ;—

ঘুচেছে সংশয় নিশ্চয় জেনে। ভজেছি মজেছি ডুবেছি চিনে ॥
জনমেরি মত, সমর্পিয়ে চিত, হয়েছি বিক্রীত, ওই চরণে ॥
ভবের ভিতরে যত অবতার, হিন্দু যবনেতে হয়েছে বিস্তার,
নাহি সাধ্য সাধনা, কার উপাসনা, অচল রসনা, অব্যক্ত মেনে ॥

(গীত নং ২৩২)

এ কথায় আমার উদ্ধব সংবাদ মনে পড়ে। উদ্ধবের কৃষ্ণ-গুণ গানে, কৃষ্ণ-ঐশ্বর্য্য-মহিমা বিস্তার শুনিয়া, রাধা—উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—"উদ্ধব ! সে কৃষ্ণ আমরা চাহি না, আমাদের সেই গোপী মোহন—গোপকৃষ্ণই ভাল।"

কেবলা রাগানুগভক্ত এই রূপই চান। কারণ, তাঁহাদের হৃদয় মাধুর্য্যে রঞ্জিত হওয়ায়, আর সে ঐশ্বর্য্যে তাঁহাদের রাগ জন্মে না। ইহা কিন্তু—বৈধীভক্ত, জ্ঞানী, যোগী বুঝিতে পারেন না। ভক্তকে —অভক্তই মনে করেন। ইঁহারা এই অহংকারেই রাগানুগ ভক্তের নিকট অপরাধী হন, এই জন্যই রাগানুগভক্ত গুপ্ত ভাবেই থাকেন।

যেমন রাগভক্তির বিশেষেই, জীবের রাগানুগা ভক্তির বিশেষ,

তেমনি মাধুর্য্যপরার বিশেষেই, ঐশ্বর্য্যপরার বিশেষ, এ হেতু মাধুর্য্যের যেমন পঞ্চ রস—শান্ত, দাস্য ইত্যাদি, ঐশ্বর্য্যেরও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

শক্তি-সঞ্চারেই রাগধর্ম্মের প্রারম্ভ হেতু, রাগমার্গে বৈধী সাধনের প্রয়োজনাভাব। সে হেতু ভক্তি দ্বিবিধ—রাগানুগা এবং বৈধী। রাগোদয়ে—রাগানুগাভক্তি, অনুদয়ে—বৈধীভক্তি। শক্তি-সঞ্চারে বৈধীভক্তিই—রাগানুগাভক্তি। এ হেতু ভক্তও দ্বিবিধ—রাগানুগভক্ত এবং বৈধীভক্ত।

রাগভক্ত ভাব ভেদে চতুর্ব্বিধ ;—নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, জাত-রতি, অজাতরতি। নিত্যবদ্ধ জীবই, সাধনসিদ্ধে—নিত্যসিদ্ধের ন্যায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

ভক্তিযোগে—ভগবান ও আত্ম স্বরূপ প্রকাশ পান বটে, কিন্তু সে সাধন—দীক্ষা, সঞ্চারী গুরুর নিকট লাভ ভিন্ন, যার তার নিকট লাভ হয় না। কারণ, সঞ্চারী গুরুই চিৎ শক্তিতে, ভক্ত হৃদয় গত চিৎ শক্তিকে প্রবোধিত করাইতে পারেন, অন্যে পারে না। যেমন অন্ধ—কি চক্ষুষ্মানের কথায়, কি শাস্ত্র পাঠে, সূর্য্য আছেন বিশ্বাস করিলেও, চক্ষুষ্মানের নিকট সূর্য্যের সত্ত্বা যেমন সত্য, অন্ধের নিকট সেরূপ সত্য না হওয়ায়, সে শ্রদ্ধা জন্মে না, এবং সে শ্রদ্ধা ভিন্ন অবিদ্যার নিদ্রা ও কিছুতেই ভাঙ্গে না। কারণ নিদ্রিত ব্যক্তি, কখন অপরের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারে না।

সঞ্চারী গুরু, শিষ্যের ভাব অনুযায়ীক—জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—যে মার্গেই হউক না কেন, তৎ গত নিদ্রিত অবিদ্যাকে চিৎ স্বরূপে নীত করাইয়া, আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া দেন। জীব তাহাতে

তখন সে স্বরূপজ্ঞানে, আর জ্ঞান, যোগপথে যাইতে চাহে না, কারণ আত্মচক্ষু ফুটিলেই যেমন জগৎ-চক্ষু সূর্য্যকে দেখা যায়, তাহার জন্য সাধনের আবশ্যক হয় না, তদ্রূপ ভক্ত, ভগবৎ দাস রূপেই, ভগবৎ ভজনে তৎপরা হন।

সাধন এবং ভজনে ভেদ এই যে, যাহা জড়দূর হেতু—তাহাই সাধন, এবং যাহা চিদানুশীলন গত—তাহাই ভজন।

এ জন্য ভক্তি সাধনেও, প্রথমে অর্থাৎ প্রবৃত্ত সাধনে, মন লয় হেতু, লয়যোগের ও প্রয়োজন হয়। কারণ জীব একেবারেই শুদ্ধ হইয়া জ্ঞান, কর্ম্মত্যাগে, শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হইতে পারে না। এ হেতু মহাত্মা বেদব্যাসকেও, প্রথমে লয়যোগে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। কারণ, মায়াগত যে পথ অনুসরণে জীব, মায়ায় বদ্ধ হয়, প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে আবার সেই পথই, তাহাকে অতিক্রম করিতে হয়। লক্ষ্য ভেদে—একই পথ অতিক্রম করিতে হইলেও—জ্ঞানীর অহংব্রহ্ম অনুশীলন, ভক্তের ভগবৎ অনুশীলন। তবে ভাবোত্থ রাগ-সাধনে—জড় প্রত্যাহারে সেরূপ লক্ষ্য রাখিতে হয় না। কারণ, মনোহরা ভোগে যেমন গুড়ের আসক্তি আপনিই কমিয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তিতে যে চিৎশক্তির উদয়, তাহাতে জড়া-শক্তি আপনিই দূর হইতে থাকে। কখন কখন এমন ভক্তের ও উদয় হয়, যিনি একেবারেই শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হন, তাহা অতি বিরল।

বিরল হইলেও, অবতার কালে বিরল নহে। সে হেতু অতি প্রসাদোত্থ রাগ-ভজনে, এ সকলের কিছুই আবশ্যক হয় না, যথা, গোপীগণ বিনা সাধন, ভজনেই ভগবৎ লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

এ হেতু ভাবোত্থ রাগ-সাধনে এককালেই যে, ওই শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়, তাহা নহে। কারণ, অবিদ্যার নিদ্রা ভাঙ্গে বটে, কিন্তু

প্রথম প্রথম যে ভঙ্গ, তাহা জাগরণ নহে, তন্দ্রা মাত্র। যতই নাম সাধনে এই নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, ততই সে তন্দ্রা কাটিতে থাকে। এই তন্দ্রা অবস্থাই জীবের সাধন-কাল। পূর্ণ জাগরণের কালে, কুণ্ডলিনী নির্ব্বাণ পথেই অগ্রসর হন। যদি তাহাতেও সাধক ভগ-বৎ বিমুখ হন। কারণ, কুণ্ডলিনী সহজে ভগবৎ অভিমুখে জীবকে গমন করিতে দেন না।

অপরা—জগৎ যোনি স্বরূপা। অপরার দুই বৃত্তি—বিদ্যা, অবিদ্যা। জীবমায়ার দুই বৃত্তি—পরা এবং অপরা। এই পরাস্রোতই—সুষুম্না মার্গ, বিদ্যাস্রোতই—পিঙ্গলা মার্গ, এবং অবিদ্যাস্রোতই—ঈড়া মার্গ। অবিদ্যা হইতেই এ জড়-জ্ঞানের প্রকাশ, এ হেতু, ঈড়াই—প্রবৃত্তি মার্গ, এবং বিদ্যাতেই ত্রিগুণের অপ্রকাশ, এ হেতু পিঙ্গলাই—নিবৃত্তি মার্গ। সুষুম্নাই প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি অতীত—স্থির মার্গ।

যোনিমূলেই এ তিন প্রবাহ। যোনি—জগৎ মূল, এ হেতু তাহাকে—মূলাধার বলা হয়। ঈড়াপ্রধানে মূলাধার—জগৎ যোনি, পিঙ্গলা প্রধানে—ব্রহ্মযোনি, সুষুম্না প্রধানে—ভগবৎ যোনি।

জগৎযোনিতে—সপ্তলোকের প্রকাশ, ব্রহ্মযোনিতে—সপ্ত তত্ত্বের প্রকাশ, ভগবৎ যোনিতে—সপ্ত চক্রের প্রকাশ। সেই সপ্ত চক্র যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য, আজ্ঞা এবং সহস্রার।

মূলাধারে—পরাযোনি, স্বাধিষ্ঠানে—বিরজা, মণিপুরে—শ্বেত দ্বীপ, অনাহতে—অনিরুদ্ধলোক, বিশুদ্ধাখ্যে—প্রদ্যুম্নলোক, আজ্ঞায়—মহাবিষ্ণু, শম্ভুলোক, সহস্রারে—সদাশিব, সঙ্কর্ষণলোক।

সুষুম্না এবং পিঙ্গলা—দেবযান, এবং ঈড়াই—পিতৃযান। পিতৃযানেই পুনরাবৃত্তি এবং দেবযানে পুনরাবৃত্তি নিষেধ।

ঈড়া—আজ্ঞাচক্রের নিম্নে, পিঙ্গলা—আজ্ঞাচক্রের উপরে গিয়াই শেষ হইয়াছে। সুষুম্নার মধ্যে—চিত্রা, চিত্রার মধ্যে—বজ্রানী প্রবাহ। এই বজ্রানী প্রবাহই, সহস্রারে—বিন্দুরূপে, চিত্রা প্রবাহই, আজ্ঞাচক্রে—নাদরূপে, এবং সুষুম্নাই হৃদয়ে—অনাহত চক্রে—দহরাকাশে মিলিত। এ ভিন্ন আরোও তিন চক্রের সমাবেশ আছে, এ স্থানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রতি চক্রই ঊর্দ্ধ, অধঃ ভেদে দুই—দুই। অধঃ চক্রে—শিব, এবং ঊর্দ্ধ চক্রে—বিষ্ণু সমাসীন।

প্রতি চক্রই অপরায়—অধমুখ, পরাশক্তিতে—ঊর্দ্ধমুখ। এ হেতু সাধনে, চক্রের ঊর্দ্ধমুখ কল্পনা করিতে হয়, কিন্তু শক্তি সঞ্চার ভিন্ন সে কল্পনা, কল্পনাতেই থাকিয়া যায়।

জীব, সাধনে তৎগত বিভূতি লাভে এবং সহস্রা-গলিত সুধা পানেও ভগবৎ ভক্তিতে যদি, তাহাতেও বীতশ্রদ্ধ হন, তাহা হইলে অপরা—পরারূপে ভগবৎ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। অর্থাৎ অবিদ্যার জাগ্রতাবস্থায়, কুণ্ডলিনীর প্রকাশে আর জড় দর্শন থাকে না, কিন্তু চিৎ বিশেষ দর্শন ও ঘটে না। জড় দর্শন ঘটে না, তাহার কারণ, জড়া অপরা বৃত্তিতেই জড় থাকে, জাগ্রত পরাস্বরূপে, জড় থাকে না। চিৎ বিশেষ দর্শন ও ঘটে না, তাহার কারণ, তখন তিনি জাগ্রত হইলেও, চিৎ বিশেষ রূপা নহেন, জড়ে নির্গুণা মাত্র।

সহস্রা-গলিত সুধা জড়াশ্রিত হইলেও—কেবল জড়া নহে। নহে বলিয়াই ভ্রষ্ট ভক্ত—অসুরত্ব প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ যিনি সেই

সুধাপানে ভগবৎ লক্ষ্য বা নির্ব্বাণ লক্ষ্য না করিয়া, আবার জড় ঐশ্বর্য্য লক্ষ্য করেন, তিনি সে সুধাপানে যে বলশক্তি, সেই শক্তিতে সংসারে অসুর স্বরূপ হন। হইলে কি হইবে? জড়ে মুগ্ধ হওয়ায় জড়রাগে—কালে, তাঁহাতে আর সে শক্তি প্রকাশ না পাওয়ায়, তিনি অধগতি প্রাপ্ত হন। ইহাই জীবের ভ্রষ্ট অবস্থা।

বিঘ্ন অতিক্রমে সাধনে, জীব যখন অনাময় দ্বারে উপস্থিত হন, তখন জীবের জড় জ্ঞান বা চিৎ-জ্ঞান কিছুই থাকে না, এবং সেখানে মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, লৌকিক উপদেষ্টা গুরুরও গমন নাই, সে হেতু সে স্থানে জীব, বিঘোরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। এই জন্যই জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী বা লয়যোগী, সহস্রা-গলিত সুধাপানে বিভোর হইয়া উর্দ্ধ গমনে অশক্ত হন। কিন্তু ভক্তিতে ভক্ত, তৎ আস্বাদনে ভগবৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ধ্যানে, সেই পথে গমনে উদ্যত হওয়ায়, গুরু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সে পথে উদিত থাকায়, তদ্দর্শনে ভক্ত আর বিভ্রান্ত হন না, গন্তব্য পথেই চলিতে থাকেন। কারণ, বৈধীভক্তের যে চিদানন্দ ভগবৎ বিগ্রহে বিশ্বাস, তাহা দৃষ্ট বিশ্বাস নহে—কল্পনা মাত্র, এই কল্পনা ও মায়াগত। মায়াগত বিধায়, সে মায়া অতীত দেশে, তাঁহার সে মায়া জ্ঞানও, আর থাকে না, এই স্থানে জ্ঞানী, যোগী ও বৈধীভক্ত সমান হইলেও, বৈধী ভক্তের গুরু সহায় হেতু, চিৎ বিশেষ গুরু দর্শনেই, তাঁহার চিৎ-জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাতেই ভক্ত সে পথ অতিক্রম করিতে পারে। জ্ঞানী, যোগীর নির্ব্বাণই উদ্দেশ্য হেতু, সে সময়ে গুরুর আবশ্যকই হয় না, এবং সাধন কালেও যদি শিষ্যের সম্বেগ অতীব প্রখর হয়, তাহা হইলেত গুরুর আবশ্যকই নাই। তবে যে জ্ঞানীর বা যোগীর গুরু করণ, তাহা কেবল সাধন সুচারু রূপে সম্পন্নের হেতু। যদি কোন সাধক নিজ জ্ঞানেই তাহা সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম

হন, তাহা হইলে তাঁহার গুরু অভাবে কোনই ক্ষতি হয় না। কারণ তাঁহাদের যে দীক্ষা, তাহা মন-একাগ্রতার সাধন মাত্র। একান্ত একাগ্রতায়—সমাধিতে, তাঁহাদের সে মন্ত্র বা গুরু ও ত্যাগের।

কিন্তু ভক্তিমার্গের তাহা নহে। ভক্ত যতই কেন উন্নত হউন না, গুরু ভিন্ন চিজ্জগতে গতির—গতি নাই। চিজ্জগতে প্রবেশের—গুরু আজ্ঞাই বলবান। ভক্তি মার্গে যে নাম—তাহা ভগবানই। এ হেতু যে ভক্ত, গুরুর প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া, গুরুকে কেবল মায়িক জ্ঞানে, শাস্ত্র শাসনে—গ্রহণে, গুরু ভক্তি দানে, দীক্ষা শিক্ষা অন্তরে, ভগবানের কল্পিত বিগ্রহ ভজনায়, ভক্তিমুখে অগ্রসর হইতে চাহেন, তিনি কখন চিজ্জগতে প্রবেশ করিতে পারেন না, শ্রদ্ধা, ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। কারণ, না হয় তিনি, বৈধীসাধনে গুণাতীত হইলেন, তাহার পর—তাহার পর তাঁহার অবিদ্যা জ্ঞানের, সে চিদঙ্গ বিগ্রহ জ্ঞান ত আর থাকিবে না, এবং চিৎ বিশেষ জ্ঞানও ত সেখানে নাই? তাই তাঁহাকে জ্ঞানে, ভক্তি পথের পথিক হইয়াও, কার্য্যে জ্ঞানপথেই পর্য্যবসিত হইতে হয়। গুরু-কৃপা ভিন্ন, স্বরূপশক্তি যোগ হইবার নহে, এবং স্বরূপশক্তি যোগ ভিন্ন, চিজ্জগতে প্রবেশের অধিকার হয় না।

অতএব গুরুভক্তি হীন জীবই—জ্ঞান, যোগমার্গী—ভক্ত নহে। নহে বলিয়াই গুরু সে সাধনে, তৎ সম্মুখে উদয় পান না; যেমন রাধাভাব লাভ ভিন্ন, ভগবৎ লাভ হয় না, তেমনি গুরুভাব লাভ ভিন্ন, রাধাভাব লাভ হয় না। দীক্ষা মাত্রে শাস্ত্র চর্চ্চায় ধর্ম্ম লাভ হয় না। যেমন কৃষ্ণ লাভে, রাধা অনুগমনে—রাধা-সেবা নিত্য, তেমনি রাধাভাব লাভে, গুরু সেবা নিত্য প্রয়োজন। কেবল দীক্ষা লাভে সেবা সম্পন্ন হয় না। ভগবানই

গুরু অধিষ্ঠানে, তাহার সম্মুখীন হইলেও, সে তাহা দেখিতে না পাইয়া, গুরু, কৃষ্ণ ভেদ জ্ঞানে অপরাধী হইয়া পড়ে। সে জন্য তাহার সে মানস ভজনা, ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় হয়।

অতএব ভক্তের গুরু-ভক্তিই একমাত্র অভিধেয়। কারণ যে পথে মায়া দেশে প্রবেশ, সেই পথেই মায়া হইতে নিষ্ক্রামন।

অনেকে মনে করেন—ভক্তিপথ ভিন্ন, জ্ঞানপথ ভিন্ন, যোগ পথ ভিন্ন, কিন্তু তাহা নহে—পথ একই, কেবল পথ চলিবার শক্তি ভিন্ন, লক্ষ্য ভিন্ন। তবে মুক্তিপথ অতিক্রমে, ভক্তিপথ ভিন্ন বটে। এই জন্যই শাস্ত্র, ভক্তিপথের বিশেষ উল্লেখ করেন।

এ হেতু জ্ঞান, যোগ, ভক্তিপথ একই। যোগী বা জ্ঞানী, না হয় চিজ্জগতেই যাইবেন না, না যাইলেও মায়াদেশ অতিক্রম করিবেন, সে অতিক্রমে ভক্তকেও সে পথ অতিক্রম করিতে হইবে। এই অতিক্রম হেতু, ভক্তকেও ষটচক্র ভেদ করিতে হইবে। তবে যোগী—যোগশক্তির দ্বারায়, তৎ গত সহস্রা-গলিত সুধা পানে নির্ব্বাণ হন, জ্ঞানী তাহাতেও মুগ্ধ না হইয়া সে স্থান ত্যাগ করত ব্রহ্মে গিয়া নির্ব্বাণ পান, ভক্ত তাহাতেও বীত-শ্রদ্ধ হইয়া চিজ্জগতে প্রবেশ করেন, এই প্রভেদ।

অতএব ভক্তিযোগে গুরু ভিন্ন গতি নাই। গুরু-ভক্তি হীন সাধকই, শাস্ত্র শাসনে গুরুকে কেবল উপলক্ষ বলিয়াই জানেন, কিন্তু গুরু কেবল উপলক্ষ নহেন। মাধুর্য্য জগতে একমাত্র ভগবান কৃষ্ণই—পুরুষ, আর সকলেই প্রকৃতি—নারী, সে হেতু গুরু—শিষ্য উভয়ই নারী, সকল নারীই ভগবৎ স্বরূপপ্রকৃতি রাধার কায়ব্যূহ, গুরু ও কায়ব্যূহ কাচিৎ মঞ্জুরী বিদেহ স্বরূপা। এ হেতু গুরুর সহিত ভক্তের নিত্য সম্বন্ধ। যাহার সহিত নিত্য সম্বন্ধ,

সৈ প্রাণ, ভগবান প্রাণের—প্রাণ। এ জগৎ বনে, কাহার দেখা নাই। ভক্তের, যাঁহাদের জন্য প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাহাদের এ বনে কেহই নাই, যদি ভগবৎ যোগে তাঁহাদের দুই এক জনকে গুরুরূপে—সাধুরূপে—শিক্ষাগুরুরূপে, ভক্তরূপে পান, তাহাতেও যিনি তাঁহাদের যত্ন আদরে প্রাণ দিতে না পারেন, তাঁহার কি ভগবানের জন্য প্রাণ কাঁদিয়াছে, কথনই না। যাঁহাদের গুরুভক্তি নাই, তাঁহাদের ভগবৎ ভক্তি ও নাই, যাঁহার গুরুভক্তি নাই, তাঁহার সাধুভক্তিও নাই, কারণ সাধুই—একের নিকট—সাধু, একের নিকট—দীক্ষাগুরু, একের নিকট—শিক্ষা গুরু; সাধু, গুরু—এক তত্ত্ব। সাধুই ভগবৎ বসতি মন্দির, ভগবানে যাঁহার প্রয়োজন, তাঁহার বসতি মন্দিরও তাঁহার প্রয়োজন, অতএব সাধু-সঙ্গই ভগবৎ প্রাপ্তির মূল।

অতএব রাগানুগ ভক্তের, ভগবান বা সাধু অনুগমনেই সাধন—শাস্ত্র উপলক্ষ মাত্র, এবং বৈধীর শাস্ত্র অনুগমনেই সাধন—ভক্ত, গুরু উপলক্ষ মাত্র।

শাস্ত্র জড়া হেতু, বৈধীভক্ত যেমন শাস্ত্রের নিকট কিছু আশা করেন না, নিজের সাধনের উপর নির্ভর করেন, তদ্রূপ ভক্ত চিৎ হেতু, রাগানুগভক্ত সাধনের উপর নির্ভর করেন না, ভগবান বা ভক্তের নিকটেই আশা করেন। সে আশায়—ভগবান বা ভক্ত প্রতীক্ষায় সাধন আপনিই হইতে থাকে, কারণ চিৎ সহবাসে অচিৎ ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে থাকে।

বৈধীভক্ত, শাস্ত্র অনুসরণে মুখে ভক্ত মাহাত্ম্য গাহিলেও, ভক্তকে সাক্ষাৎ উপভোগ করিতে না পাওয়ায়, ভক্তের উপর নির্ভর করিতে পারেন না। তাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা যেমন ভ্রান্ত,

রাগানুগভক্তও তেমনি ভ্রান্ত। কারণ তাঁহারা জানেন যে, যাঁহার ভ্রান্তি আছে, তাঁহার কথা কখন শাস্ত্র হইতে পারে না।

ভ্রান্তি না ঘুচিলে রাগ সিদ্ধ হয় না, বা রাগ ভগবানে সিদ্ধ হইলে, আর ভ্রান্তি থাকে না। এ জন্য রাগানুগভক্তের বাক্যই—শাস্ত্র। সে জন্য ইঁহারা শাস্ত্র অপেক্ষা রাগানুগভক্তেরই মান্য দিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদেরই অনুগমন করেন। কারণ, ভক্ত-মুখে ভগবান যাহা শাস্ত্ররূপে বলেন, ভক্ত দ্বারেই ভগবান, তাহা জীবকে প্রদান করেন, শাস্ত্র দ্বারে কখন প্রদান করেন না, এ হেতু ভক্তের নিকটেই দীক্ষা, শিক্ষা গ্রহণ বিধি।

ভক্তি—স্বরূপে নিত্য পূর্ণা। হৃদয়ের বিশুদ্ধতা অনুসারেই, তাহার নানা রূপে প্রকাশ মাত্র। সূর্য্য সম ভাবে নিত্য উদিত হইলেও, যেমন আমরা তাহাকে দূরে—অস্তে, ও নিকটে—উদয়ে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখি, তদ্রূপ ভক্তির—বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা রূপে—ক্রমে ক্রমে নিকট প্রকাশ মাত্র।

ভক্তিই চিৎ বিশেষ প্রকাশিকা। ভক্তি-দর্শন ভিন্ন চিজ্জগৎ আকাশ কুসুম। বৈধীর—শাস্ত্র জ্ঞানে, উপদেশে, উচ্চসংকীর্ত্তনে, চিজ্জগৎ প্রকাশ পায় না। রাগানুগভক্ত দ্বারেই তাহার প্রকাশ।

চিদাভাস রূপ অবিদ্যাই, ব্যষ্টি ভাবে—জীবের মন। মন-দর্পণে ভক্তি—শ্রদ্ধা রূপে দৃষ্ট। শ্রদ্ধা রূপে দৃষ্ট হইলেও, ভক্তি নিত্য পূর্ণা। শ্রদ্ধায় নাম স্মরণে অবিদ্যা দর্পণ যতই শুদ্ধ হইতে থাকে, অর্থাৎ তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইতে থাকে, ততই ভক্তি উত্তরোত্তর নিষ্ঠা, রুচি ইত্যাদি রূপে দৃষ্ট হইতে থাকেন। অতএব নিষ্ঠা পূর্ব্বক নাম করিতে করিতে, যখন অবিদ্যা জাগরিত হন, হইয়া চিৎ বিশেষে পরিণত হন, তখন ভক্তি পূর্ণ রূপেই প্রকাশ পান, তাহাই

প্রেমভক্তি। বিনা অনুরাগে শ্রদ্ধাই—বিশ্বাস, অনুরাগে বিশ্বাসহ —শ্রদ্ধা। বিশ্বাস হইতে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে নিষ্ঠার স্থায়িত্ব অধিক হইলেও, ভাবরূপা ভক্তিই—স্থায়ী। ভাবের গাঢ়ত্বই—প্রেম।

স্বধর্ম্মাচরণে যে ভক্তি—তাহা সকাম। কৃষ্ণে কর্ম্মার্পনে যে ভক্তি—তাহা নিষ্কাম। স্বধর্ম্ম ত্যাগে যে ভক্তি—তাহা বৈধী। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই—আরোপ সিদ্ধা। জ্ঞান শূন্যে আরোপসিদ্ধাই —সঙ্গ সিদ্ধা। রাগাত্মিকা ভক্তিই—প্রেমভক্তি।

নামই ভক্তির বিষয়। সে হেতু নামেই উত্তরোত্তর ভক্তির—নিকট নিকট প্রকাশে—নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি রূপে উদয়।

শক্তি, শক্তিমান অভেদ হেতু, ভগবৎ কৃপাতেই ভক্তিশক্তির উদয়। অনেক সময় উদয় হইলেও, জীব তাহা ধরিতে পারে না। তবে ভগবৎ কৃপা কেন বলি? বলি—জীব ইচ্ছা করিলে ভক্তি লাভ করিতে পারে না, ভগবৎ কৃপায় ভক্তির উদয় হইলে, যদি জীবের ইচ্ছা হয়, ধরিতে পারে। ধরা না ধরা জীবের ইচ্ছা।

জীব, মনে অস্মিতায় মন হইয়া আছে, তাহার স্বতন্ত্র স্বরূপ সে ভুলিয়াছে। মন অবিদ্যার অংশ, অবিদ্যাই তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সে জন্য মন, ধরিতে দেয় না। তবে যদি জীব তাহা হইতে পৃথক্ হইতে ইচ্ছা করে, মনের বল কমে, তাহা হইলে ধরিতে পারে। এই জন্যই বলে;—

"গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব তিনের দয়া হল।
একের দয়া হল না জীব, ছারে খারে গেল।"

মনের সঙ্গে ভাবও রাখিব, আবার ভক্তি লাভও করিব, তাহা হয় না। মনকে দাস করিতে পারিলে—হয়। যে জীব ভক্তি চাহে—সেই বৈষ্ণব। কিন্তু চাহিলে কি হইবে, তাহার দয়া হইলে কি হইবে? গুরু, কৃষ্ণের দয়া হইলে কি হইবে? ভক্তি চাহিয়াও

বৈষ্ণব—জীব, যে মনের দাস, তাই মনের ইচ্ছা হয় না বলিয়া, ভক্তি লাভ হয় না। যদি গুরু, কৃষ্ণের দয়া হইলেই হইত, তাহা হইলে মায়ার স্থান থাকিত কি ? গুরু, কৃষ্ণ নিত্য দয়াল, জীবের মায়া দেশে বদ্ধ হইতে হইত কি ?

মায়া—ভগবানেরই। ভগবান দয়াল হেতু, মায়া জীবের নিকট সতত থাকিয়াই, যাহাতে জীবের ভগবৎ স্মরণ হয়, সেই চেষ্টাতেই তিনি নানা সুখ, দুঃখ দানে জীবকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে-ছেন। জীব তাহা না বুঝিয়া, তাহাতেই ভুলিয়া আছে।

এই জন্যই ভগবান মধ্যে মধ্যে নাম বিলান। দাতার অনন্ত ধন, সে ধন বিতরণে তাঁহার ধন পূর্ণই থাকে। উর্ব্বর ক্ষেত্রে অঙ্কুর জন্মায়, অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে নাম প্রকাশ পান না। কিন্তু হরি নাম নিত্যবস্তু—পচিবার নহে, একদিন না একদিন সে অনুর্ব্বর ক্ষেত্রও উর্ব্বর হইবে, নামও প্রকাশ পাইবেন।

যে উর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইলেন, সে ক্ষেত্র অতি ভাগ্যবান। যে ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইলেন না, সে ক্ষেত্রকেও ভাগ্যবান বলিতে হইবে, কারণ উর্ব্বর ক্ষেত্র যাহার অপেক্ষা করে, অনুর্ব্বর অব-স্থাতেই তাহার সে লাভ। ইহাতে বুঝিতে হইবে, তাহার উর্ব্বরতা দৃষ্ট না হইলেও, সে শীঘ্রই উর্ব্বর ভাবে দৃষ্ট হইবে। চৈতন্য লীলায় জগাই, মাধাই দস্যু হইলেও, যে কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, অনেক শুদ্ধাচারী দেখিতে উর্ব্বর হইলেও, সে কৃপা লাভ করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ অনন্ত কাল মধ্যে দুই এক জন্মে, জীবের না হই-লেই, যে তাহাকে অনুর্ব্বর বলিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। কারণ, তাহা হইলে শুদ্ধাচারীদের দিন নির্দ্দেশ হইত। দিন কতকের শুদ্ধাচারে যেমন দিন নির্দ্দেশ হয় না, তেমনি দিন কতকের দুরাচারেও দিন নির্দ্দেশ হয় না। অতএব ভগবান

উর্ব্বর স্থানেই বীজ বপন করেন। ' অনুর্ব্বর স্থানের মনরূপ পক্ষী, তাহা নষ্ট করিতে চেষ্টা করে বটে, নষ্ট করিলাম—মনে করে বটে, কিন্তু ভগবৎ বীজ নিত্য, তাহা নষ্ট হয় না, জীবের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন, এবং সময়ে ভক্তিলতা রূপে উদয় হন। এ হেতু অন্ধ কৃষকের ন্যায় ভগবানের বীজ বপন নহে।

হরিনামে সর্ব্বশক্তির যোগ হেতু, ভক্তের বাঞ্ছা অনুসারে নাম সর্ব্বশক্তি প্রদান করিলেও, স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি তিনি সহজে দেন না। সে হেতু ভক্ত প্রথমে বৈধীভক্তিতে অগ্রসর হন, হইয়া জগৎ ঐশ্বর্য্যে বিরক্ত ভক্ত, যদি সেই সহস্রার গলিত সুধাও উপেক্ষা করিতে পারেন, তবে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি লাভ করেন।

জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা সহস্রাগলিত সুধার সমকক্ষ হয়। এতদ্বারেই মায়িক বৈকুণ্ঠ বৈচিত্র্যময়।

জীবদেহ ব্রহ্মাণ্ডেরই ব্যষ্টি হেতু, ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, দেহেও তাহাই আছে। ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান বিষ্ণু—মহেশ্বর রূপে, দেহে সেই ভগবানই অধিযজ্ঞ ভাবে চৈত্য—মহান্তগুরু রূপে অধিষ্ঠাতা। ভগবানের সঙ্গে ভগবদ্ধাম, সেই ধামের একাংশই সহস্রার। বহির্ম্মুখে শ্বেতদ্বীপ যেমন জড় পিণ্ড, বহির্ম্মুখে সহস্রারও তেমনি জড় পিণ্ড। অন্তর মুখে যেমন বিদ্যা জাগ্রত ভাবে চিন্ময়া, সহস্রারেও তদ্রূপ।

ইঁহারা বলেন, গুরুকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞানে দৃষ্টি করতঃ শাস্ত্র জ্ঞানে যে সাধন, তাহা ফলপ্রদই হয় না, বরং তাহাতে অপরাধ ঘটে। কারণ ভগবানই যে, গুরু—আচার্য্য রূপে উদিত, সে দৃষ্টি না হওয়ায়, সে শূন্য মানসে তাহার যে স্ফূর্ত্তি, সে স্ফূর্ত্তি কাল্পনিক। বর্ত্তমান ভিন্ন—বর্ত্তমান লাভ হইবার নহে। ভগবান সর্ব্বত্রে আবির্ভূত হইলেও, যে হৃদয়ে সাক্ষাৎ রূপে আবির্ভূত নহেন, তিনি

গুরু শব্দের অযোগ্য। সেই, অযোগ্য ভক্তি ফল দিতে পারে না।

ইহারা ধর্ম্মধ্বজীদের সঙ্গ ভালবাসেন না। ইহাদিগকেও ধার্ম্মিক বলিয়া চিনা যায় না। কারণ ইহারা সংসারে সাধারণের ন্যায় চলেন। ইহারা সংসারের কোন বিধিকেই আদরও করেন না, তুচ্ছও করেন না। এটা ভাল—ওটা মন্দ বলিয়া কখন বিচার ও করেন না।

যিনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি সেই বংশেরই বিধি পালন করেন। এ জন্য ইহাদের ধার্ম্মিক বলিয়া কেহ অবধারণ করিতে পারেন না। ইহাদেরও সে অবধারণ ইচ্ছা নহে, ইহারা সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতেই ইচ্ছা করেন। ইহারা সংসারের ধর্ম্ম, মান্য, প্রতিষ্ঠা তুচ্ছ করিলেও, সংসারের ধার্ম্মিক বা প্রতিষ্ঠা ভাজনকে মান্য দিতে ভুলেন না।

ইহারা বলেন—রাগভক্তির সহিত শাস্ত্রপাঠ, ধর্ম্মবক্তৃতা, সাম্প্রদায়িক চিহ্নধারণ, ব্রতাদির কোন সম্বন্ধ নাই। ভক্তসঙ্গই ইহার মূল।

এ জন্য কবিরাজ গোস্বামী বলেন ;—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লবা মাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥"

লবামাত্র দূরে থাকুক, যাঁহাদের সঙ্গে বহু দিনেও সর্ব্বসিদ্ধি দূরে থাকুক, শক্তি সঞ্চার অবধি হয় না, তাঁহাদের সঙ্গ—সাধুসঙ্গ নহে—কুসঙ্গ। তাঁহাদের যে সংকীর্ত্তন, তাহা সংকীর্ত্তন নহে—কুকীর্ত্তন। তাহাদের যে নাম, তাহা কৃষ্ণনাম নহে—লোক ভুলান মন্ত্র। কিন্তু ইহারা প্রকৃত বৈধীভক্তকে মান্যই দিয়া থাকেন।

ইঁহারা যে শক্তি দ্বারে, অপরার জড় নিদ্রা ভঙ্গ হয়, স্বরূপ শক্তি কুণ্ডলিনীর উদয়ে, জীবস্বরূপের প্রকাশ পায়, সেই পরা শক্তিকে, নদী রূপকে "ধারা বা স্রোত" বলেন। এই স্রোতই চিজ্জগৎ, জড় জগতের মধ্যবর্ত্তী রজশূন্যা—বিরজা বা জগৎকারণ —কারনার্ণব। এই কারনার্ণবেই দ্বারকা চতুর্ব্যূহে সঙ্কর্ষণ, সদাশিবের উদয়। এই সদাশিবই—মুক্তিপদ। এই মুক্তিপদের বহির্ম্মণ্ডলই—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমণ্ডল আবরণে, সঙ্কর্ষণ, সদাশিব—প্রকৃতি পুরুষাত্মক—পরমাত্মা। পরাবৃত্তিরই নিদ্রিত ভাব—তৎ বহির্ম্মণ্ডল অপরা বা মায়া প্রকৃতি।

প্রকৃতিগত এই ব্রহ্মাণ্ডে, সঞ্চারী জীবের স্বরূপই—দেহ, স্বরূপই —দেহী। মুক্তজীবে বা ভগবানে, দেহ—দেহী ভেদ নাই। বদ্ধজীব, যেমন মুক্ত জীবের দেহ—দেহী দেখে, তেমনি ভগবানেও দেহ—দেহী দেখে। দেখিলেও, যেমন মুক্তজীবে দেহ—দেহী ভেদ নাই, ভগবানেও তেমনি দেহ—দেহী ভেদ নাই। না থাকিলেও, মুক্তজীব ভগবৎ বসতিমন্দির, এ হেতু তাহাতে যেমন শক্তি—শক্তিমান ভেদ আছে, তেমনি ভগবানেও শক্তি—শক্তিমান ভেদ আছে। সে ভেদও প্রতীতি মাত্র, কারণ, শক্তি—শক্তিমান অভেদ।

বদ্ধজীব, চিৎ—জড় ভেদে, যেমন আপনাকে দেহী বোধে—পুরুষ মনে করে, মুক্তজীব, শক্তি—শক্তিমান ভেদে, তেমনি আপনাকে শক্তি বা প্রকৃতি মনে করে। বদ্ধজীবই জড়ে অহংকারে, যেমন জড়কে দেহ মনে করে, মুক্তজীব যেমন জড়কে দেহ মনে করে না, তদ্রূপ ভগবানে জড় অহংকার না থাকায়, সে বিগ্রহে দেহ—দেহী ভেদ দেখা যায় না। না যাইলেও যেমন মুক্তজীব জড়ে—বহির্ম্মুখে না আসিলে, বদ্ধজীব তাহাকে দেখিতে পায়

না, তদ্রূপ ভগবান যোগমায়া দ্বারে স্ববিগ্রহকে বহির্ম্মুখ জীব-চক্ষে জড় স্বরূপে দৃষ্ট করান, নচেৎ জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

ভগবানের যে মাতৃ গর্ভে জন্মাদি, তাহা নর-লীলার প্রতীতি মাত্র। সে নরলীলার প্রতীতিতে ভগবান—মানুষ।

এ হেতু মানুষ দ্বিবিধ—এক ভগবান, এক জীব। এই ভগবান মানুষই—সেব্য, এবং জীব মানুষই—সেবক। এই ভগবান মানুষই—কৃষ্ণ, চৈতন্য, বলদেব, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ইত্যাদি।

যদি বল—ভগবানকে মানুষ বলিতেই এত সাধ কেন?

নরাকারে—এ হেতু তাঁহাকে মানুষ বলি, বৃন্দাবনে তিনি গোপ বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

তাঁহাকে মানুষ বলি, তিনি মানুষের ন্যায় লীলা করেন বলিয়া। যদি না করিতেন, তবে কাহার সাধ্য ভগবানকে বিশ্বাস না করে? আজও ত অনেকে—শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দকে ভগবত্বে স্বীকার করেন না।

তিনি ঐশ্বর্য্যে ভগবানই—মানুষ নহেন। কে তাঁহাকে মানুষ বলিবে? মানুষ ভাবিবে?

মানুষ ভাবিতে পারিবে না, দূরে রাখিবে, দূর হইতে প্রণাম করিবে, কাম্য ভিক্ষা করিবে, এ জন্য তিনি মানুষ। যাহাতে লইতে পারে, মানুষ যেমন পিতা, মাতাকে ভালবাসে, পুত্রকে ভাল বাসে, স্বামীকে ভালবাসে, বন্ধুকে ভালবাসে, সেই ভালবাসার জন্য, মানুষের দ্বারে ভগবানই—মাধুর্য্যে মানুষ।

এই অকাম ভালবাসায় তিনি—আত্মহারা। রাধিকার এই আত্মহারা ভাবে, তিনি এতই মোহিত যে, সেই ভাবে তিনি আত্মহারা হইয়া, তোমায় আমায় আত্মহারা করিতে, তোমার আমার দ্বারেই উপস্থিত।

কিন্তু কই ? সে আত্মহারা ভাবে তুমি ত কই আত্মহারা হইলে না ? হইলে—তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভুলিতে। ভুলিলে—সখার ন্যায়, মাতার ন্যায়, পিতার ন্যায়, পত্নীর ন্যায় তাঁহাকে ভালবাসিতে, কই তাহাত—পারিলে না ? সে ভালবাসা—তাঁহাকে দিতে পারিলে না !

তাহাকে স্মরণ করিবার জন্যই নিয়ত চেষ্টা করিলে, কই ? সে ভালবাসা থাকিলে, যেমন, সখায়—সখায়, স্ত্রী—পুরুষে প্রণয় কলহে, ভুলিতে গিয়াও ভুলিতে পারে না, তুমি ত সাহস করিয়া একদিন ভুলিয়া যাইতে অগ্রসরও হইতে পারিলে না ?

তুমি পার না বলিয়া, সে নানা ছলে, নানা রূপে, শ্রীমতী রাধিকার আত্মহারা ভাবে—কি সুখ, সেই সুখ জানাইবার জন্য তোমার দ্বারে উপস্থিত। তিনি মানুষ রূপে তোমার সহিত কথা কন, তোমার গায়ে হাত দেন, তুমি পড়িলে তুলেন, তোমার দুঃখে দুঃখী হন, সুখে সুখী হন, তবুও তুমি তাঁহার ঐশ্বর্য্য রূপকেই ভালবাস। ভালবাস বলিয়াই তাঁহার মানুষ রূপকে, মানুষ বলিতে চাহ না, বড় করিয়া দূরে রাখিতে চাহ।

যাহাকে দূরে রাখিতে চাহ, তাহাকে তুমি ভালবাসিলে কই ? ভালবাসিলে যে অন্তরে পুরিতে ইচ্ছা হয়, নাচাইতে ইচ্ছা হয়, কাঁদাইতে ইচ্ছা হয়, রাগ করিতে ইচ্ছা হয়, রাগাইতে ইচ্ছা হয়, কই তোমায় ত তাহা দেখি না ?

তুমি তাহার মাধুর্য্য স্বীকার করিলে, তাহার সহিত একত্রে আহার করিলে, শয়ন করিলে, বিশ্রাম করিলে, কিন্তু তাহাকে সখা বলিতে, পতি বলিতে, প্রিয়তম বলিতে, সন্তান বলিতে, তোমার সাহস কুলাইল না—প্রভু বলিলে, দাস হইলে, দূরে রহিলে, কিন্তু বুঝিলে না, এ ভাবে প্রেমিক ধরা দেয় না। প্রভু ধর্ম্মে প্রেমিক

সুখী হয় না। কই? তাহাকে সুখী করিতে ত হৃদয় একদিনও কাঁদিল না? স্বসুখের জন্যই দাস হইলে, হস্ত জোড় করিলে, তাই বাইশ ফকীরের হাটে একদিন কথা উঠিয়াছিল;—

"চারি যুগের চারি ধর্ম্ম ধরাতলে থুয়ে॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য রূপ, সনাতনে দিয়ে।
উঠিলেন মহাপ্রভু নিজধর্ম্ম লয়ে॥"

সে নিজধর্ম্ম কি? ভগবানই তাহা কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীতে বলিয়াছেন;—

"মাতা মোকে পুত্র ভাবে করয়ে বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুধু সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক আমি তোমা সম।
প্রিয়া যদি করি মান করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন।
এই শুদ্ধ ভক্ত লইয়া করিব অবতার।
করিব বিবিধ ভাতি অদ্ভুত বিহার।
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার॥"

তাঁহার এ নিজধর্ম্ম নদীয়ায় বিকাইল না। তাহারা ঐশ্বর্য্য লইল, মাধুর্য্য লইল, কিন্তু নিজধর্ম্ম লইল না। লইতে পারিল না। সে হাটে এ নিজধর্ম্ম বিকাইল না।

কেহ কেহ বলেন, প্রেমে ভরপুর, আর ধারণ হয় না, তাই সে হাটে আর বিকায় নাই। কিন্তু প্রেমী এ কথা বলে না, বলিতে পারে না, বলা দূরে থাকুক, সে ইহা ভাবিতেও পারে না, কারণ সে জানে, যে প্রেম নিত্য বর্দ্ধনশীলা, সে নিত্য পূর্ণা হইয়াও,

নিত্য অপূর্ণাভাবে যুগল সংযোগেই, তাহার পূর্ণ—মহাভাব মূর্ত্তি প্রকাশ করে। সে মহাভাবে প্রেমময়ী রাধিকাও, কৃষ্ণ সঙ্গমেই নিত্য পূর্ণা—অন্যের কথা কি ?

ইঁহারা বলেন, তাই আবার হাটের পত্তন, সেই হাটই—বাইশ ফকীরের হাট। বাইশ ফকীর তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জগৎ মাতায় নাই, তাঁহার গুণ গানে রাশি রাশি পুস্তক লিখিতে সময় পায় নাই, হাত জোড় করিয়া বসিয়া থাকে নাই, পদে পদে অপ-রাধের ভয় দেখে নাই। সেই কৃষ্ণ, সেই ঐশ্বর্য্যাধীপতি মহান ভগবানই—ফকীর ঠাকুর বলিয়া, দেশে দেশে কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান নাই।

গোপীরা যেমন কৃষ্ণকে সামান্য মানুষ ভাবিয়া আদর করিত, ভালবাসিত, ভৎ‍র্সনা করিত, খেলা করিত, জোর করিত, সময়ে সময়ে হীনও দেখিত, তেমনি তাঁহারা ফকীর—ঠাকুরকে, রাধা কৃষ্ণে একাঙ্গে যুগল দেখিয়া, সেই গোপীর অনুগমন করিত। সামান্য মানুষ দেখিয়া মারিয়াছে, ধরিয়াছে, খেলিয়াছে, তাড়াই-য়াছে, হারাইয়াছে, জোর করিয়াছে, তুমি আমি—আমি তুমি বলিয়াছে, তাহাতে খাইয়া গিয়াছে, নিজের সত্ত্বা ভুলিয়াছে, তাহার শক্তি হইয়াছে, তাই সে ছাড়া আর কাহাকেও দেখে নাই, তাহা-কেই দেখিয়াছে, তাহাকেই লইয়াছে, তাহার সহিতই কথা কহি-য়াছে, আর কাহাকেও দেখে নাই, আর কাহাকেও কিছু বলে নাই, তাই বাইশ ফকীরের ধর্ম্ম আজও অপ্রকাশ রহিয়াছে। এই ভাবেই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ;—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বস্থানে হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥"

তাই একদিন গ্রন্থকার গাহিয়াছেন ;—

ধুয়ে অঞ্জন, সে নিরঞ্জন, পরেছি নয়নে।
শুক শুকী উভয়ে সুখী চোকোচোকি মিলনে॥
ভালে পেয়ে গুরু বল, ঢালিয়ে ঈক্ষণ জল,
হয়েছে সে কার্য্য সফল, নাহি কর্জ্জল লোচনে॥
নাহি করি ডাকাডাকি, ত্রিকালে দিয়েছি ফাঁকি,
আঁখি ছাড়া নাহি রাখি, জেগে ঘুমায়ে স্বপনে॥
যেখানে সেখানে থাকি, জলে স্থলে যা নিরখি,
কি গগনে উড়ে পাখি, নাহি দেখি সে বিনে॥

বৈধীভক্তের জন্যই—শাস্ত্র। ভগবান ভক্তের ভাব বুঝিয়া, যে ভক্তের যে সেবা, সেই সেবা লইতেই—মহানুভব রূপ, সনাতন দ্বারেই, সে শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করেন। সংসারে বৈধীভক্তই গণনায় অধিক, তাই বৈধীর কল্যাণে রূপ, সনাতনই ঘরে ঘরে পরিচিত। এ হেতু স্বরূপদামোদর, শিখিমাইতি আদি, আপনাদের পরিচিত করিতে স্থান পান নাই, কেহই তাঁহাদের নাম ও করেন না।

যাঁহারা ভগবানের স্বধর্ম্মে—সহজ ধর্ম্মে—ধর্ম্মী, তাঁহাদের কেহ জানিল না, তাঁহাদের কেহ তত্ত্ব লইল না।

তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রকাশে শাস্ত্র লিখিয়া, পুঁথি বাড়াইয়া, বৈধী ভক্তই দেশ জুড়িল, রাগভক্তের স্থান হইল না।

প্রভুর নানা সেবা। যে সেবায় যাহার অধিকার, সে সেই সেবায় রত রহিল, যে যাহার অধিকারী, তাহার দৃষ্টি সেই দিকেই পড়িল। তাই বৈধীর—রূপ, সনাতনেই দৃষ্টি পড়িল। কারণ শাস্ত্রই—বৈধীর ভজন নির্ণয়—যন্ত্র। এই জন্য প্রভু, সাড়ে তিনটী পাত্র বই আর পাইলেন না, আর কোন খরিদ্দার জুটিল না, তাই কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন ;—

"প্রভু লেখা করে যারে, রাধিকার গণ।

জগতের মধ্যে পাত্র, সাড়ে তিন জন ॥
স্বরূপগোঁসাই, আর রায় রামানন্দ ।
শিখিমাইতি তিন, তাঁর ভগ্নী অর্দ্ধজন ॥”

প্রভু সাড়ে তিনটী বই পাত্র পাইলেন না, কিন্তু এখন ? এখন কলা গাছের এক কাঁদিতেই এক শত, এক এক গাছের শত শত তেউড়। আবার কেহই আর বৈধীভক্ত নহেন, সকলেই রাগ ভক্ত—হরি, হরি !

যাক সে কথা, সেই ভগবানই গোপী সমাজে, গোপী ভাবে—আত্মহারা। গোপীও আত্মহারা, তাই বাইশ ফকীরের হাটে এক দিন কেহ গাহিয়াছিলেন ;—

“বৃন্দাবনে নিত্য লীলা করে দুইজন।
নাহি জানে রাধাকৃষ্ণ আর গোপীগণ ॥”

সে দুইজনই—রাধাকৃষ্ণ, রাধাই—শ্রেষ্ঠা গোপী।

তাই গ্রন্থকার গাহিয়াছিলেন ;—

“যার লাগি রাধাকৃষ্ণ যান গড়াগড়ি।”

—কার লাগি ?

রাধাকৃষ্ণের লাগিই, রাধাকৃষ্ণই যান গড়াগড়ি। রাধাই—রস, রাধাই—রসিকা। রসিক—রসিকা ভিন্ন, রসে কে গড়াগড়ি দিতে পারে ?

প্রেমের এমনি মাহাত্ম্য, যার প্রেম সেই তাহাতে গড়াগড়ি দেয়, আত্মহারা হয়। তাই গ্রন্থকার একদিন গাহিয়াছেন ;—

প্রেম কি কবার কথা, যার প্রেম সেই জানে না রে।

প্রেমে মান থাকে না, জ্ঞান থাকে না, আপনাতে আপনি থাকে না রে।

যে—হেন প্রেমে ডুবে নাই, প্রেমিক তাহার নিকট কি

প্রকাশ করিবেন ? এই—প্রেমে মাতোয়ারা নররূপীই যে—ঐশ্বর্য্যাধীপতি ভগবান, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে ? যদি কেহ এমন ভাগ্যবান থাকেন, তাঁহার জন্য ঢেঁড্রা পিটিতে হয় না, সে আকর্ষণে, আপনিই তিনি আপনার টানে আসিয়া মিলেন।

নাই বা ভগবান হইল ? তুমি যে ভগবানের কথা বলিতেছ, আমার এই মানুষের একটা ইঙ্গিতে, সেরূপ অনন্ত কোটী ভগবান হয়, হইলেও—এই ফকীরে যে মাধুর্য্য, সে মাধুর্য্য তাহাতে নাই। তাই সে রাজা ভগবানে আমাদের কাজ নাই, আমাদের এই ভিকারী—ফকীরই ভাল। এই জন্যই বাইশ ফকীরের হাটে, কেহ গাহিয়াছিলেন ;—

"জের টেনে ফের পড়ে গেল, বৃন্দাবনের ছয় গোঁসাই ॥"

তাঁহারা জের টানিয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন। জীব হিতার্থে তাঁহার নিজধর্ম্ম বিলাইতে—তিনি, মানুষ রূপে তোমার দ্বারে উপস্থিত, তবুও তুমি তাঁহাকে ভগবান পরিচয়ে, তাঁহার মানুষ লীলা ভঙ্গ করিবে, এই কি তোমার ভালবাসা ?

ঐশ্বর্য্যে এ লীলা কোথায় ? তাই তাঁহাদের এ লীলায় দৃষ্টি পড়িল না, মহান ঐশ্বর্য্যেই দৃষ্টি পড়িল, তাই জের টানিবার দরকার পড়িল, সেই ফেরে পড়িয়াই মানুষ লীলায় দৃষ্টি পড়িল না।

এ লীলায় ভক্ত, মায়াতে উদিত থাকিয়াও—মায়াপার। রৌদ্র যেমন ভূমিতে পতিত হইয়াও—ভূমিপার, ভক্ত ও তেমনি মায়াপার।

এ কথা কে বুঝিবে ? মূষিক গর্ত্তে সর্প ঢুকে, লোকে তাহাকে মূষিক গর্ত্ত বলে, কিন্তু তাহা মূষিক গর্ত্ত নহে, সাপেরই গর্ত্ত। তাহাতে মূষিক নাই—সাপই আছে। খদ্যোত যেমন সূর্য্যে খাইয়া যায়, তেমনি সে মূষিক—সর্পে খাইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর

মূষিকত্ব নাই, সর্পত্বই আছে। তাই গুরু, ভগবৎ যোগে, ভগবৎ শক্তি রূপা—মানুষ। কিন্তু মানুষ, সে ভগবৎ শক্তি রূপা মানুষকে, চিনিতে পারে না, গুরু, কৃষ্ণকে—এক দেখেনা। যাহার সে চক্ষু ফুটে সে, সে ভগবৎ বসতিমন্দিরে ভগবানকে দেখিয়াই, ভগবানের সহিত কথা কয়, তাঁহাকে জীব দেখে না, অনাদর করে না, তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে না। তাই ইঁহারা শ্রেষ্ঠ ভক্ত—গুরুকে, কৃষ্ণে অভেদ দেখেন, আদর করেন, যত্ন করেন, সেবা করেন, তাঁহার ভাব লাভে গোপীর অনুগমন করেন।

ভগবানের এই মানুষ লীলা পরসত্ত্বগত। পরসত্ত্বগত হেতু, শুদ্ধসত্ত্ব বিগ্রহে যাহাদের সেবা, তাহাদের মৃণ্ময়—পাষাণ বিগ্রহে কি কাজ? যাহারা তাঁহাকে লালন করে, পালন করে, মারে, ধরে, ভৎসনা করে, তাহাদের আবার সাময়িক পূজা? অজপায় যাহাদের ভগবৎ স্মরণ, তাহাদের আবার সাধনের কালাকাল? যাহাদের সম্মুখে ভগবান, তাহাদের আবার শাস্ত্র পাঠ—ব্যখ্যা শ্রবণের প্রয়োজন? শক্তি স্বরূপা সে ভক্ত স্বরূপে, ভক্তিরই শঙ্খ, চক্র রূপে অনন্ত প্রকাশ, তাহারা আবার তিলক মাটী দিয়া কি সাম্প্রদায়িক চিহ্ন অঙ্কিত করিবে? যাহারাই শক্তিরূপে অনুদিন কীর্ত্তন, স্মরণ, ধ্যানে আপনা ভুলিয়া আছে, তাহারা আবার সাজিয়া লোক সংগ্রহে কি কীর্ত্তন গাহিবে?

গাহিবে—এ সকল বৈধীভক্তিগত আজ্ঞা, বৈধীভক্তের অবশ্য পালনীয়। না পালন করিলে রাগের উদয় হয় না। ভগবৎ এই আজ্ঞা, ভক্তিভাবে পালিত হইলেই ভগবৎ কৃপা হয়, কৃপায় গুরু দর্শন হয়, দর্শনে লোভ হয়, লোভে রাগভক্তি উদয় হয়। বৈধী-ভক্ত আজ্ঞা পালন করুক, রাগানুগভক্ত রাগ সেবায় নিযুক্ত থাকুক, তাহাই ভগবৎ আজ্ঞা, অনধিকার চর্চ্চায় কোন ফল

নাই। তাই একদিন বাইশ ফকীরের হাটে কেহ গাহিয়াছিলেন ;—

"স্বভাব ছাড়িতে নারে, ভাবের দোহাই দেয়।
স্বভাব ছাড়িয়া ভজে, ভজি তার পায়॥"

মায়াগত স্বভাবেই জীব অনধিকার চর্চ্চায় অগ্রসর হয়। হইলে কি হইবে, তাহাত তাহার মায়াগত স্বভাবের ধর্ম্ম নহে, তাই সে স্বরূপ ভাবের দোহাই দেয় মাত্র, সে ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। চিৎ স্বভাবে জীবের এ স্বভাব থাকে না, স্বরূপ-ভাব আপনি প্রকাশ পায়, অবিদ্যা আত্ম সংগোপন করে,—শাস্ত্রের দোহাই দিতে হয় না।

তাই তাহারা, তাঁহার এ স্বধর্ম্ম—নিজধর্ম্ম—সহজধর্ম্ম ধরিতে পারিল না। ধরিতে পারিল না বলিয়াই, দরদী যাঁহারা—তাঁহারা তাঁহাদের রক্ষার্থে, তাঁহাদের নিকট এ ভাব সংগোপন করিলেন। তাই বাইশ ফকীরের হাটে কেহ গাহিয়াছেন ;—

"লোক মধ্যে লোকাচার।
সদ্‌গুরু মধ্যে একাকার॥"

কিন্তু বৈধীভক্ত তাহা বুঝিল না, তাহাতেও দোষ দেখিল ; বলিল—অন্তরে এক, বাহিরে এক—ইহাত মায়ার খেলা। যাহাদের রক্ষার জন্য দরদীর—এ দরদ, তাহারাই আপনা দৃষ্টি না করিয়া, তাহাতে মায়া দেখিল।

দেখিল—তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু কেহ কেহ উল্টা বুঝিল, শক্তি সঞ্চারে যে চিৎ প্রকৃতির উদয়, সেই প্রকৃতি লইয়াই রাগানুগ ভক্তের সাধন সংবাদে, বহিরঙ্গ ভক্ত সম্প্রদায়ে মায়া এক খেলা খেলিল। জড়ীয় রস—রক্তগত প্রকৃতি লইয়া, জড়-রতি-রস-রাগে, যে কুৎসিৎ ভজনে এক প্রকার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল, সেই সম্প্র-

দায়ই—সহজিয়া নামে ব্যক্ত হইল। এ হেতু সহজিয়া—বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন, অতীব হেয়।

এই দেখাদেখি যখন কর্ত্তাভজা দলেও, এই যোষীৎ সঙ্গ হইতে চলিল, তখন বাইশ ফকীরের হাট ভুক্ত কোন মহাত্মা গাহিলেন ;—

"মাগী হিজড়ে মিনষে খোজা।
তবে হয়—কর্ত্তাভজা।"

অর্থাৎ তোমরা যে বলিতেছ—আমরা কর্ত্তাভজা, তাহা তোমাদের মনের ভ্রম, কারণ ভগবান—কৃষ্ণভজনে, স্ত্রী—পুরুষের মায়া রত্তি থাকিতে অধিকার হয় না। অনেক যোষীৎ সঙ্গী কর্ত্তাভজারা এখন আপনাদের স্বভাব ঢাকিতে, এই কড়চারই উল্লেখ করেন। তাই লোকে মনে করেন যে, এ দুই কড়চা কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের।

এ কড়চাতেও যখন কর্ত্তাভজা ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের চৈতন্য হইল না, আত্মবঞ্চনায় মৌখিক চোপা—তর্কে, সেই চিৎ প্রকৃতিরই উল্লেখ করিতে লাগিলেন, তখন আবার বাইশ ফকীরের হাট ভুক্ত কোন মহাত্মা গাহিলেন ;—

"যে বস্তু দিইয়া যেবা করয়ে ভক্ষণ।
উদ্গারেতে বুঝা যায়, তাহার লক্ষণ॥"

কিন্তু সে দিনও নাই, সে সকল মানুষও নাই, কেই বা বুঝিবে, আর কেই বা বুঝাইবে ?

তত্ত্ব আলোচনায় ইঁহাদের মতে, যে জন্য ভগবান—কৃষ্ণ-চৈতন্যের, এ বাইশ ফকীরের হাট পত্তন, তাহা বলা হইল। ইহাতে ইঁহারা বলেন, ইহা কোন ধর্ম্মেরই উপশাখা নহে, স্বয়ং ভগবানই ইহার প্রবর্ত্তক। এ জন্য এ ধর্ম্ম ভক্তিমূলা, এবং সে ভক্তিও

বৈধী নহে—রাগভক্তি। এ হেতু এ ধর্ম্ম—স্বয়ং সিদ্ধা, ভগবান ভিন্ন কাহারও মুখাপেক্ষী নহে।

ভগবৎ মুখাপেক্ষী বলিয়া, ইঁহাদের কোন সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ না থাকিলেও, ইঁহাদের সহিত বৈধীভক্তের বিরোধ থাকিতে পারে।

কারণ, বৈধীভক্ত অবিদ্যা-চক্ষে চিৎ বস্তু দর্শনে অক্ষম, এ হেতু কৃষ্ণই যে কৃষ্ণচৈতন্য, ইহাতে যেমন অন্য সম্প্রদায়ের আপত্তি, তেমনি কৃষ্ণচৈতন্যই যে—ফকীর ঠাকুর, ইহাতেও তেমনি বৈধীর আপত্তি। কিন্তু রাগভক্তের সে আপত্তি অসম্ভব, চিৎ চক্ষে সাক্ষাৎ দর্শনে কাহার ভ্রম থাকে? রাম—শ্যাম নামে অভিহিত হইলেও, শ্যাম—রামই, লীলা হেতু ভগবানের অনন্ত নাম, বৈধী জড়শাস্ত্র-চক্ষে না ধরিতে পারায়, অপরাধী হন মাত্র। তাহাতেও ক্ষতি নাই, যদি তাঁহার রাম নামেই ভক্তি অচলা হয়, তাহাতেই সে অপরাধ খণ্ডন হয়, ও তাহাতেই চিত্ত শুদ্ধিতে রাগোদয়ে, মহিম জ্ঞান লাভে, আর সে ভ্রম থাকে না।

বৈধীর এ ভাবেও কিন্তু ইঁহাদের কোন বিরোধ নাই। ইঁহারা বলেন,—রাগ ও বৈধী নিত্য—ভিন্ন। যাহার যাহা স্বভাব, তাহার তাহাতে দোষ কি? দোষ না থাকিলেও ভিন্ন ভাব হেতু, ইঁহারা বৈধীর সহিত মিশিতে ইচ্ছা করেন না। যখন ইচ্ছাও করেন না, তখন বৈধী ইঁহাদের চাহিল—কি বাদ দিল, সে দৃষ্টিও ইঁহারা রাখেন না।

একদিন হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—যে আল্লা, সেই হরি। কারণ, স্বরূপে যাহা অভেদ, তাহার নামে কিছু আসিয়া যায় না। ধর্ম্মধ্বজীরা শাস্ত্র-শাসনে মুখে এ কথা স্বীকার করিলেও, অনেক সময়ে কার্য্যে ভক্তিতে দৃঢ় থাকিতে না পারায়, অন্য রূপ হন বলি-

য়াই, সম্প্রদায় অহংকারে মায়াকে ত্যাগ করা দূরে থাকুক, আরও টানিয়া লইয়া সংসার জুড়িয়া বসেন। সে বসায়, প্রকৃত বৈধীভক্তেরও পার নাই, তাঁহাদের করকবলে পতিত হইয়া, ধর্ম্ম রক্ষা ভার হইয়া উটে। কারণ, তাঁহারা মুখে ভক্তি বলেন, কিন্তু কার্য্যে, জ্ঞানেরই প্রধান্য দেখা যায়। বিশেষ—তাঁহাদের ভগবৎ অনুশীলনত দেখাই যায় না, তাঁহারা কেবল জীব তরাইতেই ব্যস্ত। এ জন্য ইহারা, তাঁহাদের নিকট হইতে দূরেই থাকেন।

বৈধীভক্তের জন্যই সম্প্রদায় রক্ষণ, সে হেতু সমাজ রক্ষা রাগানুগভক্তের কার্য্য নহে। তবে যে বৈষ্ণব চূড়ামণি—রূপ, সনাতনের দ্বারায় এ কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তাহা সমাজ সস্করণ হেতু, কেবল সংরক্ষণ নহে।

অতএব যেমন কৃষ্ণভক্ত, এবং কৃষ্ণচৈতন্য ভক্ত—অভেদ, তদ্রূপ কৃষ্ণচৈতন্য ভক্ত, এবং ফকীর ঠাকুর-ভক্ত ও অভেদ। কিন্তু এখন রাগানুগ ভক্ত বিরল হেতু, ইহাদের সহিত বৈধীভক্তের যে, ভেদই দৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্যই বা কি ?

ইঁহাদের মতে ভগবৎ অধিষ্ঠানে গুরু—চিণ্ময়। লোকে তাঁহার জড় শরীর দেখিলেও, ইঁহারা তাহা দেখেন না। ইঁহারা বলেন, —সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার থাকে না, অনুদয়ে অন্ধকার আসিয়া জুটে। মহান্ত গুরুর—পরা, অপরা—দুই দেশেই স্থিতি। ভগবৎ অধিষ্ঠানে যে বিগ্রহ প্রকাশ পায়, তাহা জড়গত নহে। বদ্ধ জীব উদ্ধারে যখন অপরা আশ্রয় করেন, তখনই অপরা দেহে প্রকাশ পান। অতএব গুরু, ভক্ত অন্তরঙ্গে চিণ্ময়—বহিরঙ্গে জড়ময়।

সাধন পরিপক্কে ইঁহারা গুরুর সহিত অভেদে, গুরুকে আর মুক্তি দাতা বলিয়া দেখেন না। তখন গুরুকে মঞ্জরী রূপে দর্শন করত, সেই সেবা ব্রতে ব্রতী হন। এই জন্য ইঁহারা বলেন—

"সে দেশ আনন্দের হাট।
গুরু শিষ্যের নাহি পাঠ।"

এ হেতু গুরু—ভক্তই, ইঁহাদের নিত্য সঙ্গী—নিত্য বন্ধু।

ইঁহাদের মতে গুরু, শিষ্যে—পিতা, পুত্র সম্বন্ধ। সে দেশে, মঞ্জুরী ভাবে গুরু শিষ্য উভয়েই, রাধার চিত্ত-বৃত্তি বিশেষ। এ হেতু শিষ্যের, গুরুর সহিত কোন কালেই প্রেম সম্বন্ধ নাই।

রাগসাধনে গুরুই কাচিৎ মঞ্জুরী স্বরূপা। এই রাগসাধনও, প্রাণায়াম সাধন গত নহে। সঞ্চারে যে চিৎ শক্তির উদয়, তৎ সহযোগেই ভগবন্নামে—সাধন। তাহাতে সে শক্তি যতই প্রকট হইতে থাকে, ততই অবিদ্যা লুক্কাইত হইতে থাকে। তখন গুরু দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে, ভগবৎ দর্শনও ঘটে।

সঞ্চারে চিৎ শক্তির উদয়ে—সাধনে, বায়ু আপনিই স্তম্ভিত হয়। অতএব রাগসাধনের অবান্তর ফল—প্রাণায়াম সিদ্ধি। প্রাণায়ামে—রাগসাধন নহে। এই অবান্তর ফলেই মনের লয় সিদ্ধি। অতএব মনলয়ও, রাগসাধনের—অবান্তর ফল। এ হেতু ভক্তির—ভক্তিই সাধন। কারণ, জড় রূপে—ক্রিয়া, জ্ঞান, বল পৃথক্ পৃথক্ থাকে, কিন্তু চিৎ রূপে তাহা একীভাবে উদয় হওয়ায়, তাহার জড়ক্রিয়া বা জ্ঞানরূপের উদয়, প্রকাশ থাকিতে পারে না। না থাকায়, মনেরও লয় হয়।

ইঁহারা বদ্ধ জীবকে—গুরু বলেন না। মুক্তজীবে—ভগবানই গুরু। মুক্তজীব তৎ শক্তি রূপে অভেদ হেতু, শক্তি—শক্তিমান অভেদ বিধায়—তাঁহাকেও গুরু শব্দে বরণ করেন। এ হেতু ইঁহারা গুরু—কৃষ্ণ এক দেখেন, গুরুকে—কৃষ্ণে অভেদ না দেখিলে, কৃষ্ণ লাভ হয় না। যে গুরু অভেদ নহেন, তদ্বারে কৃষ্ণ লাভ হয় না, এ হেতু ইঁহারা, তাঁহাকে গুরু বলেন না। এ হেতু

গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিনেই এক, একেই তিন—ইঁহাদের মূল বাক্য। ভক্তকে যে ভক্তি করে না, সে গুরু, কৃষ্ণকেও ভক্তি করে না, ইঁহাদের ইহাই জ্ঞান।' ইঁহারা, গুরু—কৃষ্ণ—বৈষ্ণব ভিন্ন, আর কাহারও সেবা করেন না।

ইঁহারা নাম, নামীতে ভেদ দেখেন না, বলেন—যাহার নামে ভক্তি নাই, তাহার কৃষ্ণেও ভক্তি নাই।

ইঁহাদের মদ্য, মাংস, পরস্ত্রী, পরোচ্ছিষ্ট নিষেধ। সংসার যদি ভগবৎ সাধনের বাদী না হয়, তাহা হইলেই ইঁহারা সংসারী, নচেৎ নিরপেক্ষ।

সাধন সম্বন্ধে ইঁহাদের স্ত্রীলোকের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। সাধন কালেও ইঁহারা স্ত্রী, পুরুষে একত্রে বসেন না। সাধন সম্বন্ধেও, ইঁহাদের স্ত্রীলোকের নিকট সাধন দীক্ষা নাই।

ইঁহার গুপ্ত ভাবেই সংসারে অবস্থিতি করেন। এত দিন এই ধর্ম্ম স্রোত চলিয়া আসিতেছে, সাধারণ ইহার কিছুই অবগত নহেন। গুপ্ত ভাবে অবস্থিতি ইঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, তবে অভক্তের নিকট প্রকাশও ইঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। সাধারণের নিষ্প্রয়োজন হেতু—ইঁহারা গুপ্ত। ইঁহারা মৌখিক বাক্য বা জড়গত ভাবকে ভক্তি লক্ষণ বলেন না, চিৎগত লক্ষণকেই ভক্তি লক্ষণ বলেন। যেখানে ভক্তি লক্ষণ, ইঁহারা সেখানে গুপ্ত নহেন। চিৎ চক্ষে ইঁহারা ভক্তি বা ভক্ত লক্ষণ গ্রহণ করেন। কাল ধর্ম্মে ইঁহাদের আর প্রকাশ হইতে হইল না।

ইঁহারা একত্র বসিলে, মাদক সেবীর ন্যায় বোধ হয়। হয়ত এক সময় স্থির, গম্ভীর, বাক্যহীন, চক্ষু ঢুলু ঢুলু, অঙ্গ অবশ, স্বেদে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত, মুখে মৃদু মন্দ হাস, হয়ত আবার মহা আনন্দ রোল, নৃত্য, কম্প ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণের নিকট—সাধারণ।

এ হেতু সাধারণ অনুসন্ধানে কোন তথ্যই এ অবধি পান নাই। তবে যে আজ কাল দুই একজনের মুখে এতোল্লেখ, তাহা চেটুক পেটুক প্রবেশের পর হইতেই, বুঝা যায়।

ইঁহারা অবস্থা উন্মুখ না হইলে, কাহাকেও কোন উপদেশ দেন না। মৌখিক উপদেশের প্রথাই ইঁহাদের নাই। সাধনে চিৎ পথ খুলিয়া দেখাইয়া দেওয়াই—ইঁহাদের উপদেশ। সাধন পথে অগ্রসরেই, ইঁহারা শাস্ত্রপাঠ না করিয়াও, সর্ব্ব শাস্ত্র মর্ম্ম গ্রহণ করেন। এমন দুই একবার দেখা গিয়াছে যে, ইঁহাদের মধ্যে দুই একজন ভাষায় অবোধ হইয়াও, শাস্ত্র-মর্ম্মে বিশেষ ব্যুৎপন্ন।

ইঁহাদের কথা বার্ত্তা অধিকাংশই রূপক চ্ছলে। ইঁহাদের বিশ্বাস —যাহার ধরিবার সময় হইবে সে, এই রূপকেতেই মর্ম্ম ধরিবে, যাহার সময় হয় নাই, সে মর্ম্ম না বুঝিয়া মৌখিক সাধু সাজিতে পারিবে না।

গ্রন্থকার কাহাকেও কোন কথা স্পষ্ট বলিতেন না। বলিলে— সে যদি তাহা কাযে না করে, তাহা হইলে অপরাধের সম্ভাবনা থাকে, এ হেতু সাধকের ভাব, ভক্তি, কামনা, জ্ঞান, কর্ম্ম দেখিয়া, যখন যাহা বলিবার হইত, সময়ে সে উপদেশে, এক একটী গীত রচনা করিতেন। যে সাধক তাহা ধরিতে পারিতেন, অর্থাৎ যাহার সময় সম্মুখে, তিনিই তাঁহার মর্ম্মে নিজ দোষ স্খলনে অগ্রসর হইতেন, যাহার সময় না হইত, তিনি গীত ত গীত গাহিতেন মাত্র। এ হেতু প্রায় অধিকাংশ গীতই সমালোচনা ভাবেই রচিত। সে সকল গীতের—নিন্দা বা সুখ্যাতি উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য—ভাল, মন্দ সাধকের সম্মুখে ধরা মাত্র। যদি নিন্দা উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে এ গীত এতদিন বাহিরে প্রকাশ হইত।

গীত গুলি সকল স্থলে বিশদ নহে। তাহার কারণ যিনি, যে

ভাবের ভাবী, তিনি সেই ভাব বুঝিতে সক্ষম। ভক্তি, প্রেম, ভাব, মহাভাবের যে ছবি, ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা ভক্ত ভিন্ন অপরের ভোগ্য নহে'।

যেমন সুর, গায়কের মুখেই স্বরূপ প্রকাশ করে, তেমনি ভক্তি—ভক্ত স্বরূপে—স্বরূপে উদয় হয়। রাগ এবং বৈধী মার্গে, ভক্তির ও বিশেষ হয়। এ হেতু রাগানুগায় যে দার্ঢ্যতা, বৈধীতে তাহা সম্ভব নহে। প্রেমিক—প্রেমিককে যাহা বলিতে পারে, দাস—প্রভুকে তাহা বলিতে পারে না। পারে না বলিয়াই, রাগানুগার বাক্য—বৈধীভক্তের—প্রলাপ, অভক্তি প্রবণ বলিয়াই বোধ হয়। কেবল বোধ নহে, সত্যই প্রেমিক—প্রেমিকের জন্য যাহা করিতে পারে—করে, বৈধী—দাসের জন্য তাহা করিতে পারে না, করে না। করেন না বলিয়াই, বৈধীর তাহা অসম্ভব বোধ হয়।

চিন্ময় বিষ্ণুর, বিরাট দেহ কল্পনা মাত্র হইলেও, বৈধী যেমন তাঁহাকে মহান বিরাট রূপী ভগবান কল্পনা করেন, এবং সেই কল্পনায় সে সাধনে জড়াতীত হইলে, বিষ্ণুর চিন্ময় মূর্ত্তিই দেখিতে পান, দেহদেহী ভেদ দেখেন না, তদ্রূপ রাগানুগা তাঁহাকে অতি সহজ ভাবেই, নিজের নানা যোনি ভ্রমণে, স্ব সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে দেখেন। জীব যে কখন ভগবান ছাড়া থাকে, তাহা ইঁহাদের মনে আদৌ স্থান পায় না। বৈধীর মনে বিষ্ণু যেমন বিরাট রূপী, রাগানুগার মনে বিষ্ণু তেমনি সর্ব্বরূপী। বৈধী যেমন ঐশ্বর্য্যে বিরাট রূপী ভগবানকে মহান দেখেন, রাগানুগা তেমনি মাধুর্য্যে তাঁহাকে—ক্ষুদ্র জীব, জন্তু, ক্রিমি অবধি দেখিলেও, বৈধী যেমন জানেন, বিষ্ণু চিন্ময়, রাগানুগাও তেমনি জানেন—বিষ্ণু চিন্ময়। বৈধী যেমন চিন্ময় জানিয়াও, তাঁহার মাহাত্ম্য

প্রকাশে তাঁহাকে বিরাট-রূপী বলেন, রাগানুগা তেমনি তাঁহাকে চিন্ময় জানিয়াও, তাঁহার মাধুর্য্য মাহাত্ম্য প্রকাশে তাঁহাকে জীব, জন্তু, রূপেই বলেন। বৈধী—রাগানুগার এ ভাব ধারণ করিতে পারেন না, মনে করেন, এ কি—কথা? ভগবান বিরাট রূপেই সর্ব্ব অধিষ্ঠাতা, তিনি কি নচ্ছার জীব, জন্তু, ক্রিমি-অধিষ্ঠাতা? এ ভাবে সাধন—ধর্ম্ম বিগর্হিত। আমরা বলি—বিধি ধর্ম্ম বিগর্হিতই বটে, বৈধীর এ উক্তি নহে—বৈধীর এ ধর্ম্ম নহে। নহে বলিয়াই এ ধর্ম্ম বৈধীর নিকটে গোপনই আছে। কিন্তু কামী, নামী, ধামীর নিকট তাহাতেও পার নাই। বৈধীভক্তিতেও যদি তাঁহারা থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অনধিকার চর্চ্চার প্রয়োজন হয় না, থাকেন না বলিয়াই, তাঁহাদের অনেক সময়ে অনধিকার চর্চ্চায় প্রতিষ্ঠা লাভে অগ্রসর হইতে হয়।

এই রূপ অনধিকার চর্চ্চায় জনৈক ব্যক্তি, বাগবাজারের "বিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকায় গ্রন্থকার সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। অনধিকার চর্চ্চা অর্থাৎ প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে, লেখক মহাশয় গ্রন্থকার সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখেন না, অথচ গম্ভীর ভাবে তিনি, মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

সে জন্য গ্রন্থকারের এই জীবনী মধ্যেই তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া ভবিষ্যতের জন্য, গ্রন্থকার সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলা উচিত। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন, যে আমরা সে প্রবন্ধের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি। কারণ বাদ প্রতিবাদে কোন লাভ নাই, তবে সত্য প্রকাশেও ক্ষতি নাই।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা।

কলিকাতা, বুধবার ৪টা পৌষ, ৪১৫ গৌরাব্দ।

"মহাপ্রভুর অবতারের পরে অনেক ভিন্ন ভিন্ন শাখার সৃষ্টি

হয়। পূর্ব্বে কতকগুলি শাখা ছিল, তাঁহারা মহাপ্রভুর অবতারের পরে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সমুদয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা করা কঠিন, যথা—আউল, বাউল, নেড়া, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই, পরমার্থ, কিশোরী ভজন, স্পষ্টদায়ী, কর্ত্তা-ভজা ইত্যাদি ইত্যাদি। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সহজিয়া ও কর্ত্তা-ভজা। স্পষ্টদায়ী সম্প্রদায় রূপ করিবাজ-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। ইঁহাদের কথা পূর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ইঁহারা বিধি-ভজন আদৌ গ্রাহ্য করেন না। লোক-সমাজের অপেক্ষা ইঁহাদের একেবারে নাই। ইঁহাদের আচার্য্যগণ উদাসীন, সুতরাং গুরুর গাদি শিষ্য প্রাপ্ত হয়েন। এই আচার্য্যগণ পরম পণ্ডিত, যেখানে যেখানে ইঁহাদের গাদি আছে, সেখানেই বিস্তর গ্রন্থ রহিয়াছে। এই পরমপবিত্র শাখা লুপ্তপ্রায়। ইঁহাদের মধ্যে "প্রকৃতি" নাই।

এখন সহজিয়া ও কর্ত্তা-ভজা, এই দুই দল প্রবল। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে যাঁহারা নিকৃষ্ট, তাঁহাদের মধ্যে "প্রকৃতি" প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং ইঁহারা ছারেখারে যাইতেছেন। ইঁহারা আপনারা নষ্ট হইতেছেন, আর জীবকেও নষ্ট করিতেছেন। তবে কর্ত্তা-ভজাগণের মধ্যে দুই দল আছে। একটী দলের কথা অন্ত আলোচ্য।

স্পষ্টদায়ীয় আচার্য্যগণ উদাসীন, কিন্তু কর্ত্তা-ভজাগণ ঠিক তাহার বিপরীত। তাঁহাদের প্রধান উপদেশ "সংসার রাখিয়া ধর্ম্ম"। তাঁহারা কি বলেন, শ্রবণ করুন। মহাপ্রভু দেখিলেন যে, তিনি সব করিলেন, কেবল সংসারীদিগের নিমিত্ত কোন ধর্ম্ম রাখিলেন না। তাই নীলাচল হইতে গোপনে পলায়ন করিলেন। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে পাইলেন না। স্থূল কথা, পরে মহা-

প্রভুকে কেহ কেহ পাইলেন। তাঁহারা বার জন। তাঁহাদিগকে মহাপ্রভু "নাম" দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই বার জনের মধ্যে দুই জনের ধারা চলিল, যথা ঘোষ মহাশয়ের ও পাল মহাশয়ের। এক জনের পুত্রের নাম শশীলাল, তাহার কৃত গীতসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এক দল বলেন যে, অন্য জনের ধারা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাহার ধারা বন্ধ, কাহার খোলা, তাহা লইয়া আলোচনার আবশ্যক নাই। এ "ধারা" শব্দের অর্থ কি, ক্রমে বলিতেছি।

"প্রথমে একটী ধারা চলিল বটে, কিন্তু পরে উহা দ্বিভাগ হইল। কারণ এক ধারা "প্রকৃতি" লইলেন। তাঁহারা ঔষধ দেন, অলৌকিক কার্য্য করেন, আর "প্রকৃতি" লইয়া কার্য্য করেন। আর এক ধারা "প্রকৃতি" লয়েন না। এমন কি, তাঁহারা এ কথাও বলেন যে, সেবা ব্যতীত স্ত্রীলোকের আর কিছুই অধিকার নাই।

"যাঁহারা প্রকৃতি লইয়া কার্য্য করেন না, তাঁহাদের কথা অগ্র আলোচনা করিব। কলিকাতায় ইঁহাদের নেতা ছিলেন নবকিশোর গুপ্ত বৈদ্য। তাঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান। নবকিশোর "দেহ রাখিয়াছেন", তবে তাঁহার শিষ্য অনেক আছেন। শুনিতে পাই, ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নবকিশোরের চিরসঙ্গী রূপচাঁদ দাস। তিনি অতি বৃদ্ধ। আরো অনেক শিষ্য আছেন, যথা—জগৎ, রামচরণ, গঙ্গারাম, নীলমাধব ইত্যাদি। ইঁহারা কতক গোপনে থাকেন বলিয়া প্রকাশ করিয়া নাম দিলাম না। ইঁহারা কি বলেন, এখন শ্রবণ করুন।

"ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনা করেন; রাধাকৃষ্ণও ভজন করেন, তবে শাস্ত্রে যে রাধাকৃষ্ণের লীলা উল্লিখিত আছে, তাহাতে তাঁহাদের তত আস্থা নাই। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণ লীলা কতক রূপক

ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনারা অর্থাৎ জীবমাত্রই প্রকৃতি; গোপী ও রাধার কৃপায় জীব শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সমস্ত দেহে বিরাজ করেন, কিন্তু তাঁহারা নিদ্রিত ভাবে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ মস্তকে সহস্রারে বিরাজ করেন, আর রাধা গুহ্যদ্বারে নিদ্রিত অবস্থায় বাস করেন।

"জীবের তিন অবস্থা,—প্রবর্ত্ত, সাধন ও সিদ্ধি। প্রবর্ত্ত অবস্থার কার্য্য—শ্রীরাধাকে জাগরিত করা। রাধা জাগরিত হইলে অভিসার আরম্ভ হয়। সাধক ক্রমে ক্রমে রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইতে যত্ন করেন। যাঁহাদের রাধা জাগরিত না হইয়াছেন, তাঁহাদের বৃথা সাধন ভজন। রাধাকে জাগরিত করিতে না পারিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। তাহাদের একটা গীত শ্রবণ করুন, যথা—

মিছে কৃষ্ণভক্তি তায়।
অন্তরে অন্তর শক্তি না উপজে যার॥
সে শক্তি সঞ্চারে যারে, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে,
ভাসে প্রেমসিন্ধু নীরে, আনন্দ অপার।
প্রেমময়ী যারে বাম, দয়া নাহি করে শ্যাম,
বৃথা তার হরিনাম, লওয়া বারম্বার।
জপিয়ে জপের মালা, ঘুচে না দেহের জ্বালা,
গরজে গোয়ালার ডেলা, বহামাত্র সার॥

আর একটি গীত শ্রবণ করুন:—

রসনায় সে রস পাবে না।
নামামৃত আজব কারখানা॥
ধরতে আসল, ধর নকল, ঢেঁকির মুষল,
ফসল চিন না॥

জিহ্বায় কৃষ্ণনাম যেমন, ওলার খোলায় দর্ব্বী তেমন,
সে রসে করে ভ্রমণ, আস্বাদন কিছু জানে না।
ঝুলি ভরে হরিনাম করে, মরে কলুর বলদ ঘুরে,
চিন্তে নারিবে মূলাধারে, হইয়ে কানা॥
আশী লক্ষবার এসে ভবে, সে সুধা না খেতে পাবে,
যেমন ক্ষুধা তেমনি রবে, সবে হবে ধান চিটেপানা॥

"এখন বুঝিলেন, ইহাদের মতে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষররূপ নাম-জপ, কি কীর্ত্তন, কি ভজন সাধন, যাহা বৈষ্ণবগণ করিয়া থাকেন, সমুদয় বিফল, কোন কার্য্যে আইসে না। তবে জীবের উপায় কি? উপায় আছে। মহাপ্রভু বারজনকে নাম দিয়া গিয়াছেন। সে নাম জপিলে রাধারাণী জাগ্রত হয়েন, তখন প্রবর্ত্তক সাধন আরম্ভ করিতে পারেন ও ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারেন।

"সে নাম কি? উত্তর—সে নাম কেহ জানে না। মহাপ্রভু সে নাম বারজনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। সকলে হারাইয়াছেন, সকল ধারা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল এক ধারা আছে, তাহার গুরু শ্রীল নবকিশোর গুপ্ত। তিনি শিষ্যকে সেই নামটী দিতেন, শিষ্যের উহা প্রাণায়ামের সহিত জপ করিতে হইত। জপ, গুরুর সম্মুখে করাই প্রশস্ত, নতুবা বিপদের আশঙ্কা আছে। প্রাণায়ামের সহিত এই নাম জপ করিতে করিতে কখন কখন পীড়া হয়। গুরু সম্মুখে থাকিলে, এরূপ হয় না। এইরূপ নাম জপ করিতে করিতে শ্রীমতী রাধারাণী ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া উদিত হয়েন।

"যে মুহূর্ত্তে প্রবর্ত্তকের এই ভাগ্যের উদয় হয়, সেই মুহূর্ত্তে তিনি জপিতে জপিতে হাসিয়া উঠেন। তখনি তিনি, তাঁহার গুরু ও তাঁহার সঙ্গীগণ সকলে বুঝিতে পারেন যে, তাহার "শক্তি

সঞ্চার" হইয়াছে। যাঁহার শক্তি "সঞ্চার" হইয়াছে তাঁহার এই হাসি এক প্রকার থাকিয়া যায়।

"প্রবর্ত্তকের শক্তিসঞ্চার হইলে তাঁহার সাধকের পদ প্রাপ্তি হয়। তিনি আর এক নাম পাইয়া থাকেন। তাহার পরে সাধন সমাপ্ত হইলে তিনি আবার আর এক নাম প্রাপ্ত হন। সেই নামের বলে তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। প্রবর্ত্তকের যে নাম তাহাকে মোটা কথায় "আপদের শান্তি নাম" বলে, সাধকের যে নাম তাহাকে "কৃষ্ণে অর্পণের নাম" বলে। আর সিদ্ধ যে, তাঁহার যে নাম, তাহাকে "মোক্ষের নাম" বলে। এ সমুদায় নাম প্রকাশ করিতে নাই, করিলে উহার শক্তি নষ্ট হয়। এইরূপ জপ করিতে করিতে, কাহার শীঘ্র, এমন কি এক দিনে, কাহার বহুদিনে, শক্তিসঞ্চার হয়। যদি বহু বিলম্বেও কাহার শক্তি সঞ্চার না হয়, তখন গুরুর নিকট খালাস হইতে হয়। অর্থাৎ প্রবর্ত্তক যখন যেখানে যে কিছু কুকর্ম্ম করিয়াছেন, সমুদায় তাঁহার গুরুকে বলিতে হয়।

"সাধারণতঃ বৈষ্ণবের যে আচার তাহা ইঁহারা পালন করেন না। বাহিরের দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে আদৌ চেনা যায় না। তাঁহাদের কথা তাঁহারা যেখানে সেখানে বলেন না। তবে তাঁহাদের অটল বিশ্বাস এই যে, যাহা কিছু সার বস্তু, তাহা কেবল তাঁহাদের মধ্যেই আছে, আর সকলে বঞ্চিত। তাঁহাদের কয়েকটী নিয়ম পালন করিতে হয়। যথা, স্ত্রীগমন, মদ্য, মাংস ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ নিষেধ। ইহারা গুরুকে প্রণাম করেন না, গুরু শিষ্যের নিকট কোন প্রার্থনা করেন না। গুরু দয়াময়, শুধু দয়ার নিমিত্ত জীবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। গুরু যদি শিষ্যের সহিত স্বার্থ সম্বন্ধ রাখেন, তবে তিনি পতিত হয়েন।

"ইঁহারা, প্রবর্ত্তকের অবস্থা অতিক্রম করিয়া সাধকের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সাধনের নিমিত্ত দুই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। একটী "কৃষ্ণ অর্পণ" নাম জপ, ইহা মনে মনে করিতে হয়। আর একটী "বৈঠক" করা। তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া উপবেশন করেন, করিয়া কৃষ্ণ কথা বলেন ও মাঝে মাঝে গীত গাহেন। তাঁহারা সকলে রাধারাণীর কৃপাপাত্র গোপী; কৃষ্ণ কথা কহিতে আনন্দে ভাসিতে থাকেন, আর সেই আনন্দ তাঁহাদের হাস্যতে প্রকাশ পায়। সাধারণ বৈষ্ণবগণ ভাবে রোদন ও হাস্য করেন, কিন্তু তাঁহারা "আঁধার মুখ ভালবাসেন না।" তাঁহারা প্রায় হাস্য করেন, আর সে ভাবের উদয় হইলে, অনেকক্ষণ হাস্য করেন। অন্যে ততক্ষণ হাস্য করিতে পারেন না।

"তাঁহারা বলেন, জীবের দুই ভাব হয়—শিবভাব ও জীব-ভাব। শিব-ভাবে তাঁহারা প্রেমে উন্মত্ত হয়েন, হইয়া হাস্য করেন। যখন সংসার কার্য্য করেন, তখন জীব-ভাব। তখনও তাঁহারা কথায় কথায় মৃদু হাস্য করেন। এই কথায় কথায় হাস্য করাতে অন্যের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য প্রকাশ পায়।

"যাঁহারা প্রেমধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, প্রেমের উচ্ছ্বাসে তাঁহাদিগকে "রা" বলিয়া "ধা" পর্য্যন্ত বলিতে অবকাশ দেয় না, তাঁহারা অমনি বিবশীকৃত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের তত্ত্ব কথায় একটী চমৎকার উপদেশ আছে। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, জীবমাত্র পরিণামে মনুষ্য হইবে ও জীবমাত্রের দেহে কৃষ্ণ বিরাজ করেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে ভুলিয়া কষ্ট পায়, কৃষ্ণও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট পান। তাঁহাদের এই গীতটী শ্রবণ করুন :—

প্রিয়ে আর কে আছে, আমার তোমা বই।
ভুলে থাকো, মনে রাখো, তোমা ছাড়া আমি নই॥

আসিলে একবার-দেহ অন্তে,
প্রাণ, আমায় মায়ো চিন্তে,
ভেবে দেখ, তোমার ভ্রান্তে,
জিয়ন্তে মরে রই ॥

কীট পতঙ্গ আদি কৃমি, তব সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমি,
হয়ে তোমার প্রেমে প্রেমী, কিনা আমি হই ॥

"অর্থাৎ জীব আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া পরে মনুষ্য হয়। সেই মনুষ্য যদি কুকর্ম্ম করিয়া আবার কীট কি পতঙ্গ হয়, তবে কৃষ্ণও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাই হয়েন। অতএব জীব, কৃষ্ণকে ভুলিয়া কেবল আপনি পতিত হয় না, কৃষ্ণকেও সেই সঙ্গে পতিত হইতে হয়। এমন যে চিরসুহৃদ্, তাঁহাকে ভুলিয়া থাকা নিতান্ত পাষণ্ডের কার্য্য। উপরের গীতে কৃষ্ণ পুরুষরূপে, প্রকৃতিরূপ মনুষ্যকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন যে, "হে প্রিয়ে, তুমি আমাকে যাহা কর, আমি তোমার প্রেমে তাহাই হই, কারণ আমি তোমারই।"

বৈষ্ণব শাস্ত্রে দেখা যায়, মহাপ্রভুর ইচ্ছাতেই ভগবান—নিত্যা-নন্দ সংসারী হন, এবং সেই সময়ে মহাপ্রভু, অনেক বৈষ্ণবকে সংসারী করেন। লেখকের মতে বোধ হয়, মহাপ্রভু তাহা ভুলিয়া যান, তাই তিনি লিখিতেছেন, "মহাপ্রভু দেখিলেন যে, ইত্যাদি।

পাল মহাশয়ের পুত্রের নাম শশীলাল—না—দুলাল?

"ধারা" শব্দের অর্থটা তাঁহার ভাষার গুণে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। আমরা "ধারা" শব্দের অর্থ ইতি পূর্ব্বেই দিয়াছি।

আমরা দেখাইয়াছি, ইঁহাদের "প্রকৃতি" অর্থে "চিৎ প্রকৃতি" সাজান গোজান একটা সাজা মাগী বা ষোড়শী নহে। লেখকের

"প্রকৃতি" অর্থে সেবা-দাসী অর্থাৎ বিরজ নহে, রজ যুক্ত সেবা-দাসী বা সেব্যাদেবী। সে জন্য আরও স্পষ্ট হইত, যদি বলিতেন, এক ধারা "চিৎ প্রকৃতি" লইলেন, অন্য ধারা "সেবা-দাসী" লইলেন, তাহা হইলে সেবা-দাসীর প্রসারটা—গণ্ডি ছাড়াইতে পারিত। কর্ত্তা-ভজা বর্ণনায়, গিন্নী ভজা সম্প্রদায়ের সূত্রটা লোকে ধরিতে পারিত। ইহা না বলায় বরং প্রকৃত কথা গোপনই করা হইয়াছে।

শাস্ত্রে যে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে, ইঁহাদের যে তাহাতে আস্থা নাই, বা ইঁহারা যে, সে লীলা রূপক ভাবে লন, তাহার দুই একটা প্রমাণ দিলে ভাল হইত না?

এখন জিজ্ঞাসা করি—এই ধর্ম্মকে কর্ত্তা-ভজা দল ভুক্ত করিতে, তাঁহার এত আগ্রহ কেন? ধর্ম্ম নিরাকরণে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন বিচার করিতে হয়, কর্ত্তা-ভজাদের—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন কি, এ ধর্ম্মেরও—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন?

আমরা জানি—কর্ত্তা-ভজা সম্প্রদায়, এই ধর্ম্মেরই—উপশাখা মাত্র। কারণ, কর্ত্তা-ভজাদের কর্ত্তা—৺রাম শরণ পাল। এই রাম শরণ পাল মহাশয়, এই ধর্ম্মে ধর্ম্মী ছিলেন, তাঁহার জীবিত কালে, তদ্বারে এ ধর্ম্ম প্রকাশ হয় নাই। তাঁহার তিরোধানের পর, তাঁহার স্ত্রী হইতেই যে ধর্ম্মের প্রকাশ—তাহাই কর্ত্তা-ভজা সম্প্রদায়। অতএব পাল মহাশয়ও কর্ত্তা-ভজা ছিলেন না, এবং তৎকালে কর্ত্তা-ভজা দলও ছিল না। তাঁহার স্ত্রীই, ভক্তদিগকে স্বামী—কর্ত্তাকে, কর্ত্তা বলিয়া ডাকিতে আজ্ঞা করিতেন, সে হেতু তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে, কর্ত্তা-ভজা সম্প্রদায় বলা হয়।

পালমহাশয়ের আসন্ন সময়ে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী সরস্বতী—দেবী? (যিনি সতী বা শচী নামে এখন পরিচিতা ও আরাধীতা) তাঁহাকে বলেন যে, আমার দুলালের কি হইবে। কারণ, রাম শরণের অবস্থা

বড়ই শোচনীয় ছিল। কিন্তু ৺রাম শরণ সে কথায় উত্তর না করিলে, পুনরপি বার বার বিরক্ত করায়, তিনি বলেন যে, ভূতে অর্থ যোগাইবে, সে জন্য ভাবিত হইবার প্রয়োজন নাই।

তখন পাল মহাশয়ের আসন্ন শয্যায়, বাইশ ফকীরের একটী ফকীর বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "রাম শরণ! এত গুণ কার্য্য, এ কার্য্যত তোমার দেশের নহে?" তাহাতে পাল মহাশয় উত্তর করেন যে, ইহা তোমাদের নিকট ধার করিয়া বলিলাম।

যাহা হউক পরে সতীদেবী, ৺রাম শরণের সেই শয্যা, এবং ৺রাম শরণকে আসন্ন কালে যে দালিম তলায় নামান হয়, সেই দালিম তলার মাটী লইয়া, রোগ-চিকিৎসায় ব্রতী হওয়ায়, সত্যই —নানা ভূত, প্রভৃত অর্থ বহন করিয়া আনায়, ৺রাম শরণ বংশের অর্থ কষ্ট ঘুচে। এই জন্য আজও, সেই কন্থা ও দালিম তলার মাটী —কর্ত্তা-ভজাদের প্রণম্য।

এ জন্য কর্ত্তা-ভজা দলে, কৃষ্ণ—বিষ্ণু স্বীকার নাই, ভক্তি— জ্ঞানের পার্থক্য নাই। শচী দেবীই ইঁহাদের গুরু স্বরূপিনী। এমন কি, তাঁহার পরে—তাঁহার মৃণ্ময় মূর্ত্তিরই—প্রতি শুক্রবারে পূজা ও ভোগ চলিয়া আসিতেছে।

গ্রন্থকার কি কখন কোথাও জীবনে এ পূজায় যোগ দিয়াছিলেন? কোন কর্ত্তা-ভজার নিকট নাম লইয়াছিলেন? শুক্র বারে ভোগ দিয়াছিলেন? ঘোষপাড়ার মেলায় যোগ দিয়াছিলেন, ঘোষপাড়ায় দেহের খাজানা দিয়াছিলেন? কখন ভাবের গীত গাহিয়াছিলেন? ৺রাম শরণের কন্থা বা দালিম তলাকে প্রণাম করিয়াছিলেন? দালিম তলার মাটী খাইয়াছিলেন? তবে তাঁহাকে কর্ত্তা-ভজা দল ভুক্ত করিবার জন্য, লেখক মহাশয়ের এত আগ্রহ কেন?

শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ মহাশয় যে, ৺নবকিশোর গুপ্ত মহাশয়ের চির সঙ্গী—এ কথা সত্য নহে, এ ব্যতীত এখনও গ্রন্থকারের তিন পুত্র বর্ত্তমান। লেখকের প্রবন্ধ সত্য হইলে, এক পুত্র উড়িয়া যান, তাহা কি ভাল?

৺নবকিশোরের অধিক শিষ্য ছিল না। ইঁহারা কতক গোপনে থাকেন বলিয়া যে, লেখক নাম প্রকাশে ক্ষান্ত, তাহা লেখার ভাবে বোধ হয় না,—তিনি কোন সন্ধানই রাখেন না।

পূর্ব্বে বৃদ্ধ রূপচাঁদ কর্ত্তা-ভজা দল ভুক্ত ছিলেন, পরে এ ধর্ম্মের আশ্রয় লন মাত্র। এরূপ আরও দুই একটী কর্ত্তা-ভজা, বাউল সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তি, শেষে এ ধর্ম্মের আশ্রয় লন। এই জন্যই এ ধর্ম্মকে অনেকে দূর হইতে কর্ত্তা-ভজা ধর্ম্মই মনে করেন। এঁটো হাড়ি যেমন স্বর্গে যায় না, তেমনি ইঁহারাও গ্রন্থকারের চির সঙ্গী হইতে পারেন নাই। ইঁহাদের হইতেই যে, উপশাখার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? ইঁহাদের দেখিয়া বা যার তার কথা শুনিয়া, একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ লেখা, আমাদের মতে অনধিকার চর্চ্চাই বোধ হয়। নহিলে, লেখক ৺নবকিশোর গুপ্ত মহাশয়ের—জগৎ, রামচরণ, নীলমাধব, শিষ্য জানিলেন কোথা হইতে? জগৎ, নীলমাধব নামে তাঁহার কোন শিষ্যই ছিল না, এটা জানা উচিত।

'যে ভাবে প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, যেন বৈষ্ণব শাস্ত্রে জীবকে প্রকৃতি বলা হয় না, এবং রাধাকৃষ্ণ—বিলাসে আব্রহ্ম স্তম্ভ অবধি বিরাজ করেন না। করিলেও, রাধাকৃষ্ণ যে, সমস্ত দেহে নিদ্রিত ভাবে আছেন, এ ভুঁই ফোঁড় সিদ্ধান্ত তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? শুধু তাহাই নহে, শ্রীকৃষ্ণ মস্তকে, এবং রাধা গুহ্য দ্বারে নিদ্রিত, রাধাকে জাগরিত করিতে হয়, ইত্যাদি—হরি, হরি!

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ, লেখকের প্রবন্ধ লিখিতেই হইবে।

তাহার পর অভিসারের কথা। এ কথায় আজ আমার ভাক্ত বৈষ্ণবদের—সেবা দাসীর কথা মনে পড়িতেছে !

তাহার পর দুইটী গীত উদ্ধৃত হইয়াছে। লেখক মহাশয়ের কিরূপ বিদ্যা বুঝিতে পারিলাম না, কারণ—কি অর্থে ইহাতেই বলা হইল যে, ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর রূপ নাম জপ, কি কীর্ত্তন, কি ভজন সাধন, যাহা বৈষ্ণব জন করিয়া থাকেন, সমুদয় বিফল ? কোন কার্য্যে আইসে না ?—আমরা বুঝিলাম না।

মহাপ্রভু বারটী বই আর কাহাকেও নাম দিয়াছিলেন কি না, সে সন্ধানটা লইলে ভাল হইত না কি ? তাহাতে আরও কত প্রবন্ধ বাড়িত। বৈষ্ণবের এ সকলে প্রয়োজন নাই—জানি, তবে দেখিতেছি প্রবন্ধের দরকারটা আছে। আমরা কিন্তু অন্য রূপ জানি,—তাই অন্য রূপ লিখিলাম।

লেখক ক্রমশঃ মর্ম্ম খুলিতেছেন,—সে নাম আবার প্রাণায়ামের সহিত জপ করিতে হয়, যেখানে সেখানে জপ নহে, গুরুর সম্মুখে করিতে হয়, নচেৎ পীড়া হয়, গুরুর সম্মুখে করিলেই আর পীড়া হয় না, রাধারাণী ষটচক্র ভেদ করিয়া উদিত হয়েন। এ গুলি যে প্রলাপ মাত্র, তাহা পূর্ব্ব বর্ণিত সিদ্ধান্ত পাঠেই সাধারণ বুঝিবেন।

শক্তি সঞ্চারের কথাটা, নরোত্তম দাসের মুখে—কবিরাজ গো-স্বামীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। লেখক কি সন্ধান লইয়াছিলেন যে, নরোত্তম দাস, কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যে শক্তি সঞ্চারের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও জপিতে জপিতে সাধক হাসিয়া উঠেন কি না, ব্যাপারটা কি ? ভাল জিজ্ঞাসা করি—না হাসিলে কি ইহারা শক্তি সঞ্চার স্বীকার করেন না ? হাসি দেখি-

যাই কি—শক্তি সঞ্চার বুঝন?, এটা কিন্তু প্রবীন লেখক মহাশয়ের খুলিয়া বলা উচিত ছিল। আমরা জানি—হাসি দেখিয়া যে গুরু শক্তি সঞ্চার কল্পনা করেন, তিনি গুরুর উপযুক্ত নহেন। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইহা ৺নবকিশোরের সম্পত্তি নহে। ইহা ভক্ত মাত্রেরই সম্পত্তি, এবং এই সম্পত্তির উদ্রেক ভিন্ন, ব্রহ্ম পদও তুচ্ছ করিতে পারা যায় না। তাই এ সম্পত্তি অভাবে—নামী, ধামীর প্রতিষ্ঠা হেতু—আজ কাল নানা সভা, নানা প্রবন্ধ।

ক্রমশ মর্ম্ম কথা,—শক্তি সঞ্চারের পর—সাধকের পদ। সাধকের পদে যে নামে শক্তি সঞ্চার হইল, সে নাম বুঝি পচিয়া যায়, তাই তিনি আবার নূতন ফ্রেস নাম পান। গাঁজা দুই ছ্যারি টানেই সাধককে তুরীয় পদ দিয়া, যেমন আপনি জ্বলিয়া যায়, সেই রূপ বুঝি শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়া নাম জ্বলিয়া যান, সে জন্য এ দ্বিতীয় নাম। যে নাম জ্বলিয়া যায়, তাহা মোটা কথায় "আপদের শান্তি নাম"। সাধকের যে নাম, তাহা মোটা কথায় "কৃষ্ণে অর্পণের নাম। আর সিদ্ধের যে নাম, তাহা মোটা কথায় "মোক্ষের নাম"। বলিহারি যাই—লেখকের অনুসন্ধান কি সূক্ষ্ম, যে তিনি মোটা কথায় আমাদের বুঝাইয়াছেন, নচেৎ ভারি গোলের কথা। কিন্তু গোল ভাঙ্গিল না, ৺নবকিশোরেরও শক্তি সঞ্চারের কথা, নরোত্তম, কৃষ্ণ দাসেরও শক্তি সঞ্চারের কথা। শক্তির সঞ্চার হইলে—তবেত দ্বিতীয়, তৃতীয় নামের কথা, বৈধীমার্গেত সে দ্বিতীয় নাম নাই। না থাকিলেও ৺নবকিশোরকে পাকড়াও করিয়া বলিতেছেন যে, সিদ্ধে যে নাম তাহা "মোক্ষের নাম"। তিনি পরম বৈষ্ণব হইয়া মোটা কথায় বুঝাইতে বসিয়া, এমন আজামোজে বাক্য বলিলেন,—কেন? মোক্ষ—নির্ব্বাণকেও বুঝায়, আবার বৈষ্ণব শাস্ত্রে—কৃষ্ণ পদাম্বুজ প্রাপ্তিকেও বুঝায়,

আমরা কোনটী বুঝিব, ৺নবকিশোর° জ্ঞানী—কি ভক্তিমান ছিলেন ?

নাম প্রকাশ করিলে, সে নামে যদি কাহার ভক্তি না হয়, তাহা হইলে যাহার মুখ হইতে প্রকাশ হইবে—ও যে শুনিবে, উভয়েরই ক্ষতি হয়। ইহা কেবল দীক্ষা সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। ইহা কি এই ধর্ম্মেরই বিশেষ নিয়ম ?

সঞ্চারের পর—নাম শ্রবণের কথা এবং খালাস লইবার কথা, বৈধীর অনধিকার চর্চ্চা। লেখকের এ অনধিকার চর্চ্চায় প্রয়োজন ছিল না, কারণ যখন তিনি ৺নবকিশোরের কয়টী সন্তান এবং তাঁহার শিষ্য মণ্ডলীর নাম অবধি জানেন না, তখন তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধেও কিছু না জানিবারই কথা, সে স্থলে তাঁহার এ নৃত্য বাল্য সুলভই বলিতে হয়।

সত্য—ইঁহারা বৈধী আচার গ্রহণ করিতেও পারেন, নাও করিতে পারেন। কারণ, রাগধর্ম্মের তাহাই ব্যবস্থা। রাগই—অভিধেয়, এ হেতু ইঁহারা মনে করেন, যাহা কিছু সার, তাহা রাগধর্ম্মেই আছে, অন্যে তাহাতে বঞ্চিত। কিন্তু "তাঁহাদের মধ্যেই আছে" ইহার অর্থ কি ? রাগানুগার মধ্যেই আছে, এই রূপ বোঝাইলেই ভাল হইত। যদি লেখকের অন্য ভাব থাকে—তাহা শ্লেষ মাত্র।

ইঁহারা গুরুকে প্রণাম করেন, তবে লোক দেখান প্রণাম করিতে ও পারেন, করেন ও—আবার না করিতে ও পারেন।

সত্যই—ইঁহারা পোড়া মুখ দেখিতে পারেন না। অবিদ্যারই—পোড়া মুখ, ইহারা ভক্তের—পরা মুখই দেখিতে ভাল বাসেন, কারণ,—সে মুখ আনন্দে উদ্বেলিত।

বদ্ধজীব এবং মুক্তজীব-ভাব বলিলে যাহা বুঝায়, জীব এবং

শিব-ভাব বলিলেই তাহা বুঝায়। মুক্তভাব ভিন্ন—ভগবৎ দর্শনও হয় না, না দর্শন হইলে—প্রেমও হয় না।

শেষ আর একটী গীত। এই বার গ্রন্থকর্ত্তার—তত্ত্বকথার, একটী চমৎকার উপদেশের পালা। এই পালাতেই প্রবন্ধ শেষ। চমৎকার শব্দ ব্যবহারের অর্থ—শ্লেষ। ব্যাখ্যাটীতে—কৃষ্ণকেও সঙ্গে সঙ্গে পতিত হইতে হয় পাঠ করিয়া, লেখকের সূক্ষ্ম বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল, কারণ, পতিত শব্দটী, তাঁহারই শ্লেষ বুদ্ধির হাত-গড়া। হইবে না? তিনি যে—লেখক। পূর্ব্বেই এ কথার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, সে জন্য তাহার আর পুনরোল্লেখ করা হইল না।

আমরা রাগানুগসাধককে ধনী মনে করি, এবং বৈধী সাধককে ভিকারী মনে করি। কেন করি—তাহা রাগানুগা এবং বৈধীর উল্লেখে বলিয়াছি। ধনীর পক্ষে ভিকারীর ধন, যেমন কিছুই নহে হইলেও, ধনীর সে বাক্যে যেমন—ভিকারীর ধনের সত্ত্বা থাকে না—তাহা নহে, তদ্রূপ রাগানুগার বাক্য—মিছে কৃষ্ণ ভক্তি তার—ইহাতে বৈধীর অভিমান না জন্মিলেই ভাল।

ক্ষমা—ভক্তির বৃত্তি। এ হেতু ইঁহাদের ক্ষমা—সহজ লক্ষণ। এই লক্ষণে, ইঁহারা এত গুপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে পারিয়াছিলেন। ক্ষমা না থাকিলে অপ্রকাশ থাকিতে চেষ্টা করিলেও, প্রকাশ হইয়া পড়িতেন। এমন কি অনেক সময় এরূপ দেখা গিয়াছে, ইঁহাদের ভাব বুঝিতে না পারায়, সন্দেহে বা বালক সুলভ খেলায়, অনেকে ইঁহাদের প্রতি নানা রূপ অত্যাচার করিয়াছেন, তথাচ ইঁহারা, তাঁহাদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণে, বা উপদেশ বাক্যে অগ্রসর হয়েন নাই। নির্লিপ্ত ভাবে ক্ষমা ভিক্ষাই, ইঁহাদের অভ্যস্থ ছিল।

ইঁহারা প্রায়ই সংসারের সঙ্গে মিশিতেন না। অর্থাৎ যাঁহার,

যে দৈনিক কার্য্য না হইলে—শরীর রক্ষা হয় না, কেবল সেই মাত্র দৈনিক কার্য্যান্তে, ইঁহারা কোন নিভৃত স্থানে একত্র হইয়া, ভগবৎ সাধনেই দিন যাপন করিতেন। এইরূপ দিন যাপনেই গ্রন্থকার, যৌবন অতীতে বৃদ্ধাবস্থায়, দিন রাত্রি কেবল ভগবৎ আরাধনাতেই অতিবাহিত করেন। এমন কি কালে ভদ্রে বিশেষ কার্য্যানুরোধে, তিনি বাটীর বাহির হইতেন কি না সন্দেহ। এরূপ ভাবে তাঁহার অর্থের অনাটন হইলেও, তাহা স্বীকারে—তাঁহার মুখ নিত্য প্রফুল্লই থাকিত, অর্থাভাব তাঁহাকে মলিন করিতে পারিত না। এততেও কাহার দান স্বীকার করিতেন না, তিনি বলিতেন—ভক্তের সহিত অর্থ সম্বন্ধ, অতীব হেয়।

কামিনী—কাঞ্চন ত্যাগ সহজে হয় না। অর্থ ব্যবহারে যদি ভক্তের—গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবে অপরাধ ঘটে, তাহা হইলে মঙ্গল হয় না।

তিনি সংসারী হইলেও, আমরা তাঁহাকে সংসারীর ন্যায় দেখি নাই। তিনি যেন সংসারের বাহিরের লোক, বাড়ীতে চারিটী খাইতেন মাত্র, নচেৎ তিনি বহির্ব্বাটীতেই অন্যান্য ভক্ত সঙ্গে দিবা রাত্রি অতিবাহিত করিতেন।

যৌবনে হালিসহরে যখন তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন, তখন তাঁহার আয় যথেষ্ট না হউক, কোন ধনী ব্যক্তির পীড়া আরোগ্যে, তিনি এক খানি তালুক দান স্বরূপ পান, এবং তৎ-পরে ওই রূপে আর একখানি তাঁহার হস্তগত হয়। এ বিধায় সেই আয় হইতেই, তাঁহার সংসার এক রূপ চলিত।

সুচিকিৎসায় তাঁহার এরূপ সৌভাগ্য ঘটিল যে, তখন হালি সহরবাসীরা তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, তাহাতে তখন তাঁহার হৃদয়-ভাব, সকলে বুঝিতে লাগিলেন। বুঝিয়াও, কিন্তু

একদিন তাঁহাকে পরীক্ষার জন্য কয়েক ব্যক্তি, রোগ দেখাইবার ওছিলায়, একটী বাড়ীতে লইয়া গিয়া, তাহার সম্মুখ দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, তাঁহাকে মদ্য পানে অনুরোধ করিলেন।

তিনি পানে অস্বীকৃত হইলে, অবশেষে তাঁহারা এরূপ ব্যবহার দেখাইলেন, যাহাতে তিনি স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু ভগবৎ কৃপায় এক বাক্স মদ্য সত্ত্বেও, তাঁহারা মদ্য পাইলেন না। অনেক অনুসন্ধানে দুই এক বোতল পাইলেও, তাহা হইতে মদ্যের পরিবর্ত্তে, দুগ্ধ এবং সরবৎ পাইলেন মাত্র। ইহাতে তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, তাঁহাকে ভগবৎ জানিত লোক ভাবিয়া, যতই নম্র হইতে লাগিলেন, ততই পিতা ঠাকুর, নিজের ভগবৎ দাসত্ব জানাইয়া, ভগবৎ মহিমা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহাদের ভাগ্যে এ অবসর আর ঘটিবে কি না সন্দেহ, এই অবসরে তাঁহারা যদি মায়িক ঐশ্বর্য্যে বীতরাগ হইতে পারেন, তাহা হইলে কেবল মদ্য কেন, ব্রহ্ম, পরমাত্ম নির্ব্বাণ অবধি ফেলিয়া, আত্মসুখ ভুলিয়া, সৎ—চিৎ—আনন্দ স্বরূপ ভগবানে লক্ষ্য করিতে পারেন, এ জন্য তিনি তখন বলিলেন, "ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, ভগবৎ মায়া অনির্ব্বচনীয়া। যাহা দেখিতেছেন, ইহাও সেই মায়ারই খেলা, ইহা ভগবৎ স্বরূপের কার্য্য নহে।" তাহার পর হইতেই, দিন দিন হালিসহরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।

এই রূপ অনেক স্থানে তাঁহার বিভূতি প্রকাশও দেখা গিয়াছে। একজন ধনী আফিমের খেলা খেলিতেন, একবার তাঁহার সেই খেলাতে দশ লক্ষ টাকা নষ্ট হওয়ায়, তিনি ভিকারী হইয়া পড়েন। শেষে তিনি গ্রন্থকারের নিকট আসিয়া পড়েন। গ্রন্থকার এ গুণ কার্য্যে কিছুতেই সম্মত হন না, পরিশেষে বলিলেন যে, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা করিতে পার যে, এ খেলা আর খেলিবে না, তাহা হইলে

তোমার ধন তুমি ফিরাইয়া পাইতে পার। তিনি তাহাতেই রাজী হইলেন। তাহাতে গ্রন্থকার বলিলেন,—"আজি হইতে দর, দিন দিন বাড়িতে থাকিবে, কিন্তু বিক্রয় করিবে না, যে দিন দেখিবে, তোমার মূলধন বাদে এক লক্ষ টাকা লাভে দাঁড়াইয়াছে, সেই দিন বিক্রয় করিবে। কিন্তু যদি কিছু লাভ হইলেই বিক্রয় কর, বা যে লাভ বলিতেছি, তাহার অধিক লাভের আশা কর, তাহা হইলে সর্ব্বস্বান্ত হইবে।"

ধনী সেই উপদেশে কার্য্য করিয়া, এক লক্ষ টাকা লাভে —আত্মহারা। গ্রন্থকারের সে উপদেশ ভুলিয়া, আবার সেই খেলায় পরে যোগ দেন, এবং তাহাতেই তিনি সর্ব্বস্বান্ত হয়েন।

এইরূপ—এইরূপ অনেক বিভূতি আমরা চক্ষে দেখিয়াছি, এবং লোকের মুখে তাহার কথাও শুনিয়াছি। অনেকে এই বিভূতিই, ধর্ম্মের সার মনে করিয়া, সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না, গল্প মনে করেন। সে জন্য অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ধর্ম্মীর নিকট এ বিভূতি সামান্য—নগন্য, এমন কি ইহা ধর্ম্মবাদী, এ জন্য সাধুরা বিভূতির মান্য দেন না। কারণ বিভুতিতে অহং জন্মিলে ভ্রষ্ট হইতেহয়, বিভূতি জড় শূন্যা নহে। যাহা জড় শূন্যা নহে, তাহা অজড়ের বাদী।

ধর্ম্মে প্রবীণ অবস্থায়, গ্রন্থকারের এ বিভূতি প্রকাশ পাইতে আমরা দেখি নাই। বিভূতি প্রকাশ দূরে থাকুক, যাঁহারা বিভূতিতে মুগ্ধ হন, বা যাঁহারা ধর্ম্ম লাভ করিতে আসিয়া বিভূতি চান, সেরূপ চেটুক, পেটুকের মুখ দর্শন করিতেও চাহিতেন না। তত্রাচ অনেক সময়ে চেটুক পেটুক যে কোথা হইতে জুটিত, বলিতে পারা যায় না। এই চেটুক পেটুকের দল—ধর্ম্মবাদী! ইহারা ধর্ম্ম চাহে না—সুখ চাহে। নিত্য সুখ চাহে না—অনিত্য

সুখ চাহে। ধর্ম্মের নামে এখন অধিকাংশ সম্প্রদায়ে, ইহাদেরই দেখিতে পাওয়া যায়—ভক্ত কোথায় ? এই সকল লোকের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্যই, ইহাদের এত গুপ্ত ভাবে থাকা। চেটুক পেটুকের দল যেমন ধর্ম্মবাদী, তেমনি নাগী, ধামী, মুক্তি, স্ত্রীসঙ্গী, মর্কট বৈরাগীর দলও—ধর্ম্ম বাদী। কিন্তু সময় না হইলে চক্ষু ফোটে না, ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত মানুষের ইচ্ছায়, কাহার চক্ষু ফোটে না, এ জন্য ইহারা প্রকাশে জগৎ উদ্ধারের চেষ্টা করিতেন না। ইহাদের বিশ্বাস, সময় হইলে ভাগ্যবানকে বলিতে হইবে না, কার্য্যসূত্রে ভাগ্যবানই মুমুক্ষু হইবেন। ভগবানের কি মহিমা তাহা বুঝা যায় না, সময় না হইলে—পৃথিবী খুঁজিয়া যাহা পাওয়া যায় না, সময় হইলে—ঘরে বসিয়াই তাহা মিলে।

এ ধর্ম্মে—ধর্ম্ম সম্বন্ধে, স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের, পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের কোন সম্বন্ধ নাই। একত্রে সাধন ভজনের ও প্রথা নাই। এমন কি দীক্ষার পর হইতে স্ত্রীর অধরামৃত—স্বামীর, বা স্বামীর অধরামৃত—স্ত্রীর ভোগ্য নহে। যদি কাহার স্ত্রী—স্বামীর নিকট দীক্ষিতা হন, তাহা হইলে সেই দিন হইতে, সে সম্বন্ধের অপলাপে, পিতা, কন্যা সম্বন্ধ জানিতে হইবে।

যাহা বলিতে বসিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়াছি। বলিতেছিলাম —তখন হালিসহরের জমিদার ৺গোবিন্দ চন্দ্র সেন মহাশয়—জীবিত। গ্রন্থকার সরলতায় সর্ব্ব বিদিত বলিয়া, তাঁহার একটা মকদ্দমার সাক্ষী জন্য তিনি, গ্রন্থকারকে অনুরোধ করেন, কিন্তু গ্রন্থকার তাহাতে সম্মত হন না। কারণ তিনি ঐ মকদ্দমা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এবং আদালতে যাইতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক দেখিয়া, জমিদার মহাশয় টাকার লোভ দেখাইতে থাকেন। যখন তাহাতেও নিরাশ হইলেন, তখন

তিনি, গ্রন্থকারের শত্রু হইয়া, তাঁহার যে দুই খানি ক্ষুদ্র তালুক ছিল, দাঙ্গা হাঙ্গামে প্রজাদের সহিত বিবাদ তুলিয়া, তাঁহাকে বিশেষ কষ্টে ফেলিতে চেষ্টা করেন। সে চেষ্টায় পিতা ঠাকুর মহাশয়, জন্মের মত জন্ম-ভূমি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন, এবং জমিদার মহাশয় অর্থ মাহাত্ম্যে, তাঁহার তালুক দুই খানি নিজ জমিদারী ভুক্ত করিয়া লয়েন। এমন কি—ওই তালুকের আসল পাট্টা, আমাদের নিকট অনেক দিন ছিল।

এততেও কিন্তু জমিদার মহাশয়ের আশা পূর্ণ হইল না। কারণ, পিতা ঠাকুর মহাশয় তাহাতে পরিবর্ত্তিত না হইয়া, আরও ধর্ম্মে উজ্জ্বল হইলেন। তিনি কলিকাতায় বসবাসে, সে কথা ভ্রমেও মনে আনিতেন না, বা আর কখন হালিসহরে যান নাই।

তিনি যখন কলিকাতায় আসেন, কলিকাতায় তখন ডাক্তারি চিকিৎসারই অধিক চলন। তখন কলিকাতায় শ্রীযুক্তদ্বারিক, গোপী কবিরাজের নাম হয় নাই। কেবল মাত্র রমানাথ কবিরাজ মহাশয় ছিলেন। জাতীয় ব্যবসায়ে তিনি অনেকানেক ধনী গৃহে পারিবারিক চিকিৎসক হইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। সে সকল কার্য্যে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসাইয়া, তিনি নির্ব্বিবাদে যৎসামান্য আয়ের উপর নির্ভর করত, ভগবৎ আরাধনাতেই দিবসের অধিক সময় যাপিত করিতে লাগিলেন। এ হেতু তাঁহার পসার বৃদ্ধি হইল না বটে, কিন্তু অনেক ডাক্তার, কবিরাজ তাঁহার অলৌকিক চিকিৎসা নৈপুণ্য দেখিয়া, তাঁহাকে পরামর্শক হিসাবে লইয়া যাইতেন, এবং তাহাতে তিনি প্রথমে ৮৲ টাকা দর্শনি ও শেষে বৃদ্ধ বয়সে ১৬৲ টাকা দর্শনীতে, যাহা পাইতেন, তাহাতেই আমাদের সংসার এক প্রকার চলিত, এবং আমরা সুখেই ছিলাম, বলিতে হইবে।

হায়! সে দিনের কথা মনে হইলে, আমাদের আপশোষ হয়। তখন আমরা কি ছিলাম, আজ আমরা কি হইয়াছি। তখন আমরা যাহা নিত্য—দিন রাত্রি দেখিতাম, এখন আমরা তাহা, আজ ত্রিশ বৎসর কুত্রাপি দেখিলাম না। সে আনন্দ, সে অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব, সে চক্ষুজ্যোতি, সে বিষয় বৈরাগ্য মূর্ত্তি, জগতে বুঝি আর নাই। জগতে বুঝি আর দেখিব না। প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে, ঢল ঢল চক্ষের প্রেমাশ্রু মুছিতে মুছিতে, হৃদয়ের সে আত্মোৎসর্গ ভঙ্গী, আর কোথাও দেখিলাম না। প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে, প্রেমব্যথা পীড়িত সে মুখভঙ্গী, থরথর অঙ্গ, স্বেদ, কম্প, পুলকাবৃত দেহ, চক্ষে আর পড়িল না। জগতে অনেক সম্প্রদায়, কোন সম্প্রদায়ে আর রুচি হইল না। সকল সৎ সম্প্রদায়ই, সেই এক ভগবানেরই কথা কন, কিন্তু কি জানি—সে কথায়—সে প্রেমমূর্ত্তি আর দেখি না। মনে হয়, যেখানে সে প্রেমমূর্ত্তি, সেই থানেই সে ধর্ম্মের উদয়, কিন্তু আজ সে উদয় কোথায়? থাকিতে পারে, তাহার নিত্য লীলা, কিন্তু সে কোথায়—আর আমরা কোথায়? সে ভগবৎ নির্ভরতা, আত্মপ্রফুল্লতা, সংসার বিস্মৃতি ভাব—আর কোথায়? ধর্ম্মের জন্য অপেক্ষা শূন্য, অনুরাগ শূন্য, সহজ স্বভাবে প্রেম সাপেক্ষ, প্রেমানুরাগে বৈচিত্র্য ভাব, সে মহাভাব কোথায়? যাহা যায়, তাহা আর ফিরে না, বুঝিবা আর ফিরিবে না, আমাদের এ জন্ম—এই রূপেই যাইবে। মনে হয়, তাহাই যদি তাহার ইচ্ছা হয়, তাহাতেই যদি তাহার সুখ হয়, হউক, আক্ষেপ নাই, তবুও আমাদের নিকট সে—দয়াল নামেই পরিচিত থাকিবে। তাহার প্রেম, তাহার ভালবাসা, আর ভুলিতে গেলেও, আমরা ভুলিতে পারিব না। ইহা যদি ধর্ম্ম না হয়, অন্য ধর্ম্মেও আর রুচি হইবে না। তাহাতে নরক হয়—হউক, স্বর্গ হয়—হউক, তাহার পদ প্রান্তে

স্থান না হয়, হউক—দুঃখ নাই, কিন্তু যেন তাহাকে, তাহার সে মূর্ত্তিকে, তাহার সে ভক্ত পরিকর সমন্বিত যুগল রূপকে, যেন না ভুলি। তাহাই আমাদের ধর্ম্ম, তাহাই আমাদের অর্থ, তাহাই আমাদের কাম, তাহাই আমাদের মোক্ষ। না হইবে কেন, তাহার সে নাম, সে মূর্ত্তি, মনে উদয় হইলেই যে, আর আমাদের কিছু থাকে না। কোথায় পাপ, কোথায় পুণ্য, কোথায় অধর্ম্ম, তখন যে কিছুই মনে থাকে না। তবে কাহার জন্য, কিসের জন্য সম্প্রদায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ? কে—সে অনুষ্ঠানে ব্রতী হইবে ? আমাদের ইচ্ছা ব্রতী হই, ধর্ম্ম করি, কিন্তু সে ভাগ্য আমাদের কোথায় ? কেন সে আমাদের মাথা খাইল, যদি খাইল—তবে সে আপশোষ কেন রাখিল, একবারে না খাইল কেন ? এ কথা কাহাকে বলিব, কে আমাদের এ কথা শুনিবে, কে আমাদের এ হৃদয় ব্যথা বুঝিবে ? বুঝিবার জন্য—কে আমাদের মুখ চাহিয়া অপেক্ষা করিবে ? বোঝাইবার জন্য—কোন রূপে, সে কোথায় জগতের কোন খানে, হৃদয়ের কোন খানে—বলিয়া দিতে আমাদের কে আছে, তাই বলি আমাদের এ জন্ম বুঝি—এই রূপেই গেল। এ ব্যথা অনন্ত—আর বাড়াইব না। যাহা বলিতেছিলাম—তাহা বলি, দিবা রাত্রি সে বহির্ব্বাটী—ভগবৎ মন্দির। সে মন্দিরে ভগবান, ভগবৎ পরিকর বিরাজমান। জগতের কোন কথা নাই, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম সংবাদ নাই, সুখ, দুঃখ প্রবাহ নাই, নিত্য চিৎ প্রবাহে ভক্ত ভাসমান। সেবা বৈচিত্র্যে ভগবান নিত্য নূতন। কে কর্ত্তা ? সে সংসারে ভগবানই কর্ত্তা, কৃষ্ণ-চৈতন্যই কর্ত্তা, কৃষ্ণ-চৈতন্য সেবাই—সংসার। সে সংসারে তুমি, আমি দাস—দাসানুদাস।

কৃষ্ণের সংসারে—অনন্ত সুখ। আহারে—সুখ, অনাহারে—সুখ, ধনে—সুখ, নির্ধনে—সুখ, সম্পদে—সুখ, বিপদে—সুখ, ধর্ম্মে

—দুঃখ, অধর্ম্মে—সুখ, কৃষ্ণ যেরূপে রাখে—তাহাতেই সুখ, কৃষ্ণ আনন্দময়, অসুখ কোথায় ?

এই কৃষ্ণের সংসারে, পিতার জীবনের বার্দ্ধক্য কাটিল, বস্তু সিদ্ধির দিন আসিল। পঞ্চভূতময় দেহ পীড়িত হইল, আর দেহ টেঁকে না। কিন্তু ভক্ত, ভক্তকে ছাড়িতে চাহে না, গুরুকে ছাড়িতে চাহে না, ছাড়িতে চাহিবে কি ? ভক্ত—যে ভক্তের প্রাণ, ভক্তে—ভক্তেই যে—ভগবৎ প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গে—প্রসঙ্গেই যে—প্রেমময় মূর্ত্তির উদয়। মূর্ত্তি নহিলে যে—সে আকাশ কুসুম। প্রেম-কল্পনায় ক্ষুধার্ত্তের কি উদর পূর্ণ হয় ? উপন্যাস যেমন ক্ষুধার্ত্তের উদর পূর্ণ করিতে পারে না, তেমনি সে সময়ে শাস্ত্র, শুষ্কফুলের ন্যায়, মধু হীন হন। বন্ধু যেমন মিলিত না হইলে, বন্ধুত্বরূপ প্রেমের উদয় হয় না, তেমনি ভাগবৎ রসপাত্র ভিন্ন, ভগবানের প্রেম-স্বরূপ যুগল মূর্ত্তির উদয় হয় না।

তাই বলি, সাধু-সঙ্গই—ধর্ম্ম-মূল, সাধন-মূল, ভক্তি-মূল, প্রেম-মূল। সে সাধু কোথায় ? যে সাধুর—"হৃদয় হয়, কৃষ্ণের মন্দির," —সে সাধু কোথায় ? সে গুরুই বা কোথায় ? সে শিষ্যই বা কোথায় ? আমি দাস হইয়া গুরু হই—আমি শিষ্য কই ? আমি তাহাকে না দেখিয়াই, তাহাকে দেখাইতে যাই, আমি তাহাকে ভাল না বাসিয়াই, তাহার ভালবাসা দেখাইতে যাই, তাই তাহার উদয় হয় না, আমিই উদয় হই।

তাই আমাদের ভালবাসা, আমাদের প্রেম দেখিয়া, সে কিয়ৎ দিন অপেক্ষা করিল, কিন্তু শুকর যতক্ষণ বিষ্ঠার গন্ধ না পায়, ততক্ষণই ঘৃতান্ন ভক্ষণ করে। জগৎ ভুলিয়া সে মুখ নিরীক্ষণ, আমাদের ভাগ্যে নিত্য ঘটে কই ? না ঘটিলে কাহার ? কাহার উদয় দেখিবার জন্য, আমাদের নিকট সে অপেক্ষা করিবে, তাই তিনি

আবার কিয়ৎদিন পরে, জগৎ হইতে একেবারে তাঁহার নাম মুছি বার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন সকলেই বুঝিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিলাম না।

সেই শেষ দিনের কথা মনে পড়ে। দিন গেল, রাত্রি আসিল, সে দুঃখের দিনে কিন্তু সকলেই উৎফুল্ল, কাহার হৃদয়ে শোক নাই —কেবল আনন্দ। কোথা হইতে এ আনন্দ, ভক্তের—গুরু যায়, পুত্রের—পিতা যায়, সাধ্বীর—পতি যায়, তবে কোথা হইতে এ কিসের আনন্দ, কে জানে- হরি জানে—গুরু জানে।

জীবনে—সংসারের এ দিন—বড় কুদিন। এ দিন সকলেরই হইবে, কিন্তু এ দিন—বড় কুদিন। পাছে এ কুদিনে, আমাদের হৃদয় আঘাত পায়—ব্যথা পায়, তাই তিনি রাত্রি অবসানে আমাদের সহিত একবার হরিনাম, ভগবৎ নাম গাইতে আরম্ভ করিলেন। সে অঙ্গ গৌরব, সে ভাব মাধুর্য্য, নামের প্রতি বর্ণে বর্ণে উচ্ছলিত হইয়া, প্রতি হৃদয়মন্দিরে সমুদিত। তখন সকলেই আপনা ভুলিয়া, সেই নামেই অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। শত বৎসরের সে জীর্ণ দেহের—সে তেজ, সে হুঙ্কার আজও আমাদের মনে জাজ্জল্যমান রহিয়াছে। নামের সঙ্গে চক্ষের ধারা, ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন, যেন প্রতি হৃদয়কেই পরিবর্ত্তিত করিতে লাগিল, প্রতি চক্ষেই ধারা বহিতে লাগিল। সে ধারা আসন্ন বিপদের জন্য নহে—ভাবি বিরহের জন্য। তখন সকলেই বুঝিলেন, আজই তিরোধানের দিন।

ভগবৎ স্মরণ, মনন, কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নিশা অবসান হইল। এ নবকিশোর যেন—সে নবকিশোর নহে। তখন নবকিশোর বাটীর লোকদিগকে বলিলেন, "তোমরা আজ সকলে সকাল সকাল আহার কর।"

বেলা দশটা বাজিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহার কি শেষ হইয়াছে ?" গৃহিণী বলিলেন—"হাঁ হইয়াছে"। গ্রন্থকার জিজ্ঞাসিলেন —"তোমার আহার হইয়াছে ? যদি না হইয়া থাকে, শীঘ্র যাও, আহার হইলে সংবাদ দিবে।"

গৃহিণী এ কথায় ভাবিত হইয়া বাহিরে গেলেন।

১০০ শত বৎসর উত্তীর্ণে, নূতন যুগের প্রারম্ভেই বেলা ১১টার সময়, তাঁহার মুখ ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে নিদ্রা আকর্ষণের ন্যায়, ঢুলু ঢুলু চক্ষে যেন হাসিতে হাসিতে মিলাইয়া গেলেন। দেহের আর সাড়া শব্দ নাই, নড়ন চড়ন নাই। ক্রমশই যেন নিস্তব্ধ। মুখে জল দেওয়া হইল, তাহা গলাধঃকরণ হইল না। তখন সকলেই হরিধ্বনী করিয়া উঠিলেন।

সকলেই সকল বুঝিল, কিন্তু কেহই কিছু ফুটিল না—কাঁদিল না। পুত্র কাঁদিল না, কন্যা কাঁদিল না, গৃহিণী কাঁদিলেন না। শিষ্য মণ্ডলী কাঁদিলেন না। কাঁদিলেন না—না—কান্না আসিল না। কান্না না আসিলে—কে কাঁদিবে ?

কান্না না আসিলেও, সকলেরই বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। তাহাতে একে একে সকলকে, এক স্থানেই বসিতে হইল। তখন সকলে, সকলের মুখ নিরীক্ষণে, স্ব স্ব হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় দেখিলেন, যাহাতে সকলেই যেন, সে ব্যথা ভুলিলেন, জগৎ ভুলিলেন, আপন শরীর ভুলিলেন, বাহিরে যে নবকিশোরের দেহ পড়িয়া—তাহাও ভুলিলেন।

এইরূপে বুঝি অনেকক্ষণ কাটিয়াছিল, প্রতিবাসী দুই চারিজন আসিয়া, ইহাদের অবস্থা দেখিয়া অবাক। মনে মনে ভাবিলেন, ইহারা কি নির্ম্মম, লোকটা গেল, কেহ একবার কাঁদিল না। বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, না হয় পয়সাই রোজগার করিতে পারিতেন না,

এত দিনত খাওয়াইয়া পরাইয়াছিলেন, বৃদ্ধকে কি ঘরে মারিতে আছে! এই কি উচিত? তাঁহারাই তখন নানা উপদেশে, তাঁহাদের সে সময়োচিত কার্য্যে উদ্যোগী করাইলেন। তাঁহারাও তখন অপ্রস্তুত ভাবে, যে যাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

যতদিন বাঁচিব, আমরা সে দিন ভুলিব না। সে দিন কেহই ভুলিবে না। আমরা এক ভাবে ভুলিব না, অন্যে আর ভাবে ভুলিবে না। সেই সময় ৺রাজরাজেশ্বরী মহারাণীর প্রথম পুত্রের কলিকাতায় আগমন। বেলগাছিয়ার উদ্যানে—উদ্যান ভোজন। কলিকাতা আমোদ উল্লাসে পূর্ণ, আলোক মালায় সুশোভিত। আর আমরা—আমাদের বাড়ী? সে কথায় আর কাজ নাই, আমরা কিন্তু সে দিন—ভুলিব না। সেই সন ১২৮২ সালের, ২০শে পৌষ সোমবার—ইংরাজি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ ৩রা জানুয়ারী —আমরা এ জনমে আর ভুলিব না।

৺রাজকিশোর গুপ্ত মহাশয়ের একমাত্র সন্তান—৺বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত। ৺বৈকুণ্ঠনাথের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ—শ্রীলালবিহারী গুপ্ত, মধ্যম—শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত, কনিষ্ঠ—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

৺কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত—নিঃসন্তান। ৺নবকিশোর গুপ্ত মহাশয়ের, বর্ত্তমান তিন সন্তান ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ—শ্রীকেদার নাথ গুপ্ত, মধ্যম—শ্রীহারাণ চন্দ্র গুপ্ত, কনিষ্ঠ—শ্রীপূর্ণ চন্দ্র গুপ্ত। ৺ব্রজকিশোর গুপ্ত মহাশয়ের, এক কন্যা ও এক পুত্র—শ্রীউমানাথ গুপ্ত।

জ্যেষ্ঠ—৺রাজকিশোর, ৺কৃষ্ণকিশোর, কনিষ্ঠ—৺ব্রজকিশোর গুপ্ত মহাশয়েরা, ইতি পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরাই কেবল এখনও অবশিষ্ট আছি।

সমাপ্ত।